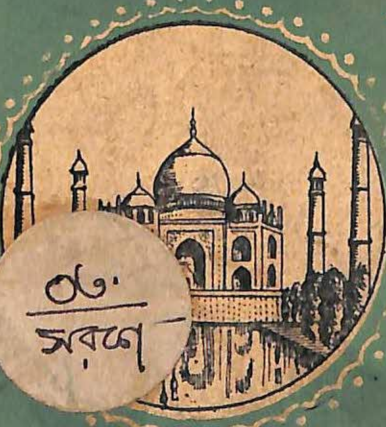




বুক অব্ নলেজ



শ্রীসুকুমার সরকার, বি.এ.





বঙ্গীয় শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টর বাহাদুরের নির্দিষ্ট সিলেবাস অনুযায়ী প্রধানতঃ লিখিত। [৮।৬ পি-৪-জি-৩৮ নম্বর সার্কুলার দ্রষ্টব্য]

বুক অব্ নলেজ

(পঞ্চম, ষষ্ঠ, সপ্তম এবং অষ্টম শ্রেণীর জন্য)

শ্রীসুকুমার সরকার, বি. এ.

সংশোধিত ও পরিবর্ধিত চতুর্বিংশ সংস্করণ

মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিঃ
পুস্তক-বিক্রেতা ও প্রকাশক
১০, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা—১২
১৯৭৬

প্রকাশক : শ্রীদীনেশচন্দ্র বসু
মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিঃ
১০, বঙ্কিম চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট্, কলিকাতা-১২

মূল্য : পাঁচ টাকা পঞ্চাশ পয়সা মাত্র

[ভারত সরকার প্রদত্ত স্বল্পমূল্য কাগজে মুদ্রিত]

মুদ্রাকর :
শ্রীপ্রদীপকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
মানসী প্রেস
৭৩, মাণিকতলা ষ্ট্রীট্
কলিকাতা-৭০০০০৬

ভূমিকা

এই পরম সুন্দর বিশ্বে প্রেমিক শিল্পী মুহূর্তে মুহূর্তে যে প্রাণবিমোহন অপ-রূপ দৃশ্যের খেলা দেখাইয়া চলিয়াছেন, সদ্যোজাগ্রত মধুর চেতনা লইয়া শিশু তাহাকে যে কত আগ্রহে এবং বিস্ময়ে অভিনন্দিত করে, স্ফুটনোন্মুখ-জীবনে সেই সানন্দ কৌতূহলের প্রভাব যে কিরূপ কল্যাণপ্রসূ, সন্তানহিতব্রত অভিজ্ঞ পিতামাতা এবং মানবশিক্ষাকল্পে নিবেদিতচিত্ত আচার্যশ্রেষ্ঠগণ তাহা সম্যক্ উপলব্ধি করিয়াছেন। এইজন্য বর্তমানে শিশুর অদম্য জ্ঞানস্পৃহাকে অকাল-পক্কতা অথবা প্রগল্‌ভতার পরিচায়ক মনে না করিয়া তাহাকে জ্ঞানলাভের অপরিহার্য সহায়ক বলিয়া গ্রহণ করা হইয়াছে। "কেন এরূপ হইল?" "কেমন করিয়া হইল?" "কিসের জন্য হইল?" "কোথা হইতে আসিল?" "কোথায় যাইবে?" পিতামাতা শিশুদের এই সমস্ত প্রশ্নে বিব্রত হইয়া পড়েন, কিন্তু বিরক্ত হন না, কারণ তাঁহারা জানেন, এই সমস্ত কৌতূহল নিবৃত্তির সঙ্গে সঙ্গে শিশুচিত্তের অনুসন্ধিৎসা ক্রমশঃ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইবে। তাঁহারা অনুভব করিয়াছেন যে, রহস্য হইতে রহস্যান্তরে প্রবেশ করিয়া তাহারা এমন এক বিচিত্র, উন্নত রাজ্যে গমন করিবে, যেখানে সংসারের সমস্ত ক্ষুদ্রতা এবং পঙ্কিলতার ঊর্ধ্বে মুগ্ধ, পরিপূর্ণ এবং আবেগময় চেতনায় তাহারা সর্বজনকাম্য বিদ্যা এবং মনীষার সাধনায় প্রবৃত্ত হইবে।

এই ক্ষুদ্র পুস্তকে তরুণ মনের এই কৌতূহলকে শ্রদ্ধার সহিত সম্বর্ধিত করা হইয়াছে, তাহার চির-অশান্ত জ্ঞানপিপাসাকে কথঞ্চিৎ পরিতৃপ্ত করিবার জন্য জগতের বিভিন্ন ক্ষেত্র হইতে জ্ঞানিগণের সাধনালব্ধ সুরসাল ফলরাশি সযত্নে আহৃত হইয়াছে। ইহা দ্বারা তাহাদের কৌতূহলের সম্যক্ নিবৃত্তি হইবে, এইরূপ আশা না থাকিলেও ইহা যে তাহাদের চিত্তে একটা সাড়া আনিয়া দিবে এবং একটা অনাস্বাদিত-পূর্ব অনুপ্রেরণার সঞ্চার করিয়া তাহাদের জ্ঞানস্পৃহাকে বলবতী করিবে, সেই ভরসায় পুস্তকখানি অকৃত্রিম স্নেহ এবং আগ্রহে তাহাদের হস্তে সমর্পিত হইল। ইহা ছাড়া, প্রাপ্তবয়স্ক

ব্যক্তিরা বিশেষতঃ শিশুদের পিতামাতাও ইহা পাঠ করিয়া বহু জ্ঞাতব্য তথ্য অবগত হইতে পারিবেন এবং শিশুদিগের সপ্রশ্ন দৃষ্টির সম্মুখীন হইয়া তাহাদের অনেক জটিল সমস্যার সমাধান করিতে পারিবেন।

ডায়মণ্ড হারবার সুকুমার সরকার

অষ্টাদশ সংস্করণের ভূমিকা

এক বৎসর অতিক্রান্ত হইবার পূর্বেই বুক অব্ নলেজের সপ্তদশ সংস্করণ নিঃশেষিত হইল। ছাত্র-ছাত্রী এবং শিক্ষক-শিক্ষিকা মহলে বইখানি যে উত্তরোত্তর সমাদর লাভ করিতেছে ইহা তাহার পরিচায়ক। নূতন সংস্করণে বইখানিকে আমূল সংশোধন করা হইয়াছে এবং নূতন নূতন চিত্তাকর্ষক বিষয় পরিবেশন করিয়া বইখানিকে আরও চিত্তাকর্ষক করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। পুস্তকখানি এবারও ছাত্র-ছাত্রীগণ কর্তৃক সমাদরে পঠিত হইবে এ আশা রাখি।

২৩শে জানুয়ারী ; ১৯৬৩ প্রকাশক

চতুর্বিংশ সংস্করণের ভূমিকা

বুক অব্ নলেজের নূতন সংস্করণ বাহির করিবার সুযোগ পাইয়া আমরা পুস্তকখানির আদ্যোপান্ত সংশোধন, অপ্রয়োজনীয় বিষয়ের পরিবর্জন ও নূতন সাম্প্রতিক তথ্যের সন্নিবেশ করিবার ফলে পুস্তকখানি পাঠক-পাঠিকামহলে আরও সমাদর লাভ করিবে এ বিশ্বাস রাখি।

পঁচিশ বছরের অধিককাল ধরিয়া যে পুস্তকখানি বঙ্গভাষাভাষী পাঠক-পাঠিকা মহলে স্বীয় আসন সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া জয়-যাত্রার পথে সগৌরবে চলিয়াছে সেইরূপ সঙ্কলন গ্রন্থ প্রকাশ করিয়া আমরা যুগপৎ আনন্দিত ও গর্বিত।

জানুয়ারী, ১৯৭৬ প্রকাশক

সূচীপত্র

পৃথিবীর কথা

ইতিহাসের কথা

বিচিত্রিতা

বিজ্ঞান-বৈচিত্র্য

খেলাধূলার কথা

সাহিত্যের কথা

পুরাণের কথা

অনেক রকম

রেলওয়ে সংবাদ

দেশ-বিদেশের খবর


PLUTO
URANUS
SATURN
EARTH
MARS
MERCURY
VENUS
JUPITER
NEPTUNE

সৌরজগৎ

বুক অব্ নলেজ

পৃথিবীর কথা

১। পৃথিবীর জন্ম কিভাবে হইয়াছে?—সূর্য হইতে পৃথিবীর জন্ম হইয়াছে। বহু কোটি বৎসর পূর্বে সূর্য হইতে একটি জলন্ত অগ্নিপিণ্ড বাহির হইয়া সূর্যের চারিদিকে ঘুরিতে থাকে। পরে উহা ঠাণ্ডা ও ঘনীভূত হইয়া পৃথিবীতে পরিণত হয়।

২। পৃথিবীর বয়স কত?—পৃথিবীর বয়স সম্বন্ধে মতভেদ আছে। কেউ কেউ বলেন ৪৮০ কোটি বৎসর। কেউ কেউ বলেন ৬৫০ কোটি বৎসর। কিন্তু নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্ত প্রখ্যাত বৈজ্ঞানিক হায়রল্ড ইউরের হিসাব অনুসারে পৃথিবীর বর্তমান বয়স ৩০০ কোটি বৎসর।

৩। সৌরজগৎ কাহাকে বলে?—সূর্যকে কেন্দ্র করিয়া যথাক্রমে বুধ, শুক্র, পৃথিবী, মঙ্গল, বৃহস্পতি, শনি, ইউরেনাস, নেপচুন, প্লুটো ও ভলক্যান এই দশটি গ্রহ অনবরত ঘুরিতেছে এবং সূর্যসহ এই এগারটি গ্রহসমষ্টিকে সৌরজগৎ বলে। সূর্যের সবচেয়ে নিকটবর্তী গ্রহ বুধ, আর সবচেয়ে দূরবর্তী গ্রহ ভলক্যান। সৌরজগতের অন্যতম গ্রহ পৃথিবী (আমাদের বাসভূমি) ৩৬৫$\frac{১}{৪}$ (আনুমানিক) দিনে সূর্যকে একবার প্রদক্ষিণ করে। ইহাকে বলে পৃথিবীর বার্ষিক গতি; ইহাকেই আমরা এক বৎসর বলি। ইহা ভিন্ন পৃথিবীর অপর একটি গতি আছে। তাহার নাম আহ্নিক গতি। পৃথিবী আপন অক্ষের উপর ঘুরিয়া পর্যায়ক্রমে দিন ও রাত্রির সৃষ্টি করে।

৪। পৃথিবী যে গোলাকার ইহা প্রথমে কে আবিষ্কার করেন?—পাইথাগোরাস নামে এক গ্রীক পণ্ডিত।

৫। সর্বপ্রথম কে পৃথিবী পরিক্রমা করেন?—পর্তুগাল দেশবাসী ম্যাগেলন। তিনি ১৫১৯ খ্রীস্টাব্দের ২০শে সেপ্টেম্বর ৫খানা জাহাজ এবং ২৩৯ জন নাবিক লইয়া পৃথিবী পরিক্রমায় অংশ গ্রহণ করেন। পরিক্রমা শেষ করিতে প্রায় তিন বছর লাগিয়াছিল। স্পেনদেশের সেভিল বন্দর হইতে এই যাত্রা শুরু হয় এবং ১৫২২ খ্রীস্টাব্দের ৮ই সেপ্টেম্বর একখানা জাহাজ কয়েকজন নাবিক লইয়া সেভিল বন্দরে ফিরিয়া আসে।

৬। পৃথিবী যে গোলাকার তাহা জানিবার উপায় কি?—

(ক) সমুদ্রে চলমান জাহাজ ক্রমে দিগ্‌বলয়ের নিকট অদৃশ্য হইয়া যায়।

(খ) কোন জাহাজ কোন স্থান হইতে যাত্রা করিয়া অনবরত একইদিকে চলিতে থাকিলে সে পুনরায় সেই স্থানেই ফিরিয়া আসিবে।

(গ) চন্দ্রগ্রহণের সময় পৃথিবী চন্দ্রের উপর যে ছায়া ফেলে তাহা গোলাকার।

৭। পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশি বারিপাত হয় কোথায়?—হাওয়াই দ্বীপের ওয়েআইলিন পাহাড়ে। বৎসরে সেখানে প্রায় ৭৮০″ ইঞ্চি পরিমাণ বারিপাত হয়। এক ইঞ্চি বারিপাত এক একর জমির উপর ১০০ টন জলের সমান।

৮। উষ্ণ প্রস্রবণ কি করিয়া হয়?—ভূগর্ভের উত্তাপে জল গরম হইয়া যখন বাহিরে আসে, তখন উহাকে উষ্ণ প্রস্রবণ বলা হয়।

৯। 'লু' কাহাকে বলে?—পশ্চিম ভারতের স্থানে স্থানে গ্রীষ্মকালে যে উষ্ণ বাতাস প্রবাহিত হয়, তাহার নাম 'লু'।

১০। কোন্ দেশে রাত্রিতে রামধনু দেখা যায়?—হাওয়াই এবং আন্দামান দ্বীপপুঞ্জে।

১১। গ্রীষ্মকালে সূর্যরশ্মি শীতকাল অপেক্ষা উষ্ণতর কেন?—গ্রীষ্মকালে রশ্মিগুলি খাড়াভাবে পড়ে বলিয়া রশ্মিগুলি অপেক্ষাকৃত উষ্ণ।

১২। সমুদ্রের জল লবণাক্ত কেন?—নদীগুলি লবণাক্ত জল বহন করিয়া

সমুদ্রে আনে। বাতাস এবং সূর্যরশ্মি বাষ্পাকারে জল শোষণ করিয়া লয় এবং এইভাবে সমুদ্রের জল ক্রমশঃ লবণাক্ত হয়।

১৩। কোন্ দেশে প্রচুর পরিমাণে হীরক পাওয়া যায়?—দক্ষিণ আফ্রিকায়।

১৪। কে সর্বপ্রথম এভারেস্টের অবস্থিতি এবং উচ্চতা নিরূপণ করিয়াছিলেন?—১৮৫২ খ্রীস্টাব্দে রাধানাথ শিকদার। তখন ভারতবর্ষের জরীপ বিভাগের অধ্যক্ষ ছিলেন মিঃ জর্জ এভারেস্ট এবং তাঁহারই নামানুসারে এই পর্বতশৃঙ্গের নাম এভারেস্ট রাখা হইয়াছে। ইহাই পৃথিবীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা উচ্চ ও দুর্গম পর্বতশৃঙ্গ। ইহার উচ্চতা ২৯,০২৮ ফিট্।

১৫। হিমালয়ের কতগুলি শৃঙ্গ আছে?—সর্বসমেত ৭৯টি।

১৬। ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে বর্তমানে লোকসংখ্যা কত?—১৯৭১ সালের সেন্সাসের হিসাব অনুসারে ভারতের লোকসংখ্যা ৫৪,৬৯,৫৫,৯৪৫। একমাত্র চীনদেশ ভিন্ন পৃথিবীর আর কোন দেশের লোকসংখ্যা এত অধিক নয়।

১৭। কোন্ কোন্ তারিখে পৃথিবীর সর্বত্র দিন এবং রাত্রি সমান হয়? —২১শে মার্চ এবং ২২শে কিংবা ২৩শে সেপ্টেম্বর।

১৮। মাধ্যাকর্ষণ শক্তি কাহাকে বলে?—পৃথিবীর সকল জিনিস অপর সকল জিনিসকে নিজের দিকে টানিতেছে। পৃথিবী ও অপর গ্রহ-উপগ্রহ সেইরূপ সকল জিনিসকে তাহাদের দিকে টানিতেছে। এই টানা বা আকর্ষণকে 'মাধ্যাকর্ষণ শক্তি' বলে। তাই পৃথিবী সূর্যের চারিদিকে এত দ্রুতগতিতে আবর্তন করা সত্ত্বেও আমরা ভূপৃষ্ঠ হইতে পড়িয়া যাই না।

১৯। সূর্যের আয়তন কত?—আমাদের তের লক্ষ পৃথিবী একত্র করিলে তবেই তাহা আকারে সূর্যের সমান হইবে।

২০। 'মার্বল রক্' কোথায়?—মধ্যপ্রদেশের জব্বলপুরের নর্মদা নদীর তীরে অবস্থিত শুভ্র পর্বতকে 'মার্বল রক্' বলে। এই পাহাড় এত শুভ্র যে চাঁদের আলোতে ইহাকে মাখনের পাহাড় বলিয়া ভ্রম হয়।

২১। বরফের দেশ কোথায়?—উত্তরমেরু প্রদেশ সারা বৎসর বরফে ঢাকা থাকে বলিয়া ইহাকে 'বরফের দেশ' বলা হইয়া থাকে।

২২। পৃথিবী হইতে সূর্য কত মাইল দূরে আছে?—প্রায় নয় কোটি ৩০ লক্ষ মাইল এবং পৃথিবীতে সূর্যের কিরণ আসিতে ৮ মিনিট সময় লাগে।

২৩। ধূমকেতু কি?—সূর্য, চন্দ্র, তারা ব্যতীত আকাশে আর এক প্রকারের জ্যোতিষ্ক আছে। ইহার নাম ধূমকেতু। ইহাদের কোন নির্দিষ্ট গতিপথ নাই। ইহারা অনেক বৎসর পর পর সৌরজগতে দেখা দেয়। একটা মাথা ও লক্ষ লক্ষ মাইল লেজ লইয়া ইহার দেহ গঠিত।

২৪। নীহারিকা কি?—ধোঁয়ার মত একটা জ্যোতিষ্ক। অন্ধকার রাত্রে আকাশ পরিষ্কার থাকিলে ইহা দেখা যায়। ইহার সাধারণ নাম 'নীহারিকা' (Nebula)। নীহারিকা মাত্রই হাল্কা গ্যাসে তৈরি আলোকপুঞ্জ।

২৫। কোন্ খাল প্রশান্ত ও আটলান্টিক মহাসাগরকে যোগ করিয়াছে?—পানামা খাল। ইহার দৈর্ঘ্য প্রায় ৩২ মাইল।

২৬। সবচেয়ে অগভীর সাগর কোন্‌টি?—পারস্য উপসাগরের গভীরতা সবচেয়ে কম। হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে যে, এই উপসাগরের গভীরতা মাত্র ৮৪ ফিট্।

২৭। জোয়ার-ভাটা কি করিয়া হয়?—সূর্য ও চন্দ্রের আকর্ষণে সমুদ্রের জল ফুলিয়া উঠিলে জোয়ার হয় এবং আকর্ষণের অভাবে জল সরিয়া গেলে ভাটা হয়। জোয়ার-ভাটা ২৪ ঘণ্টায় দুইবার হইয়া থাকে।

২৮। ছায়াপথ কি?—অন্ধকার রাত্রে আকাশে সাদা মেঘে তৈরি একটা বিস্তৃত পথ দেখা যায়। ইহাকেই 'ছায়াপথ' বলে। ইহাতে অনেকগুলি তারা থাকে বলিয়া তাহাদের মিলিত আলো এরূপ দেখায়।

২৯। বিষুবরেখা কি?—বৈজ্ঞানিক গবেষণার সুবিধার জন্য পৃথিবীর মধ্যস্থলে একটি রেখা কল্পনা করা হইয়াছে। ইহাকেই বিষুবরেখা বলে।

৩০। পৃথিবী সূর্যের চারিদিকে প্রতি সেকেণ্ডে কত মাইল বেগে ঘুরিতেছে?

—গড়পড়তায় পৃথিবী সূর্যের চতুর্দিকে প্রতি সেকেণ্ডে ১৮½ মাইল বেগে ঘুরিতেছে।

৩১। এমন এক মহাদেশের নাম কর যেখানে একটি মাত্র রাজধানী আছে?—অস্ট্রেলিয়া। রাজধানীর নাম ক্যানবেরা।

৩২। নীল নদের উৎপত্তি-স্থান কোথায়?—ভিক্টোরিয়া-নিয়াঞ্জা নামক বিরাট হ্রদ।

৩৩। 'লোহিত সাগর' নাম হইল কেন?—এই সাগরে একপ্রকার রক্তবর্ণ উদ্ভিদ্ এত অধিক পরিমাণে জন্মগ্রহণ করে যে, স্থানে স্থানে ইহার জল লালবর্ণ দেখায়। এইজন্ত ইহার নাম লোহিত সাগর হইয়াছে।

৩৪। পাঁচটি মহাদেশ ও উহাদের প্রত্যেকটির দীর্ঘতম নদীর নাম কি?—এশিয়া—ইয়াংসি (৩,৫০০ মাইল), আফ্রিকা—নীলনদ (৪,০০০ মাইল), ইউরোপ—ভল্গা (২,৩০০ মাইল), উত্তর-আমেরিকা—মিসৌরী-মিসিসিপি (৩,৯০০ মাইল), দক্ষিণ-আমেরিকা—আমাজন (৪,০০০ মাইল), অস্ট্রেলিয়া—মারে-ডার্লিং (১,৯০০ মাইল)।

৩৫। আলেকজান্দ্রিয়া নগর কখন্ স্থাপিত হইয়াছিল?—মিশরের রাজধানী আলেকজান্দ্রিয়া যীশু খ্রীস্ট জন্মিবার ৩৩২ বৎসর পূর্বে সম্রাট্ আলেকজাণ্ডার দি গ্রেটের নির্দেশে স্থাপিত হইয়াছিল।

৩৬। পৃথিবীর কোন্ স্থানে সারা বৎসরই দিন-রাত্রি সমান হয়?—বিষুবরেখা যে-সব দেশের উপর দিয়া গিয়াছে সেখানে দিন-রাত্রি সমান।

৩৭। পৃথিবীর কোন্ কোন্ মরুভূমিগুলি প্রসিদ্ধ?—সাহারা (আফ্রিকা); গোবি (এশিয়া)।

৩৮। 'Great Barrier Reef' কোথায়?—ইহা অস্ট্রেলিয়ার পূর্বাংশে অবস্থিত। ইহা প্রায় ১,২৫০ মাইল দীর্ঘ।

৩৯। মেরুর আলো (অরোরা) কি ?—বৈজ্ঞানিকেরা বলিয়া থাকেন, সূর্য হইতে যে বিদ্যুৎকণা-প্রবাহ পৃথিবীর দিকে ফিরিয়া আসে, সেইগুলি উপরিস্থ বায়ুস্তরের গ্যাসের সংস্পর্শে আসার ফলে ঐভাবে আলো হইয়া দেখা দেয়। এই বিদ্যুৎকণা-প্রবাহকে উত্তর ও দক্ষিণ মেরুর চুম্বকশক্তি চট করিয়া টানিয়া লয় বলিয়াই কেবলমাত্র ঐ দুইটি মেরুপ্রদেশেই অরোরার আলো দেখা যায়। উত্তরমেরুর অরোরার আলোককে **Aurora Borealis** এবং দক্ষিণ মেরুর অরোরার আলোককে **Aurora Australis** বলা হইয়া থাকে।

৪০। কোন্ দেশে বছরের ৩৬৫ দিনের মধ্যে ৩৬৫ দিনই বৃষ্টি পড়ে ?—প্রশান্ত মহাসাগরের মার্সালসা দ্বীপপুঞ্জের জালুরিট দ্বীপে ৩৬৫ দিনই বৃষ্টিপাত হয়।

৪১। ভারত, পাকিস্তান ও বাঙলাদেশের প্রধান রপ্তানী দ্রব্য কি কি ?—(১) পাট, (২) তৈলবীজ, (৩) চা, (৪) কফি, (৫) তূলা, (৬) আফিং, (৭) অভ্র, (৮) চামড়া।

৪২। ভারত, পাকিস্তান ও বাঙলাদেশের প্রধান আমদানি দ্রব্য কি কি ?—(১) যন্ত্রপাতি, (২) পশমী দ্রব্য, (৩) ঔষধ, (৪) মোটরগাড়ি, ইঞ্জিন, কলকব্জা, (৫) মদ্য।

দেশের জাতীয় নাম

আবিসিনিয়া	ইথিওপিয়া	চীনদেশ	চুংকিং
ঈজিপ্ট	মিশর	ফিনল্যাণ্ড	সুওমি
গ্রীস	হেলাস	ভারত	হিন্দুস্থান
জাপান	নিপ্পন	পোল্যাণ্ড	পোলাস্কা
স্পেন	এস্পানা	নরওয়ে	নর্জ
হল্যাণ্ড	নেদারল্যাণ্ড		

পৃথিবীর মধ্যে বড়

১। লোকসংখ্যা—চীন দেশ। ২। ব-দ্বীপ—সুন্দরবন।

৩। দেশ—ব্রেজিল (দঃ আমেরিকা) ৪। শহর—টোকিও।

৫। হ্রদ—কাস্পিয়ান সাগর। ৬। মহাদেশ—এশিয়া।

৭। উচ্চ শৃঙ্গ—মাউন্ট এভারেস্ট (গৌরীশঙ্কর)।

৮। নদী—নাইল নদী।

৯। মোটর গাড়ির নগর—Detroit.

১০। সৈন্যবাহিনী—লালফৌজ (রাশিয়া)।

১১। প্রাসাদ—ভ্যাটিকান্ (ইটালী)। ১২। মরুভূমি—সাহারা।

১৩। মহাসাগর—প্রশান্ত মহাসাগর। ১৪। দ্বীপ—গ্রীন্ল্যাণ্ড আর্কটিক

১৫। রাজপ্রাসাদ—মাদ্রিদের রাজপ্রাসাদ (স্পেনের রাজধানী)।

১৬। পৃথিবীর মধ্যে কোন্ দেশে নিম্নলিখিত জিনিসগুলি সর্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে উৎপন্ন হয় :—(১) সোনা ; (২) রূপা ; (৩) রবার ; (৪) কৃত্রিম সিল্ক ; (৫) চা ; (৬) পেট্রোলিয়াম।

(১) দক্ষিণ-আফ্রিকা ; (২) মেক্সিকো (উত্তর-আমেরিকা) ; (৩) মালয় ; (৪) আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র (U. S. A) ; (৫) চীন ; (৬) আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র (U. S. A.)।

১৭। গ্রন্থাগার—লেনিনগ্রাদের ন্যাশন্যাল লাইব্রেরী। পুস্তকসংখ্যা ৭২ লক্ষেরও বেশি।

১৮। ঘণ্টা—১৭৩৩ খ্রীস্টাব্দে নির্মিত মস্কোর ঘণ্টা। ইহার ওজন প্রায় ২০০ টন। ইহার উচ্চতা এবং ব্যাস ২২ ফুট।

১৯। যাদুঘর—লণ্ডনের ব্রিটিশ মিউজিয়াম।

২০। বাড়ি—নিউ ইয়র্কের এম্পায়ার স্টেট্ বিল্ডিং। সর্বসমেত এই বাড়িতে ১০২ তলা আছে এবং ইহার উচ্চতা ১,৪৭২ ফুট। ১৯৫০ খ্রীস্টাব্দে ইহার উপর Television tower নির্মাণ করিয়া ইহার উচ্চতা আরও বৃদ্ধি করা হইয়াছে।

২০ক। প্রাসাদ—মস্কোর প্যালেস্ অব্ সোভিয়েটস্। এই ভবনটির উচ্চতা ১,৩৮৫ ফুট। এই ভবনের উপরে লেনিনের বিরাট প্রস্তরমূর্তি আছে।

২১। প্রাচীর—চীনের প্রাচীর। ইহা প্রায় ১,৪০০ মাইল দীর্ঘ।

২২। পার্ক—মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের Yellow Stone Park। ইহার আয়তন ৩,৩৫০ বর্গমাইল।

২৩। গির্জা—রোমের সেণ্ট পিটার্স গির্জা। সর্বোচ্চ গীর্জা—উলম ক্যাথিড্রাল, জার্মানি (৫২৯ ফুট)।

২৪। গম্বুজ—বিজাপুরের গোলগম্বুজ। ইহার ব্যাস ১৪৪ ফুট।

২৫। বেলুন—Explorer II.

২৬। আগ্নেয়গিরি—হাওয়াই দ্বীপের মৌন লোয়া। এই আগ্নেয়গিরির মুখের পরিধি ১,২৪,০০০ ফুট।

২৭। সেতু—সানফ্রান্‌সিস্‌কোর গোল্ডেন গেট—ইহা ৪,২০০ ফুট লম্বা। ইহা ১৯৩৭ খ্রীস্টাব্দে নির্মিত হয়।

২৮। জলপ্রপাত—উত্তর—আমেরিকার নায়েগ্রা এবং উচ্চতম জলপ্রপাত কুকেনাম (ব্রিটিশ গায়েনা)। ইহা প্রায় ২,০০০ ফুট উচ্চ।

২৯। যাত্রীবাহী জাহাজ—কুইন এলিজাবেথ, ইংলণ্ড (৮৩,৬৭৩ গ্রোস টন)।

৩০। রেলওয়ে ব্রীজ—আফ্রিকার লোয়ার-জাম্বেসী ব্রীজ। আর্চওয়ে সীড্‌নি হার্বার ব্রীজ (অস্ট্রেলিয়া)।

৩১। দূরবীণ যন্ত্র—Chesire-এর অন্তর্গত Jodrell Bank-এর রেডিও দূরবীণ যন্ত্র। ম্যাঞ্চেস্টার বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৯৫৫ খ্রীস্টাব্দে ইহার নির্মাণকার্য সম্পন্ন হইয়াছে। ইহার রিফ্লেক্টরের ব্যাস ২৫০ ফুট।

৩২। খাল (Canal)-স্ট্যালিন খাল। ইহা বাল্টিক সাগরকে হোয়াইট সাগরের সহিত যোগ করিয়াছে। নৌবাহনযোগ্য বৃহত্তম খাল (White Sea Canal)। ইহার দৈর্ঘ্য ১৪০ মাইল।

৩৩। রাজপথ—ব্রডওয়ে (নিউ ইয়র্ক)।

৩৪। ঘড়ি—কোলগেট বিল্ডিং, আমেরিকা।

৩৫। এরোপ্লেন—বিনা পেট্রোলে এবং জেট্-ইঞ্জিন চালিত কমেট প্লেন (B. O. A. C.) কোম্পানীর তৈরি। চালক সমেত ১০০ জন আরোহী ইহার ভিতর বসিতে পারে। ঘণ্টায় ইহার বেগ ৪৫০ মাইল।

৩৬। সর্বাপেক্ষা মূল্যবান ধাতু—য়্যাকৃটিনিয়াম রেডিয়াম।

৩৭। মসজিদ—জুম্মা মসজিদ, দিল্লী।

৩৮। বারান্দা—রামেশ্বরম্ মন্দিরের বারান্দা। ইহা প্রায় ৪,০০০ ফুট লম্বা।

৩৯। ফুল—সুমাত্রার রাফ্লেশিয়া।

৪০। সুড়ঙ্গ পথ (টানেল)—পূর্ব ফিঞ্চি হইতে মর্দান। ইহা ১৭$\frac{১}{২}$ মাইল লম্বা।

৪১। পর্বতশ্রেণী—আণ্ডিজ।

৪২। বাঁধ (Dam)—ল্যয়েডস্ ব্যারেজ, সুক্কুর (পাকিস্তান).—ইহা আয়তনে সবচেয়ে বড়। কিন্তু রাশিয়ার অন্তর্গত তাজাকিস্তানের নিউরেস বাঁধ সর্বোচ্চ। ইহার উচ্চতা ৯৭৮ ফুট।

৪৩। টাওয়ার—প্যারিসের Eiffel Tower। ইহা Trans-Atlantic Wireless Station-রূপে ব্যবহৃত হয় এবং বৈজ্ঞানিকগণ ইহার উপর হইতে বায়ুপ্রবাহ এবং আবহাওয়ার চাপ নির্ধারণ করেন। ইহার উচ্চতা ৯৮৪ ফুট। Eiffel Alexander Gustav নামক ইঞ্জিনিয়ার ইহার নক্সা অঙ্কন করিয়াছেন। বর্তমানে জাপানে নির্মিত টোকিও টাওয়ার Eiffel Tower অপেক্ষা উচ্চতর।

৪৪। আলোকস্তম্ভ—Lehua Island-এর আলোকস্তম্ভ। ইহার উচ্চতা ৭০৭ ফুট।

৪৫। লবণাক্ত হ্রদ—কাস্পিয়ান সাগর।

৪৬। সুপেয় জলের হ্রদ—লেক সুপিরিয়র (আমেরিকা)।

৪৭। বিরল বসতিপূর্ণ দেশ—ল্যাপ্ল্যাণ্ড।

৪৮। মঠ—তিব্বতের ডুবাং।

৪৯। মন্দির—আঙ্কোরভাট (ক্যাম্বোডিয়া)।

৫০। বন্দর (ডক)—সাউদাম্পটন (ইংলণ্ড)।

৫১। রেলওয়ে স্টেশন—গ্রাণ্ড সেণ্ট্রাল টার্মিনাস, নিউ ইয়র্ক। এই স্টেশনে ৪৭টি প্লাটফর্ম আছে।

৫২। গভীরতম গর্ত—Californiaতে দুইটি তৈলকূপ আছে। ইহাদের প্রত্যেকটির গভীরতা প্রায় দুই মাইল।

৫৩। মূর্তি—স্বাধীনতার মূর্তি (আমেরিকা)।

৫৪। সর্বাপেক্ষা পুরাতন প্রস্তরমূর্তি—মিশরদেশের অন্তর্গত গিজের Sphinx-এর মূর্তি।

৫৫। জলাধার (Tank)—কলিকাতার টালা ট্যাঙ্ক। ইহা ৩২১ ফুট লম্বা, ৩২১ ফুট চওড়া এবং ১৬ ফুট উচ্চ। ইহাতে ১০ লক্ষ মণ জল ধরে।

৫৬। পৃথিবীর মধ্যে কোন্ খবরের কাগজের প্রচারসংখ্যা সবচেয়ে বেশি?—সাপ্তাহিক কাগজের মধ্যে ইংলণ্ডের "News of the World"। ইহার প্রচারসংখ্যা প্রায় ৩৩ লক্ষ ৫০ হাজার। দৈনিক কাগজের মধ্যে ইংলণ্ডের Daily Express কাগজটির প্রচারসংখ্যা ২৪ লক্ষেরও উপর।

৫৭। উচ্চতম শহর—ফারি (তিব্বত), উচ্চতা ১৪,৩০০ ফিট।

৫৮। জাহাজ-নির্মাণের বৃহত্তম কারখানা—ফিলাডেলফিয়া, আমেরিকা।

৫৯। সবচেয়ে বেশি ঠাণ্ডা—সাইবেরিয়াতে ইয়াকুতস্ক শহর হইতে ৪০০ মাইল দূরে ভারখোয়ানস্ক (Verkoyansk) নামে যে স্থান আছে, সেখানে আবহাওয়ার তাপ শীতকালে শূন্য ডিগ্রীর (0°) নীচে থাকে।

৬০। সর্বাপেক্ষা গরম স্থান—গ্রীণল্যাণ্ড র‍্যানচ (ক্যালিফোর্নিয়া)

৬১। নৌবহর—মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র।

৬২। রাষ্ট্র—সোভিয়েত রাশিয়া।

৬৩। সর্বাপেক্ষা ঘনবসতিপূর্ণ স্থান—মনাকো।

ভারতের মধ্যে বড়

১। হ্রদ—উলার (কাশ্মীর)।

২। পর্বতশৃঙ্গ—মাউন্ট এভারেস্ট। উচ্চতা ২৯,০২৮ ফুট।

৩। শহর—কলিকাতা।

৪। জলপ্রপাত—গারসোপ্পা (মহীশূর) ৯৬০ ফুট।

৫। প্রদেশ—মধ্যপ্রদেশ।

৬। বেশি বৃষ্টিপাত—মৌসিনরাম (মেঘালয়)।

৭। বনভূমি—আসাম।

৮। গুহামন্দির—ইলোরা।

৯। রেলপথ—সেন্ট্রাল রেলওয়ে।

১০। দীর্ঘতম বাঁধ—হীরাকুদ (১৫৮ মাইল)।

১১। গ্রন্থাগার—ন্যাশন্যাল লাইব্রেরী, কলিকাতা।

১২। যাদুঘর—কলিকাতা মিউজিয়াম।

১৩। চিড়িয়াখানা—কলিকাতার পশুশালা।

১৩ক। মাছের চিড়িয়াখানা—মাদ্রাজের একোয়ারিয়াম।

১৪। রেল-সেতু—শোণ নদীর উপরে শোণ ব্রীজ।

১৫। ফটক—ফতেপুর সিক্রিতে সম্রাট্ আকবরের তৈরি বুলন্দ্ দরওয়াজা।

১৬। প্রস্তর মূর্তি—মহীশূরের গোমতেশ্বর।

১৭। রেলওয়ে প্লাটফর্ম—ছাপরা জংশন। ২,৫২৭ ফুট লম্বা।

১৮। টাঁকশাল—কলিকাতার উপকণ্ঠে অবস্থিত আলিপুরের টাঁকশাল (মুদ্রালয়)।

১৯। রাস্তা—গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড (১,৫০০ মাইল)।

২০। মন্দির—মাদুরার মীনাক্ষী মন্দির। ১৫২ ফুট উচ্চ।

২১। গম্বুজ—বিজাপুরের গোলগম্বুজ।

২২। মেলা—শোণপুরের হরিহরছত্র মেলা। ইহা প্রধানতঃ একটি পশুমেলা।

২৩। ব-দ্বীপ—সুন্দরবন।

২৪। জল সরবরাহের ট্যাঙ্ক—টালা ট্যাঙ্ক, কলিকাতা।

২৫। ধাতুস্তম্ভ—অশোকস্তম্ভ।

২৬। ময়দান—কলিকাতা ময়দান (গড়ের মাঠ)।

২৭। পুষ্করিণী—শিবসাগর। এই পুষ্করিণীটি আসামের অন্তর্গত শিবসাগর শহরের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত।

২৮। স্তূপ—ভূপাল রাজ্যের অন্তর্গত সাঁচীস্তূপ। ইহা ৪২ ফুট উচ্চ।

২৯। উদ্যান—বোটানিক্যাল গার্ডেন—শিবপুর, হাওড়া।

৩০। বৃক্ষ—কলিকাতা বোটানিক্যাল গার্ডেনের বিশাল বটবৃক্ষ। ইহার বয়স ১৭৫ বৎসরেরও বেশি।

৩১। বিশ্ববিদ্যালয়—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় (১৮৫৭ খ্রীঃ স্থাপিত)।

৩২। খাল—বিকানীর খাল (বিকানীর রাজ্য)। ইহা ৮০ মাইল দীর্ঘ।

৩৩। গির্জা—সেণ্ট পলস্ ক্যাথিড্রাল (কলিকাতা)।

৩৪। ঘনবসতি—কোচিন (জনসংখ্যা প্রতি বর্গমাইলে ৯৫২)।

বিচিত্র ভৌগোলিক নাম

১। কোন্ দেশকে ইউরোপের খেলার মাঠ বলে?—সুইট্‌জারল্যাণ্ড।

২। কোন্ দেশকে 'নীল নদের অবদান' বলা হয়?—মিশর।

৩। কোন্ মহাদেশকে জগতের কারখানা বলা হয়?—ইউরোপ।

৪। কোন্ জায়গাকে 'পৃথিবীর ছাদ' বলা হয়?—পামির মালভূমি। ইহার উচ্চতা সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে প্রায় ১,৩০৯ ফুট। ব্রহ্মপুত্রের উত্তরে যে চ্যাঙ মালভূমি আছে তাহা পামির মালভূমির চেয়ে আরও বেশি উচ্চ।

৫। ইংলণ্ডের উদ্যান কাহাকে বলে ?—কেণ্ট কাউন্টি।

৬। স্বর্ণশহর কাহাকে বলে ?—দক্ষিণ-আফ্রিকায় ট্রান্সভালের জোহান্স-বার্গ শহর। এখানে প্রচুর পরিমাণে স্বর্ণ পাওয়া যায়।

৭। কোন্ নগরীকে 'দাক্ষিণাত্যের রাণী' বলা হয় ?—পুণা।

৮। কোন্ স্থানকে বাংলার অক্সফোর্ড বলা হইত ?—নবদ্বীপ।

৯। প্রাচ্যের লিভারপুল কাহাকে বলে ?—মালয় পেনিনস্থলার সিঙ্গাপুর বন্দর।

১০। পঞ্চনদের দেশ কোন্‌টি ?—পাঞ্জাব।

১১। কোন্ কোন্ নগরীকে 'প্রাচ্যের প্যারিস' বলা হয় ?—চীনের সাংহাই বন্দর এবং ইরাণের তেহরাণ।

১২। কোন্ নদীকে 'চীনের দুঃখ' বলা হয় ?—হোয়াং-হো। প্রবল বৃষ্টিপাতে এই নদীতে ভীষণ বন্যা হইয়া দেশ ভাসাইয়া দেয় এবং চীনাদের দুঃখের সীমা থাকে না।

১৩। কোন্ মহাদেশটি Dark Continent নামে পরিচিত ছিল ?—আফ্রিকা। পূর্বে এই বিশাল ভূ-ভাগের অভ্যন্তরভাগের সামান্য পরিচয়ই সভ্য জগতের জানা ছিল। এইজন্য ইহাকে 'অজ্ঞাত মহাদেশ' বা Dark Continent বলা হইত।

১৪। 'নিশীথ সূর্যের দেশ' বলিতে কোন্ দেশকে বুঝায় ?—নরওয়ে।

১৫। 'সমুদ্রের বধূ' (Ocean's Bride) কোন্ দেশের নাম ?—গ্রেট্ বৃটেন।

১৬। Queen of the South—সিডনি।

১৭। সূর্যোদয়ের দেশ—জাপান।

১৮। Adriatic-এর রাণী—ভিনিস।

১৯। City of Seven Hills—রোম।

২০। দক্ষিণ-ভারতের উদ্যান—তাঞ্জোর।

২১। তূলাগাছের দেশ—বেরার।

২২। মুক্তার দ্বীপ—বাহেরিন (পারস্য উপসাগর)।

২৩। লবঙ্গের দ্বীপ—জাঞ্জিবার।

২৪। কেকের দেশ—স্কটল্যাণ্ড।

২৫। সন্ন্যাসীর রাজ্য—কোরিয়া।

২৬। ভারতের উদ্যান—বাঙ্গালোর।

২৭। নীল পর্বত—নীলগিরি হিলস্।

২৮। ষাঁড় ও মন্দিরের নগর—বারাণসী।

২৯। চলচ্চিত্রের নগর—হলিউড (Hollywood)। এই নগরটি আমেরিকার লস্ এঞ্জেলস্ শহরের উপকণ্ঠে অবস্থিত।

৩০। Eternal City (শাশ্বত নগরী)—রোম।

৩১। হাঙ্গেরীর রাজধানীর নাম বুডাপেস্ট। কিন্তু উহা একটি শহরের নাম নয়। বুডা এবং পেস্ট দুইটি শহর, মধ্যে ডানিয়ুব নদী। একটি সেতু শহর দুইটিকে সংযুক্ত করিয়াছে।

পরিবর্তিত ভৌগোলিক নাম

পুরাতন নাম	বর্তমান নাম
পারস্য (Persia)	ইরাণ (Iran)
সেন্ট্ পিটার্সবার্গ (St. Petersberg)	লেনিনগ্রাড (Leningrad)
কনস্ট্যান্টিনোপল (Constantinople)	ইস্তাম্বুল (Istambul)
মাঞ্চুরিয়া (Manchuria)	মাঞ্চুকুও (Manchukuo)
পিকিন (Pekin)	পিপিং (Peping)
শ্যাম (Siam)	থাইল্যাণ্ড (Thailand)
কোরিয়া (Korea)	চোজন (Chosen)
রাশিয়া (Russia)	সোভিয়েট সাধারণতন্ত্র (U.S.S.R.)

Sandwich Island	হাওয়াই দ্বীপ (Hawaii Islands)
ত্রিপোলী (Tripoli)	লিবিয়া (Lybia)
মেসোপোটেমিয়া (Mesopotemia)	ইরাক (State of Iraq)
ফরমোসা (Formosa)	তাইওয়ান (Taiwan)
Irish Free State	আয়র্ল্যাণ্ড (State of Eire)
অ্যাঙ্গোরা (Angora)	আঙ্কারা (Ankara)
ক্রিস্টিয়ানা (Christiana)	অসলো (Oslo)
ব্যাঙ্কক (Bangkok)	ফেচাবুন (Phetchabun)

প্রচলিত ভাষা ও ধর্ম

ধর্ম :—খ্রীস্টান—৬০ কোটির অধিক ; হিন্দু—প্রায় ২৬ কোটি ; কনফুসিয়ান—(চীন) ৩৫ কোটির উপর ; বৌদ্ধ—১৫ কোটির উপর ; সিন্টো (জাপান)—প্রায় ২½ কোটি ; ইহুদী—১ কোটি ২৩ লক্ষ এবং অন্যান্য ধর্মাবলম্বীর সংখ্যা ৫৬ কোটির উপর।

ভাষা ঃ ইংরেজি—২৭ কোটি লোক ব্যবহার করে ; ফরাসী—৬ কোটি ৮ লক্ষ ; হিন্দুস্থানী—৯ কোটি ; জার্মান—৭ কোটি ; জাপানী—৯ কোটি ২৭ লক্ষ ; বাংলা—১২ কোটির উপর ; ইতালী—৪ কোটি ; রুশিয়ান—৮ কোটি ৫০ লক্ষ ; স্প্যানিস—৬ কোটি ৫০ লক্ষ ; পর্তুগীজ—৫ কোটি ৯০ লক্ষ ; আরবী—২ কোটি ৫০ লক্ষ ; গ্রীক—৫৫ লক্ষ ; বর্মী—৭০ লক্ষ ; ডাচ—১ কোটি ; পোলিশ—৩ কোটি ; পার্সিয়ান—১ কোটি।

ভারতের প্রধান ভাষা কি কি ?—ভারতে সর্বসমেত ২২৫টি ভাষা আছে। তাহার মধ্যে ১৫টি প্রধান : (১) বাংলা, (২) হিন্দী, (৩) উর্দু, (৪) উড়িয়া, (৫) মারাঠী, (৬) গুজরাটী, (৭) সিন্ধি, (৮) কাশ্মীরী, (৯) পাঞ্জাবী, (১০) সংস্কৃত, (১১) অসমীয়া, (১২) তেলেগু, (১৩) তামিল,

(১৪) কানাড়ী এবং (১৫) মালয়ালম। উর্দু ও হিন্দী এই দুই ভাষার মিশ্রণে হিন্দুস্থানী ভাষার সৃষ্টি হইয়াছে।

বিচিত্র ভৌগোলিক তথ্য

১। পৃথিবীতে কোন্ নদী সর্বাপেক্ষা দ্রুতগামী?—ফরাসী দেশের রোন (Rhone) নদী। ইহা স্থানে স্থানে ঘণ্টায় ৪০ মাইল বেগে প্রবাহিত হয়।

২। মানুষ বাস করিয়া থাকে এমন সর্বোচ্চ স্থান কোথায়?—হানি (Hanie) বৌদ্ধ মন্দির (তিব্বত)। ইহার উচ্চতা ১,৬০০ ফুট। এখানে লামাগণ বার মাস বসবাস করিয়া থাকেন।

৩। কোন্ দ্বীপের নাম Island of Lost ships or Graveyard of the Atlantic?—নিউ ফাউণ্ডল্যাণ্ডের নিকট সেবল (Sable) দ্বীপ। অদ্যাবধি প্রায় দুই শত জাহাজ এখানে ডুবিয়া গিয়াছে।

৪। সৈন্য নাই, পুলিশ নাই, কর নাই এমন প্রজাতান্ত্রিক দেশ কোথায়?—ফ্রান্স ও স্পেনের মধ্যবর্তী এণ্ডোরো (Andora) দেশ। লোকসংখ্যা প্রায় ছয় হাজার এবং আয়তন ১৯১ বর্গ মাইল। রাজ্যের সমগ্র রাজস্ব একমাত্র জুয়াখেলা হইতে সংগৃহীত হয়।

৫। পঞ্চনদের পাঁচটি নদীর নাম কি?—শতদ্রু (Sutlej), চন্দ্রভাগা (Chenub), বিতস্তা (Jhelum), বিপাশা (Beas) ও ইরাবতী (Ravi)।

৬। পৃথিবীর কোন্ অনুর্বর দেশ হইতে অন্য দেশের উর্বরতা বাড়াইবার উপযোগী যথেষ্ট সার পাওয়া যায়?—দক্ষিণ-আমেরিকার চিলি প্রদেশে বৃষ্টি প্রায়ই হয় না, কিন্তু সেই দেশের মাটি হইতে সোডিয়াম নাইট্রেট্ নামক একপ্রকার সার তৈরি করিয়া রপ্তানি করা হয়।

৭। সবচেয়ে বেশি ফুলের চাষ হয় কোথায়?—হল্যাণ্ড এবং দক্ষিণ ফ্রান্সে।

বিভিন্ন স্থানের সমকালিক সময়

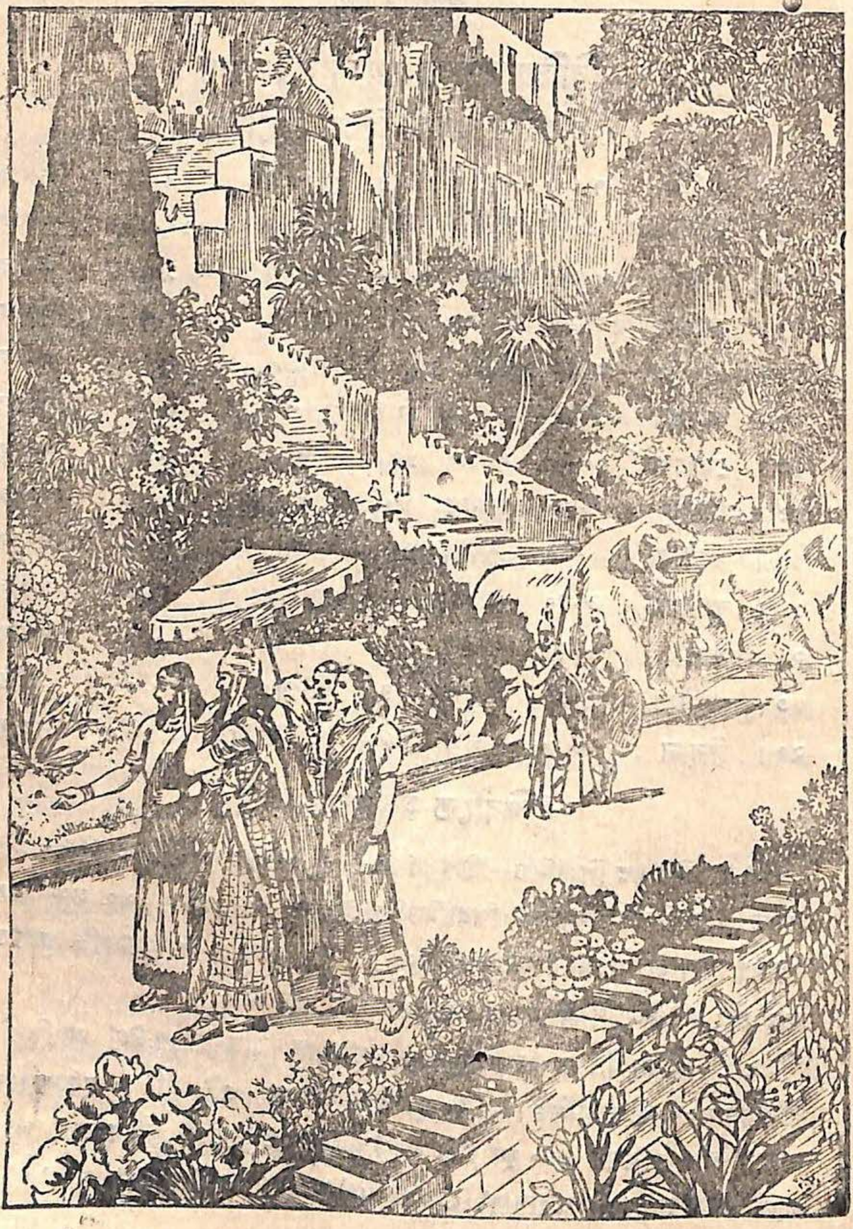
(ভারতীয় সময়ের হিসাব অনুযায়ী)

১। বার্লিন	৭-৩০	সকাল	২। বুডাপেস্ট	৭-৩০	সকাল
৩। কলিকাতা	১-২৪	দ্বিপ্রহর	৪। চিকাগো	১০-৩০	সকাল
৫। লণ্ডন	৬-৩০	সকাল	৬। নিউ ইয়র্ক	১-৩০	দ্বিপ্রহর
৭। রেঙ্গুন	১-৫৪	রাত্রি	৮। ভিয়েনা	৭-৩০	সকাল
৯। টৌকিও	৩-৩০	রাত্রি	১০। রোম	৭-৩০	সকাল
১১। অটোয়া	১-৩০	সকাল	১২। হংকং	২-৩০	দ্বিপ্রহর
১৩। মেলবোর্ন	১০-৩০	সকাল	১৪। প্রাগ	৭-৩০	সকাল
১৫। মাদ্রিদ	৬-৩০	সকাল	১৬। ডাব্‌লিন	৬-৩০	সকাল
১৭। কাইরো	৮-৩০	সকাল	১৮। এথেন্স	৬-৩০	সকাল
১৯। বুখারেস্ট	৮-৩০	সকাল	২০। জেরুজালেম	৮-৩০	সকাল
২১। মস্কো	৮-৩০	সকাল	২২। প্যারিস	৬-৩০	সকাল
২৩। পানামা	১-৩০	দ্বিপ্রহর	২৪। কুইবেক	১-৩০	রাত্রি
২৫। লিস্‌বন	৬-৩০	সকাল	২৬। আমস্টার্ডাম	৬-৫০	সকাল

পৃথিবীতে মনুষ্যসৃষ্ট বিস্ময়

১। মিশরের পিরামিড—খ্রীস্টপূর্ব ৩,৫০০ বৎসর পূর্বে ইহার নির্মাণ কার্য সম্পন্ন হইয়াছিল। সর্ববৃহৎ পিরামিডটির উচ্চতা ৪৫০ ফুট। ২৩ লক্ষ নীল পাথর দ্বারা উহা তৈয়ারি করা হইয়াছিল। পিরামিডগুলি ত্রিকোণাকৃতি প্রকাণ্ড স্তম্ভ এবং এইগুলি মিশর দেশের ফ্যারাওদের সমাধিভবন।

২। রোডস্ দ্বীপের কলোসাস্—ভূমধ্যসাগরের রোডস্ দ্বীপে ইহা অবস্থিত। খ্রীস্টপূর্ব ২৮০ অব্দে নির্মিত। ১২০ ফুট উচ্চ ব্রোঞ্জের এই মূর্তিটি সূর্যদেবতার প্রতিমূর্তি। রোমের ১১০ ফুট উচ্চ সম্রাট নীরোর প্রতিমূর্তিটি এই ধরনের আর একটি কলোসাস। ['কলোসাস্' (Colossus) কথাটির অর্থ 'বৃহদাকার মূর্তি'।]



ব্যাবিলনের শূন্যোদ্যান

৩। ব্যাবিলনের শূন্যোদ্যান—৬০০ খ্রীস্টপূর্বাব্দে রাজা দ্বিতীয় নেবুকাড্‌নেজার বর্তমান বাগদাদের দক্ষিণে ইউফ্রেটিস নদীর উপরে তাঁহার রাণীর জন্য ইহা নির্মাণ করিয়াছিলেন। ইহা মাটি হইতে ৩০০ ফুট উচ্চে অবস্থিত ছিল।

৪। আলেকজান্দ্রিয়ার বাতিঘর (ফ্যারোস)—উহা ২৬৫ খ্রীস্টপূর্বাব্দে নির্মাণ করা হইয়াছিল। আলেকজান্দ্রিয়া বন্দরের মুখে ফ্যারোস দ্বীপে ইহা অবস্থিত।

৫। আলহাম্‌ব্রা প্রাসাদ—দক্ষিণ স্পেনের গ্রানাডা পাহাড়ের উপরে ১২৪৮ খ্রীস্টাব্দে ইহা নির্মিত হয়। মুর রাজা আল আহ্‌মারের তৈয়ারি এই প্রাসাদটি পৃথিবীর মধ্যে একটি বিরাট প্রাসাদ।

৬। তাজমহল—পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ সমাধি-সৌধ। ১৬২৯ খ্রীস্টাব্দ হইতে ১৬৫০ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে সম্রাট শাহ্‌জাহান বহু অর্থব্যয়ে তাঁহার প্রিয়তমা মহিষী মমতাজ মহলের স্মৃতিরক্ষার্থে ইহা নির্মাণ করিয়াছিলেন।

৭। পিসার হেলান গম্বুজ—ইতালির উত্তর-পশ্চিমে পিসায় অবস্থিত শ্বেত-পাথরের তৈয়ারি আট-তলা এই গম্বুজ নির্মাণ করিতে ১৭৭ বৎসর লাগিয়াছিল। মাটি হইতেই ইহা হেলিয়া আছে।

৮। মিশরের স্ফিংক্স—উত্তর-মিশরের গিজে নামক স্থানে অবস্থিত প্রস্তর নির্মিত ও নরমুণ্ডবিশিষ্ট অর্ধশায়িত সিংহ মূর্তি। খ্রীস্টপূর্ব ৩,৫০০ বৎসর পূর্বে ইহা তৈয়ারি হইয়াছিল। ইহার উচ্চতা ৬৬ ফুট, দেহের দৈর্ঘ্য ১৮৯ ফুট, মুখ ১৪ ফুট লম্বা।

৯। জিউসের প্রতিমূর্তি—৪র্থ খ্রীস্টপূর্বাব্দে প্রাচীন গ্রীসের সর্বশ্রেষ্ঠ ভাস্কর ফিডিয়াস কর্তৃক নির্মিত। ইহা গ্রীসের অলিম্পাস মন্দিরের গ্রীক-দেবরাজ জিউসের প্রতিমূর্তি। শ্বেতমর্মর, হস্তিদন্ত ও স্বর্ণনির্মিত এই ৫৮ ফুট উচ্চ মূর্তিটি বহুরত্নশোভিত একখানি সিংহাসনে উপবিষ্ট ছিল। বর্তমানে ইহা আর নাই।

১০। চীনের প্রাচীর—প্রায় ১,৫০০ মাইল দীর্ঘ। উত্তর-চীন ও মঙ্গোলিয়ার সমগ্র সীমান্ত বরাবর মৃত্তিকা ও প্রস্তর-নির্মিত বিরাট প্রাচীর। খ্রীস্টপূর্ব তৃতীয় শতকে সম্রাট শি-হোয়াং-এর আমলে আরম্ভ হইয়া ১৬৩৪ খ্রীষ্টাব্দে ইহার নির্মাণকার্য শেষ হইয়াছিল।

১১। জাভার বুদ্ধমন্দির বা বোরোবুদুর—৮ম কিংবা ৯ম শতাব্দীতে জাভা দ্বীপে ইহা নির্মিত হয়। মন্দিরটি প্রায় ১৫০ ফুট উচ্চ সিঁড়ির আকারে নির্মিত সাতটি দেওয়ালের দ্বারা পরিবেষ্টিত। মন্দিরের উপরের চূড়াটির পরিধি ৫২ ফুট।

১২। রোমের সেণ্ট পিটার্স গির্জা—পৃথিবীর বৃহত্তম গির্জা। ইতালির রাজধানী রোমে ১৮ হাজার বর্গ-গজ পরিমিত স্থানের উপর নির্মিত। ইহা তৈয়ারি করিতে ১৬১ বৎসর লাগিয়াছিল (১৪৫০-১৬১১ খ্রীস্টাব্দ)। গির্জাটি দৈর্ঘ্যে ৬৩৬ ফুট। ইহার ভিতরে ৫৪ হাজার লোকের একত্রে বসিবার ব্যবস্থা আছে।

১৩। তিব্বতের পোতালা—তিব্বতের ধর্মগুরু ও শাসক দলাই লামার আবাসগৃহ। দৈর্ঘ্যে ইহা ৯০০ ফুট এবং মাটি হইতে সর্বোচ্চ গম্বুজের উচ্চতা ৪০০ ফুট। রাজধানী লাসার কাছে পোতালা পাহাড়ের উপর ইহা অবস্থিত। তিব্বত চীনের কুক্ষিগত হওয়ার পর এখানে কোন ধর্মগুরুর প্রবেশাধিকার নাই।

১৪। শোয়ে ড্রাগন প্যাগোডা—ব্রহ্মদেশের রাজধানী রেঙ্গুনে অবস্থিত—এখানে বুদ্ধদেবের আটগাছি কেশ রক্ষিত আছে। প্যাগোডার পাদদেশের পরিধি ১,৩৫৫ ফুট এবং শীর্ষদেশ স্বর্ণপত্রে আবৃত।

১৫। রোমের রঙ্গভূমি কলোসিয়াম—৭৫ খ্রীস্টাব্দে নির্মিত একটি ডিম্বাকৃতি বিরাট ধ্বংসাবশেষ। পরিধি ১,৬৮০ ফুট। ইহাতে ৮০ হাজার দর্শকের বসিবার ব্যবস্থা ছিল। ইহার উচ্চতা ছিল ২৫৭ ফুট।

১৬। এম্পায়ার স্টেট্ বিল্ডিং—১০২ তলাসমন্বিত ১,২৫০ ফুট উচ্চ এবং পৃথিবীর মধ্যে উচ্চতায় দ্বিতীয়। ৮৬তম তলার উপরে পর্যবেক্ষণের জন্য যে গ্যালারি আছে সেখান হইতে ২৫ মাইল পর্যন্ত দৃশ্যাদি দেখা যায়। ১৯৩১ খ্রীস্টাব্দে ইহার নির্মাণকার্য সম্পন্ন হইয়াছিল।

১৭। পানামা খাল—পানামা যোজকের মধ্য দিয়া খনন-করা এই খালটি ক্যারিবিয়ান সমুদ্রের সঙ্গে পানামা উপসাগরের যোগ সাধন করিয়াছে। খালটি দৈর্ঘ্যে ৫০·৭২ মাইল এবং চওড়া ৩০০ ফুট হইতে ১,০০০ ফুট। গভীরতা ৪১ ফুট হইতে ৮১ ফুট। ১৯১৪ খ্রীস্টাব্দে জাহাজ-চলাচলের জন্য খালটি উন্মুক্ত করা হইয়াছিল।

১৮। সুয়েজ খাল—এশিয়া ও আফ্রিকার মধ্যবর্তী সুয়েজ যোজকের মধ্য দিয়া এই খালটি প্রবাহিত। ইহার দৈর্ঘ্য ১০১ মাইল। ইহার স্বল্পতম বিস্তার ১৯৭ ফুট এবং সর্বনিম্ন গভীরতা ৩৩ ফুট; ১৮৯৬ খ্রীস্টাব্দে ১৪ কোটি ৮৫ লক্ষ ডলার ব্যয়ে এই খালটি নির্মিত হইয়াছিল এবং ঐ বৎসর ১৭ই নভেম্বর সরকারীভাবে ইহা জাহাজ-চলাচলের জন্য উন্মুক্ত করা হয়।

১৯। স্বাধীনতার মূর্তি—নিউ ইয়র্ক বন্দরে পোতাশ্রয়ের মুখে বেডলোর দ্বীপে এই মূর্তিটি অবস্থিত। আমেরিকার স্বাধীনতা-অর্জনের শতবার্ষিকী উপলক্ষে (১৭৮৩ খ্রীঃ) ফরাসী সরকার এই মূর্তিটি মার্কিন জনসাধারণকে উপহার দিয়াছিলেন। ইহা প্রসিদ্ধ ভাস্কর ফ্রেডারিক বার্থাল্ডি কর্তৃক নির্মিত। হাতে জলন্ত আলোক-বর্তিকাধারিণী ইহা একটি নারীমূর্তি। মূর্তিটির উচ্চতা সর্বসমেত ৩১০ ফুট, মূর্তিটি ১৫১ ফুট উঁচু। ধাতুনির্মিত এই মূর্তিটির ভিতর ফাঁপা এবং ভিতরে প্রায় শীর্ষদেশ পর্যন্ত একটি সিঁড়ি আছে।

২০। টেনেসে ভ্যালী অথরিটি (টি. ভি. এ.)—১৯৩৩ খ্রীস্টাব্দে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রতিষ্ঠিত এই সংগঠনটি টেনেসে নদী ও তাহার শাখা-প্রশাখায় প্রায় ১৭টি বাঁধের কার্য পরিচালনা করিয়া থাকে; বৎসরে ২১ লক্ষ কিলোওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন ও ব্যাপকভাবে শহর প্রতিষ্ঠা করিয়া থাকে। টি. ভি. এ.-এর আদর্শেই স্বাধীন ভারতে ডি. ভি. সি. অর্থাৎ দামোদর ভ্যালী কর্পোরেশন গঠিত হইয়াছে।

২১। নূতন হাওড়া ব্রীজ—কলিকাতার হুগলী নদীর উপর বিনা স্তম্ভে নির্মিত বিরাট লৌহসেতু। ইহা তৈয়ারি করিতে লক্ষ লক্ষ টন ইস্পাত লাগিয়াছে।

২২। হার্ডিঞ্জ ব্রীজ—পদ্মানদীর উপর অবস্থিত এক মাইল দীর্ঘ সেতু। এই সেতুটি ১৮টি স্তম্ভের উপর নির্মিত। সেতুটির উপর দিয়া রেললাইন গিয়াছে এবং ইহার দুই প্রান্তে দুইটি রেল স্টেশন আছে। স্টেশন দুইটির নাম যথাক্রমে ভেড়ামারা এবং পাকশী। এই সেতুটি বাংলাদেশে অবস্থিত।

ইতিহাসের কথা

ইতিহাসের এদিক-ওদিক

১। ভারতবর্ষের ইতিহাস লেখা হয় কবে ?—বাণভট্টের 'হর্ষচরিত' ও কল্হণের কাশ্মীরের ইতিহাস 'রাজতরঙ্গিণী'কে ভিত্তি করিয়া ইতিহাস লেখা হয়। ইহা কাব্যাকারে লিখিত এবং ইহাকে ভারতবর্ষে ইতিহাস লেখার প্রথম প্রচেষ্টা বলা যাইতে পারে।

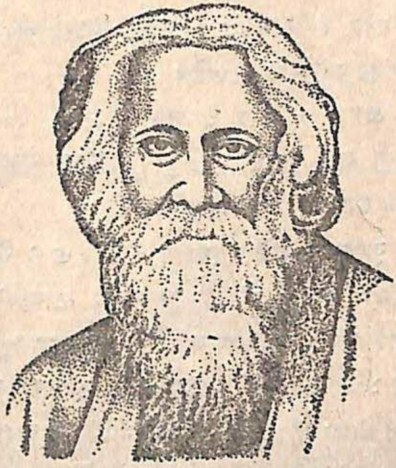
২। মুসলমানদের রাজত্বকালে ঢাকা যখন বাংলাদেশের রাজধানী ছিল, তখন উহার নাম কি ছিল ?—জাহাঙ্গীর নগর।

৩। ভারতের জাতীয় কংগ্রেস কোন্ খ্রীস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয় ?—১৮৮৫ খ্রীস্টাব্দে। কংগ্রেসের প্রথম সভাপতির নাম উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

৪। শিবাজীর পতাকার নাম কি ছিল ?—"ভাগোয়া ঝাণ্ডা"। শিবাজী তাঁহার গুরু সন্ন্যাসী রামদাসকে সমস্ত রাজ্য দান করিয়া গুরুর প্রতিনিধি হইয়া রাজ্য শাসন করিতেন। কথিত আছে, রামদাস স্বামীর গৈরিক উত্তরীয় লইয়া শিবাজী পতাকা করেন। শিবাজীর তরবারির নাম ছিল 'ভবানী'।

৫। নোবেল-পুরস্কার কাহাকে বলে ?—আলফ্রেড নোবেল (১৮৩৩-১৮৯৬ খ্রীঃ) সুইডেনের খ্যাতনামা ইঞ্জিনীয়ার ছিলেন। ইনি বিস্ফোরক ডিনামাইটের আবিষ্কর্তা। মিঃ নোবেল (Nobel) তাঁহার সম্পত্তির বেশির ভাগ (প্রায় আড়াই কোটি টাকা) এইভাবে উইল করিয়া যান যে, পৃথিবীতে (১) রসায়ন-শাস্ত্র, (২) শারীর-বিজ্ঞান কিংবা চিকিৎসা-শাস্ত্র, (৩) পদার্থ-বিজ্ঞান, (৪) সাহিত্য, (৫) আন্তর্জাতিক শান্তি-প্রতিষ্ঠা—এই কয়টি বিষয়ের যে-কোনটিতে যাঁহারা কৃতিত্বের পরিচয় দিতে পারিবেন, তাঁহাদিগকে প্রতি বৎসর মোট ৫,২০,০০০ টাকা পুরস্কার দেওয়া হইবে। দাতার নাম অনুসারেই এই পুরস্কারের নাম 'নোবেল পুরস্কার' হইয়াছে। ১৯০১ খ্রীস্টাব্দে ১০ই ডিসেম্বর সর্বপ্রথম নোবেল পুরস্কার বিতরণ করা হইয়াছিল।

৬। কোন্ কোন্ ভারতবাসী নোবেল পুরস্কার পাইয়াছেন?—বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ (১৯১৩) তাঁহার 'গীতাঞ্জলির' জন্য এবং সুপ্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক স্যার



বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ

চন্দ্রশেখর ভেঙ্কট রমণ (১৯৩০) পদার্থবিজ্ঞানে একটি গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কারের জন্য এই পুরস্কার পাইয়াছেন। বর্তমানে (১৯৬৮) জন্মসূত্রে ভারতীয় ডঃ হরগোবিন্দ খোরানা ভেষজ-বিজ্ঞানে এই পুরস্কার লাভ করিয়াছেন। ইনি নোবেল পুরস্কার প্রাপ্ত তৃতীয় ভারতীয়। ভারত সরকার ইহাকে 'পদ্মবিভূষণ' উপাধি দিয়াছেন।

৭। সারনাথ স্তূপ কে নির্মাণ করেন?—সম্রাট অশোক। বুদ্ধদেব সারনাথে প্রথম ধর্ম প্রচার করেন এবং সর্বপ্রথম পাঁচজন ব্রাহ্মণকে নিজের শিষ্যরূপে গ্রহণ করেন। এই স্থানটি কাশী হইতে চার মাইল দূরে অবস্থিত।

৮। কোন্ প্রাচ্যজাতি স্পেনদেশ জয় করিয়া সেখানে রাজত্ব করিয়াছিল? —মুরজাতি।

৯। চিঙ্গিজ খানের রাজত্ব কতদূর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল?—এশিয়া হইতে ইউরোপ পর্যন্ত।

১০। শ্রীচৈতন্যের মুসলমান শিষ্যের এবং বিবেকানন্দের বিদেশী মহিলা শিষ্যার নাম কি?—যবন হরিদাস এবং ভগ্নী নিবেদিতা (মিস্ মার্গারেট নোবেল)। ইনি ছিলেন জাতিতে আইরিশ।

১১। ভারতের প্রথম ও শেষ ইংরাজ বড়লাট কে কে?—যথাক্রমে, ওয়ারেন হেস্টিংস এবং লর্ড মাউন্ট ব্যাটেন। সর্বশেষ বড়লাট ছিলেন একজন ভারতীয়। ইহার নাম চক্রবর্তী রাজাগোপালাচারী।

১২। পৃথিবীতে বৃহত্তম সামুদ্রিক দুর্ঘটনা কোন্‌টি এবং উহা কবে, কোথায় ঘটিয়াছিল?—টাইটানিক জাহাজ-ডুবি। 'ভাসমান প্রাসাদ' বলিয়া বর্ণিত এই টাইটানিক জাহাজ আটলান্টিক অতিক্রম করিবার জন্য ইংলণ্ড হইতে প্রথম যাত্রা করে ১৯১২ খ্রীস্টাব্দের ১০ই এপ্রিল। এই জাহাজে সাতশত যাত্রী ছিল। ১৪ই এপ্রিল মধ্যরাত্রে ক্যালিফোর্নিয়া হইতে ২০ মাইল দূরে গ্র্যাণ্ড ব্যাঙ্কের নিকট এক বিরাট তুষার-শৈলের (আইস্‌বার্গ) আঘাতে টাইটানিক অধিকাংশ যাত্রীসহ আটলান্টিক মহাসাগরে নিমজ্জিত হয়। পৃথিবীতে এত বড় দুর্ঘটনা সমুদ্রবক্ষে আর কখনও ঘটে নাই।

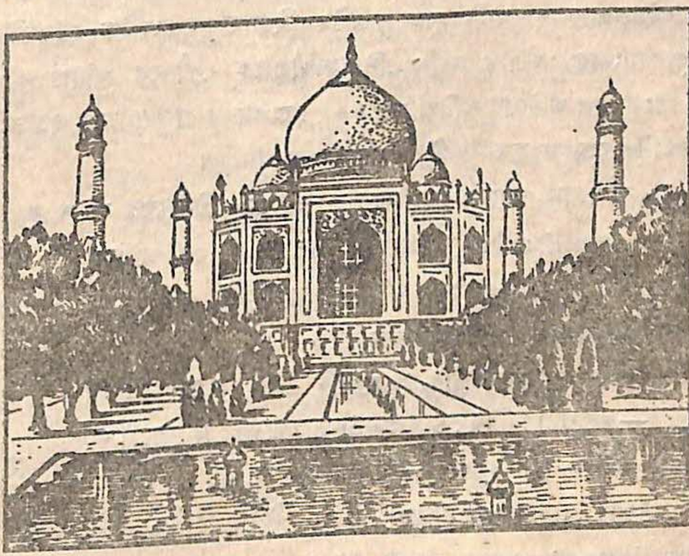
১৩। বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব কে?—নবাব সিরাজউদ্দৌলা। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ছিল মাত্র ২২ বৎসর। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে মীরকাসিম ছিলেন বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব।

১৪। সিরাজউদ্দৌলার পিতার নাম কি?—জৈনুদ্দীন। ইনি ছিলেন আলবর্দী খাঁর বড় ভাইয়ের ছেলে।

১৫। কোন্ সম্রাট্ তাঁহার পত্নীর স্মৃতিরক্ষার্থে এক অপূর্ব স্মৃতি-সৌধ নির্মাণ করিয়া গিয়াছেন?—দিল্লীর মোগল-সম্রাট্ শাহ্‌জাহান তাঁহার মহিষী মমতাজ-মহলের স্মৃতিরক্ষার জন্য যমুনার তীরে তাজমহল নির্মাণ করিয়াছিলেন। মমতাজ বেগমের আসল নাম আর্জুমন্দ বানু।

১৬। "সব লাল হো যায়গা" কে বলিয়াছিলেন?—ভারতের ইংরেজাধিকৃত অংশগুলি মানচিত্রে লালবর্ণ দেখিয়া পাঞ্জাব-কেশরী রণজিৎ সিংহ এই কথা বলিয়াছিলেন। "ভারত ছাড়ো" ও "দিল্লী চলো" কে কে বলিয়াছিলেন? —যথাক্রমে গান্ধীজী ও নেতাজী।

১৭। 'হিন্দু' নাম কোথা হইতে আসিল?—সিন্ধুনদের নামের অপভ্রংশ হইতে।



তাজমহল

১৮। 'বারভুঞা' কে কে?—চন্দ্রদ্বীপের কন্দর্পনারায়ণ, যশোহরের প্রতাপাদিত্য, ভুলুয়ার লক্ষ্মণমাণিক্য, ভূষণার মুকুন্দরাম, বিক্রমপুরের চাঁদ রায় ও কেদার রায়, প্রতাপের চাঁদ গাজি, দিনাজপুরের গণেশ রায়, বিষ্ণুপুরের হাম্বীরমল্ল, তাহিরপুরের কংসনারায়ণ, পুঁটিয়ার রামচন্দ্র ঠাকুর, ভাওয়ালের ফজল গাজি ও খিজিরপুরের ঈশা খাঁ মসনদ আলি।

১৯। কলিকাতার দুর্গের নাম ফোর্ট উইলিয়ম হইল কেন ?—ইংরেজরা বাংলায় আসিয়া যখন কলিকাতায় ঐ দুর্গটি প্রথম নির্মাণ করে, তখন ইংলণ্ডের রাজা ছিলেন তৃতীয় উইলিয়ম। তাঁহার নামানুসারেই দুর্গটির ঐ নাম রাখা হয়। দুর্গটি নির্মাণ করেন উইলিয়ম পেরিং নামে একজন ইংরাজ।

২০। পলাশী কোথায় এবং উহা কিসের জন্য বিখ্যাত ?—কলিকাতা হইতে ৯৩ মাইল দূরে মুর্শিদাবাদ জেলায় ইস্টার্ন রেলপথের একটি ছোট স্টেশন। স্টেশন হইতে প্রায় দুই মাইল দূরে পলাশীর বিখ্যাত যুদ্ধ সংঘটিত হইয়াছিল। এই যুদ্ধে বাংলার স্বাধীন নবাব সিরাজদ্দৌলাকে কৌশলে পরাস্ত করিয়া ক্লাইভ বাংলাদেশ অধিকার করিয়াছিলেন। কৃষ্ণনগরের রাজবাড়িতে লর্ড ক্লাইভ প্রদত্ত পলাশীর যুদ্ধে ব্যবহৃত তিনটি কামান এখনও আছে।

২১। কলিকাতা শহরের কবে জন্ম হয় ?—১৬৯০ খ্রীস্টাব্দের ২৪শে আগস্ট। এইদিন Captain Brooke-এর আদেশে Job Charnock বাণিজ্যতরী করিয়া সাঁকরাইল থেকে নিমতলার কাছাকাছি কোন ঘাটে এসে নোঙর ফেলেছিল এবং সেইদিনই বর্তমান কলিকাতার জন্ম হয়।

২২। কোন্ কোন্ ভারতীয় রাজ্যেশ্বরী নিজ হস্তে রাজকার্য পরিচালনা করিতেন ?—সুলতানা রিজিয়া, চাঁদ সুলতানা, দুর্গাবতী ও অহল্যা বাঈ।

২৩। চাণক্য কে ছিলেন ?—সম্রাট্ চন্দ্রগুপ্তের মন্ত্রী। রাজনীতি ও অর্থনীতিতে তাঁহার অসাধারণ প্রতিভা ছিল। ইহার অপর নাম 'কৌটিল্য'। কৌটিল্যের 'অর্থশাস্ত্র' একখানি বিখ্যাত গ্রন্থ।

২৪। মহাত্মা গান্ধীকে কে হত্যা করিয়াছিল ?—নাথুরাম বিনায়ক গড্সে।

২৫। বিক্রমাদিত্যের নবরত্নের নাম কি কি ?—কালিদাস, বররুচি, ক্ষপণক, শঙ্কু, বেতালভট্ট, বরাহ-মিহির, ঘটকর্পর, অমরসিংহ ও ধন্বন্তরি।

২৬। মুসলমান যুগে কাহাদের 'নবরত্ন' বলা হইত ?—সম্রাট্ আকবরও বিক্রমাদিত্যের অনুরূপ নয়জন বড় বড় পণ্ডিত, গুণী ও শিল্পীদের লইয়া একটি নবরত্ন-সভা গঠন করিয়াছিলেন। তাঁহাদের নাম যথাক্রমে—টোডরমল্ল, আবুল

ফজল, ফৈজী, বীরবল, মানসিংহ, তানসেন, হাকিম হোসেন, মোল্লা দোপেয়াজা ও আবুল কাদের বদায়ুনী।

২৭। ইংলণ্ডে ও ফ্রান্সে কোন্ কোন্ রাজার প্রাণদণ্ড হয়?—ইংলণ্ডে প্রথম চার্লস্ এবং ফ্রান্সে ষোড়শ লুই।

২৮। আজাদ হিন্দ্ ফৌজ কি?—১৯৪৩ খ্রীস্টাব্দে নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু কর্তৃক গঠিত জাতীয় সেনাবাহিনী। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় মালয়, ব্রহ্মদেশ এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন রণক্ষেত্রে জাপানের হস্তে ইংরেজদের চরম পরাজয় ঘটে এবং বহু ভারতীয় সৈন্য যুদ্ধবন্দী হয়। প্রধানতঃ এই ভারতীয় যুদ্ধবন্দীদের লইয়া এই ফৌজ গঠিত হয়। ফৌজের সৈন্যসংখ্যা ছিল ৫০ হাজার এবং অফিসারের সংখ্যা ছিল ১৫০০। এই ফৌজের সর্বাধিনায়ক ছিলেন নেতাজী এবং তাঁহারই নেতৃত্বে এই ফৌজ ভারত-ব্রহ্ম সীমান্ত অতিক্রম করিয়া কোহিমা-মণিপুর প্রদেশে উপস্থিত হয় এবং ইংরেজের সঙ্গে লড়াই করে।

২৯। বিজয়সিংহ কে?—বঙ্গদেশের রাজা সিংহবাহুর পুত্র। স্বদেশ হইতে বিতাড়িত হইয়া তিনি লঙ্কাদ্বীপে আসিয়াছিলেন এবং সেইখানে স্বীয় বাহুবলে রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন। 'সিংহ' রাজার অধিকৃত বলিয়া ইহার নাম 'সিংহল' হইয়াছিল। বর্তমানে ইহার নাম শ্রীলঙ্কা।

৩০। সম্রাজ্ঞীর স্বামী হইয়াও কে নিজে সম্রাট্ ছিলেন না?—মহারাণী ভিক্টোরিয়ার স্বামী প্রিন্স আলবার্ট। ইংলণ্ডের বর্তমান মহারাণী দ্বিতীয় এলিজাবেথের স্বামীকে 'কিং কনসর্ট' (King Consort) বলা হয়।

৩১। কোন্ রমণী স্বীয় পুত্রহত্যায় সহায়তা করিয়া ইতিহাসে চিরস্মরণীয়া হইয়া আছেন?—ধাত্রী পান্না। বনবীরের হাত হইতে চিতোরের শিশুরাণা উদয়সিংহকে রক্ষা করিবার জন্য তিনি নিজের পুত্রকে উদয়সিংহ বলিয়া পরিচয় দিয়াছিলেন। ঘাতক বনবীর পান্নার চোখের সামনে তাঁহার পুত্রের প্রাণসংহার করে। তিনি নীরবে সেই দৃশ্য দেখিয়াছিলেন। পৃথিবীর ইতিহাসে রাজভক্তির অনুরূপ দৃষ্টান্ত আর নাই।

৩২। ভারতবর্ষের ফৌজদারী আইন কবে প্রচলিত হয়?—১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে। গভর্নর-জেনারেলের কাউন্সিলের মেম্বর টমাস ব্যাবিংটন মেকলে (লর্ড) এই আইন রচনা করেন।

৩৩। আমেরিকার নাম আমেরিকা হইল কেন?—Amerigo Vespuci-র নামানুসারে আমেরিকার নামকরণ হইয়াছে। তিনি সমুদ্রযাত্রা করিয়া আসিয়া প্রচার করিয়াছিলেন যে, তিনি আমেরিকার উপকূলে অবতরণ করিয়াছিলেন। প্রকৃতপক্ষে এরূপ কোন ঘটনা ঘটে নাই। তাহা হইলেও তাঁহারই নামানুসারে আমেরিকার নামকরণ হইয়াছে।

৩৪। আণবিক বোমার আঘাতে কোন্ দুইটি শহর বিধ্বস্ত হইয়াছিল?—দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শেষভাগে (১৯৪৫) জাপানের হিরোসিমা ও নাগাসাকি নামক দুইটি শহর আণবিক বোমায় বিধ্বস্ত হইয়াছিল।

৩৫। ফ্রান্সের কোন্ মেষপালিকার নেতৃত্বে ইংরেজ সৈন্য যুদ্ধে পরাজিত হইয়া ছিল?—জোয়ান্ অব আর্ক।

৩৬। বাংলাদেশে কৌলীন্য-প্রথা কে প্রবর্তন করিয়াছিলেন?—বল্লাল সেন। ইনি ৯৯৯ শতাব্দীতে কান্যকুব্জ হইতে বাংলাদেশে নিম্নোক্ত পাঁচজন ব্রাহ্মণ এবং পাঁচজন কায়স্থ লইয়া আসেন। ইহাদের বংশধরগণ পরবর্তী কাল হইতে কুলীন বলিয়া পরিচিত হইয়া আসিতেছেন। ব্রাহ্মণ—শ্রীদক্ষ, শ্রীভট্টনারায়ণ, শ্রীহর্ষ, শ্রীবেদগর্ভক এবং শ্রীছান্দোগ্য। কায়স্থ—শ্রীদশরথ বসু, শ্রীমকরন্দ ঘোষ, শ্রীবিরাট গুহ, শ্রীকালিদাস মিত্র ও শ্রীপুরুষোত্তম দত্ত। ব্রাহ্মণ শ্রীভট্টনারায়ণ পুরুলিয়ার পঞ্চকোটি গ্রামে প্রথমে বসবাস করিতে থাকেন। কালক্রমে তাঁহার বংশধরগণ বাংলার নানাস্থানে ছড়াইয়া পড়িয়াছিলেন। কুলজী মতে আদিশূর কান্যকুব্জ হইতে পাঁচজন ব্রাহ্মণ আনাইয়াছিলেন। এক ব্রাহ্মণ শ্রীহর্ষ যে কান্যকুব্জের রাজসভা অলঙ্কৃত করিতেন, তাহার উল্লেখ তাঁহার রচিত কাব্য নৈষধ-চরিতেই পাওয়া যায়।

৩৭। মণিপুর, জুলুল্যাণ্ড, চিত্রল ও পেরুরাজ্যের শেষ স্বাধীন নৃপতিদের নাম কি কি?—কুলচন্দ্র সিংহ, সেঁটিওয়েও, শের আফজল, আটাহু আল্লা।

৩৮। চৈনিক পরিব্রাজক ইউয়াং-চুয়াং-এর নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় পরিদর্শন-কালে সেখানে কে অধ্যক্ষ ছিলেন?—শীলভদ্র। ইনি জাতিতে বাঙালী ছিলেন।

৩৯। পৃথিবীর কোন্ ধর্মপুস্তক সবচেয়ে বেশি বিক্রয় হয়?—খ্রীস্টানদের ধর্মপুস্তক বাইবেল। আবার এই পুস্তকখানি পৃথিবীর সর্বাধিক ভাষায় অনূদিত হইয়াছে।

৪০। ভারতবর্ষে কোন্ যুদ্ধের সময় প্রথম কামানের ব্যবহার হইয়াছিল?—প্রথম পানিপথের যুদ্ধে বাবর সর্বপ্রথম কামান ব্যবহার করিয়াছিলেন।

৪১। কোন্ মুসলমান ভারত-বিজেতা আত্মজীবনী লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছেন?—বাবর।

৪২। ইংলণ্ডের কোন্ বিখ্যাত রাণী এবং ভারতের কোন্ প্রসিদ্ধ সম্রাট্ সমসাময়িক ছিলেন?—রাণী প্রথম এলিজাবেথ এবং সম্রাট্ আকবর।

৪৩। ইংলণ্ডের কোন্ বিখ্যাত প্রধানমন্ত্রী জাতিতে ইহুদি ছিলেন?—বি. ডিজ্‌রেলি।

৪৪। রাজঘাট কি এবং কোথায়?—দিল্লীর উপকণ্ঠে যমুনার তীরে। এখানে জাতির জনক মহাত্মা গান্ধীর শেষকৃত্য সম্পন্ন করা হইয়াছিল। তাঁহার স্মৃতিপূত এই সমাধিস্থলে একটি স্মৃতি-সৌধ নির্মিত হইয়াছে।

৪৫। কোন্ ক্ষত্রিয় রাজপুত্র সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া এক নূতন ধর্ম প্রচার করিয়াছিলেন?—সিদ্ধার্থ। ইনি পরবর্তীকালে বুদ্ধদেব বলিয়া পরিচিত এবং পৃথিবীতে ইনিই বৌদ্ধধর্মের প্রবর্তক ও প্রচারক।

৪৬। ইংলণ্ডের সর্বাপেক্ষা অল্পবয়স্ক প্রধানমন্ত্রী কে ছিলেন?—ছোট উইলিয়ম পিট্। ২৪ বৎসর বয়সে তিনি ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রী হন।

৪৭। ইউরোপ হইতে আসিয়া কোন্ বীর সর্বপ্রথম ভারতবর্ষ আক্রমণ করিয়াছিলেন ?—গ্রীসের রাজা মহাবীর আলেকজাণ্ডার।

৪৮। কোন্ জার্মান রাজা ইংলণ্ডের অধীশ্বর হইয়াছিলেন ?— প্রথম জর্জ। তিনি ইংরাজী ভাষা পর্যন্ত জানিতেন না।

৪৯। কে কে বলিয়াছিলেন, "শির দিয়া আউর সর্ নেহি দিয়া", "মেরি ঝান্সী নেহি দিউঙ্গী" ?—যথাক্রমে তেগ বাহাদুর সিং ও রাণী লক্ষ্মীবাঈ।

৫০। ময়ূরসিংহাসন কে তৈয়ারি করিয়াছিলেন ?—শাহ্‌জাহানের ময়ূর-সিংহাসনের নাম 'তখ্‌ত-ই-তাউস'। স্বর্ণকারের নাম বেবাদল খান। ইহা তৈয়ারি করিতে খরচ হইয়াছিল প্রায় নয় কোটি টাকা। এই সিংহাসনটি নাদির শাহ্ ভারত আক্রমণ করিয়া স্বদেশে লইয়া যান।

৫১। ক্যান্টারবেরীর কোন্ ধর্মযাজক রাজার আদেশে নিহত হইয়াছিলেন ?—টমাস বেকেট (Thomas Becket)। রাজা দ্বিতীয় হেন্‌রীর ইঙ্গিতে চারজন নাইট ইহাকে হত্যা করে।

৫২। কে কাহাকে 'পার্বত্য মূষিক' বলিতেন ?—ঔরংজেব শিবাজীকে 'পার্বত্য মূষিক' আখ্যা দিয়াছিলেন।

৫৩। উত্তমাশা অন্তরীপ দিয়া ভারতবর্ষে আসিবার পথ কে প্রথম আবিষ্কার করিয়াছিলেন ?—পর্তুগীজ নাবিক ভাস্কো-ডা-গামা।

৫৪। ব্রহ্মদেশের শেষ স্বাধীন রাজার নাম কি ?—থিবো। সিংহাসনচ্যুত হইবার পর তিনি বোম্বাই প্রদেশের রত্নগিরিতে নির্বাসিত হইয়াছিলেন।

৫৫। কোন্ গভর্নর-জেনারেল আন্দামানে নিহত হইয়াছিলেন ?—লর্ড মেয়ো। শের আলি নামক এক অন্তরীণ আততায়ীর ছুরিকাঘাতে তিনি Haddo জাহাজঘাটে নিহত হইয়াছিলেন।

৫৬। কোন্ ভারতীয় গভর্নর-জেনারেলের ব্রিটিশ পার্লিয়ামেন্টে বিচার হইয়াছিল ?—ওয়ারেন হেস্টিংস। তাঁহার বিরুদ্ধে চুরি, জালিয়াতি প্রভৃতি নানা অভিযোগ ছিল।

৫৭। কোন্ প্রসিদ্ধ বাঙালী বিক্রমশীলা মহাবিহারের অধ্যক্ষ ছিলেন? —দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান অতীশ। ইনি বাঙালীদের মধ্যে প্রথম বৌদ্ধধর্ম প্রচারের জন্য তিব্বতে গমন করিয়াছিলেন।

৫৮। কোন্ ভিস্তিওয়ালা দিল্লীর সিংহাসনে বসিয়াছিল?—নিজাম নামক এক ভিস্তিওয়ালা একদিনের জন্য দিল্লীর সিংহাসনে বসিয়াছিল। গঙ্গাবক্ষে একদিন হুমায়ুনের প্রাণরক্ষা করিয়াছিল বলিয়া সম্রাট্ তাহাকে এইভাবে পুরস্কৃত করেন।

৫৯। বাংলার কোন্ রাজাকে প্রজারা প্রথম নির্বাচিত করিয়াছিল? —পাল বংশের প্রথম রাজা গোপালকে।

৬০। দিল্লীর কোন্ প্রাচীন লৌহস্তম্ভ অদ্যাবধি মরিচা ধরে নাই?—দিল্লীর অশোক স্তম্ভে। ইহা ৩১০ খ্রীস্টাব্দে নির্মিত হয়। ইহার উচ্চতা ২২ ফুট এবং ওজন প্রায় ৬ টন।

৬১। কোন্ মুসলমান সুলতান প্রথম জীবনে ক্রীতদাস ছিলেন এবং পরে ভারতবর্ষে রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন?—কুত্‌ব-উদ্দীন।

৬২। কোন্ মুসলমান সুলতান প্রথম চিতোর লুণ্ঠন করিয়াছিলেন?—খল্‌জী বংশের সুলতান আলাউদ্দীন।

৬৩। কোন্ বিখ্যাত সম্রাট্ লিখিতে ও পড়িতে জানিতেন না?—মোগল সম্রাট্ আকবর।

৬৪। একচক্ষু পাঞ্জাব-কেশরী কাহাকে বলা হইত?—রণজিৎ সিংহকে। তাঁহার একটি চক্ষু নষ্ট হইয়া গিয়াছিল বলিয়া তাঁহাকে এইরূপ আখ্যা দেওয়া হইয়াছিল।

৬৫। ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ সম্রাট্ কে ছিলেন?—মহামতি অশোক ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ সম্রাট্ ছিলেন। পৃথিবীর ইতিহাসে তাঁহার তুলনা নাই। স্বাধীন ভারতের পতাকায় 'অশোক চক্র' অঙ্কিত আছে।

৬৬। ভারতবর্ষের হিন্দুদের সর্বাপেক্ষা পুরাতন ধর্মগ্রন্থ কি?—'বেদ'

হিন্দুদের সর্বাপেক্ষা প্রাচীন ধর্মগ্রন্থ। বেদ চারিটি— ঋক্, যজুঃ, সাম ও অথর্ব। অনেকের মতে ইহা অপৌরুষেয় অর্থাৎ মানুষের রচনা নহে।

৬৭। ইব্‌ন বতুতা কে?—ইনি উত্তর-আফ্রিকার টাঞ্জিয়ারের অধিবাসী। দিল্লীর সুলতান মহম্মদ তুঘ্‌লুক-এর আমলে ইনি ভারত পর্যটনে আসেন।

৬৮। 'কোহিনূর' কি ও কেন বিখ্যাত?—কোহিনূর ভারতের ইতিহাস-প্রসিদ্ধ মূল্যবান হীরকখণ্ড। প্রথমে ইহা মালব রাজ্যের রাজাদের সম্পত্তি ছিল। মোগলদের সময়ে কোহিনূর দিল্লীর সম্রাট্ শাহ্‌জাহানের মুকুটের মণি ছিল। ১৭৬১ খ্রীস্টাব্দে নাদির শাহ্ ভারত লুণ্ঠন করার সময় ইহা হস্তগত করিয়াছিলেন। পরে ইহা শিখদের হস্তগত হইয়াছিল এবং রণজিৎ সিংহের বংশধরগণ মহারাণী ভিক্টোরিয়াকে ইহা উপহার দিয়াছিলেন। তদবধি কোহিনূর ইংলণ্ডে রাজমুকুটের শোভা বর্ধন করিতেছে।

৬৯। ইংরাজী শিক্ষার জন্য ভারতবর্ষে কোথায় প্রথম কলেজ স্থাপিত হয়? —১৮০০ খ্রীস্টাব্দে ১৮ই আগস্ট কলিকাতায় 'ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ' স্থাপিত হয়। বিদ্যাসাগর এই কলেজের অন্যতম অধ্যাপক ছিলেন।

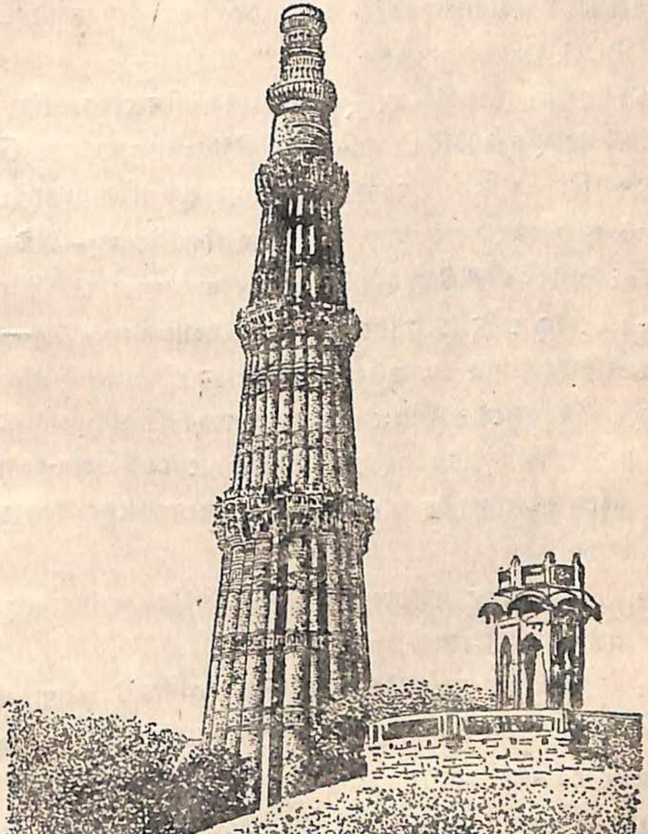
৭০। সাধারণের শিক্ষার জন্য ভারতবর্ষে প্রথম কলেজ স্থাপিত হয় কবে এবং কোথায়?—রাজা রামমোহন রায় ও ডেভিড হেয়ারের যুক্ত চেষ্টায় ১৮১৮ খ্রীস্টাব্দে কলিকাতায় উচ্চ শিক্ষার জন্য হিন্দু কলেজ স্থাপিত হয়। এই কলেজের পরিবর্তিত নাম প্রেসিডেন্সী কলেজ।

৭১। ইংলণ্ডের কোন্ সম্রাজ্ঞী মাত্র নয়দিন রাজত্ব করিয়া প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হন?—লেডী জেন গ্রে।

৭২। কাহার স্মৃতিরক্ষার্থে কুতবমিনার তৈয়ারি হইয়াছিল?—কুতবশাহ্ নামক ফকিরের। মিনারের উচ্চতা ২৩৮ ফুট। ১২৩২ খ্রীস্টাব্দে সুলতান ইল্‌তুৎমিস ইহার নির্মাণকার্য সম্পন্ন করিয়াছিলেন। মিনারের ভিতর ৩৮৫টি ধাপ আছে।

৭৩। পর্তুগীজেরা ইংরেজদিগকে বোম্বাই শহরটি কি জন্য উপহার

দিয়াছিল ?—ইংলণ্ডের রাজা দ্বিতীয় চার্লসের সহিত পর্তুগালের রাজকুমারীর বিবাহের যৌতুকস্বরূপ।



দিল্লীর কুতবমিনার

৭৪। ইংলণ্ডের কোন্ রাজা ও ভারতের কোন্ রাজা 'বিজ্ঞতম মূর্খ' নামে বিখ্যাত ?—ইংলণ্ডের রাজা প্রথম জেম্‌স্ ও ভারতের মহম্মদ তুঘ্‌লুক।

৭৫। 'Black Death' বলিতে কি বুঝায়?—চতুর্দশ শতাব্দীতে ইউরোপে মহামারীরূপে প্লেগ দেখা দিয়াছিল এবং এই রোগে প্রায় ২০.২৫ লক্ষ লোক মারা গিয়াছিল। রোগাক্রান্ত হইলে দেহে কাল কাল দাগ দেখা দিত বলিয়া ইহাকে 'Black Death' বলা হইত।

৭৬। কোন্ ইউরোপীয় সম্রাট্ সবচেয়ে বেশিদিন রাজত্ব করিয়াছিলেন?—ফ্রান্সের সম্রাট্ চতুর্দশ লুই। তিনি ১৬৪৩ খ্রীষ্টাব্দে ৫ বৎসর বয়সে সিংহাসনে আরোহণ করিয়া ৭৩ বৎসর রাজত্ব করিবার পর মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিলেন।

৭৭। পৃথিবীতে কে প্রথম হাসপাতাল স্থাপন করিয়াছিলেন?—খ্রীস্টান ধর্মগুরু St. Basil খ্রীষ্টীয় ৩৬৯ খ্রীস্টাব্দে ইতালিতে প্রথম হাসপাতাল স্থাপন করিয়াছিলেন।

৭৮। কোন্ কোন্ সেনাপতি যুদ্ধে কখনও পরাজিত হন নাই?—আলেকজাণ্ডার, জুলিয়াস সীজার এবং ডিউক অব ওয়েলিংটন্।

৭৯। কে কে গোপনে ঔরংজেবের রাজত্বকালের ইতিহাস রচনা করেন?—কাফি খাঁ ও ইতালীর পর্যটক মানুচ্চি। বাদশাহ রাজ্যের ইতিহাস-রচনা নিষিদ্ধ করিয়া দিয়াছিলেন বলিয়া ইহারা গোপনে তাঁহার রাজত্বকালের ইতিহাস রচনা করিয়াছিলেন।

৮০। শেষ মোগল সমাটের নাম কি?—দ্বিতীয় বাহাদুর শাহ্। ইনি রেঙ্গুনে নির্বাসিত হইয়াছিলেন।

৮১। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের কোন্ কোন্ প্রেসিডেন্ট গুপ্তঘাতকের হস্তে নিহত হইয়াছেন?—আব্রাহাম লিঙ্কন, জেম্‌স্ আব্রাহাম গারফিল্ড, মাক্‌কিন্‌লী এবং জন কেনেডি।

৮২। ইংরেজদের John Bull বলা হয় কেন?—১৭১২ খ্রীস্টাব্দে ডাঃ জন আরবুথনট্ রাজনীতিকে কেন্দ্র করিয়া "The History of John Bull" নামে একটি বিদ্রূপাত্মক রসরচনা লিখিয়াছিলেন। ইহাতে তিনি ফ্রান্সের সহিত অবিরাম যুদ্ধ চালাইবার ব্যাপার লইয়া Duke of Marlborough-কে খুব ঠাট্টা করিয়াছিলেন। সকলে ধরিয়া লইয়াছিল, সেই ঠাট্টাটি সমগ্র ইংরেজ জাতিকে লক্ষ্য

করিয়াই করা হইয়াছিল। তদবধি ইংরেজদের "John Bull" বলিয়া ব্যঙ্গ করা হইয়া আসিতেছে। আমেরিকানদের ঠাট্টা করিয়া 'আংকল শাম' (Uncle Sam) বলা হয়।

৮৩। ভারতের কোন্ মুসলমান সম্রাটের সম্বন্ধে বলা হয় যে, তিনি একহস্তে লক্ষ লক্ষ মুদ্রা দান করিতেন এবং অপর হস্তে লক্ষ লক্ষ লোকের প্রাণদণ্ড দিতেন?—দাস রাজবংশের প্রথম সুলতান কুতব-উদ্দীন।

৮৪। ভারতের কোন্ সম্রাজ্ঞী পুরুষের পোশাক পরিধান করিতেন?—সুলতানা রিজিয়া পুরুষের পোশাক পরিধান করিয়া রাজসভায় উপস্থিত হইতেন।

৮৫। ইউরোপে কোন্ রাণী স্বামীকে হত্যা করিয়া নিজে সিংহাসনে আরোহণ করেন?—রাশিয়ার রাণী ক্যাথারিণ দি গ্রেট্।

৮৫। (ক) প্রাচীন রোমে কোন্ সম্রাজ্ঞী নিজের শিশুপুত্রকে হত্যা করিয়া সিংহাসনে আরোহণ করেন?—সম্রাজ্ঞী আইরিণা।

৮৬। কোন্ ভারতীয় সুলতান নেপোলিয়নের সঙ্গে রাজনৈতিক ব্যাপারে পত্র বিনিময় করিতেন?—মহীশূরের টিপু সুলতান।

৮৭। ইংলণ্ডের আইনানুসারে ইংলণ্ডের রাজা কাহাকে বিবাহ করিতে পারেন না?—রোম্যান ক্যাথলিক্ ধর্মাবলম্বী কোন মহিলাকে। স্বাধীনভাবে বিবাহ করিতে আইনের কোন বাধা নাই, তবে কোন রাজবংশ হইতে তাঁহাকে পত্নী নির্বাচন করিতে হইবে।

৮৮। ইংলণ্ডের কোন্ রাজা সর্বপ্রথম একজন সাধারণ মহিলাকে বিবাহ করেন?—অষ্টম এডোয়ার্ড। ইনি ওয়ালিস সিমসন নাম্নী এক সাধারণ কৃষক পরিবারের মহিলাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। ইংলণ্ডের প্রজারা ইহাকে রাণী বলিয়া স্বীকার না করায় অষ্টম এডোয়ার্ডকে সিংহাসন ত্যাগ করিতে হইয়াছিল।

৮৯। মেক্সিকো রাজ্যের স্বাধীনতা কবে বিলুপ্ত হয়?—১৫২০ খ্রীস্টাব্দে স্পেনের সেনাপতি কার্টিসের আক্রমণের ফলে এই দেশের স্বাধীনতা বিলুপ্ত

হইয়াছিল, কিন্তু তাহার প্রায় ২৫০ বৎসর পরে মেক্সিকো পুনরায় স্বাধীনতা লাভ করিয়াছিল।

৯০। রাজপুত জাতি কাহাদের বংশধর?—চন্দ্রবংশীয়, সূর্যবংশীয় ও অগ্নি-কুলোদ্ভব ক্ষত্রিয়বংশের। ঐতিহাসিকগণের মতে—ইহারা শক, হূণ, গুর্জর প্রভৃতি ভারত-বিজেতাদের বংশধর।

৯১। ইউরোপের কোন্ দুই সম্রাট্ সমগ্র পৃথিবী জয় করিয়া ভাগাভাগি করিয়া লইতে মনস্থ করিয়াছিলেন?—ফ্রান্সের সম্রাট্ নেপোলিয়ন এবং রাশিয়ার জার প্রথম আলেকজাণ্ডার।

৯২। ইংলণ্ডের সিংহাসনে এ পর্যন্ত কোন্ কোন্ মহিলা আরোহণ করিয়াছেন?—ম্যাটিল্‌ডা, লেডী জেন গ্রে (৯ দিনের জন্য) প্রথম মেরী, প্রথম এলিজাবেথ, দ্বিতীয় মেরী, উইলিয়ম অরেঞ্জের পত্নী, অ্যান, মহারাণী ভিক্টোরিয়া এবং দ্বিতীয় এলিজাবেথ।

৯৩। মহেঞ্জোদাড়ো ও হরপ্পা কোথায় এবং কি জন্য বিখ্যাত?—মহেঞ্জোদাড়ো সিন্ধুদেশে ও হরপ্পা পাঞ্জাবে। এই স্থান দুইটি বর্তমানে পাকিস্তান রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত। উভয় স্থানে পাঁচ হাজার বৎসরের প্রাচীন সভ্যতার বহু ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হইয়াছে।

৯৪। ইংরেজ আমলে ভারতবর্ষে প্রথম কোন্ বাঙালী ব্রাহ্মণের দণ্ড হয়?—ওয়ারেন হেস্টিংস-এর আমলে বাঙালী ব্রাহ্মণ মহারাজ নন্দকুমারের (৫ই আগস্ট, ১৭৭৫ খ্রীঃ) ফাঁসি হইয়াছিল। ফাঁসির হুকুম দিয়াছিলেন সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতি স্যার ইলাইজা ইম্পে। ওয়ারেন হেস্টিংসের প্ররোচনায় তাঁহার বিরুদ্ধে জালিয়াতির মিথ্যা অভিযোগ আনা হইয়াছিল।

৯৫। ইংলণ্ডের কোন্ রাণী অবিবাহিতা ছিলেন?—রাণী প্রথম এলিজাবেথ। তিনি বিবাহ করেন নাই বলিয়া তাঁহাকে 'Virgin Queen' আখ্যা দেওয়া হইয়াছিল।

৯৬। কোন্ রাজপুতবীর বাঙলার কন্যাকে বিবাহ করেন?—মানসিংহের

পুত্র জগৎসিংহ গড়মান্দারণের দুর্গাধিপতির কন্যা তিলোত্তমাকে বিবাহ করিয়াছিলেন।

৯৭। আলিপুরের 'হাওয়া অফিস' কবে স্থাপিত হয়?—১৮৬৭ খ্রীস্টাব্দের ১লা এপ্রিল। রাধানাথ শিকদার ইহার প্রথম 'সুপারিন্টেণ্ডেন্ট'। ইনিই বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিক নিউটনের 'প্রিন্সিপিয়া' গ্রন্থ ভারতবাসীদের মধ্যে প্রথম অধ্যয়ন করিয়াছিলেন।

৯৮। ভারতবর্ষের মধ্যে কোন্ স্থানে আড়াই শত বৎসর ধরিয়া গ্রীক রাজ্য বর্তমান ছিল?—পাঞ্জাবে।

৯৯। সিপাহী বিদ্রোহ প্রথম কোথায় আরম্ভ হয়?—১৮৫৭ খ্রীস্টাব্দে ২৪ পরগণার অন্তর্গত ব্যারাকপুর নামক স্থানে সিপাহী বিদ্রোহের প্রথম সূত্রপাত হয়। প্রকৃতপক্ষে ইহা সিপাহী বিদ্রোহ নয়। স্বাধীনতা লাভের জন্য ভারতীয় সৈন্যদের মঙ্গল পাণ্ডের নেতৃত্বে প্রথম যুদ্ধ। বর্তমানে কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে সিপাহী বিদ্রোহ প্রথম মীরাটে আরম্ভ হয়।

১০০। কোন্ হিন্দু রাজা মুসলমানদের হাতে পরাজয়ের গ্লানি সহ্য করিতে না পারিয়া জলন্ত চিতায় প্রবেশ করেন?—ভাটিণ্ডার রাজা জয়পাল পেশোয়ারের যুদ্ধে সুলতান মাহ্মুদের নিকট পরাজিত হইয়া সেই গ্লানি লইয়া বাঁচিয়া থাকার চেয়ে মৃত্যু শ্রেয়ঃ জ্ঞান করিয়া স্বহস্তে চিতা সাজাইয়া আগুনে ঝাঁপ দিয়াছিলেন।

১০১। কোন্ ভারতীয় সুলতান চীন বিজয়ের জন্য তিব্বতে অভিযান করিয়াছিলেন?—মহম্মদ তুঘ্লুক।

১০২। সাঁচীস্তূপ কোথায় এবং কি জন্য প্রসিদ্ধ?—বোম্বাই-দিল্লী রেলপথের ভূপাল স্টেশনের ৪০ মাইল দূরে সাঁচীস্তূপ অবস্থিত। সমস্ত সাঁচী এলাকার মধ্যে অন্ততঃ ৬০টি ছোট-বড় স্তূপ আছে। তৃতীয় স্তূপটির ভিতর হইতে ভগবান বুদ্ধদেবের প্রধান শিষ্যদ্বয় সারিপুত্ত ও মোগ্গল্লানের পূতাস্থি আবিষ্কৃত হয়। ১৮৫১ খ্রীস্টাব্দে জেনারেল কানিংহাম ইহা আবিষ্কার করিয়াছিলেন।

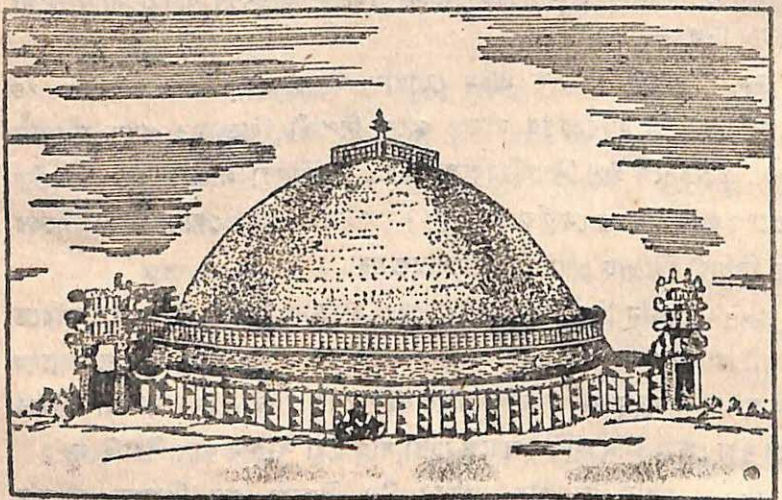
১০৩। রোমের কোন্ সম্রাট্ রোম নগরে আগুন দিয়া স্বয়ং নিকটস্থ এক

পাহাড়ে বসিয়া বেহালা বাজাইয়াছিলেন ?—সম্রাট্ নিরো। ৬৪ খ্রীস্টাব্দে এই ঘটনা ঘটিয়াছিল।

১০৪। কোন্ বিখ্যাত সম্রাজ্ঞী বুকের উপর সর্প রাখিয়া তাহার দংশনে আত্মহত্যা করিয়াছিলেন ? —প্রাচীন মিশরের সম্রাজ্ঞী ক্লিওপেট্রা।

১০৫। ফ্রান্সে কতজন 'লুই' নামধারী রাজা রাজত্ব করিয়াছিলেন ?

—১৮ জন।



সাঁচী স্তূপ

১০৬। আধুনিক কালে কাহাকে 'নগ্ন ফকির' বলা হইত ?—ইংলণ্ডের প্রধানমন্ত্রী মিঃ চার্চিল গান্ধীকে নগ্ন ফকির' (Naked Fakir) আখ্যা দিয়াছিলেন। গান্ধীজী হাঁটু পর্যন্ত খদ্দরের কাপড় পরিধান করিতেন এবং দেহের উপর তিনি কোন কাপড় ব্যবহার করিতেন না। ভারতবাসীরা ইঁহাকে শ্রদ্ধা করিয়া 'বাপুজী' বলিয়া ডাকিত।

১০৭। আধুনিক কালে 'নেতাজী' আখ্যা কাহাকে দেওয়া হইয়াছিল ?

—ভারতের গৌরব, বাংলার সর্বশ্রেষ্ঠ বিপ্লবী সুভাষচন্দ্র যখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াতে সশস্ত্র সৈন্যবাহিনী গঠন করিয়াছিলেন, সেই সময়ে তাহার অনুগত সঙ্গিগণ তাঁহাকে 'নেতাজী' বলিয়া সম্বোধন করিত।

১০৮। কোম্পানীর রাজত্ব কি জন্য বলা হইত?—মোগল রাজত্বের শেষভাগে 'ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী' নামে একদল ইংরেজ বণিক এদেশে বাণিজ্য করিতে আসে এবং ১৭৫৭ খ্রীস্টাব্দে পলাশী যুদ্ধের পর হইতে ১৮৫৭ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত এদেশে রাজত্ব করিয়াছিলেন। এইজন্য এই সময়কে 'কোম্পানীর রাজত্ব' বা 'কোম্পানীর আমল' বলা হয়।

১০৯। কোন সম্রাট্ সপরিবারে প্রজাদের হস্তে নিহত হন?—১৯১৭ খ্রীস্টাব্দের অক্টোবর বিপ্লবের ফলে রাশিয়ার রোমানফ্ রাজবংশের সম্রাট্ দ্বিতীয় নিকোলাস সপরিবারে বিপ্লবীদের হস্তে নিহত হইয়াছিলেন। সেই সময়ে রাশিয়ার সম্রাট্‌দের পদবী ছিল 'জার' (Czar বা Tsar)।

১১০। ট্রয় যুদ্ধের কারণ কি?—মেনিলসের পত্নী অপূর্বসুন্দরী হেলেনকে ট্রয়ের রাজা প্রায়ামের পুত্র প্যারিস চুরি করিয়া লইয়া গেলে সেই অপমানের প্রতিশোধ লইবার জন্য এই যুদ্ধ হইয়াছিল।

১১১। নেপোলিয়নকে কোথায় বন্দী করিয়া রাখা হইয়াছিল?—সেণ্ট হেলেনা দ্বীপের অন্তর্গত লংউড নামক স্থানে ১৮১৫-১৮২২ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত তাঁহাকে বন্দী করিয়া রাখা হইয়াছিল।

১১২। ভারতবর্ষের আধুনিক ইতিহাসে ২৩শে জানুয়ারী, ২৬শে জানুয়ারী, ৩০শে জানুয়ারী ও ১৫ই আগস্ট কি জন্য বিখ্যাত?—(১) নেতাজীর জন্মদিবস; (২) প্রজাতন্ত্র দিবস; (৩) গান্ধীজীর মৃত্যুদিবস; (৪) শ্রীঅরবিন্দের জন্মদিন ও ভারতের স্বাধীনতা-লাভের দিন।

১১৩। জীবনী-সাহিত্যের আদি লেখকের নাম কি?—প্লুটার্ক। ইঁহার রচনা হইতে সেক্সপীয়র তাঁহার নাটক লিখিবার বহু উপাদান সংগ্রহ করেন।

১১৪। ভারতের কোন্ ধর্ম-প্রচারকের সমাধিস্থলে তাঁহার স্মৃতির উদ্দেশ্যে

সুন্দর মন্দির নির্মিত হইয়াছে ?—বৌদ্ধধর্মের প্রবর্তক বুদ্ধদেব যেখানে দিব্যজ্ঞান লাভ করেন সেই স্থানটিকে বলা হয় বুদ্ধগয়া। ইহা গয়া হইতে সাত মাইল দূরে অবস্থিত। বৌদ্ধদিগের ইহা শ্রেষ্ঠ তীর্থ। এইখানে যে বিরাট পিপুল বৃক্ষের তলদেশে বসিয়া বুদ্ধদেব ধ্যানমগ্ন হইয়া সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন, সেই স্থানে সম্রাট্ অশোক একটি বিরাট মন্দির নির্মাণ করিয়াছিলেন। মন্দিরটির উচ্চতা ১৮০ ফুট এবং ইহার কারুকার্য ও নির্মাণকৌশল অপূর্ব।

১১৫। সবচেয়ে বৃদ্ধ বয়সে কে ইংলণ্ডের রাজা হইয়াছিলেন ?—সপ্তম এডওয়ার্ড (৭০)। চারবার ইংলণ্ডের প্রধানমন্ত্রী হইয়াছিলেন গ্লাডস্টোন এবং ১৮৯৩ খ্রীস্টাব্দে ৮৩ বৎসর বয়সে তিনি চতুর্থবার প্রধানমন্ত্রী হইয়াছিলেন।

১১৬। বর্তমান যুগে ইতিহাসের গৌরবময় ঘটনা কি কি ?—(১) ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের প্রধানমন্ত্রীরূপে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর রাষ্ট্র পরিচালনা। (২) বাঙলাদেশের স্বাধীনতা লাভ।

১১৭। বর্তমান যুগের ইতিহাসের সর্বাপেক্ষা কলঙ্কময় ঘটনা কি কি ?—(১) গান্ধীজির হত্যা, (২) প্রেসিডেণ্ট কেনেডির হত্যা, (৩) ভিয়েতনামের যুদ্ধ ও (৪) পাকিস্তানের ভারত আক্রমণ। (৫) মুজিবর রহমানের হত্যা।

ইতিহাস-প্রসিদ্ধ ঘটনা

খ্রীস্ট-পূর্বাব্দ

১। ৮০০—কার্থেজ নগরী নির্মাণ।

২। ৭৫০—রোম মহানগরীর পত্তন।

৩। ৬০৯—নিনেভের পতন।

৪। ৬০৫—পারস্যে জোরোস্টারের উদ্ভব।

৫। ৫৯৯—মহাবীর কর্তৃক জৈনধর্ম প্রতিষ্ঠা।

৬। ৫৬৩—বুদ্ধদেবের আবির্ভাব ও বৌদ্ধধর্ম স্থাপন।
৭। ৪৯৫—গ্রীক নাট্যকার সফোক্লিসের জন্ম।
৮। ৪৯০—মারাথনের যুদ্ধ।
৯। ৪৮০—থার্মোপলি ও সালামিসের যুদ্ধ। গ্রীক নাট্যকার ইউরিপি-ডিসের জন্ম।
১০। ৪২৭—দার্শনিক প্লেটোর জন্ম।
১১। ৩৯০—বিষপানে সক্রেটিসের মৃত্যু।
১২। ৩৮৪—আরিস্টটলের জন্ম।
১৩। ৩৫৬—মহাবীর আলেকজাণ্ডারের জন্ম।
১৪। ৩৩৬—আলেকজাণ্ডারের সিংহাসনে আরোহণ।
১৫। ৩৩২—আলেকজাণ্ডারের মিশর বিজয় ও আলেকজান্দ্রিয়া শহরের পত্তন।
১৬। ৩২৭—আলেকজাণ্ডারের ভারত-অভিযান।
১৭। ৩২৩—আলেকজাণ্ডারের মৃত্যু।
১৮। ২৮৭—আর্কিমিডিসের জন্ম।
১৯। ২৭৩—অশোকের সিংহাসনলাভ।
২০। ১০২—জুলিয়াস সীজারের জন্ম।
২১। ৫৫—সীজারের বৃটেন আক্রমণ।
২২। ৪৪—জুলিয়াস সীজার নিহত। অ্যান্টনি কর্তৃক রোম অধিকার।
২৩। ২৭—রোম সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা।
২৪। ৪—যীশুখ্রীস্টের জন্ম।

খ্রীস্টাব্দ

১। ৩০—ক্রুশবিদ্ধ অবস্থায় যীশুখ্রীস্ট নিহত।
২। ৫৪—নীরোর সম্রাটপদ লাভ।
৩। ৬৪—নীরো কর্তৃক রোম নগরী ভস্মীভূত।

৪। ৭৮—কুষাণরাজ কণিষ্কের রাজত্ব।
৫। ৭৯—পম্পিয়াই শহর ধ্বংস।
৬। ৩২৩—কনস্টান্টিনোপলের গোড়াপত্তন।
৭। ৩৫৪—সেন্ট অগাস্টিনের জন্ম।
৮। ৩৭৫—চন্দ্রগুপ্ত (বিক্রমাদিত্য) ও কালিদাসের যুগ।
৯। ৩৯৪—চীন পরিব্রাজক ফা-হিয়েনের ভারত-ভ্রমণ।
১০। ৫৬০—ইংলণ্ডে খ্রীস্টধর্মের সূত্রপাত।
১১। ৫৯০—হজরত মহম্মদের জন্ম।
১২। ৬০৬—৬৪৭—হর্ষবর্ধনের রাজত্বকাল।
১৩। ৬১১—মহম্মদের ইস্‌লামধর্ম প্রচার।
১৪। ৬২৯—চীন পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙ্-এর ভারত-ভ্রমণ।
১৫। ৬৩৭—খলিফা ওমরের জেরুসালেম-দখল।
১৬। ৭১২—মুসলমানগণ কর্তৃক প্রথম ভারত-আক্রমণ।
১৭। ৭৬২—বাগদাদের প্রতিষ্ঠা।
১৮। ৮২০—শঙ্করাচার্যের মৃত্যু।
১৯। ৮২৮—ইংলণ্ডের প্রথম রাজ-পদে আলফ্রেড্।
২০। ১০০৮—গজনীর মামুদ কর্তৃক ভারত-আক্রমণ।
২১। ১০৯৫—প্রথম ধর্মযুদ্ধ।
২২। ১১৪৭—দ্বিতীয় ধর্মযুদ্ধ।
২৩। ১১৮৯—তৃতীয় ধর্মযুদ্ধ।
২৪। ১১৯২—থানেশ্বরের যুদ্ধ (পৃথ্বীরাজ ও ঘোরী)।
২৫। ১২০২—চতুর্থ ধর্মযুদ্ধ।
২৬। ১২০৬—দিল্লীর সুলতানির শাসন শুরু।
২৭। ১২১৪—চেঙ্গিজ খানের পিকিং অধিকার।
২৮। ১২১৮—পঞ্চম ধর্মযুদ্ধ।

২৯। ১২২৭—চেঙ্গিজ খানের মৃত্যু।

৩০। ১২২৮—ষষ্ঠ ধর্মযুদ্ধ ও খ্রীস্টানগণ কর্তৃক জেরুসালেম দখল।

৩১। ১২৪৫—সপ্তম ধর্মযুদ্ধ।

৩২। ১২৬৫—ইংলণ্ডে প্রথম কমন্সসভার অধিবেশন। মহাকবি দান্তের জন্ম।

৩৩। ১২৯৫—ইংলণ্ডে প্রথম নিয়মিত পার্লামেন্টের কার্যারম্ভ।

৩৪। ১৩০৩—আলাউদ্দীন কর্তৃক চিতোর ধ্বংস।

৩৫। ১৩৯৮—তৈমুরলঙ্গের ভারত-অভিযান।

৩৬। ১৪০০—কবি চসারের মৃত্যু।

৩৭। ১৪০৯—গুরু নানকের জন্ম।

৩৮। ১৪৯২—কলম্বসের সমুদ্রযাত্রা।

৩৯। ১৪৯৮—জলপথে নাবিক ভাস্কো-ডা-গামার প্রথম ভারতে আগমন।

৪০। ১৫২৬—পানিপথের ১ম যুদ্ধ—ভারতে মুঘল রাজত্বের সূত্রপাত।

৪১। ১৫৫৬—১৬০৫—আকবরের রাজত্বকাল।

৪২। ১৫৬৪—সেক্সপীয়রের জন্ম।

৪৩। ১৬৩০—শিবাজীর জন্ম।

৪৪। ১৬৪৯—ইংলণ্ডের রাজা প্রথম চার্লসের ফাঁসি।

৪৫। ১৬৫১—হুগলীতে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর প্রথম কুঠি স্থাপন।

৪৬। ১৬৮১—রাশিয়ার পিটার দি গ্রেটের রাজত্ব।

৪৭। ১৬৯০—ইংরেজগণ কর্তৃক কলিকাতা নগরীর প্রতিষ্ঠা।

৪৮। ১৭০৭—ঔরংজেবের মৃত্যু ও মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের সূত্রপাত।

৪৯। ১৭৩৬—নাদির শাহের ভারত-আক্রমণ।

৫০। ১৭৫৮—পলাশীর যুদ্ধ ও ভারতে ইংরেজ রাজত্বের আরম্ভ।

৫১। ১৭৬৫—ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী কর্তৃক বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানী লাভ।

৫২। ১৭৬৯—নেপোলিয়নের জন্ম।

৫৩। ১৭৭০—ছিয়াত্তরের মন্বন্তর।

৫৪। ১৭৭৪—ক্লাইভের আত্মহত্যা ও ভারতের প্রথম গবর্ণর জেনারেলের পদে ওয়ারেন হেস্টিংস।

৫৫। ১৭৭৫—মহারাজ নন্দকুমারের ফাঁসি।

৫৬। ১৭৭৬—আমেরিকার স্বাধীনতা ঘোষণা।

৫৭। ১৭৮০—ভারতে প্রথম সংবাদপত্রের প্রকাশ—'হিকিস্ গেজেট'।

৫৮। ১৭৮৯—ফরাসী বিপ্লব আরম্ভ। আমেরিকার প্রথম প্রেসিডেন্ট পদে জর্জ ওয়াশিংটন।

৫৯। ১৭৯৩—ফরাসী সম্রাট্ ষোড়শ লুই ও রাণী মেরী আঁতোয়ানেতের ফাঁসি।

৬০। ১৮০৩—নেপোলিয়ন বোনাপার্টির ফ্রান্সের সম্রাট্ পদ লাভ।

৬১। ১৮১৫—ওয়াটারলুর যুদ্ধে নেপোলিয়নের পরাজয়।

৬২। ১৮২১—বন্দী অবস্থায় নেপোলিয়নের মৃত্যু।

৬৩। ১৮২৮—রাজা রামমোহন রায় কর্তৃক ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা।

৬৪। ১৮৩৭—রাণী ভিক্টোরিয়ার সিংহাসন লাভ।

৬৫। ১৮৫৩—ভারতে প্রথম রেলওয়ের পত্তন।

৬৬। ১৮৫৪—ভারতে বৈদ্যুতিক টেলিগ্রাফের প্রবর্তন ও প্রথম আইন-পরিষদের অধিবেশন।

৬৭। ১৮৫৭—সিপাহী বা প্রথম ভারতীয় বিদ্রোহ। কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা।

৬৮। ১৮৫৮—ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর বিলুপ্তি এবং মহারাণী ভিক্টোরিয়া কর্তৃক ভারতের শাসনভার গ্রহণ।

৬৯। ১৮৬১—কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের জন্ম।

৭০। ১৮৬২—কলিকাতা হাইকোর্টের গোড়াপত্তন।

৭১। ১৮৬৯—মহাত্মা গান্ধীর জন্ম।

৭২। ১৮৭২—শ্রীঅরবিন্দের জন্ম।

৭৩। ১৮৮৫—ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা।

৭৪। ১৮৯৭, ২৩শে জানুয়ারী—নেতাজী সুভাষচন্দ্রের জন্ম।

৭৫। ১৯০৪—রুশ-জাপান যুদ্ধ।

৭৬। ১৯০৫—বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন।

৭৭। ১৯১৪—প্রথম বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ।

৭৮। ১৯১৭—রাশিয়ার সম্রাট্ জারের পতন ও সোভিয়েট শাসন প্রতিষ্ঠা।

৭৯। ১৯১৯—অমৃতসরে জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ড।

৮০। ১৯১৯-২০—গান্ধীজীর অসহযোগ আন্দোলন।

৮১। ১৯২১—আয়র্ল্যাণ্ডের স্বাধীনতালাভ।

৮২। ১৯২৪—লেনিনের মৃত্যু।

৮৩। ১৯২৮—নিউইয়র্কে প্রথম সবাক চিত্র প্রদর্শন।

৮৪। ১৯৩২—চীন-জাপান যুদ্ধ।

৮৫। ১৯৩৪—জার্মানির প্রেসিডেণ্ট ভন্ হিণ্ডেনবার্গের মৃত্যু। প্রেসিডেণ্ট ও চ্যান্সলার-পদে হের হিটলার।

৮৬। ১৯৩৬—রাজা পঞ্চম জর্জের মৃত্যু। অষ্টম এডোয়ার্ডের সিংহাসনে আরোহণ।

৮৭। ১৯৩৭—অষ্টম এডোয়ার্ডের সিংহাসন ত্যাগ ও ষষ্ঠ জর্জের সিংহাসন লাভ।

৮৮। ১৯৩৯—দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ।

৮৯। ১৯৪১—ভারত হইতে নেতাজী সুভাষচন্দ্রের অন্তর্ধান।

৯০। ১৯৪২—কংগ্রেসের 'ভারত-ছাড়ো' প্রস্তাব ও আগস্ট বিপ্লব।

৯১। ১৯৪৫—বার্লিনের পতন। হিটলারের মৃত্যু।

৯২। ১৯৪৭—ভারতের স্বাধীনতা লাভ। পাকিস্তান রাষ্ট্রের উদ্ভব।

৯৩। ১৯৪৮—প্যালেস্টাইনে ইহুদিরাজ্য ('ইস্রায়েল') প্রতিষ্ঠা। মহাত্মা গান্ধীর হত্যা।

৯৪। ১৯৫০—নূতন শাসনতন্ত্র অনুসারে ভারতে স্বাধীন সার্বভৌম সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা ও প্রথম রাষ্ট্রপতিপদে ডঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ। শ্রীঅরবিন্দের দেহত্যাগ।

৯৫। ১৯৫২—ইংলণ্ডের রাজা ষষ্ঠ জর্জের মৃত্যু ও রাণী দ্বিতীয় এলিজাবেথের সিংহাসন লাভ। মিঃ ডুইট ডেভিড আইসেনহাওয়ার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেণ্ট নির্বাচিত।

৯৬। ১৯৫৩—স্ট্যালিনের দেহত্যাগ।

৯৭। ১৯৫৮—ঘানার রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভ।

৯৮। ১৯৬০—নাইজেরিয়ার স্বাধীনতা লাভ।

৯৯। ৯৬০—Sierra Leone-এর স্বাধীনতা লাভ।

১০০। ১৯৬১—ভারতে পর্তুগীজ অধিকৃত দেশসমূহের ভারতভুক্তি।

১০১। ১৯৬২—চীনের ভারত আক্রমণ।

১০২। ১৯৬৩—আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেণ্ট কেনেডির হত্যা।

১০৩। ১৯৬৪—ভারতের প্রধানমন্ত্রী জওহরলালের মৃত্যু।

১০৪। ১৯৬৫—ভারত-পাকিস্থান যুদ্ধ ও ভিয়েৎনাম যুদ্ধ।

১০৫। ১৯৬৬—ভারতের প্রধানমন্ত্রী লালবাহাদুর শাস্ত্রীর মৃত্যু ও পাকিস্তানের সহিত তাসখন্দ-চুক্তি।

১০৬। ১৯৬৭—আরব-ইসরাইল যুদ্ধ।

১০৭। ১৯৬৯—আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রীয় নভশ্চারী দল—আর্মস্ট্রং, কলিনস্ ও আলড্রিন-এর চন্দ্রে অবতরণ।

১০৮। ১৯৭০—মেঘালয় রাজ্যের জন্ম।

১০৯। ১৯৭১—পূর্ববাংলার বা বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতা লাভ।

বিভিন্ন দেশের অধিবাসিগণের বাংলা নাম

আফ্রিকা—কাফ্রী। আমেরিকা—মার্কিন। ডেনমার্ক—দিনেমার।
হল্যাণ্ড—ওলন্দাজ। নেপাল—গুর্খা। আবিসিনিয়া—হাব্‌সী।
ফ্রান্স—ফরাসী। ইংলণ্ড—ইংরেজ। ব্রহ্ম—বর্মী।
পর্তুগাল—পর্তুগীজ। পাকিস্তান—পাকিস্তানী।

ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস

১। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস কত খ্রীস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয়?—১৮৮৫ খ্রীঃ অব্দে A. O. Hume, I. C. S. কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়।

২। কংগ্রেসের প্রথমে উদ্দেশ্য কি ছিল?—নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে ভারতের জন্য পূর্ণ-স্বাধীনতা অর্জন।

৩। কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশন কোথায় হয়?—বোম্বাই।

৪। কংগ্রেসের প্রথম প্রেসিডেন্ট কে?—W. C. Bonnerjee (উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়)।

৫। কোন্ কোন্ মহিলা কংগ্রেসের সভাপতি হইয়াছেন?—অ্যানি বেসান্ত, সরোজিনী নাইডু, নেলি সেনগুপ্তা, ও ইন্দিরা গান্ধী।

৬। ভারতীয় কংগ্রেসে কাহারা পর পর দুইবার সভাপতি হইয়াছেন?—উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, মতিলাল নেহরু, জওহরলাল নেহরু, সুভাষচন্দ্র বসু ও আবুল কালাম আজাদ।

৭। কংগ্রেসের কার্যকরী সমিতি (ওয়ার্কিং কমিটি) কয়জন সভ্য লইয়া গঠিত হইয়াছিল?—১৫ জন।

৮। A. I. C. C. বলিতে কি বুঝায়?—All India Congress Committee (নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি)।

৯। বার্ষিক কত চাঁদা দিলে কংগ্রেসের সভ্য হওয়া যায়?—২৫ পয়সা।

১০। কংগ্রেসে নবযুগের সূচনা করেন কে কে?—তিলক ও শ্রীঅরবিন্দ।

১১। কংগ্রেসের স্থায়ী দপ্তরের জন্য কে বাড়ি দান করিয়াছেন?—পণ্ডিত মতিলাল নেহরু এলাহাবাদে তাঁহার একখানি বাড়ি কংগ্রেসকে দান করিয়াছেন। এই বাড়িতে ১৯২৫ খ্রীস্টাব্দে কংগ্রেসের প্রধান কার্যালয় 'স্বরাজ ভবন' স্থাপিত হইয়াছিল।

১২। কংগ্রেস স্বেচ্ছাসেবকবাহিনী প্রথম কে গঠন করেন?—সুভাষচন্দ্র বসু। কংগ্রেসের ১৯২৮ খ্রীস্টাব্দের কলিকাতা অধিবেশনে তিনি সর্বপ্রথম এক বিরাট স্বেচ্ছাসেবকবাহিনী গঠন করেন এবং তিনি ইহার জেনারেল অফিসার কমাণ্ডিং (G. O. C.) হইয়াছিলেন।

১৩। ভারতের জাতীয় সঙ্গীত কে রচনা করিয়াছেন?—রবীন্দ্রনাথ জাতীয় সঙ্গীতের রচয়িতা। 'জনগণমন' ১৯১১ খ্রীস্টাব্দের ২৭শে ডিসেম্বর কলিকাতায় কংগ্রেস অধিবেশনে প্রথম গীত হয়। এই সঙ্গীতের পদগুলি ১৯১২ খ্রীস্টাব্দে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত হয়। রবীন্দ্রনাথ এই পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন।

১৪। বর্তমানে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস দুই ভাগে বিভক্ত—(১) শাসক বা নব কংগ্রেস, (২) সংগঠক বা আদি কংগ্রেস।

ভারতীয়দের মধ্যে প্রথম

১। বিধবা-বিবাহের প্রবর্তক—ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।

২। বড়লাটের শাসন-পরিষদের সদস্য—লর্ড সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহ।

৩। বিশ্ববিজয়ী কুস্তিগীর—গামা।

৪। কংগ্রেসের সভাপতি—উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (W. C. Bonnerjee)

৫। International Law Congress-এর সহকারী সভাপতি—ডক্টর রাধাবিনোদ পাল।

৬। প্রথম সিভিলিয়ান (I. C. S)—সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

৭। I. C. S. পরীক্ষায় প্রথম—স্যর অতুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

৮। নোবেল পুরস্কার লাভ—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

৯। বিলাতে যাত্রা করেন—রাজা রামমোহন রায়। বৃস্টলে ইঁহার মৃত্যু হইলে আভন্ নদীর তীরে ইঁহার শেষকৃত্য করা হইয়াছিল।

১০। কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের র‍্যাংলার—আনন্দমোহন বসু।

১১। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্র্যাজুয়েট—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এবং যদুনাথ বসু।

১২। প্রাদেশিক লাট—লর্ড সিংহ (স্যর এস. পি. সিংহ)।

১৩। ব্যারিস্টার—জ্ঞানেন্দ্রমোহন সিংহ।

১৪। প্রধান বিচারপতি—স্যর রমেশচন্দ্র মিত্র।

১৫। ভারতের বাহিরে অভিনয় করেন—শিশিরকুমার ভাদুড়ী।

১৬। প্রিভি কাউন্সিলের সভ্য—আমীর আলি।

১৭। ভারতের বাহিরে নৃত্যকলা প্রদর্শন করেন—উদয়শঙ্কর।

১৮। ভারতীয় বৈমানিক—চাওলা।

১৯। ভারতীয় রাষ্ট্রগুরু—সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

২০। ক্রিকেট খেলোয়াড়—রণজিৎ সিং (প্রিন্স রঞ্জি)।

২১। সেরিফ—দিগম্বর মিত্র।

২২। প্রথম শব-ব্যবচ্ছেদ করেন—মধুসূদন গুপ্ত।

২৩। ইংরাজী ভাষায় কবিতা লেখেন—মাইকেল মধুসূদন দত্ত।

২৪। মিলিটারী ক্রস্ পান—ডাঃ কল্যাণকুমার মুখোপাধ্যায়।

২৫। রয়্যাল সোসাইটির ভারতীয় সভ্য—এ. কারসেৎজী, ১৮৪১।

২৬। ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

২৭। লেজিস্‌লেটিভ্ এসেম্ব্লীর সভাপতি—ভি. জে. প্যাটেল।

২৮। অক্সফোর্ডের ভারতীয় অধ্যাপক—সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন্।

২৯। বৃটিশ পার্লামেণ্টের সভ্য—স্যর মুঞ্চেরজী ভাওয়ানাগ্রী।

৩০। ব্যারনেট—স্যর কাওয়াসজী জাহাঙ্গীর।

৩১। পিয়ার—লর্ড সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহ।

৩২। 'নাইট' উপাধি ত্যাগ—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

৩৩। ইণ্ডিয়া কাউন্সিলের সদস্য—কৃষ্ণগোবিন্দ গুপ্ত।

৩৪। কে. সি. এস. আই (K. C. S. I.)—রাধাকান্ত দেব বাহাদুর।

৩৫। আই. এম. এস.—গুডিভ চক্রবর্তী।

৩৬। কেন্দ্রীয় আইনসভার সভাপতি—স্যর ইব্রাহিম রহিমতুল্লা।

৩৭। ইঞ্জিনীয়ার—নীলমণি মিত্র।

৩৮। লণ্ডনের রয়্যাল আর্টিস্ট সভার সভ্য—অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

৩৯। স্মিথ পুরস্কার-প্রাপক—ভূপেন্দ্রমোহন সেন।

৪০। হাইকোর্টের বিচারপতি—রমাপ্রসাদ রায়।

৪১। মহিলা ডাক্তার—কাদম্বিনী গাঙ্গুলী।

৪২। মহিলা এম. এ.—চন্দ্রলেখা বসু; (এম. বি.)—ভার্জিনিয়া মেরী মিত্র।

৪৩। লণ্ডনের ডি. এস-সি. (D. Sc.)—স্যর জগদীশচন্দ্র বসু।

৪৪। ইংরেজী ভাষায় মহিলা কবি—তরু দত্ত।

৪৫। বার্লিনের মহিলা পি-এইচ. ডি.—প্রভাবতী দাশগুপ্তা।

৪৬। ভিক্টোরিয়া ক্রস্ পান—নায়ক খোদাদাদ্ খান্।

৪৭। ইংলণ্ডে ভারতের হাই-কমিশনার—স্যর অতুলচন্দ্র চ্যাটার্জি।

৪৮। ভাইস-চান্সেলার, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়—স্যর গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।

৪৯। স্বাধীন ভারতের প্রথম রাষ্ট্রপতি—ডঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ।

৫০। ভারতের বাহিরে বেদান্ত প্রচার করেন—স্বামী বিবেকানন্দ।

৫১। চৌদ্দ বৎসর ইংলণ্ডে অধ্যয়ন করেন—শ্রীঅরবিন্দ ঘোষ।

৫২। ইংরেজীতে গীতার ব্যাখ্যা লেখেন—শ্রীঅরবিন্দ ঘোষ।

৫৩। কলিকাতা কর্পোরেশনের মেয়র—দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ।
৫৪। য়্যাড্ভোকেট-জেনারেল—স্যর ব্রজেন্দ্রলাল মিত্র।
৫৫। "হাফটোন্" চিত্রকর—উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী।
৫৬। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার—কালীচরণ ব্যানার্জি।
৫৭। ভারতীয় জেলা জজ—দিগম্বর বিশ্বাস।
৫৮। কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃতের অধ্যাপক—এড্ওয়ার্ড কাউয়েল।
৫৯। ভারতীয় চীফ ইঞ্জিনীয়ার—রাজেশ্বর মিত্র।
৬০। ইংরাজীতে বেদের অনুবাদ করেন—স্যর রমেশচন্দ্র দত্ত।
৬১। ভারতীয় কংগ্রেসের সভানেত্রী—সরোজিনী নাইডু।
৬২। মহিলা গভর্ণর—সরোজিনী নাইডু।
৬৩। ব্যঙ্গচিত্রের শ্রেষ্ঠ ভারতীয় শিল্পী—গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
৬৪। বহুভাষাবিদ্—হরিনাথ দে।
৬৫। রসায়নশাস্ত্রে আন্তর্জাতিক সম্মানলাভ—স্যর প্রফুল্লচন্দ্র রায়।
৬৬। ভারতের বাহিরে প্রাচ্য গীতবাদ্যে সুখ্যাতিলাভ—সত্যবালা দেবী।
৬৭। ব্যারিস্টারী পরীক্ষায় প্রথম স্থান—স্যর নৃপেন্দ্রনাথ সরকার।
৬৮। সার্জেন জেনারেল (অস্থায়ী)—কর্ণেল মন্মথনাথ চৌধুরী।
৬৯। একাউন্ট্যান্ট জেনারেল—মন্মথ ভট্টাচার্য।
৭০। অক্সফোর্ডের 'ডক্টরেট অব্ মিউজিক'—দিলীপকুমার রায়।
৭১। বিদেশী রাজ্যের প্রধান সেনাপতি—কর্ণেল সুরেশ বিশ্বাস (ব্রেজিল)।
৭২। স্বাধীনতা-সংগ্রামের শহীদ—ক্ষুদিরাম বসু ও প্রফুল্ল চাকি।
৭৩। I. C. S. পদত্যাগকারী—সুভাষচন্দ্র বসু।
৭৪। বাংলা লাইনোটাইপের আবিষ্কর্তা—সুরেশচন্দ্র মজুমদার।
৭৫। চলচ্চিত্র নির্মাতা—গোবিন্দ ফাড্কে।
৭৬। এয়ার মার্শাল—সুব্রত মুখার্জি।
৭৭। নৌবিভাগের অ্যাড্মিরাল—এ. চক্রবর্তী।

৭৮। কম্যাণ্ডার-ইন-চীফ—কে. এম. কারিয়াপ্পা।

৭৯। যাদুসম্রাট—পি. সি. সরকার।

৮০। ছেনি দিয়া কাটিয়া প্রথম বাংলা অক্ষর তৈয়ারি করেন—
পঞ্চানন কর্মকার (১৭৭৩)।

৮১। অবিরাম সাঁতারু—শ্রীঅরুণ নন্দী।

৮২। পদ্মভূষণ উপাধি—ডাঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ও রাজশেখর বসু।

৮৩। জাতীয় অধ্যাপক—সি. ভি. রমন।

৮৪। লোকসভার স্পীকার—জি. ভি. মবলঙ্কর।

৮৫। নৌবাহিনীর প্রথম—আর. ডি. কাটারী।

ভারতে প্রথম

১। বাংলা ভাষায় প্রকাশিত প্রথম পত্রিকার নাম কি ?—'বেঙ্গল গেজেট' ১৮১৮ খ্রীস্টাব্দের ২২শে মে ইহার প্রকাশ। এই পত্রিকা 'সমাচার দর্পণে'র প্রায় এক সপ্তাহ পূর্বে প্রকাশিত হইয়াছিল।

২। কলিকাতা হাইকোর্টের প্রথম বিচারপতি কে ?—স্যর বার্নেস্ পিকক্।

৩। বাংলাদেশে প্রথম কোথায় ছাপাখানা স্থাপিত হইয়াছিল ? —পঞ্চানন কর্মকার ও মনোহর দাসের সহযোগিতায় উইলকিন্স্ সাহেব হুগলীতে প্রথম ছাপাখানা স্থাপন করিয়াছিলেন। এই ছাপাখানায় হালহেড্ সাহেবের "বাঙ্গালা ব্যাকরণ" প্রথম মুদ্রিত হইয়াছিল (১৭৭৮ খ্রীঃ)। ইহাই বাংলা ভাষায় মুদ্রিত প্রথম পুস্তক।

৪। কোন্ ইংরেজ প্রথম বাংলা শেখেন ?—হালহেড্।

৫। প্রথম বাংলা ছায়াচিত্র কোন্‌টি ?—হরিশচন্দ্র। বোম্বাইয়ের করোনেশন সিনেমা কোম্পানী ১৯১৩ খ্রীস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে এই ছায়াচিত্রটি সর্বসাধারণের নিকট পরিবেশন করিয়াছিলেন।

৬। কোন্ বাঙালী প্রথম বিশ্বযুদ্ধে বিমানপোতে করিয়া ইংরেজের পক্ষে যুদ্ধ করেন?—বরিশাল জেলার ইন্দ্র রায়। যুদ্ধ করিতে করিতে তিনি ফ্রান্সে মারা গিয়াছিলেন। কলিকাতায় ভবানীপুর অঞ্চলে ইহার নামে একটি রাস্তার নামকরণ হইয়াছে।

৭। কোথায় প্রথম টেলিফোন ব্যবস্থা চালু করা হয়?—১৮৮২ খ্রীস্টাব্দে কলিকাতা শহরে প্রথম টেলিফোনের ব্যবস্থা চালু করা হইয়াছিল। তখন মাত্র ৫০ জন ধনী ব্যক্তি এই যন্ত্রের সুবিধা গ্রহণ করিয়াছিলেন।

৮। কোন্ দেশের আদালতে সর্বপ্রথম 'টিপসই' দ্বারা অপরাধী সনাক্ত করিবার উপায় প্রবর্তিত হয়?—স্যর উইলিয়াম হার্শল ১৮৫৪ খ্রীস্টাব্দে বাংলা-দেশের আদালতে এই প্রথার প্রবর্তন করিয়াছিলেন।

৯। প্রথম ভারতীয় ছায়াচিত্র কোন্‌টি?—১৯০৪ খ্রীস্টাব্দে প্রদর্শিত একটি News Reel.

১০। প্রথম ভারতীয় বহুবর্ণের ছবির নাম কি?—প্রভাত সিনেমা কোম্পানীর 'সৈরিন্ধ্রী'।

১১। বাংলাদেশের প্রথম গ্রন্থাগার কোন্‌টি?—১৮৮৯ খ্রীস্টাব্দে মেটকাফ্ হাউসে প্রতিষ্ঠিত Calcutta Public Library বাংলাদেশের প্রথম গ্রন্থাগার।

১২। কোন্ বাঙালী সর্বপ্রথম সবাক ছায়াচিত্র তোলেন?—বম্বে টকিজের প্রতিষ্ঠাতা স্বর্গীয় হিমাংশু রায় সর্বপ্রথম "Karma" নামে ইংরেজি সবাক্ ছায়াচিত্র তুলিয়াছিলেন। এই ছবিখানি ইংলণ্ডে তোলা হইয়াছিল।

১৩। ভারতবর্ষে প্রথম টাকা তৈরি হয় কবে?—১৭৫৭ খ্রীস্টাব্দে ইংরেজরা কলিকাতার টাঁকশালে প্রথম টাকা প্রস্তুত করিয়াছিল। সে টাকার উপর 'আলিনগর' নামাঙ্কিত ছিল।

১৪। ভারতবর্ষে প্রথম নোটের প্রচলন হয় কবে?—১৭৮৫ খ্রীস্টাব্দে। এই বৎসর বেঙ্গল ব্যাঙ্কের স্বত্বাধিকারীদের সই-করা ৫০ টাকা, ১০০ টাকা ও ৫০০ টাকার এবং এক মোহর দামের নোট সাধারণের নিকট চালু করা হইয়াছিল।

১৫। ভারতবর্ষে বাষ্পচালিত জাহাজ প্রথম দেখা যায় কবে?—১৮২৮ খ্রীস্টাব্দে। এই জাহাজের নাম ছিল 'এন্টারপ্রাইজ'।

১৬। কে প্রথম ভারতবর্ষের মানচিত্র আঁকেন?—১৭৫২ খ্রীস্টাব্দে ডি. অ্যানভিল নামক ফরাসী ভূগোলবিদ্ ভারতবর্ষের মানচিত্র প্রস্তুত করিয়াছিলেন। বাংলাদেশের মানচিত্র আঁকা হয় ১৭৮১ খ্রীস্টাব্দে। মেজর জেম্স্ রেনেল ইহা অঙ্কন করিয়াছিলেন। ইনিই ভারতীয় ভূগোলের সূচনা করিয়াছিলেন।

১৭। কলিকাতায় কোন্ সংবাদপত্র প্রথম প্রকাশিত হয়?—জেম্স্ হিকির সম্পাদনায় কলিকাতায় ১৭৮০ খ্রীস্টাব্দের ২৯শে জানুয়ারী প্রথম সংবাদপত্র বাহির হইয়াছিল। ইহার নাম 'হিকিস্ গেজেট'।

১৮। সমুদ্রগামী প্রথম ভারতীয় কোন্ জাহাজ জলে ভাসান হয়?—১৯৪৮ খ্রীস্টাব্দের ১৪ই মার্চ 'জল উষা' (৮০০০ টন)।

১৯। সিনেমাস্কোপে ভারতে সর্বপ্রথম উৎপন্ন চিত্রের নাম কি?—'কাগজ কি ফুল'।

২০। ভারতে সর্বপ্রথম চলচ্চিত্র প্রদর্শিত হয় বোম্বাইয়ের এসপ্লানেড ম্যানসনে। ১৮৯৬ খ্রীস্টাব্দে ৭ই জুলাই ছবিটি দেখান লুমিয়ার ব্রাদার্স।

২১। ১৯১৭ খ্রীস্টাব্দে ভারতের সর্বপ্রথম চলচ্চিত্র প্রতিষ্ঠান গঠিত হইয়াছিল কলিকাতায়। প্রতিষ্ঠাতার নাম জে. এফ. ম্যাডান। বাংলাদেশে প্রস্তুত সর্বপ্রথম নির্বাক চিত্রের নাম 'নলদময়ন্তী'।

২২। ভারতীয় প্রযোজনায় সর্বপ্রথম চিত্রের নাম 'রাজা হরিশ্চন্দ্র'। প্রযোজক দাদা সাহেব ফাড্কে। ১৯১৩ খ্রীস্টাব্দের ১৭ই মে ছবিটি বোম্বাইয়ের করোনেশন থিয়েটারে প্রদর্শিত হইয়াছিল।

২৩। 'জামাইষষ্ঠী'—প্রথম বাংলা সবাক্ চিত্র।

২৪। ১৯২৯ খ্রীস্টাব্দে কলিকাতা এলফিনস্টোন প্যালেসে প্রথম 'ম্যালাডি অব লাভ' নামক একখানি সবাক্ ছবি দেখান হয়।

২৫। হীরালাল সেন ১৯০৩ খ্রীস্টাব্দ হইতে নানা ফিচার ও ডকুমেন্টারি

জাতীয় ছবি তুলিতে আরম্ভ করেন এবং অমর দত্ত পরিচালিত ক্লাসিক থিয়েটারে এইগুলি নিয়মিত প্রদর্শিত হইয়াছিল। এই ছবিগুলির দৈর্ঘ্য ছিল ৫০ হইতে ১০০ ফুট। বাঙালীই ভারতীয় চলচ্চিত্রের পথিকৃৎ।

২৬। সর্বপ্রথম ভারতীয় সবাক চিত্রের নাম আলমখারা। নির্মাতা বোম্বাইয়ের ইম্পিরিয়াল ফিল্ম কোম্পানী।

২৭। রিষড়ায় ভারতের প্রথম পাটকল (১৮২৫)। উদ্যোক্তা জর্জ অকল্যাণ্ড ও বিশ্বম্ভর সেন।

২৮। ১৭৫৩ খ্রীস্টাব্দে কোলকাতার লালবাজারের উত্তর-পূর্ব কোণে প্রতিষ্ঠিত Play House ইংরেজ আমলের প্রথম রঙ্গালয়। রুশদেশীয় হেরাসিম লেবেডফ সর্বপ্রথম বাংলাদেশের নাটমঞ্চে প্রথম বাংলা নাটক অভিনয় করেন।

২৯। শ্রীরামপুরের মিশনারীরা বোল্টন থেকে ১২ অশ্বশক্তির একটি বয়লার আমদানি করে শ্রীরামপুরে ১৮২০ খ্রীস্টাব্দে (২৭ মার্চ) একটি কাগজের কল স্থাপন করেন। ১৮৬৫ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত এই কলে কাগজ উৎপাদিত হয়ে এদেশের চাহিদা মেটাত।

ইতিহাসে সর্বপ্রথম

১। পৃথিবীতে প্রথম প্রকাশিত সংবাদপত্রের নাম কি?—চিংপাও। এই সংবাদপত্র চীনদেশে প্রায় ১০০০ বৎসর পূর্বে প্রকাশিত হইয়াছিল।

২। কে সর্বপ্রথম আকাশে উড়িবার চেষ্টা করেন?—মণ্টগল্ফিয়ার নামক একজন ফরাসী ১৭৮৩ খ্রীস্টাব্দে প্রথম উড়িবার চেষ্টা করেন।

৩। দৈনিক সংবাদপত্র কোথায় প্রকাশিত হয়?—প্রাচীন রোমে। ইহার নাম ছিল 'অ্যাক্টা ডায়ার্ণা'।

৪। ইংরাজী ভাষায় প্রথম কে অভিধান রচনা করেন?—স্যামুয়েল জনসন্—(১৭৫৫ খ্রীঃ)।

৫। মৌমাছির মধু হইতে কে সর্বপ্রথম ভিনিগার তৈয়ারি করেন?—মেক্সিকোর একজন ভদ্রলোক মৌমাছি পালন করেন এবং সেই মৌচাকের মধু হইতে তিনি প্রথম ভিনিগার তৈয়ারি করিয়াছিলেন।

৬। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের প্রথম প্রেসিডেন্ট কে?—জর্জ ওয়াশিংটন। সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের, নাৎসী জার্মানির এবং তুরস্কের প্রথম অধিনায়ক কে কে?—যথাক্রমে—লেনিন, হিট্‌লার এবং কামাল পাশা।

৭। পৃথিবীর প্রথম বিশ্ববিদ্যালয় কোন্‌টি?—ভারতের তক্ষশিলা। খ্রীঃ পূর্ব ৪র্থ শতাব্দীতে ইহার প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল।

৮। কে সর্বপ্রথম পৃথিবীর চতুর্দিকে পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন?—জুয়ান সেবিস্টিয়াম ডেলকানো প্রথম পৃথিবী প্রদক্ষিণ করিয়াছিলেন।

৯। প্রথম ফায়ার ব্রিগেড কবে চলিয়াছিল?—১৮২৪ খ্রীস্টাব্দে এডিনবরাতে পুলিশ কমিশনার ও ইন্সিওরেন্স কোম্পানী সর্বপ্রথম ফায়ার ব্রিগেড প্রচলন করিয়াছিলেন।

১০। লেখার কালি প্রথম কবে তৈয়ারি হয়?—যীশুখ্রীস্ট জন্মিবার প্রায় আড়াই হাজার বৎসর আগে চীনদেশে প্রথম লিখিবার কালি প্রস্তুত হইয়াছিল। চীন হইতে মিশর হইয়া ইহা ইউরোপে যায়।

১১। প্রথম কোন্ বাষ্পীয় পোত আটলান্টিক মহাসাগর পার হইয়াছিল?—'Rising Sun' নামক জাহাজ ১৮১৮ খ্রীঃ অব্দে আটলান্টিক মহাসাগর প্রথম অতিক্রম করিয়াছিল।

১২। পৃথিবীতে কবে এবং কোথায় ট্রাম লাইন বসান হইয়াছিল?—১৮১৮ খ্রীস্টাব্দে নিউ ইয়র্ক শহরে প্রথম ট্রাম লাইন বসান হইয়াছিল।

১৩। কে সর্বপ্রথম উত্তরমেরু গিয়াছিলেন?—পিয়ারী (Peary)।

১৪। সর্বপ্রথম কোন্ দেশে চায়ের ব্যবহার আরম্ভ হয়?—চীনদেশে।

১৫। সর্বপ্রথম কে Lighthouse নির্মাণ করিয়াছিলেন ?—মিশরবাসী Sostratus Pharos দ্বীপে প্রথম Lighthouse নির্মাণ করিয়াছিলেন। ইহার ভাবীপত্নী গ্রীস হইতে মিশরের দিকে আসিবার সময় ঝড়ের রাত্রে ডুবো পাহাড়ে ধাক্কা লাগিয়া জাহাজডুবি হইয়া মারা যাওয়ায় তাঁহার স্মৃতিরক্ষার্থে তিনি ইহা নির্মাণ করিয়াছিলেন।

১৬। ঘড়িতে প্রথম দোলক ব্যাবহার করিয়াছিলেন কে ?—১৮৬৮ খ্রীস্টাব্দে হায়গেনস্।

১৭। ইউরোপের মধ্যে প্রাচীনতম সাধারণতন্ত্র রাজ্য কোন্‌টি ?—সুইট্‌জারল্যাণ্ড।

১৮। সর্বপ্রথম দক্ষিণমেরুতে কে গিয়াছিলেন ?—নরওয়েবাসী আমুণ্ডসেন প্রথম দক্ষিণমেরুতে গিয়াছিলেন এবং সেখানে স্বদেশের জাতীয় পতাকা প্রোথিত করিয়াছিলেন। জনৈক ইংরেজ অভিযানকারী, স্কট আমুণ্ডসেন একমাস পরে সেখানে গিয়াছিলেন এবং তিনি সমস্ত ভ্রমণ-কাহিনী লিখিয়া রাখিয়া যান।

১৯। সাবানের প্রচলন কবে আরম্ভ হয় ?—সঠিকভাবে এ প্রশ্নের জবাব দেওয়া শক্ত। প্রথম শতাব্দীতে লেখা প্লিনির গ্রন্থে দুইপ্রকার সাবানের উল্লেখ আছে। এছাড়া পম্পিয়াই নগরের ধ্বংসাবশেষ খুঁড়িয়া সাবানের কেক ও সাবান তৈরির যন্ত্রপাতি পাওয়া গিয়াছে। আধুনিক যুগে বৈজ্ঞানিক উপায়ে সাবান তৈরির উপায় আবিষ্কার করেন ফরাসী রাসায়নিক সেভ্রেল।

২০। সর্বপ্রথম সবাক চিত্রের নাম কি ? 'কেবল টেলিফোন' ল্যাবরেটরির চেষ্টায় কয়েকজন বৈজ্ঞানিক একসঙ্গে গবেষণা করিয়া সবাক চিত্র তোলার পন্থা আবিষ্কার করেন। ১৯২৬ খ্রীস্টাব্দে 'Don Juan' নামক ছবিতে কেবলমাত্র বাজনার আওয়াজ শোনানো সম্ভব হয় এবং তার পরের বৎসর "The Jazz Singer" নামক ছবিতে নাচ-গান-বাজনা শোনানোর ব্যবস্থা হইয়াছিল এবং এইটিই পৃথিবীর সর্বপ্রথম সবাক চিত্র।

২১। শ্রীসুকুমার রায়ের নেতৃত্বে ২৪শে অক্টোবর, ১৯৬০, শনিবার অকুতোভয় বাঙালী অভিযাত্রীদল নন্দাঘুন্টির তুষারমৌল দুর্জয় শৃঙ্গের



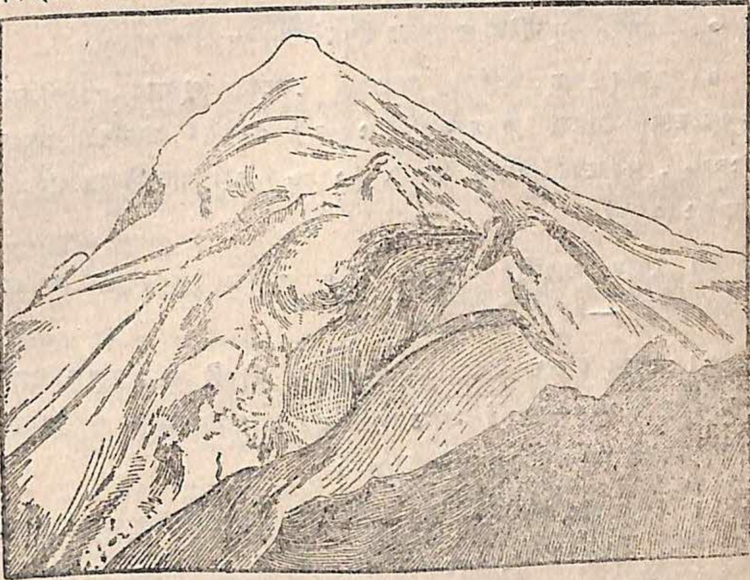
সুকুমার রায়

সর্বোচ্চ শৃঙ্গে আরোহণ করিয়াছিল। বাঙালী অভিযাত্রীর হিমালয় অভিযান এই প্রথম।

২২। নৌবাহিনীর লেঃ এস, কোহলির নেতৃত্বে এক ভারতীয় পর্বতারোহী দল ৬ই মে ১৯৬১ অপরাহ্ণ ৪-১৫ মিনিটের সময় অজেয় ৩য় অন্নপূর্ণার শৃঙ্গে পদক্ষেপ করিয়াছিলেন। এই শৃঙ্গের উচ্চতা ২৪,৮৫৮ ফুট।

২৩। নিতাই রায় ১৯৬২ খ্রীস্টাব্দের ২৬শে অক্টোবর অপরাহ্ণ তিন ঘটিকার সময় ২১,২৬৪ ফুট উচ্চ নীলগিরি পর্বতের শিখরে আরোহণ করেন এবং সেখানে তিনি ভারতের জাতীয় পতাকা প্রোথিত করিয়াছিলেন।

২৪। বিশ্বের বিখ্যাত দূরপাল্লার সাঁতারু শ্রীমিহির সেন ইংলিশ চ্যানেল, জিব্রাল্টার, দার্দানেলিস, বসফরাস, পানামা খাল কৃতিত্বের সহিত সাঁতার দিয়া পার হইয়াছেন।



নন্দাঘুন্টি পর্বত

২৫। মানা পর্বতশিখর অভিযাত্রীদলের অন্যতম সদস্য শ্রীপ্রাণেশ চক্রবর্তী এবং আরও ৪ জন শেরপা গত ১২শে সেপ্টেম্বর ১৯৬৬ খ্রীস্টাব্দের মানা পর্বতশীর্ষ জয় করিয়াছিলেন।

মহিলা-সংবাদ

১। কোন্ কোন্ মহিলা বিশ্বশান্তির জন্য প্রবন্ধ লিখিয়া নোবেল পুরস্কার পাইয়াছেন?—জার্মানির বার্থা ফন্ সুট্‌নের (১৯০৫), আমেরিকার মিস্ জেন অ্যাডামস্ (১৯৩১)।

২। কোন্ কোন্ মহিলা বিজ্ঞানের জন্য নোবেল পুরস্কার পাইয়াছেন? —মাদাম ক্যুরী পদার্থবিজ্ঞানে (১৯০৩) ও রসায়নে (১৯১১) এবং তাঁহার কন্যা মাদাম জোলিয়েট ক্যুরী রসায়নে (১৯৩৫)।

৩। প্রথম কোন্ মহিলা ভারতরত্ন উপাধি পান?—ইন্দিরা গান্ধী।

৪। কোন্ কোন্ মহিলা সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পাইয়াছেন? —সুইডেনের সেল্‌মা লাগেরলফ্ (১৯০৯) ইতালীর গ্রাৎসিয়া দেলেদ্দা (১৯২৬), নরওয়ের সিগ্রিড উন্দসেৎ (১৯২৮) এবং আমেরিকার পার্ল এস্. বাক্ (১৯৩৮)।

৫। কোন্ ভারতীয় মহিলা টেনিস্ খেলায় বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন? —কুমারী লীলা রাও।

৬। কোন্ ইংরেজ মহিলা মহাত্মা গান্ধীর জীবনী পাঠ করিয়া তাঁহার শিষ্যা হইয়াছিলেন?—কুমারী ম্যাডোলিন শ্লেড। আইন-অমান্য আন্দোলনের সময় তিনি দুইবার কারাবরণ করিয়াছিলেন।

৭। কোন্ অন্ধ, মূক ও বধির রমণী স্বীয় অধ্যবসায়বলে জগতে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন?—আমেরিকার হেলেন কেলার।

৮। কোন্ রমণী যুদ্ধে আহত সৈনিকদের সেবার ভার গ্রহণ করিয়া জগতে বিখ্যাত হইয়াছিলেন?—ফ্লারেন্স নাইটিঙ্গেল। ক্রিমিয়া যুদ্ধের সময় তিনি নার্সিং-প্রথার প্রথম প্রবর্তন করেন। Florence শহরে ইহার জন্ম; এজন্য ইহার পিতামাতা ইহার নাম রাখেন Florence Nightingale.

৯। ভারতবর্ষের সর্বপ্রথম মহিলা-মন্ত্রী কে?—রাজকুমারী অমৃত কাউর।

১০। কোন্ রমণীর প্রবর্তিত অভিনব শিশুশিক্ষা-পদ্ধতি জগতের সর্বত্র সমাদৃত?—ডাঃ মারিয়া মন্তেসরীর।

১১। কোন্ কোন্ ভারতীয় গ্রাজুয়েট মহিলা চিত্রাভিনেত্রী হিসাবে জনপ্রিয়া হইয়াছেন?—কঙ্কাবতী সাহু, বি. এ.; দুর্গা খোটে, বি. এ.

এণাক্ষী রমা রাও, এম. এ.। রমা রাও শিক্ষিতা মেয়েদের মধ্যে প্রথম চিত্রাভিনেত্রী।

১২। কোন্ মহিলা হিমালয়-বিজয় অভিযানে যোগ দেন ?—মিসেস বুলক (১৯০৩ খ্রীস্টাব্দ)।

১৩। ভারতবর্ষের মহিলাগণ দ্বারা পরিচালিত প্রথম পত্রিকার নাম কি ? —ভারতী।

১৪। পৃথিবীর মধ্যে কোন্ মহিলা সর্বাপেক্ষা ধনী ?—মিসেস্ ইজাবেল স্টীলম্যান রকফেলার।

১৫। কোন্ মহিলা মহাত্মা গান্ধীর চিকিৎসক ছিলেন ?—সুপ্রসিদ্ধ মহিলা চিকিৎসক ডাঃ সুশীলা নায়ার, এম. বি.।

১৬। প্রথম ভারতীয় চিত্রাভিনেত্রী কে ?—নর্মদা পাণ্ডে। ইনি সর্বপ্রথম 'জৈমিনী' চিত্রে অবতীর্ণা হইয়াছিলেন।

১৭। কোন্ ভারতীয় মহিলা সর্বপ্রথম পাশ্চাত্যে নারীশিক্ষা এবং ভারতীয় ভাবধারা সম্বন্ধে বাণী প্রচার করেন ?—রমাবাঈ। ইনি বোম্বাইয়ের নিকটে এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। অতি অল্প বয়সেই তিনি অনর্গল ভাগবত মুখস্থ বলিতে পারিতেন। পণ্ডিতগণ তাঁহার পাণ্ডিত্যে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে 'সরস্বতী' উপাধি দেন। এলাহাবাদের 'আর্যমহিলা সমাজ' তাঁহারই প্রতিষ্ঠিত।

১৮। কোন্ মহিলাকে ভারতের 'ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেল' আখ্যা দেওয়া হইয়াছে ?—কুমারী বেলা দত্ত। ইনি নেতাজীর 'আজাদ হিন্দ্ ফৌজ'-এ সেবিকার কাজ করিতেন। কথিত আছে, তিনি এক সঙ্গে ৮৫ জন আহত সৈনিকের সেবা-শুশ্রূষার দায়িত্ব একাই গ্রহণ করিয়াছিলেন। অবিরাম বোমাবর্ষণের মধ্যেও তিনি নির্ভীকভাবে নিজ কর্তব্য করিয়াছিলেন। এই সময় তাঁর বয়স ছিল মাত্র ১৬ বৎসর।

১৯। কোন রমণী সর্বপ্রথম ইংলিশ চ্যানেল সন্তরণ করিয়া পার হন?—মিস্ জি. এডারলি।

২০। নেতাজীর আজাদ হিন্দ্ ফৌজের 'ঝাঁসীর রাণী ব্রিগেড'-এর অধিনায়িকা কে ছিলেন?—ডাঃ লক্ষ্মী স্বামীনাথন্।

২১। ভারতবর্ষে প্রাদেশিক আইনসভার প্রথম মহিলা সভ্যা কে ছিলেন?—ডাঃ মুথুলক্ষ্মী রেড্ডী (মাদ্রাজ)।

২২। কোন্ বিদেশিনী মহিলা প্রথম হিন্দুধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করেন?—উত্তর-আয়ার্ল্যাণ্ডের ডাংগানন শহরের মিস্ মার্গারেট নোবল্। ১৮৯৮ খ্রীস্টাব্দে তিনি স্বামী বিবেকানন্দের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন এবং ভারতবর্ষে আসিয়া 'নিবেদিতা' নাম লইয়া নানাবিধ জনহিতকর কার্যে আত্মোৎসর্গ করিয়াছিলেন।

২৩। কোন্ বিদেশিনী মহিলা শ্রীঅরবিন্দের ধর্মসাধনায় সহকর্মিণী হইয়া ভারতবর্ষে আসিয়া বাস করিয়াছিলেন?—সুবিখ্যাত ফরাসী দার্শনিক পল রিশারের স্ত্রী মাদাম রিশার (মীরা দেবী) শ্রীমা হিসাবে শ্রীঅরবিন্দের পণ্ডিচেরী আশ্রমে ১৯১৫ খ্রীস্টাব্দে যোগদান করেন।

২৪। কোন্ কোন্ মহিলা নৃত্যকলায় আন্তর্জাতিক খ্যাতি অর্জন করেন?—ইসাডোরা ডানকান, এ্যানা পাভলোভা, রাগিণী দেবী ও অমলা শঙ্কর। সঙ্গীতে মাদ্রাজের সুব্বালক্ষ্মীর খ্যাতি বেশি।

২৫। ভারতের প্রথম মহিলা রাষ্ট্রদূত কে?—শ্রীযুক্তা বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত।

২৬। সবচেয়ে কম বয়সে ইংলণ্ডের রাণী কে হইয়াছিলেন?—মহারাণী ভিক্টোরিয়া। ইনি ১৮৩৭ খ্রীস্টাব্দে মাত্র ১৮ বৎসর বয়সে সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন।

২৭। দেশের স্বাধীনতার জন্য প্রাণত্যাগ করিয়া কোন্ কোন্ মহিলা ভারতে চিরস্মরণীয়া হইয়াছেন?—রাণী দুর্গাবতী, রাণী পদ্মিনী ও রাণী লক্ষ্মীবাঈ।

২৮। স্ত্রীলোকগণের মধ্যে সর্বপ্রথম ক্রিষ্টিন দা পিসান (Christian de Pisan, ১৩৬৪-১৪৩০) নামক এক বিদুষী ফরাসী নারী স্ত্রীলোকদের পুরুষের

সহিত সমান অধিকার দাবি করেন। তাঁহার রচিত পুস্তকে (La cite de Dames) তিনি লেখেন যে, সামাজিক অধিকারের বৈষম্য প্রকৃতিবিরুদ্ধ।

২৯। শ্রীমতী সিরিমাভো বন্দরনায়ক (সিংহল) পৃথিবীতে প্রথম মহিলা প্রধানমন্ত্রী পদে নিযুক্ত হন। বর্তমানে ভারতবর্ষে এবং শ্রীলঙ্কায় মহিলা প্রধানমন্ত্রী আছেন।

৩০। একজন স্ত্রীলোক পুরুষ অপেক্ষা ২ গুণ জোরে নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস লয়।

৩১। ভারতের সর্বপ্রথম মহিলা ইঞ্জিনিয়ার—মৈত্রেয়ী চৌধুরী।

৩২। ফ্রান্সে মহিলা ব্যারিস্টারের সংখ্যা বেশি।

৩৩। ভারত-যুক্তরাষ্ট্রের প্রথম মহিলা প্রধান মন্ত্রী—শ্রীযুক্তা ইন্দিরা গান্ধী।

৩৪। প্রথম মহিলা স্পীকার—সুশীলা নায়ার।

৩৫। প্রথম মহিলা মেয়র—সুলোচনা মোদী।

৩৬। প্রথম মহিলা হাইকোর্টের বিচারপতি—আন্না চান্দি।

৩৭। প্রথম মহিলা ব্যারিস্টার—কর্নেলিয়া সোরাবজী।

মহিলাদের কৃতিত্বের পরিচয়

১। মিসেস্ এমিলি ইয়ারহার্ট পাটনাম আদৌ না থামিয়া ২০,২৬৫ মাইল উড়িয়া মেয়েদের মধ্যে সর্বপ্রথম বিমানপোতে আটলাণ্টিক মহাসাগর পার হন।

২। হিমালয়ের গাড়োয়াল অঞ্চলে ২২,০৪৭ ফুট উচ্চ মাতৃশৃঙ্গে তিনজন ভারতীয় তরুণী আরোহণ করিয়াছিল। তাঁহাদের নাম যথাক্রমে, নন্দিনী প্যাটেল, কোকিলা মেটা ও গিবা শাহ্।

৩। কুমারী ই. ড্রাউট ও মে নামক দুইজন মহিলা একাদিক্রমে ১২৩ ঘণ্টা আকাশে থাকিয়া রেকর্ড স্থাপন করিয়াছিলেন।

৪। মিস্ এলি জনসন সর্বপ্রথম একাকী বিমানপোতে ইংলণ্ড হইতে অস্ট্রেলিয়া গমন করিয়াছিলেন।

৫। জার্মানির কুমারী ভদ্ধ হসেন ১৫৪ ফুট পর্যন্ত বর্শা নিক্ষেপ করিয়া রেকর্ড স্থাপন করিয়াছিলেন।

৬। বিশ্ব প্রদক্ষিণে প্রথম মহিলা মহাকাশচারী ভ্যালেন্টিনা তেরেস্কোভা। ইনি ষষ্ঠ সোভিয়েত মহাকাশচারী।

বাঙালী মহিলাদের মধ্যে প্রথম

১। বিলাত যাত্রা করেন—কুমারী তরু দত্ত ও অরু দত্ত।

২। ইংরেজীতে কবিতা লিখিয়া যশস্বিনী হইয়াছেন—কুমারী তরু দত্ত এবং সরোজিনী নাইডু।

৩। বার্লিনের ডি. এস-সি. উপাধি পান—প্রভাবতী দাসগুপ্তা।

৪। অবৈতনিক ম্যাজিস্ট্রেট—প্রভা বন্দ্যোপাধ্যায়।

৫। অনার্স সহ বি. এস্-সি. পাশ করেন—বাসন্তী দাস।

৬। মহিলা ডাক্তার—কাদম্বিনী গাঙ্গুলী এবং মহিলা এম. এ.—চন্দ্রমুখী বসু।

৭। অনার্স সহ বি. এ. পাশ করেন—কামিনী রায়।

৮। কংগ্রেস সভানেত্রী—সরোজিনী নাইডু।

৯। এরোপ্লেন আরোহিণী—মৃণালিনী সেন।

১০। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রায়চাঁদ প্রেমচাঁদ স্কলার—রেজিনা গুহ। মেয়েদের মধ্যে হল্যাণ্ডের ফ্লোরেন্স সর্বপ্রথম কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে এই উপাধি লাভ করেন।

১১। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো—সরলা রায়।

১২। কলিকাতা কর্পোরেশনের কমিশনার—সরোজিনী দে।

১৩। অন্ধ মহিলা ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা পাশ করেন—সবিতা রায়চৌধুরাণী।

১৪। বিলাতী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিপ্রাপ্ত চিকিৎসক—কাদম্বিনী গাঙ্গুলী।

ইনি এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে L. R. C. P. এবং L. R. C. S. উপাধি লাভ করেন। ইনি মহিলা কবি কামিনী রায়ের ভগিনী।

১৫। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম মহিলা পি. এইচ-ডি.—সুরমা (মিত্র) দাসগুপ্তা।

১৬। প্রথম মহিলা রেডিও অপারেটর—শ্রীমতী প্রীতি দে।

১৭। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় হইতে আন্তর্জাতিক তুলনামূলক সাহিত্যে প্রথম এম. এ. ডিগ্রী লাভ করেন—শ্রীমতী নবনীতা দেব। ইনি কবিদম্পতি নরেন দেব ও রাধারাণী দেবীর কন্যা। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ইহার নামকরণ করিয়াছিলেন।

১৮। ভারতীয় মহিলাদের মধ্যে শ্রীমতী আরতি সাহা সর্বপ্রথম (১৯৫৯) ইংলিশ চ্যানেল সন্তরণ করিয়া পার হইয়াছিলেন।

১৯। এল. এল. এম. (ক: বি:)—শ্রীমতী সাধনা সরকার।

২০। দেশরক্ষা বিভাগে নিযুক্তা প্রথম মহিলা—কুমারী লীলা ঘোষ।

২১। পর্বতারোহণে প্রথম বাঙালী কন্যা শিক্ষার্থী—তপতী বিশ্বাস ও শুভা ঘোষ।

২২। প্রথম পত্রিকা সম্পাদিকা—ভুবনমোহিনী দেবী।

২৩। প্রথম মহিলা উকিল—রেজিনা গুহ।

২৪। প্রথম মহিলা মুখ্যমন্ত্রী—সুচেতা কৃপালনী (উত্তর প্রদেশ)।

২৫। প্রথম মহিলা ডি. এস-সি.—অসীমা চট্টোপাধ্যায়।

২৬। মহিলা প্যারাসুটিষ্ট—গীতা চন্দ।

২৭। অল্প বয়সে বাঙালী মহিলা গ্রাজুয়েট—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাণী ঘোষ ১৯৪৩ খ্রীস্টাব্দে ১৪ বৎসর ৩ মাস বয়সে গ্রাজুয়েট হন। মহিলাদের মধ্যে বি. এ. পাস করবার এটাই রেকর্ড।

২৮। প্রথম অ্যাম্বুলেন্স গাড়ির চালক—শ্রীমতী প্রতিমা পাল চৌধুরী। টেলিফোনের চাকুরী ছাড়িয়া ইনি বেলগাছিয়ার ইন্দিরা মাতৃসদনের অ্যাম্বুলেন্সের চালক হিসাবে যোগদান করিয়াছেন।

পশ্চিমবঙ্গের বিখ্যাত জনপদ ও পল্লী

বেলুড় (হাওড়া) স্বামী বিবেকানন্দের প্রতিষ্ঠিত মঠ ও রামকৃষ্ণ আশ্রম ও স্বামীজীর সমাধিমন্দির।

বসন্তপুর (হাওড়া) রায়গুণাকর কবি ভারতচন্দ্রের জন্মস্থান।

বলাগড় (হুগলী) আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের জন্মস্থান।

রাধানগর (") রাজা রামমোহন রায়ের জন্মস্থান।

দেবানন্দপুর (") শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের জন্মস্থান।

গুলিটা (") হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্মস্থান।

নতিবপুর (") ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের জন্মস্থান।

খন্যান (") ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের জন্মস্থান।

কামারপুকুর (") রামকৃষ্ণদেবের জন্মস্থান।

জয়রামবাটী (") রামকৃষ্ণদেবের সহধর্মিণী সারদাদেবীর জন্মস্থান।

বাগাণ্ডা (") উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের পৈতৃক বাসভূমি। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম সভাপতি।

বীরসিংহ (মেদিনীপুর) ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের জন্মস্থান।

হবিবপুর (") শহীদ ক্ষুদিরাম বসুর জন্মস্থান।

চণ্ডীপুর (") দেশপ্রাণ বীরেন্দ্রনাথ শাসমলের জন্মস্থান।

রায়পুর (বীরভূম) লর্ড সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহের জন্মস্থান।

কেন্দুবিল্ব (") কবি জয়দেবের জন্মস্থান।

নান্নুর (") কবি চণ্ডীদাসের জন্মস্থান।

ভদ্রপুর (") মহারাজ নন্দকুমারের জন্মস্থান।

বোলপুর (") রবীন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতন ও বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়।

দামুন্যা (বর্ধমান) কবিকঙ্কণ মুকুন্দরামের জন্মস্থান।

সুবলদহ (") বিপ্লবী রাসবিহারী বসুর জন্মস্থান।

সিঙ্গী (") কাশীরাম দাসের জন্মস্থান।

অম্বিকা-কালনা (বর্ধমান) সাধক কমলাকান্তের জন্মস্থান।
কাঁঠালপাড়া (২৪-পরগনা) সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের জন্মস্থান।
দক্ষিণেশ্বর (২৪-পরগনা) শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের সিদ্ধিলাভের স্থান।
ভেলা („) কর্মবীর রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের জন্মস্থান।
মণিরামপুর („) রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্মস্থান।
কোদালিয়া („) নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর পৈতৃক বাসভূমি।
হালিশহর („) সাধক রামপ্রসাদের জন্মস্থান।
ভাটপাড়া („) মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর জন্মস্থান।
আড়বেলিয়া („) বিপ্লবী অবিনাশচন্দ্র ভট্টাচার্য ও বিপ্লবী মানবেন্দ্রনাথ রায়ের জন্মস্থান।
নবদ্বীপ (নদীয়া) শ্রীচৈতন্যদেবের জন্মস্থান।
শিকারপুর („) বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর জন্মস্থান।
ফুলিয়া („) কবি কৃত্তিবাস ওঝার জন্মস্থান।
কৃষ্ণনগর („) দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের জন্মস্থান।
পলাশী („) ইতিহাস-প্রসিদ্ধ যুদ্ধক্ষেত্র।
কাশিমবাজার (মুর্শিদাবাদ) মহারাণী স্বর্ণময়ীর বাসস্থান।

কলিকাতার ও তাহার সন্নিকটস্থ দর্শনীয় স্থানগুলি

১। আলিপুরের চিড়িয়াখানা।
২। ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হল।
৩। ভারতীয় যাদুঘর (চৌরঙ্গী)।
৪। শহীদ মিনার (কলিকাতা ময়দান)। পুরাতন নাম Ochterlony Monument।
৫। নিউ মার্কেট বা হগ্ মার্কেট।

৬। কালিঘাটের কালীমন্দির।
৭। পরেশনাথের জৈন মন্দির।
৮। হাওড়া ব্রিজ (রবীন্দ্র সেতু)।
৯। ঢাকুরিয়া লেক।
১০। বেলুড় মঠ, বেলুড়।
১১। বোটানিক্যাল গার্ডেন্স, হাওড়া।
১২। দক্ষিণেশ্বরের কালীমন্দির।
১৩। নিউ সেক্রেটারিয়েট ভবন।
১৪। টেলিভিশন কেন্দ্র, টালিগঞ্জ।
১৫। মহাত্মা গান্ধীর প্রস্তরমূর্তি।
১৬। সেন্ট পল্‌স্ ক্যাথিড্রাল।
১৭। মহাজাতি সদন।
১৮। মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল।
১৯। জাতীয় গ্রন্থাগার, বেলভেডিয়ার।
২০। টেলিফোন ভবন।
২১। নাখোদা মসজিদ।
২২। দেশবন্ধুর স্মৃতিসৌধ, (কেওড়াতলা)।
২৩। টাউন হল।
২৪। রাইটার্স বিল্ডিং।
২৫। জি. পি. ও. (প্রধান ডাকঘর)।
২৬। হেস্টিংস হাউস (আলিপুর)।
২৭। ইডেন গার্ডেন।
২৮। কলিকাতা রেসকোর্স।
২৯। ফোর্ট উইলিয়াম।
৩০। গভর্নমেন্ট হাউস।

৩১। হাই কোর্ট।

৩২। আইন সভাগৃহ।

৩৩। কলিকাতা বন্দর।

৩৪। নূতন টাকশাল, নিউ আলিপুর।

বিচিত্রিতা

বিবিধ

১। আলেয়া কাহাকে বলে?—জলাভূমি হইতে উদ্ভূত একপ্রকার গ্যাস। বায়ুর সংস্পর্শে আসিয়া এই গ্যাস যে আলোক সৃষ্টি করে, তাহাকেই 'আলেয়ার আলো' বলে।

২। প্যারাসুট (Parachute) কি?—রেশমী কাপড়ে তৈরি ছাতার মত একপ্রকার জিনিস। ইহার সাহায্যে বিমানপোত বা অন্য কোন উচ্চ স্থান হইতে অনায়াসে নীচে অবতরণ করা যায়।

৩। অজন্তা গুহা কোথায়?—হায়দ্রাবাদ রাজ্যের গিরিগুহা। ইহার দেওয়ালের গাত্রদেশে প্রায় সহস্র বৎসর পূর্বের খোদাই করা সুন্দর চিত্র আছে।

৪। প্রথম কাগজ তৈরি হয় কোন্ দেশে?—চীনদেশে। ব্লক ছাপা ও অক্ষরের প্রচলনও হয় চীনদেশে। ছাঁচে ঢালা ধাতুর অক্ষর প্রথম তৈরি হয় কোরিয়াতে। ইউরোপে প্রথম কাগজ তৈরি হয় ফ্লোরেন্স শহরে।

৫। 'মহাবীর চক্র' কি?—যুদ্ধক্ষেত্রে সাহস এবং বীরত্বের জন্য ভারত-যুক্তরাষ্ট্রের সৈন্যদের শ্রেষ্ঠ পুরস্কার।

৬। কোন্ বর্ণ রাস্তা বন্ধের এবং কোন্ বর্ণ রাস্তা উন্মুক্ত থাকার আভাস দেয় ?—লালবর্ণ রাস্তা বন্ধের এবং সবুজবর্ণ রাস্তা উন্মুক্ত থাকার আভাস দেয়।

৭। সৈন্যরা খাকী পোশাক পরিধান করে কেন ?—খাকী বর্ণের পোশাক পারিপার্শ্বিক জিনিসের বর্ণের সহিত সহজে মিশিয়া যায় এবং দূর হইতে তাহা সহজে দেখা যায় না। খাকী পোশাকের প্রচলন একমাত্র ভারতবর্ষেই ছিল। দক্ষিণ-আফ্রিকার যুদ্ধের (১৮৯৯-১৯০০) পর বৃটিশ সেনা-বিভাগে ইহার প্রচলন আরম্ভ হইয়াছিল।

৮। সোনায় মরিচা পড়ে না কেন ;—সোনার উপর জল কিংবা বাতাসের কোন রাসায়নিক ক্রিয়া হয় না।

৯। গরম দেশের লোক কালো কেন ?—মানুষের গায়ের চামড়ার মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কোষ আছে। ইহার মধ্যে কালো রং আছে। এই রং হইতে মানুষের গায়ের রং হয়। সূর্যের আলোক এবং তাপে এই রং গাঢ় হয় ; তাই গরম দেশের লোক কৃষ্ণকায়।

১০। সমুদ্রের কত নীচ মানুষ যাইতে পারিয়াছিল ?—অধ্যাপক বিব সমুদ্রের ৩,০২৮ ফুট নীচে যাইতে পারিয়াছিলেন।

১১। কলিকাতায় কাহার মোটর গাড়িতে কোন নম্বর নাই ?—রাজ্যপালের গাড়িতে।

১২। Good-bye-এর অর্থ কি ? God be with you (ঈশ্বর তোমার সঙ্গে থাকুন)।

১৩। এনামেলের বাসনের 'এনামেল' জিনিসটি কি ?—কাচজাতীয় পদার্থ। অন্য কোন পদার্থের সহিত মিশ্রিত হইলে ইহা অস্বচ্ছ হয়।

১৪। বর্ষাকালে নুন ভিজিয়া যায় কেন ?—বর্ষাকালে বায়ু খুব আর্দ্র থাকে। নুনের মধ্যে যে ম্যাগনেসিয়াম ক্লোরাইড থাকে তাহা চারিদিকের জলীয় বাষ্প হইতে খুব বেশি জল টানিয়া লয় বলিয়া বর্ষাকালে নুন বেশি ভিজা থাকে।

১৫। 'ব্লটিং পেপার' বা চুষ কাগজ কালি শোষে কেন ;—ব্লটিং কাগজের

মধ্যে কোন মাড় থাকে না। কাগজের ভিতরটা বেশ ফাঁপা, কাজেই উহা দ্রুত কালি শুষিয়া লয়। একটি আকস্মিক ঘটনার ফলেই ব্লটিং পেপার আবিষ্কৃত হয়। সে আজ একশো বছরেরও আগেকার কথা। তখন কালির লেখার উপর বালি ছড়িয়ে লেখাটা তাড়াতাড়ি শুকিয়ে নেওয়া হইত। ইংলণ্ডের হাগবোর্ণের কোন এক কাগজের কারখানার একজন কর্মীর ভুলের জন্য ব্লটিং পেপার আবিষ্কৃত হইয়াছিল। সে কাগজ তৈরির একটা মসলা মেশাতে ভুল করে। ফলে সে কাগজগুলি লেখার অযোগ্য হয় পড়ে; কিন্তু সেই কর্মী একদিন সেই কাগজের উপর লিখিতে গিয়া দেখিতে পায় যে, কাগজে কালির দাগ দ্রুত ছড়িয়ে পড়িয়াছে। সেই থেকে ব্লটিং কাগজের আবিষ্কার।

১৬। বাতির আলোর দিকে পোকারা উড়িয়া যায় কেন?—আলোর তেজে তাহাদের চোখ ধাঁধাইয়া যায়, দৃষ্টিশক্তি এলোমেলো হইয়া পড়ে এবং অন্ধের মত তাহারা আলোর দিকে ছুটিয়া যায়।

১৭। হাঁসের পালক জলে ভিজিয়া যায় না কেন?—হাঁসের পালকের উপর তেল-জাতীয় একপ্রকার পদার্থ আছে। এইজন্য হাঁসের পালক জলে ভিজিয়া যায় না।

১৮। সূর্যদেবের উদ্দেশ্যে নির্মিত মন্দির কোথায় আছে?—উড়িষ্যার অন্তর্গত পুরী হইতে ১২ মাইল দূরে কোণারকের বিশাল মন্দির সূর্যদেবের উদ্দেশ্যে নির্মিত। ইহা ত্রয়োদশ শতাব্দীতে তৈয়ারি হইয়াছিল। সমগ্র মন্দিরটি দেখিতে একটি রথের ন্যায়। সুবৃহৎ প্রস্তরের চাকার উপরে মন্দিরটি স্থাপিত। ভারতীয় ভাস্কর্যের ইহা শ্রেষ্ঠ নিদর্শন।

১৯। এমন একটি দেশের নাম কর, যেখানে কোন রেল লাইন বা কোন উদ্ভিদ্ নাই।—আইসল্যাণ্ড।

২০। কোন্ নদীতে একটিও মাছ পাওয়া যায় না?—প্যালেস্টাইনের জর্ডান নদীতে।

২১। রাস্তায় গাড়ি, ঘোড়া প্রভৃতি বাঁ দিক দিয়া চলে কেন?—এই নিয়মের

একটি প্রাচীন ইতিহাস আছে। যখন দূরপথ ঘোড়ায় চড়িয়া পাড়ি দেওয়া হইত, তখন অপরিচিত লোককেই শত্রু বলিয়া সন্দেহ করা হইত। কাজেই তখন দুইজনেই পাশ কাটাই বাঁ-দিকে সরিয়া যাইত, যাহাতে ডান-দিক হইতে তলোয়ার বা পিস্তল সহজে ব্যবহার করা যাইতে পারে। এইভাবেই বোধ হয় এই নিয়মের প্রচলন হইয়াছে।

২২। পৃথিবীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা মূল্যবান শয্যা কোথায় আছে?—অষ্টাবিংশ শতাব্দীতে যখন ফতে আলি শাহ্ পারস্যের সিংহাসনে আরোহণ করেন, তখন তিনি তাঁহার সুন্দরী বেগম তাউস খানুমকে শাহ্জাহানের ময়ূর সিংহাসনটিকে শয্যারূপে ব্যবহার করিতে দিয়াছিলেন। বর্তমানে এই সিংহাসন ইরাণের রাজকীয় ধনাগারে রক্ষিত আছে।

২৩। রবিবার দিন ছুটি থাকে কেন?—খ্রীস্টানদের মতে রবিবার Lord's Day. ৩২২ খ্রীস্টাব্দে রোম সম্রাট কনস্ট্যান্টাইন আইন করিয়া ঐ দিনে একমাত্র কৃষিকাজ ছাড়া সব কাজ বন্ধ রাখিবার ব্যবস্থা করেন। সেই হইতে রবিবারে ছুটির ব্যবস্থা হইয়াছে। বাইবেলের মতে ঈশ্বর ৬ দিনে বিশ্বসৃষ্টি করিয়া সপ্তমদিনে বিশ্রাম গ্রহণ করেন। এই কারণে ঐ দিনকে বিশ্রামের দিনরূপে গ্রহণ করা হইয়াছে।

২৪। কোন্ দেশে সবচেয়ে বেশি তূলা উৎপন্ন হয়?—নিউ অরলিন্স, উত্তর আমেরিকা।

২৫। সবচেয়ে বেশি পশম কোথায় উৎপন্ন হয়?—অস্ট্রেলিয়া।

২৬। কলিকাতার সর্বোচ্চ বাড়ি কোন্‌টি?—স্ট্রাণ্ড রোডের উপর অবস্থিত নবনির্মিত পশ্চিমবঙ্গ সরকারের দপ্তরগৃহ।

২৭। জল জমিয়া বরফ হয় কেমন করিয়া;—বায়ুমণ্ডলে উত্তাপ কমিবার সঙ্গে সঙ্গে জলের তাপ বিকিরণ হইয়া উহার উষ্ণতা কমিয়া যায়। যখন উহার উষ্ণতা 0°C-এর নীচে যায় তখন জল জমিয়া বরফ হইয়া যায়।

২৮। কলিকাতা মেডিকেল কলেজ কবে স্থাপিত হইয়াছিল?—১৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা মেডিকেল কলেজ স্থাপিত হইয়াছিল।

২৯। যাযাবর কাহাকে বলে?—যাহারা একস্থানে বেশিদিন বাস করে না এবং জীবিকার অন্বেষণে নানাস্থানে ঘুরিয়া বেড়ায়, যেমন, বেদুইন প্রভৃতি। পূর্বে ইহুদীদের ভ্রাম্যমাণ জাতি বলা হইত।

৩০। ইংলণ্ডের সবচেয়ে পুরাতন সংবাদপত্রের নাম কি?—১৯৩৭ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত ইংলণ্ডের সবচেয়ে পুরানো দৈনিক খবরের কাগজ বলিতে বুঝাইত Morning Post; কিন্তু ১৯৩৭ খ্রীস্টাব্দে এই কাগজটি Daily Telegraph পত্রিকার সঙ্গে এক হইয়া Daily Telegraph নামে পরিচিত। Morning Post কাগজটি প্রথম প্রকাশিত হইয়াছিল ১৭৭২ খ্রীস্টাব্দের ২রা নভেম্বর তারিখে।

৩১। কলিকাতার মনুমেণ্ট কাহার স্মৃতিচিহ্ন?—গুর্খা সমর-বিজয়ী স্যার ডেভিড অক্টারলোনীর। ইহার উচ্চতা ১,১৫০ ফুট। বর্তমানে ইহার নাম শহীদ মিনার।

৩২। কলিকাতার ময়দান বা গড়ের মাঠ কি কলিকাতা কর্পোরেশনের অধিকারভুক্ত?—না। ইহা ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গের অধিকারভুক্ত।

৩৩। শোক, দুঃখ বা আঘাত পাইলে মানুষ কাঁদে কেন?—শোক, দুঃখ বা আঘাত পাইলে মানুষের মস্তিষ্কের কতকগুলি স্নায়ুতে কাঁপন লাগে এবং সেই কাঁপনের ঢেউ আসিয়া চোখের অশ্রুগ্রন্থিতে লাগার ফলে চোখ হইতে জল বাহির হয় এবং এইভাবে চোখ দিয়া জল বাহির হওয়ার ব্যাপারটাকেই সাধারণতঃ কান্না বলা হইয়া থাকে।

৩৪। Camera Stand-এর চার পা না থাকিয়া তিন পা আছে কেন? —কারণ তিন পা-যুক্ত Stand অসমতল জায়গাতেও স্থিরভাবে থাকিতে পারে।

৩৫। সাধারণের ব্যবহারের জন্য কোন্ রেলগাড়ি প্রথম খোলা হয়? —Surrey Railway ১৮০৪ খ্রীস্টাব্দে খোলা হয়। ইহার দুইটি লাইনের মধ্যে ব্যবধান ছিল মাত্র চার ফুট।

৩৬। ডুবো জাহাজ জলের নীচে ডুবিয়া যায় কেমন করিয়া?—ডুবো জাহাজের জলের ব্যালাস্ট (ভাররক্ষা-পাত্র) জলপূর্ণ হইলে উহা উহার সম-আয়তন জল অপেক্ষা ভারী হয়। এইজন্য ডুবো জাহাজ জলে ডুবিয়া যায়।

৩৭। চার চাকার গাড়ির সামনের চাকা দুইখানি অপেক্ষাকৃত ছোট কেন?—সম্মুখভাগের নীচ দিয়া ছোট চাকা সহজে ঘুরিতে পারে। পশ্চাৎভাগের বড় চাকাগুলি রাস্তার উপর দিয়া স্বচ্ছন্দে ঘুরিতে পারে।

৩৮। জলন্ত তেল অথবা পেট্রোলের উপর জল ঢালিলে কি আগুন নিভিবে?—না। কারণ, জল পেট্রোল এবং তেল অপেক্ষা বেশি ভারী। সুতরাং জল ঢালিলে উহা নীচে গিয়া পড়িবে। এইরূপ অবস্থায় মাটি বা বালি ফেলিয়া আগুন নিভান বিধেয়।

৩৯। পারদের কূপে লৌহদণ্ড ফেলিলে উহা কি ডুবিয়া যাইবে?—না। লৌহদণ্ডের প্রায় অর্ধাংশ পারদের উপর ভাসিতে থাকিবে।

৪০। নিকোটিন কথাটির মানে কি?—তামাক পাতার নির্যাসকে নিকোটিন বলে। ফরাসী চিকিৎসক জন্ নিকট্ ইহার আবিষ্কারক এবং Sir Walter Raleigh সর্বপ্রথম ইউরোপে তামাকের ব্যবহার প্রচলন করেন।

৪১। রাণী এলিজাবেথের পার্শ্বচর স্যার ওয়ালটার র‍্যালে ১৫৮৪ খ্রীস্টাব্দে ইংলণ্ডে ধূমপান প্রচলন করেন। পৃথিবীতে তামাকের ব্যবহার প্রথমে আমেরিকার আদিবাসীদের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল।

৪২। দুধের উপর সর জমে কেন?—সরের প্রায় সমস্তটাই মাখন এবং চর্বি-জাতীয় পদার্থ। দুধের মধ্যে ইহা সবচেয়ে হাল্কা পদার্থ বলিয়া দুধের উপর জমাট বাঁধে।

৪৩। বারুদ তৈয়ারি করিতে কি কি দ্রব্যের প্রয়োজন হয়?—কাঠকয়লা (charcoal), গন্ধক (sulphur) এবং সোরা (saltpetre)।

৪৪। Scotland Yard কি এবং কোথায় অবস্থিত?—লণ্ডনে Thames

নদীর বাঁধের উপর অবস্থিত। ইহা London পুলিশের সদর দপ্তর। ইহার বর্তমান নাম New Scotland Yard.

৪৫। পৃথিবীর কোন্ দেশে মাটির তলায় রেলপথ আছে?—লণ্ডন শহরে মাটির নীচে টিউব লাইনের মধ্যে রেলপথ আছে।

৪৬। "দিনে মশা রেতে মাছি"—এই কথা কে বলিয়াছিলেন?—কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত প্রাচীন কালের কলিকাতা সম্পর্কে এই কথা বলিয়াছিলেন।

৪৭। সক্রেটিসকে কোন্ বিষ পান করাইয়া মারা হইয়াছিল?—হেমলক বিষ। ইহা একপ্রকার গাছের রস।

৪৮। ব্যাস্টিল কি?—ফ্রান্সের চতুর্দশ লুইয়ের তৈরি কয়েদখানা। এখানে বিনা বিচারে কয়েদীগণকে আটক রাখিয়া অমানুষিক অত্যাচার করা হইত।

৪৯। কে ইংলণ্ডের পার্লামেণ্ট গৃহ নির্মাণ করিয়াছিলেন?—স্যার চার্লস্ বারি।

৫০। ৩,৫০০ হাজার বৎসর আগে কোন্ দুইটি শহর বিখ্যাত ছিল?—লোহিত সাগরের তীরে ফিনিসিয়ানদের তৈরি টায়ার ও সিডন শহর।

৫১। কোন্ দেশের জীবজন্তুর গায়ের রঙ একেবারে সাদা?—মেরুপ্রদেশ বরফাচ্ছন্ন বলিয়া এখানকার জীবজন্তুর গায়ের রঙ সাদা।

৫২। সুয়েজ খাল কে কাটিয়াছিলেন?—ফরাসী ইঞ্জিনিয়ার ফার্ডিন্যাণ্ড ডি লেসেপ্‌স। এই খালটি ৯৯ মাইল লম্বা। ১৮৬৯ খ্রীস্টাব্দে ১৭ই নভেম্বর এই খালটি জাহাজ চলাচলের জন্য খোলা হয়। খালটি কাটিতে খরচ হইয়াছিল ১,৭০,০০,০০০ পাউণ্ড। ২৭,০০০ টনের জাহাজ সন্ধানী আলোকের সাহায্যে ১৫ ঘণ্টায় এই খাল পাড়ি দিতে পারে।

৫৩। Thomas Alva Edison যেখানে বসিয়া বিজলী বাতি আবিষ্কার করেন, সেইস্থানে (Merlo Park, N. J.) একটি বিরাট স্তম্ভ নির্মিত হইয়াছে। এই স্তম্ভটির মাথায় একটি প্রকাণ্ড বিজলী বাতি আছে—এইজন্য খরচ হইয়াছে প্রায় তিন লক্ষ টাকা। এই বাতিটির উচ্চতা চৌদ্দ ফুট বা নয় হাত। একশ-

চৌষট্টিটি খণ্ড কাচ বসাইয়া ইহা নির্মিত হইয়াছে। এই বাতিটির ভিতর নয়শ-ষাটটি ছোট ছোট বাতি আছে। ইহার সঙ্গে প্রতিফলকের (Reflector) ব্যবস্থা করা হইয়াছে—ইহার ফলে বিমানপোতের পথ চিনিয়া লইবার সুবিধা হইয়াছে। এই বাতিটি নির্মাণ করিতে পুরা আট মাস সময় লাগিয়াছে।

৫৪। কালাপাহাড় কে ছিলেন ?—কালাপাহাড়ের নাম ছিল রাজীবলোচন রায়। তিনি ইস্‌লামধর্ম গ্রহণ করিয়া পাঠান-আমলে হিন্দুদের মন্দির ধ্বংস করেন এবং হিন্দুদের উপর নানা অত্যাচার করেন। ইনি ছিলেন জাতিতে বাঙালী এবং তাঁর বাসস্থান ছিল ঢাকা জিলায়।

৫৫। পৃথিবীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা (১) দীর্ঘকায় জাতি, (২) খর্বকায় জাতি কোথায় বাস করে ?—(১) প্যাটাগোনিয়া, দক্ষিণ-আমেরিকা ; (২) নিগ্রো, মধ্য-আফ্রিকা। মধ্য-আফ্রিকায় ইহাদের নাম পিগমি (গড়ে উচ্চতা ৪½ ফিট)। গ্রীক পুরাণে বর্ণিত অর্ধহস্ত পরিমিত পিগমিদের নামানুসারে ইহাদের নামকরণ হইয়াছে।

৫৬। কলিকাতা শহর কে কবে প্রতিষ্ঠা করেন ?—জব চার্ণক ১৬৯০ খ্রীস্টাব্দে এই শহরটি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন।

৫৭। বাংলাদেশে কবে প্রথম ইলেকট্রিক আলো জ্বলে ?—১৮৯৯ খ্রীস্টাব্দে ৩০শে মে কলিকাতা শহরে প্রথম ইলেকট্রিক আলো জ্বলে।

৫৮। পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে সঠিক সময় দেয় কোন্ ঘড়িটি ?—সঠিক সময় দেয় গ্রীনউইচের রয়্যাল অবজারভেটরীর বৈদ্যুতিক ঘড়ি। ঘড়িটি ১৯৩৮ খ্রীস্টাব্দে তৈয়ারি হইয়াছিল। একবছর চলিবার পর এই ঘড়িটিতে মাত্র এক সেকেণ্ডের খুব ক্ষুদ্রতম এক অংশ সময়ের তফাত ধরা পড়ে।

৫৯। কোন্ কোন্ ভারতবাসী রয়্যাল সোসাইটির সভ্য হইয়াছেন ?—মেঘনাথ সাহা, রামানুজ, সি. ভি. রমণ, বীরবল শাহনী, জগদীশচন্দ্র বসু, ডাঃ ভাবা, ডাঃ কে. এস. কৃষণ, এস. ভাটনগর, এস. চন্দ্রশেখর, পি. সি. মহলানবীশ, এ, কারসেটজি, সত্যেন্দ্রনাথ বসু ও শিশিরকুমার মিত্র।

৬০। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর ভারতবর্ষে সর্বপ্রথম বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানে Trade Union স্থাপিত হয়।

৬১। কোন্ ফিরিঙ্গী সাহেব কবি-গানের দল খুলিয়াছিলেন?—এণ্টনী সাহেব।

৬২। কলিকাতার রাজপথে রিকশার আবির্ভাবকাল—১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে। কলিকাতায় ঘোড়ার গাড়ির আবির্ভাব হইয়াছিল ১৮২৭ খ্রীষ্টাব্দে। ঠেলাগাড়ির আবির্ভাব হইয়াছিল শহরের জন্মদিন থেকে।

৬৩। স্যাকারিন কি?—ইহা কোলটার বা আলকাতরা হইতে তৈয়ারী হয়। ইহা চিনির চেয়ে ৩০০ গুণ বেশি মিষ্ট।

৬৪। সুন্দরবনের ঐরূপ নাম হইল কেন?—এখানে প্রচুর পরিমাণে সুন্দরী বৃক্ষ পাওয়া যাইত বলিয়া উহার নাম সুন্দরবন হইয়াছে।

৬৫। মুসলমানদের বৎসর কত দিনে হয়?—৩৫৪ দিন ৬ ঘণ্টা। এক চান্দ্রমাস (২৯'৫৩) × ১২।

৬৬। ট্রেড মার্ক কি?—ব্যবসায়ীরা তাঁহাদের একটি বিশেষ উৎপন্ন দ্রব্যের উপর একটি বিশেষ প্রতীক ব্যবহার করেন। গভর্নমেণ্ট কর্তৃক ইহা রেজেষ্ট্রী করা হয়, ফলে অন্য ব্যবসায়ীরা অনুরূপ দ্রব্যে ঐ প্রতীক ব্যবহার করিতে পারে না।

৬৭। 'বয়কট' কথার উৎপত্তি কোথা হইতে হইয়াছে?—Mr. Boycott নামে আয়র্ল্যাণ্ডে এক জমিদার ছিলেন। তিনি সকলের অপ্রিয় হইয়া উঠিলে সকলে তাঁহাকে সামাজিক বর্জন করে। এইজন্য তাঁহার নামানুসারে সামাজিক বর্জনকে 'বয়কট' বলা হয়।

৬৮। এক ঘণ্টা সময়কে ৬০ ভাগে ভাগ করা হইয়াছে কেন?—যীশুখ্রীষ্ট জন্মাইবার তিন হাজার বছর আগে ব্যাবিলোনিয়া এবং এসিরিয়ায় যে সুমেরীয় জাতি বাস করিত তাহারাই প্রথম সময়ের মাপ আবিষ্কার করিয়াছিল। তখনকার দিনে ১ হইতে ৬০ পর্যন্ত ছিল সংখ্যা গণিবার মাপকাঠি। কাজেই তাহারা

সময়ের মাপ করিবার সময়েও ঐভাবে ৬০ ভাগে ভাগ করিয়া এক ঘণ্টা সময় তৈয়ারি করিয়াছিল। সেইদিন হইতে ৬০ মিনিটে একঘণ্টা ও ৬০ সেকেণ্ডে এক মিনিট এইভাবে সময়ের হিসাব চলিয়া আসিতেছে।

৬৯। ন্যাপথলিন দিলে কাপড় পোকায় কাটে না কেন?—ন্যাপথলিনে ক্রিয়োজোট এবং কুইনোলিন নামক দুইটি পদার্থ আছে। এই দুইটিই উগ্র অ্যান্টিসেপটিক জিনিস। ইহার গন্ধে এবং স্পর্শে কাপড়-কাটা পোকা মরিয়া যায় বলিয়া তাহারা ইহার নিকটে আসে না।

৭০। White House কি?—যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেণ্টের ওয়াশিংটনস্থিত সরকারী বাসভবন। ইংরেজ-আমলে লণ্ডনে ভারত-সচিব (সেক্রেটারী অব স্টেট ফর্ ইণ্ডিয়া)-এর যে স্বতন্ত্র দপ্তর ছিল উহাকে 'ইণ্ডিয়া হাউস' বলা হইত। বর্তমানে স্বাধীন ভারতের লণ্ডনস্থ হাই-কমিশনারের অফিস এইখানে আছে।

৭১। কলিকাতার First citizen (প্রথম নাগরিক) কাহাকে বলা হয়? —কলিকাতা কর্পোরেশনের মেয়রকে। ভারত-যুক্তরাষ্ট্রের প্রথম নাগরিক ভারতের রাষ্ট্রপতি বা প্রেসিডেণ্ট।

৭২। ব্যাবিলনের শূন্যোদ্যান কখন্ এবং কেন তৈরি হয়?—পণ্ডিতেরা বলেন যে, যীশুখ্রীস্ট জন্মাইবার ৬০০ বৎসর আগে ব্যাবিলনের রাজা নেবুকাডনেজার তাঁহার রাণীকে সুখে রাখিবার জন্য এই শূন্যোদ্যান তৈরি করিয়াছিলেন। তাঁহার রাণী ছিলেন পর্বতময় ঠাণ্ডা দেশের মেয়ে; কাজেই তাঁহার পক্ষে ব্যাবিলনের সমতলভূমিতে বাস করা বেশ কষ্টকর হইয়া উঠিয়াছিল। এইজন্য তৈরি হয় ব্যাবিলনের শূন্যোদ্যান।

৭৩। মায়াপুরী কানন কোথায়?—চব্বিশ পরগনা জেলার অন্তর্গত ডায়মণ্ড হারবারের নিকট ফলতা নামক স্থানে গঙ্গার ঠিক উপরেই এই উদ্যানটি অবস্থিত। বিজ্ঞানাচার্য জগদীশচন্দ্র বসু এই নির্জন কাননে বসিয়া উদ্ভিদ-

জীবন সম্বন্ধে বহু গবেষণা করেন। উদ্ভিদেরও যে প্রাণ আছে তিনিই তাহা আবিষ্কার করেন।

৭৪। টেলিগ্রাফ ও টেলিফোনের থামগুলিতে কান রাখিলে শোঁ শোঁ শব্দ শুনা যায় কেন?—টেলিফোন ও টেলিগ্রাফের তারের উপর দিয়া সব সময়ে বাতাস বহিয়া যাইতেছে এবং সেই বাতাসের ঢেউ তারে কম্পন সৃষ্টি করে এবং এই শব্দতরঙ্গগুলি ফাঁপা থামগুলির ভিতরেও শব্দের আলোড়ন আনে।

৭৫। লঙ্কা ঝাল হয় কেন?—লঙ্কার ভিতর যেখানে বীচিগুলো আটকানো থাকে সেখানে Glucoside নামে একরকম জিনিস আছে এবং সেখানে একরকম উড়ুক্কু তেল আছে। ঐ তেল হইতে লঙ্কার ঝালের উৎপত্তি।

৭৬। ঘড়ির সময় ঠিক করিবার সময় কাঁটা কোন্ দিকে ঘুরাইতে হয়? —ঘড়ির সময় ঠিক করিবার সময় যেদিক হইতে সঠিক সময়টি নিকট হইবে, সেইদিকেই কাঁটা ঘোরানো উচিত। উল্টা দিকে কাঁটা ঘুরাইলে ঘড়ি খারাপ হয় এ ধারণা অবশ্য ভুল। তবে বাজা ঘড়িতে সোজা দিকে ঘোরান উচিত।

৭৭। সোনার চেয়ে দামী ধাতু কি কি আছে?—Beryllium, Platinum, Radium, Palladium, Osmium, Iridium, Vanadium; তবে অন্যান্য মূল বান ধাতুর চেয়ে স্বর্ণ সহজলভ্য।

৭৮। ভারতবর্ষের কবে প্রথম রেললাইন খোলা হয়?—১৮৪৭ খ্রীস্টাব্দে রেলপথ খোলার প্রথম প্রচেষ্টা হয়। সেই অনুসারে G. I. P. Rly. Co. ১৮৫৩ খ্রীস্টাব্দের ১৮ই এপ্রিল ভারতবর্ষে সর্বপ্রথম রেললাইন খোলে। বোম্বাই হইতে থানা পর্যন্ত এই রেলপথের তখন দৈর্ঘ্য ছিল তের মাইল। ইহার পরে E. I. Rly. Co. বাংলাদেশে, হাওড়া হইতে হুগলী পর্যন্ত ১৪ মাইল রেলপথ খুলিয়াছিল।

৭৯। ভারতে মাছের চিড়িয়াখানা কোথায় আছে?—মাদ্রাজের 'একোয়ারিয়াম' (Acquarium) ভারতের একমাত্র মৎস্যাগার। সমস্ত রকম জীবন্ত মাছের নিদর্শন এখানে আছে।

৮০। বাটা কোম্পানী চেকোশ্লোভাকিয়ায় ১৮৯৬ খ্রীস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল এবং সারা বিশ্ব ব্যাপিয়া ইহার ব্যবসা।

৮১। ভারতের কোন্ স্থানের গঙ্গাতীরের দৃশ্য সবচেয়ে মনোরম?—বারণসীর গঙ্গাতীরের শোভা। এখানে গঙ্গা ঠিক অর্ধচন্দ্রাকারে প্রবাহিত।

৮২। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী কাহাদের নিকট হইতে কলিকাতা ক্রয় করিয়াছিলেন?—বড়িষা গ্রামে সাবর্ণ চৌধুরী বংশীয় মনোহর, রামচাঁদ ও বলভদ্র প্রভৃতির নিকট হইতে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী কলিকাতা ক্রয় করিয়াছিলেন।

৮৩। কলিকাতা কত বৎসর ভারতবর্ষের রাজধানী ছিল এবং দিল্লীতে রাজধানী কোন্ বৎসর স্থানান্তরিত হয়?—ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমলে ১৭৭৮ খ্রীস্টাব্দে কলিকাতা ভারতবর্ষের রাজধানী হইবার গৌরব লাভ করে এবং ১৯১২ খ্রীস্টাব্দের ৩১শে মার্চ পর্যন্ত কলিকাতাই ভারতের রাজধানী ছিল। ১৯১২ খ্রীস্টাব্দের ১লা এপ্রিল ভারতবর্ষের রাজধানী কলিকাতা হইতে দিল্লীতে স্থানান্তরিত হয়।

৮৪। Pasteurised দুগ্ধ কি সম্পূর্ণ জীবাণুমুক্ত?—না। এই প্রকার দুগ্ধে এক cubic centimetre-এ ৩০,০০০-এর অনধিক জীবাণু থাকিতে পারে।

৮৫। তত্ত্ববোধিনী সভা কি?—দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখ যুবকদের উৎসাহে জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলোচনার জন্য এই সভা গঠিত হয়। ইহার মুখপত্ররূপে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা প্রকাশিত হয়।

৮৬। জনৈক গ্রীক সৈনিকের পত্নী গৃহপ্রত্যাগত স্বামীকে নূতন রান্নার বিস্ময় দিয়া অভ্যর্থনা করিবার জন্য প্রথম পোলাও রন্ধন করেন। তারপর এই রন্ধন-প্রণালী পৃথিবীর সর্বত্র ছড়াইয়া পড়ে।

৮৭। ২৪শে জানুয়ারি ১৯৬০ খ্রীস্টাব্দে আমেরিকান নৌবাহিনীর দুইজন নাবিক বিশেষ আধারের মধ্যে থাকিয়া প্রশান্ত মহাসাগরের এক স্থানে ৩৭,৮০০ ফুট নীচে নামিয়া নূতন রেকর্ড স্থাপন করিয়াছিল।

৮৮। নেশা—ইংরেজ (সংবাদপত্র পাঠ); মার্কিন (মোটর গাড়ির মালিকানা); রুশ ও জাপান (ট্রেন-ভ্রমণ); হংকং ও লেবানন (ছবি দেখা)।

৮৯। তেরো (১৩) সংখ্যা সম্বন্ধে পাশ্চাত্য দেশে এত আতঙ্ক কেন?—যীশুখ্রীস্টের শেষ ভোজনে (Supper) যীশুকে লইয়া তেরোজন উপস্থিত ছিলেন. ইতালিতে তেরো নম্বরের টিকিট রাখার নিয়ম নাই, প্যারি শহরে তেরো নম্বরের কোন বাড়ি নাই; তেরোজনকে লইয়া কোন ডিনার খাওয়া হয় না, নাবিকেরা মাসের তেরো তারিখে বন্দর ছাড়িতে চায় না এবং ত্রয়োদশ সমুদ্রযাত্রায় বাহির হইতে নাবিকদের বুক দুর্ দুর্ করে। তবে লর্ড মাউন্টব্যাটেন দিল্লীতে হোটেলের তেরো নম্বর কক্ষে তাঁহার জীবনসঙ্গিনীর সন্ধান পাইয়াছিলেন।

৯০। মোনালিসা চিত্রটি কাহার দ্বারা কবে আঁকা?—লিওনার্দো-দা-ভিঞ্চি কর্তৃক আনুমানিক ১৫০৪ খ্রীস্টাব্দে ইহা অঙ্কিত হইয়াছিল।

৯১। হিন্দুমেলা কি?—নবগোপাল মিত্র নামে এক যুবক হিন্দুমেলা গঠন করিয়া হিন্দুদের মধ্যে জাতীয় ভাব জাগরিত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাঁহার চেষ্টায় বিভিন্ন স্থানে শরীরচর্চার জন্য আখড়া গড়িয়া উঠিয়াছিল। হিন্দুমেলা প্রদর্শনীতে স্বদেশী পণ্যদ্রব্য দেখানো হইত। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর হিন্দুমেলার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন।

৯২। ভারতে কবে প্রথম বিমান ডাক চলিয়াছিল?—ভারতে প্রথম বিমান ডাক ১৯১১ খ্রীস্টাব্দে এলাহাবাদ হইতে নৈনী পর্যন্ত চলিয়াছিল।

৯৩। ভারতে বৈদ্যুতিক রেলগাড়ি কবে চলাচল শুরু হয়?—১৯২৫ খ্রীস্টাব্দে বোম্বাই-কুর্লা পথে প্রথম বৈদ্যুতিক রেল চালু হয়।

৯৪। কলিকাতায় কবে টেলিফোন চালু হইয়াছিল?—কলিকাতায় ১৮৮১ খ্রীস্টাব্দে; এবং অটোমেটিক টেলিফোন চালু হইয়াছিল সর্বপ্রথম ১৯১৩ খ্রীস্টাব্দে সিমলায়।

৬

ভারতবর্ষে বিদেশী পর্যটক

বিভিন্ন যুগে ভারতবর্ষে যত বিদেশী পর্যটক আসিয়াছেন, পৃথিবীর আর কোন দেশে এত পর্যটক আসেন নাই। ইহাদের মধ্যে অনেকেই তাঁহাদের ভ্রমণবৃত্তান্ত রচনা করিয়াছেন। যে কয়জন বিদেশী পর্যটক ভারতে আসিয়াছিলেন তাঁহাদের নাম :—

১। গ্রীক পর্যটক মেগাস্থিনিস—৩০২ খ্রীঃ পূর্ব।
২। আলেকজাণ্ডারের নৌ-সেনাপতি নিয়ারকাস—৩২৭ খ্রীঃ পূর্ব।
৩। আলেকজাণ্ড্রিয়ান নাবিক হিপ্পলাস—খ্রীস্টীয় প্রথম শতাব্দী।
৪। চৈনিক পর্যটক ফা-হিয়েন—৩৯৯-৪১৩ খ্রীস্টাব্দ।
৫। চৈনিক পর্যটক ইউয়ান চোয়াং—৬২৯-৬৪৫ খ্রীস্টাব্দ।
৬। " " আই-সিং—৬৭০ খ্রীস্টাব্দ।
৭। " " সুঙ উন }
৮। " " হুয়ি সেঙ } —৬০০-৮০০ খ্রীঃ
৯। " " ও কুঙ }
১০। ইতালীয় পর্যটক মার্কো পোলো—১২৯৩ খ্রীঃ।
১১। মুসলমান পর্যটক ইব্‌ন বতুতা—১৩৪২-১৩৪৭ খ্রীঃ।
১২। রুশ পর্যটক নিকিতিন্—১৪৭০-১৪৭৪ খ্রীঃ।
১৩। ইংরেজ পর্যটক উইলিয়ম হকিন্স—১৬০৯-১৬১২ খ্রীঃ।
১৪। " " টমাস রো—১৬১৫-১৬১৯ খ্রীঃ।
১৫। ফরাসী " তাভার্নিয়ে—১৬৪০-১৬৬৬ খ্রীঃ।
১৬। " " ফ্রঁসোয়া বার্নিয়ে—১৬৫৯-১৬৬৬ খ্রীঃ।
১৭। " " মঁসিয়ে শার্দার—১৬৬৭ খ্রীঃ।
১৮। ইংরেজ পর্যটক ডাঃ ফ্রায়ার—১৬৭১—১৬৮১ খ্রীঃ।
১৯। " " ওভিংটন—১৬৮৯-১৬৯২ খ্রীঃ।
২০। ওলন্দাজ " জেমিলি ক্যামেরী—১৬৯৫ খ্রীঃ।

২১। ইতালীয় পর্যটক নিকোলা ও মনুচ্চি—১৭০৪ খ্রীঃ।

২২। ভারতবর্ষে প্রথম ব্যবসায়ী ইংরেজ—জন মিডেল হল। ইনি ১৬০৩ খ্রীস্টাব্দে ব্যবসা করিবার উদ্দেশ্যে সম্রাট আকবরের দরবারে বিবিধ মণি-রত্ন ও অশ্ব লইয়া উপস্থিত হন।

রাজনৈতিক হত্যা

১৮৬৫—আব্রাহাম লিন্‌কন্‌, যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট, ১৪ই এপ্রিল।

১৮৭২—আর্ল অব মেয়ো, ভারতের বড়লাট।

১৮৭৬—আব্দুল আজিজ, তুরস্কের সুলতান।

১৮৮১—রাশিয়ার জার আলেকজাণ্ডার দ্বিতীয় এবং যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট গারফিল্ড।

১৮৯৪—ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট কার্নট।

১৯০০—ইতালির রাজা হামবার্ট প্রথম।

১৯০১—যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট, উইলিয়াম ম্যাক্‌কিন্‌লি।

১৯০৩—সার্বিয়ার রাজা আলেকজাণ্ডার ও রাণী ড্রাগা।

১৯০৮—পর্তুগালের রাজা কার্লস।

১৯০৯—জাপানের রাজকুমার ইটো।

১৯১১—রাশিয়ার প্রধানমন্ত্রী স্টলিপিন।

১৯১৩—গ্রীসের রাজা প্রথম জর্জ।

১৯১৪—অস্ট্রিয়ার যুবরাজ ফ্রান্সিস্‌ ফার্ডিনাণ্ড এবং তাঁহার পত্নী।

১৯১৮—দ্বিতীয় জার নিকোলাস এবং তাঁহার পরিবার।

১৯১৯—আফগানিস্তানের আমির হবিবুল্লা।

১৯২১—স্পেনের প্রধানমন্ত্রী দাতো এবং জাপানের প্রধান মন্ত্রী টাকাসি হারা।

১৯৩০—জাপানের প্রধানমন্ত্রী হামাগুচি।

১৯৩২—ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট ডুমার্ট।

" —জাপানের প্রধানমন্ত্রী কি ইনুকি।

১৯৩৩—সুলতান নাদির শাহ্, আফগানিস্তান, ইরাকের রাজা আমির ফৈজল।

১৯৩৪—অস্ট্রিয়ার চ্যান্সেলার, ডাক্তার ডলফাস; যুগোশ্লাভিয়ার রাজা, প্রথম আলেকজাণ্ডার।

১৯৩৬—কে. তাকাহাসি, অর্থমন্ত্রী; ভাইকাউন্ট সেইটা, ইম্পিরিয়াল সিলের লর্ড কিপার (জাপান)।

১৯৩৭—ইরাকের সামরিক ডিক্টেটার, জেনারেল বেকির সিদ্কি।

১৯৩৮—প্যারিসের জার্মান দূতাবাসের ইউ. ভন রাথ।

১৯৪০—রুশদেশের সাম্যবাদী নেতা লিওন ট্রট্স্কি মেক্সিকোতে জনৈক ইহুদী যুবকের হস্তে নিহত হন।

১৯৪৮—মহাত্মা গান্ধী।

১৯৫১—পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী লিয়াকৎ আলি খান; ইরাণের প্রধানমন্ত্রী, জেনারেল রাজমারা ও ট্রান্সজর্দানের রাজা আবদুল্লা।

১৯৫৭—পানামার প্রেসিডেন্ট, এন্টনিও রেমন; গুয়াটামালার প্রেসিডেন্ট, ক্যাষ্টিলো আরমাস।

১৯৫৮—ইরাকের রাজা, ফৈজল এবং নুরি আল-সৈয়দ।

১৯৫৯—সলোমন বন্দরনায়ক, সিংহলের প্রধান মন্ত্রী।

১৯৬১—জাতিপুঞ্জের সেক্রেটারী জেনারেল হামারশল্ড।

১৯৬৩—দক্ষিণ ভিয়েৎনামের প্রেসিডেন্ট গো দিন দিয়েম এবং তাঁহার ভ্রাতা গো দিন নু; আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট, জন কেনেডি; টোগোর প্রেসিডেন্ট, ওলিম্পিও; ইরাকের প্রধানমন্ত্রী আব্দুল করিম কাসেম।

১৯৬৪—ভুটানের প্রধানমন্ত্রী, জিগমা দোরজী।

১৯৬৮—মার্টিন লুথার কিং (নিগ্রো নেতা); রবার্ট ফ্রান্সিস্ কেনেডি (প্রেসিডেন্ট কেনেডির ভ্রাতা)।

১৯৬৯—কেনিয়ার মন্ত্রী, টম্ মোবয়া ; সোমালিয়ার প্রেসিডেন্ট, এ. আর. এ. শের মার্কে।

১৯৭১—জর্ডানের প্রধান মন্ত্রী, ওয়াসফি টেল।

১৯৭২—জাঞ্জিবারের শাসনকর্তা, শেখ আবিদ কারুমে।

১৯৭৫—বঙ্গবন্ধু মুজিবর রহমান (বাংলাদেশের প্রেসিডেন্ট)।

বিজ্ঞান-বৈচিত্র্য

বিজ্ঞানের এদিক্-ওদিক্

১। সূর্যগ্রহণ কেন হয় ?—অমাবস্যা তিথিতে পৃথিবী ও সূর্যের মধ্যে যখন চন্দ্র আসিয়া আমাদের দৃষ্টিপথ অবরুদ্ধ করে, তখন আমরা সাময়িকভাবে সূর্যকে দেখিতে পাই না এবং তখন সূর্যগ্রহণ হয়।

২। চন্দ্রগ্রহণ কেন হয় ;—পূর্ণিমা তিথিতে চন্দ্র ও সূর্যের মধ্যে যখন পৃথিবী আসিয়া পড়ে এবং চন্দ্র পৃথিবীর ছায়ার মধ্যে প্রবেশ করে তখন চন্দ্রগ্রহণ হয়।

৩। বাতাসে প্রধানতঃ কোন্ কোন্ গ্যাস আছে ?—প্রধানতঃ অক্সিজেন ও নাইট্রোজেন। ইহা ছাড়া, কার্বন-ডাই-অক্সাইড্, জলীয় বাষ্প ও অন্যান্য গ্যাসও থাকে।

৪। কয়লার গ্যাস জলে কেন ?—কয়লার ভিতরে Hydrogen এবং Carbon নামক সবুজ দাহ্য বস্তু থাকার ফলে Oxygen-এর সহিত মিশ্রিত হইয়া উহা জলে।

৫। পৃথিবীর গর্ভদেশ গরম হওয়া সত্ত্বেও মেরুপ্রদেশ চিরতুষারময় কেন ?—পৃথিবীর আভ্যন্তরিক তাপ পৃথিবীর উপরিভাগে পৌছিতে পারে না। ইহা

ছাড়া পৃথবীর উপরিস্থিত সূর্যের তাপ মেরুপ্রদেশের বরফ গলাইবার পক্ষে যথেষ্ট নয়।

৬। কয়লা কি ?—বহুদিন ধরিয়া ভূগর্ভে নিহিত গাছপালা পরিবর্তিত ও প্রস্তরীভূত হইয়া কয়লায় পরিণত হয়।

৭। আকাশের রঙ নীল কেন ?—সূর্যরশ্মি পৃথিবীতে আসিবার সময় তড়িৎ-অণুযুক্ত বায়ুস্তর এবং বাতাসের ধূলিকণা উহার নীলবর্ণের আলোককে বিক্ষিপ্ত করে। ইহার ফলে আকাশ নীল দেখায়।

৮। পৃথিবীর সবচেয়ে হাল্কা জিনিস কি ?—হাইড্রোজেন গ্যাস।

৯। আমরা বাতাস দেখিতে পাই না কেন ?—বাতাস কাচের ন্যায় স্বচ্ছ বলিয়া আমরা উহা দেখিতে পাই না।

১০। দৌড়াইলে আমরা হাঁপাইয়া পড়ি কেন ?—দৌড়াইতে আরম্ভ করিলে আমাদের হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া দ্রুত হয় এবং রক্ত ফুসফুসের মধ্যে ক্ষিপ্র গতিতে ছুটিয়া আসে। ইহার ফলে আমরা স্বাভাবিকভাবে শ্বাসগ্রহণ করিতে পারি না বলিয়া ক্লান্তি বোধ করি।

১১। তরল ধাতু বলিতে সাধারণতঃ কি বুঝায় ?—পারদ।

১২। পৃথিবীর মধ্যে ক্ষুদ্রতম বস্তু কি ?—ইলেকট্রন।

১৩। মেঘ যদি এত লঘু হয় তবে কি করিয়া মেঘগর্জন হয় ?—প্রকৃতপক্ষে মেঘের সহিত মেঘের সংঘর্ষণের বজ্রনিনাদ হয় না। দুইটি মেঘখণ্ডের মধ্যে বিভব-বৈষম্য হওয়ায় যখন বিদ্যুৎ একখণ্ড মেঘ হইতে অপর একখণ্ড মেঘে চলিয়া যায়, তখন বাতাস উত্তপ্ত হওয়ায় শব্দতরঙ্গ সৃষ্ট হয় এবং তাহার ফলেই মেঘগর্জন শোনা যায়।

১৪। মেঘ স্বচ্ছ জলবিন্দুর সমবায়ে গঠিত হইয়া কি করিয়া সূর্যকে ঢাকিতে পারে ?—মেঘ অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পৃথক জলকণার সমষ্টিমাত্র। এই কণাগুলি সূর্যের আলোককে বিভিন্ন দিকে ছড়াইয়া দেয় এবং উহার অনেকটা শোষণ

করিয়া ফেলে। সূর্যরশ্মি এইভাবে বিক্ষিপ্ত হইয়া যায় বলিয়া আমরা সূর্যকে দেখিতে পাই না।

১৫। পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ-শক্তি বন্ধ হইলে কি হইবে?—মুহূর্তমধ্যে পৃথিবীর উপরিভাগস্থ সমস্ত জিনিস ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িবে।

১৬। আগুনের উপর জল ঢালিলে আগুন কেন নিভিয়া যায়?—আগুনের উপরে জল ঢালিলে বাতাসের ভিতরকার অক্সিজেন বাষ্প আগুনের নিকট যাইতে পারে না। তা'ছাড়া জল অনেকটা উত্তাপ শোষণ করিতে পারে বলিয়া আগুনের উত্তাপ কমিয়া আসে এবং ইহার ফলে আগুন নিভিয়া যায়।

১৭। আকাশে রামধনু কেমন করিয়া হয়?—ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলবিন্দুর সমষ্টির উপর যখন সূর্যালোক পতিত হয়, তখন আলোকের প্রতিসরণের এবং প্রতিফলনের জন্য রামধনু সৃষ্টি হয়।

১৮। আগুনের শিখা উপরের দিকে উঠে কেন?—অগ্নিশিখার মধ্যে যে গ্যাস উৎপন্ন হয়, উত্তাপের ফলে তাহা চারিদিকের বায়ু অপেক্ষা হাল্কা হইয়া উপরের দিকে উঠিয়া যায় এবং উহাই শিখারূপে দেখা যায়।

১৯। মেঘলা দিনে শিশির পড়ে না কেন?—মেঘলা দিনে তাপ বিকিরিত হইতে পারে না। বিকিরিত তাপে বায়ুমণ্ডলের জলীয় বাষ্প দ্বারা শোষিত হইয়া বায়ুমণ্ডলকে উষ্ণ রাখে। এইজন্য উহার জলীয় বাষ্প শিশিররূপে জমিতে পারে না।

২০। তারকাগুলি কি প্রকৃতপক্ষে ঝিক্‌মিক্ করে?—না, তারকার আলো পৃথিবীতে আসিবার সময় পথে অনেক বাধা পায় এবং সেজন্য উহারা ঝিক্‌মিক্ করে বলিয়া ভ্রম হয়।

২১। গোলাপফুল লাল কেন?—সূর্যকিরণের সাতটি বর্ণ মিলিত হইয়া যখন গোলাপের উপর পড়ে, তখন গোলাপ ফুল লাল ভিন্ন অন্য সব বর্ণগুলিকে শোষণ করিয়া কেবলমাত্র লাল আলোক বিক্ষিপ্ত করে। ফলে গোলাপফুল লাল দেখায়। অন্যান্য বর্ণের ফুলের বেলায় একই কথা প্রযোজ্য।

২২। কালো বর্ণ বলিলে বৈজ্ঞানিক মতে কি ভুল হয় ;—কালো বলিয়া কোনো বর্ণ নাই। সমস্ত রঙের অভাবকে কালো বর্ণ বলা হয়।

২৩। কৃষ্ণ পদার্থ ও শ্বেত পদার্থের মধ্যে কোন্‌টি দ্রুত উষ্ণ হয় ;—কৃষ্ণ পদার্থই দ্রুত উষ্ণ হয়, কারণ কৃষ্ণ পদার্থ অপেক্ষাকৃত দ্রুত তাপ শোষণ করিতে পারে।

২৪। জলের সহিত তেল কেন মিশ্রিত হয় না ;—জলের অণু তেলের অণু অপেক্ষা ছোট বলিয়া জলের সঙ্গে তেল মিশিয়া যায় না।

২৫। দেশলাইয়ের কাঠিতে ফুঁ দিলে কেন নিভিয়া যায় ;—ফুঁ দিলে উষ্ণ বাষ্পের উষ্ণতা কমিয়া যায় এবং যখন ঐ উষ্ণতা কাঠির জলন-উষ্ণতার চেয়ে কম হয়, তখন জলন্ত কাঠি আর জলিতে পারে না।

২৬। পাহাড়ের উপরিভাগ শীতল কেন ;—বাতাস নিম্নস্তর হইতে উচ্চ-স্তরে এবং উচ্চস্তর হইতে নিম্নস্তরে অনবরত যাতায়াত করে। বাতাস যখন ঘন নিম্নস্তর হইতে হাল্‌কা উচ্চস্তরে যায় তখন উহা দ্রুত প্রসারিত হয় এবং ইহার ফলে উচ্চস্তরের বাতাস ঠাণ্ডা হয়।

২৭। বজ্রধ্বনি বিদ্যুৎ-স্ফুরণের পর কেন শ্রুত হয় ?—আলোকের গতি শব্দের গতি অপেক্ষা দ্রুততর। এজন্য আমরা স্ফুরণের আলো প্রথমে দেখি এবং কিছুক্ষণ পর বজ্রধ্বনি শুনিতে পাই।

২৮। আলোকের গতি শব্দের গতি অপেক্ষা দ্রুত কেন ;—শব্দের তরঙ্গ আলোকরূপে অনুভূত হয় এবং বাতাস শব্দতরঙ্গের প্রধান মাধ্যম। ইথার বাতাস অপেক্ষা অনেক বেশি স্থিতিস্থাপক ; এজন্য প্রতি সেকেণ্ডে আলোর গতি ১,৮৬,০০০ মাইল এবং শব্দের গতি ১,১২০ ফিট্।

২৯। জলপূর্ণ গ্লাসের মধ্যে তাকাইলে তলদেশ উপরে উঠিয়া আসিয়াছে বলিয়া ভ্রম হয় কেন ;—তলদেশের আলোকরশ্মি যখন জলের মধ্য দিয়া বাতাসে প্রবেশ করে তখন ঐ রশ্মি জলের তলে বাঁকিয়া অভিলম্ব হইতে দূরে সরিয়া

যায়। এজন্য গ্লাসের তলদেশ উপরে উঠিয়া আসিয়াছে বলিয়া ভ্রম হয়। এই সময় উহার গভীরতা প্রায় এক-চতুর্থাংশ কম বলিয়া মনে হয়।

৩০। পর্বতের উপর তুষার জন্মিলে উহা আর বাড়িতে পারে না কেন? —তুষার জমিয়া যখন বরফ হয় তখন বরফের চাপে পর্বতের স্ফীতি বন্ধ হয়।

৩১। আমাদের চুল কাটিলে কেন বেদনা অনুভব করি না?—চুলের মধ্যে কোন nerve (শিরা) নাই; সুতরাং চুল কাটিলে কোনপ্রকার বেদনার অনুভব সম্ভবপর নয়।

৩২। আগুনের উত্তাপে কাগজ কেন কোঁকড়াইয়া যায়?—আগুনের উত্তাপে কাগজের মধ্যস্থিত জলীয় পদার্থ বাষ্পাকারে উড়িয়া গেলে উহা কোঁকড়াইয়া যায়।

৩৩। ফুটন্ত জল অধিকতর গরম হয় না কেন?—ফুটন্ত জলে তাপ প্রয়োগ করিলে ঐ তাপ জলের উষ্ণতা বৃদ্ধি না করিয়া উহাকে বাষ্পে পরিণত করে।

৩৪। ঘাসের উপরে শিশির কোথা হইতে আসে?—ঘাসের নিকটে বাতাসের মধ্যে যে জলীয় বাষ্প থাকে উহাই জমিয়া ঘাসের উপর পড়ে এবং উদ্ভিদের প্রস্বেদন হইতে যে জলবাষ্প বাহির হয় তাহাও ইহাতে যুক্ত হয়।

৩৫। দিনের বেলায় নক্ষত্রগুলি কোথায় যায়?—আকাশেই থাকে, তবে সূর্যের প্রখর আলোকে উহাদিগকে আর দেখা যায় না।

৩৬। চিমনীর ভিতর দিয়া ধোঁয়া কুণ্ডলী পাকাইয়া বাহির হয় কেন? —চিমনীর ভিতর দিয়া ধোঁয়া বাহির হইবার সময় উপরে শীতল বায়ুর চাপে কুণ্ডলী পাকাইয়া বাহির হয়।

৩৭। কোন্ এসিডে সোনা গলে?—নাইট্রিক এবং হাইড্রোক্লোরিক এসিডের সংমিশ্রণে যে Aqua Regia উৎপন্ন হয় তাহাতে সোনা গলে।

৩৮। বরফ জল অপেক্ষা ভারি না হাল্কা?—হাল্কা।

৩৯। বিংশ শতকের সর্বশ্রেষ্ঠ আবিষ্কার কোন্‌টি?—আণবিক বোমা

(Atom Bomb) ; মার্কিন বৈজ্ঞানিক অটো হ্যান ও মিট্নার এই সম্পর্কে কার্যতঃ সাফল্যলাভ করেন।

৪০। কত ডিগ্রি উত্তাপে জল ফোটে ?—১০০°-সেন্টিগ্রেড ; যখন বাতাসের চাপ স্বাভাবিক থাকে।

৪১। পর্বতের উপর জল কেন তাড়াতাড়ি ফোটে ?—বায়ুর চাপ কম বলিয়া এখানে জল কম উষ্ণতায় ফোটে।

৪২। একটি লোকের সম্পূর্ণ চেহারা দেখিতে কত মাপের আয়নার প্রয়োজন ?—প্রত্যেক মানুষের নিজের উচ্চতার ঠিক অর্ধেক মাপের আয়না হইলেই সম্পূর্ণ চেহারা দেখিতে পারা যায়।

৪৩। সূর্যের আলোতে কত প্রকার বর্ণ আছে ?—সাত প্রকার। Violet, Indigo, Blue, Green, Yellow, Orange and Red. এক কথায় 'ভিব্জিয়র' (VIBGYOR) বলে।

৪৪। আগুন লাগিলে সেইস্থানে জোরে বাতাস বহিতে থাকে কেন ? —যেখানে আগুন জলে সেখানকার বাতাস উত্তাপের ফলে হাল্কা হইয়া আশপাশের বাতাসকে সরাইয়া উপরে উঠিয়া যায়। তখন চারিপাশের বায়ু সেই শূন্যস্থান পূর্ণ করিবার জন্য দ্রুত ছুটিয়া আসে এবং সেই বায়ুও উত্তপ্ত হইয়া উপরে উঠিয়া যায় ; আবার অন্য বায়ু সেইস্থান পূরণ করিতে আসে। আগুন লাগিলে এইভাবে সর্বদাই বাতাস জোরে বহিতে থাকে।

৪৫। দুইটি রেল লাইনের সংযোগস্থলে একটু ফাঁক থাকে কেন ? —সংযোগস্থলে প্রায় আধ ইঞ্চি পরিমাণ ফাঁক থাকে। গ্রীষ্মকালে লাইনগুলি উত্তাপে বর্ধিত হইয়া প্রায় ঠেকিয়া যায়। লাইনের মধ্যে এই ফাঁক না থাকিলে গাড়ি লাইনচ্যুত হইবার সম্ভাবনা থাকে।

৪৬। সোনা খাঁটি কি করিয়া জানিতে পারা যায় ?—খাঁটি সোনার উপর নাইট্রিক এসিড দিলে কোন দাগ পড়ে না।

৪৭। একটি ঘর হইতে সমস্ত বায়ু বাহির করিয়া দিয়া উপর হইতে একটি

পয়সা ও একটি পালক ফেলিয়া দিলে কোন্‌টি আগে পড়িবে ?—দুইটিই একসঙ্গে পড়িবে। ঘরে হাওয়া থাকিলে পয়সাটি আগে পড়িত, কারণ বাতাসের বাধা অতিক্রম করিয়া পালকটির পড়িতে একটু বিলম্ব হইত।

৪৮। পচা ডিম জলে ভাসে কেন ?—ডিম পচিয়া গেলে উহার ভিতরে এক প্রকার গ্যাস খোলার গা দিয়া বাহির হইয়া যায়। ইহার ফলে ডিম হাল্‌কা হয় এবং জলে ভাসিতে থাকে।

৪৯। স্পিরিট হাতে পড়িলে ঠাণ্ডা বোধ হয় কেন ?—তরল পদার্থ বাষ্প হইতে গেলে কিছু উত্তাপের প্রয়োজন। স্পিরিট বাষ্প হইয়া যাইবার সময় হাত হইতে কিছু উত্তাপ গ্রহণ করে বলিয়া আমরা ঠাণ্ডা বোধ করি।

৫০। কূপের জল গ্রীষ্মকালে ঠাণ্ডা এবং শীতকালে গরম কেন ?—কূপের জল অনেক নীচে থাকে এবং গ্রীষ্মকালে সূর্যের উত্তাপ অতদূর নীচে পৌঁছাইতে পারে না বলিয়া জল ঠাণ্ডা থাকে। সেইরূপ শীতকালে বাহিরের ঠাণ্ডা বাতাস খুব নীচে প্রবেশ করিতে পারে না বলিয়া কূপের জল গরম থাকে।

৫১। সর্বাপেক্ষা মূল্যবান্‌ ধাতু কোন্‌টি ?—এতদিন রেডিয়ামকেই সবচেয়ে মূল্যবান ধাতু বলা হইত, কিন্তু এখন Actinum সর্বাপেক্ষা মূল্যবান ধাতু বলিয়া পরিগণিত। রেডিয়াম পৃথিবীতে দুর্লভ, মোট পরিমাণ মাত্র দশ আউন্স।

৫২। Neon Lamp কি ?—Neon, Xenon, Helium প্রভৃতি গ্যাস-পরিপূর্ণ নল। এই নলের ভিতর বিদ্যুৎ-প্রবাহ চালাইলে নানা বর্ণের আলো পাওয়া যায়।

৫৩। খর ও মৃদু জল চিনিবার উপায় কি ?—যে জলে সাবান অতি সহজে গলিয়া ফেনা হয়, তাহাকে মৃদু জল বলে এবং যে জলে অনেক কষ্টের পর ফেনা হয়, তাহাকে খর জল বলে।

৫৪। কাচ ও ধাতুর পাত্রে বরফ রাখিলে পাত্রের বহির্ভাগ ভিজিয়া যায় কেন ?—বরফের সংস্পর্শে পাত্রের গাত্র শীতল হয়। তখন চতুষ্পার্শ্বস্থ বাষ্প ঘনীভূত হইয়া পাত্রের বহির্দেশ ভিজাইয়া দেয়।

৫৫। পাহাড়ের উপর ডাল, মাংস প্রভৃতি ভাল সিদ্ধ হয় না কেন? —প্রতি হাজার ফুটে বাতাসের চাপ বায়ু-চাপমান যন্ত্রের এক ইঞ্চি কমে। বায়ুর চাপ যত কমে, জলের স্ফুটনাঙ্ক তত কমে। পাহাড়ের উপর জলের স্ফুটনাঙ্ক কম বলিয়া ডাল, মাংস প্রভৃতি ভাল সিদ্ধ হয় না।

৫৬। বিদ্যুৎবাহী তারে পাখী বসিলে ধাক্কা খাইয়া পড়িয়া যায় না কেন? —বিদ্যুৎবাহী তারের সহিত মাটির যোগাযোগ নাই বলিয়া পাখীর শরীরে তড়িৎপ্রবাহ হইতে পারে না। এজন্য পাখী পড়িয়া যায় না।

৫৭। মেঘ এবং কুয়াশার মধ্যে প্রভেদ কি?—কুয়াশা পৃথিবীর উপরিস্থিত মেঘ এবং মেঘ আকাশস্থিত কুয়াশা।

৫৮। উত্তর এবং দক্ষিণমেরুর মধ্যে কোন্‌টি অপেক্ষাকৃত শীতল?—দক্ষিণ-মেরু উত্তরমেরু অপেক্ষা অধিকতর ঠাণ্ডা, কারণ দক্ষিণমেরু সমুদ্রতল হইতে অনেক উচ্চে অবস্থিত।

৫৯। এক ইঞ্চি বারিপাত হইলে এক একর জমিতে কতখানি জল জমিবে?—প্রায় ২,৭০০ মণ।

৬০। পৃথিবীর গতিবেগ কত?—প্রতিদিনে ১৬,০১,৬০৪ মাইল বা প্রতি সেকেণ্ডে ১৮ মাইলের কিছু বেশি।

৬১। চর্মচক্ষে কতগুলি তারা দেখা যায়?—প্রায় ৪,০০০। আধুনিক দূরবীক্ষণ যন্ত্র সাহায্যে ১০, ০০, ০০, ০০০ তারা দেখা যায়।

৬২। উল্কাপাত হয় কেন?—লক্ষ লক্ষ উল্কা যাবতীয় বায়বীয় অংশের সংস্পর্শে আসে। ইহাদের মধ্যে কোন কোনটা বায়ুর সংস্পর্শে জলিয়া উঠে এবং মাটিতে পড়ে।

৬৩। কোন্ পদার্থের বিদ্যুৎ-পরিচালন শক্তি সর্বাপেক্ষা অধিক?—রৌপ্যের; কিন্তু ইহার মূল্য বেশি বলিয়া বিদ্যুৎ-পরিচালনার জন্য তাম্র ব্যবহার করা হয়। ডিসটিল্ড্ জল ছাড়া সাধারণ জলও বিদ্যুৎ-পরিচালক। এই কারণে ভিজা কাপড়ে সুইচ টিপিলে বিপদের আশংকা আছে।

৬৩। বৈদ্যুতিক আলোকের অনুপাতে বৈদ্যুতিক পাখায় কত বেশি বিদ্যুৎ খরচ হয়?—বিদ্যুতের খরচ পাখা কিংবা বাতির শক্তির (যাহা ওয়াটে প্রকাশিত হয়) উপর নির্ভর করে। যে পাখার শক্তি বেশি তাহাতে বিদ্যুতের খরচ বেশি হইবে।

৬৫। বজ্র-নিবারক পরিবাহী দ্বারা বজ্রপাত হইতে কিভাবে বাড়ি রক্ষা পায়?—বজ্রপাতের বিদ্যুৎ-প্রবাহ বজ্র-নিবারক তামার তার বাহিয়া মাটিতে চলিয়া যায়। তাহা ছাড়া বজ্র-নিবারক পরিবাহীর সূচ্যগ্রভাগ হইতে অল্প অল্প বিদ্যুৎ নিঃসারিত হইয়া উপরিস্থিত মেঘের বিদ্যুৎকে নষ্ট করিয়া দেয়। ইহার ফলে বজ্রপাত হইতেই পারে না।

৬৬। বৃষ্টির জল কি বিশুদ্ধ?—বৃষ্টির জলে অক্সিজেন, এমোনিয়া ও কার্বনিক এসিড গ্যাস মিশ্রিত থাকে। শহর অঞ্চলের বৃষ্টির জলে কখনও কখনও নাইট্রিক ও সালফিউরিক অ্যাসিড পাওয়া যায়। পানীয় হিসাবে বৃষ্টির জল অন্যান্য স্বাভাবিক জল অপেক্ষা বিশুদ্ধ।

৬৭। Laughing gas কাহাকে বলে?—যবক্ষার ও অক্সিজেন বাষ্পের সংমিশ্রণে প্রস্তুত গ্যাসকে। ইহার স্বাদ মিষ্ট ও ইহা অল্পক্ষণস্থায়ী। অস্ত্রোপচারে রোগীকে অজ্ঞান করিবার জন্য ইহা ব্যবহৃত হয়।

৬৮। লৌহে মরিচা ধরে কেন?—লৌহ অক্সিজেন বাষ্পের সহিত মিশিয়া মরিচা বা রেড অক্সাইড্ অব্ আয়রণে পরিণত হয়। জল এই মিলনে সাহায্য করে। সেইজন্য কড়িবর্গার উপর রঙ মাখাইয়া জলের সহিত যাহাতে লৌহের সহজে মিলন না হয়, তাহার চেষ্টা করা হয়।

৬৯। সাবানে ত্বক এবং কাপড়-চোপড় পরিষ্কার হয় কেন?—সাবান জল ত্বক বা কাপড়-চোপড়ের উপর বিস্তৃত হইয়া ময়লাকে শিথিল করে। তারপর ঘর্ষণ এবং জলপ্রবাহে শিথিল ময়লা দূরীকৃত হয়।

৭০। রবারে কালি বা পেন্সিলের দাগ উঠে কেন?—চটচটে রবারের

সংঘর্ষণে কালি বা পেন্সিলের দাগ সমেত কাগজের আঁশ উঠিয়া আসে। পেন্সিল বা কালির দাগ কাগজের এই আঁশের উপরেই থাকে।

৭১। মুক্তার জন্ম হয় কি করিয়া ?—ঝিনুকের শক্ত আবরণের মধ্যে কোনও প্রকার বালুকণা প্রবেশ করিলে সেই পদার্থের উপর ঝিনুকের নিজ অঙ্গের রস জমিয়া মুক্তার সৃষ্টি হয়।

৭২। কত ডিগ্রি শীতল হইলে জল জমিয়া বরফ হয় ?—০° ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডের নীচে।

৭৩। সাবানের ফেনার উপর বিভিন্ন বর্ণ দৃষ্ট হয় কেন ?—সাবানের ফেনার উপর সূর্যের আলো পড়িলে ঐ আলো ফেনার উপর ও নীচতল হইতে প্রতিফলিত হয়। এই দুই প্রতিফলিত রশ্মির মধ্যে ব্যতিচার (interference) হয় যাহার ফলে রঙের সৃষ্টি হয়।

৭৪। কতকগুলি গ্যাস জলে না কেন ?—যে সকল গ্যাসে Oxygen-এর সহিত রাসায়নিক মিশ্রণ হয় না সেগুলি জলে না।

৭৫। সূতা মার্সিরাইজ (Mercerize) করা কাহাকে বলে ?—রাসায়নিক প্রক্রিয়া দ্বারা সূতাকে রেশমের ন্যায় মসৃণ ও চিক্কণ করিবার পদ্ধতিকে। এই প্রক্রিয়ার আবিষ্কারকের নাম জন মার্সার (John Mercer)।

৭৬। গোলাকার পৃথিবীর সমতল কাগজের উপর মানচিত্র অঙ্কন পদ্ধতি কে আবিষ্কার করেন ?—বেলজিয়ামের বৈজ্ঞানিক মার্কেটর।

৭৭। বায়ুমণ্ডলের উপর উঠিলে কি শব্দ শোনা যায় ?—বাতাসকে আশ্রয় করিয়া শব্দ ভ্রমণ করে। সুতরাং বায়ুমণ্ডলের উর্ধ্বে উঠিলে শব্দ শোনা যাইবে না।

৭৮। কোন্ দ্রব্য আমরা বিনামূল্যে প্রচুর পরিমাণে পাইতে পারি এবং উহা যে-কোন প্রকারে ব্যবহার করিলেও উহার কোন প্রকার পরিবর্তন হয় না ?—বায়ু।

৭৯। ব্যারোমিটারের মধ্যের পারদ উপরে এবং নীচে উঠা-নামা করে

কেন ?—বায়ুমণ্ডলের চাপের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে পারদ উঠা-নামা করিতে আরম্ভ করে।

৮০। একটি electric bulbকে জলে ডুবাইয়া উহাতে ক্ষুদ্র ছিদ্র করিয়া দিলে উহা দ্রুত জলপূর্ণ হইবে কেন ?—কারণ বাল্‌বটি তৈয়ারী করিবার সময় ভিতর হইতে প্রায় সমস্ত বাতাস বাহির করিয়া দেওয়া হইয়াছিল ; সুতরাং বাহিরের জল বাল্‌বের শূন্যস্থানে সহজেই প্রবেশ করিবে এবং বাল্‌বটি দ্রুত জলপূর্ণ হইয়া যাইবে।

৮১। বাতাসযুক্ত স্থানে ভিজা কাপড় কেন তাড়াতাড়ি শুকায় ?—কারণ বাতাস সব সময় চলাফেরা করিয়া জলকণাগুলি উড়াইয়া লইয়া যায়।

৮২। ভোরবেলার কুয়াশা বেলা বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে অদৃশ্য হয় কেন ? —সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে বাতাস উত্তপ্ত হয় এবং উত্তপ্ত বাতাস জলকণাগুলিকে দ্রুত জলীয় বাষ্পে পরিণত করিয়া শোষণ করিয়া লয়।

৮৩। শীতল কাচের উপর হাই ফেলিলে উহা ভিজিয়া যায় কেন ? —কারণ শীতল কাচ নিঃশ্বাসস্থিত জলীয় বাষ্পকে জলকণায় পরিণত করে।

৮৪। বাতাস কি করিয়া প্রবাহিত হয় ;—যখন পৃথিবীর কোন স্থানের বাতাস উত্তপ্ত হইয়া উপরে উঠে, তখন পার্শ্ববর্তী শীতল বাতাস ঐ স্থান পূর্ণ করিবার জন্য ছুটিয়া আসে। এইভাবে বায়ুপ্রবাহের সৃষ্টি হয়।

৮৫। লবণ আর্দ্র হইলে বৃষ্টির পূর্ব লক্ষণ বলা হয় কেন ;—বৃষ্টি হইবার পূর্বে বাতাস আর্দ্র হয় এবং লবণ অতি দ্রুত বাতাস হইতে জলকণিকা শোষণ করিয়া লয়।

৮৬। এরোপ্লেন শূন্যে ভাসিয়া থাকে কিরূপে ?—এরোপ্লেন শূন্যপথে এত বেগে চালান হয় যে, তাড়িত বায়ু ইহার উপর ঊর্ধ্বচাপ প্রয়োগ করে। এই চাপের পরিমাণ অনেক সময় এরোপ্লেনের ওজনের সমান অথবা তদপেক্ষা বেশি হইয়া পড়ে এবং এই ঊর্ধ্বচাপই এরোপ্লেনকে শূন্যে ভাসাইয়া রাখে।

৮৭। কোন্ উড়োজাহাজ কোন্ সময়ে এবং কত ঘণ্টায় সর্বপ্রথম পৃথিবী

পরিভ্রমণ করিয়াছে ?—গ্রাফ্ জেপেলিন (Graff Zeppelin) নামক জার্মান উড়োজাহাজ ১৯২৯ খ্রীস্টাব্দে ১৫ আগস্ট হইতে ৪ঠা সেপ্টেম্বরের মধ্যবর্তী সময়ে কিঞ্চিদধিক ৩০০ ঘণ্টা আকাশমার্গে বিচরণ করিয়া পৃথিবী পরিভ্রমণ করিয়াছিল। এই সময়ে উহা ২১,০০০ মাইল অতিক্রম করিয়াছিল।

৮৮। আকাশপথে পৃথিবী প্রদক্ষিণ করিতে সর্বাপেক্ষা কত অল্প সময় লাগিয়াছিল ?—সাত দিন, আঠার ঘণ্টা, উনপঞ্চাশ মিনিট। ওয়াইলি পোস্ট (Wiley Post) নামক আমেরিকাবাসী বৈজ্ঞানিক এবং অস্ট্রেলিয়ানিবাসী তাঁহার সহচর হ্যারল্ড গ্যাটি (Harold Gatty) উপরি-উক্ত সময়ের মধ্যে আকাশপথে মাত্র ৮২ ঘণ্টা ছিলেন এবং ঘণ্টায় ১৩৯ মাইল বেগে ভ্রমণ করিয়াছিলেন। বৈজ্ঞানিকদ্বয় ৪০° অক্ষরেখাপথে মোট ১৬,০০০ মাইল অতিক্রম করিয়া উত্তর গোলার্ধের মাঝামাঝি পৃথিবীকে বেষ্টন করিয়া পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন। ওয়াইলি সাহেব ইহা অপেক্ষাও অল্প সময়ে অর্থাৎ ৭ দিন ১৮ ঘণ্টা ৪৯ মিনিটে পৃথিবী প্রদক্ষিণ করিয়াছিলেন।

৮৯। সূর্য পূর্বদিকে উঠে কেন ?—পৃথিবী পশ্চিম হইতে পূর্বে ঘুরিতেছে। সেইজন্য মনে হয় সূর্য পূর্বদিকে উঠে।

৯০। রাত্রিকালে শব্দ দিবাভাগ অপেক্ষা সুস্পষ্টভাবে শোনা যায় কেন? —রাত্রিকালে বাহিরের শব্দ কম থাকে। অধিকন্তু, রাত্রিকালে বাতাস অধিকতর নিস্তব্ধ বলিয়া শব্দপ্রবাহ বাতাসের মধ্য দিয়া সহজে ভ্রমণ করে।

৯১। গ্রামোফোনের রেকর্ড কেমন করিয়া বাজে ?—ঘূর্ণায়মান রেকর্ড সূচটিকে কাঁপায়, সূচটি সূক্ষ্ম পর্দাকে কাঁপায় এবং এই কম্পমান পর্দা বাতাসে শব্দতরঙ্গ সৃষ্টি করিয়া সঙ্গীত উৎপাদন করে।

৯২। ঘণ্টার কিনারা স্পর্শ করিলে ঘণ্টাধ্বনি বন্ধ হইয়া যায় কেন? —কিনারা স্পর্শ করিলে স্পন্দন বন্ধ হইয়া যায় এবং বায়ুমধ্যে শব্দপ্রবাহ বিচ্ছুরিত হয় না বলিয়া ঘণ্টাধ্বনি আর শোনা যায় না।

৯৩। বোমা বিস্ফোরণ হইলে পার্শ্ববর্তী গৃহের জানালা ভাঙিয়া চুরমার

হইয়া যায় কেন?—বিস্ফোরণের ফলে বায়ুমধ্যে এরূপ ভয়ংকর শব্দপ্রবাহের সৃষ্টি হয় যে, ঐ শব্দপ্রবাহের আঘাতে জানালা ভাঙিয়া চুরমার হইয়া যায়।

৯৪। স্তূপীকৃত মুদ্রার সর্বনিম্ন মুদ্রাটিকে দ্রুত সরাইয়া ফেলিলে মুদ্রাস্তূপ পড়িয়া যায় না কেন?—কারণ জড়পদার্থের নিশ্চেষ্টতার জন্য উপরিস্থিত মুদ্রাগুলির গতিহীন অবস্থার কোন পরিবর্তন হয় না।

৯৫। ঘড়িতে দোলক (Pendulum) ব্যবহৃত হয় কেন?—দোলকের দোলন-কাল সব সময় সমান। এইজন্য ঘড়ির গতি নিয়ন্ত্রিত করিতে দোলক একান্ত প্রয়োজন।

৯৬। এক পাউণ্ড বরফ গলাইলে কি এক পাউণ্ড জল পাওয়া যাইবে?—হাঁ, কারণ বরফের সহিত উত্তাপ যুক্ত হইলে জল হয় এবং এই উত্তাপের কোন ওজন নাই।

৯৭। বিমানপোতে হাইড্রোজেন গ্যাস বাবহৃত হয় কেন?—এই গ্যাস লঘুতম গ্যাস এবং ইহার উত্তোলন-শক্তি সর্বাধিক। বাতাস ইহা অপেক্ষা চৌদ্দগুণ এবং কয়লার গ্যাস সাতগুণ বেশি ভারি। এইজন্য বিমানপোতে হাইড্রোজেন গ্যাসের ব্যবহার আরম্ভ হইয়াছে।

৯৮। জলকে কি স্বল্পায়তন করা যায়?—এক বর্গ ইঞ্চি পরিমাণ জলের উপর যদি ২০ টন ওজন চাপান যায়, তবে ঐ জলের আয়তন এক-দশমাংশ কমিয়া যাইবে।

৯৯। জলে হাত দিলে হাত ভিজিয়া যায় কেন এবং পারদে হাত দিলে হাত ভিজে না কেন?—জল এবং পারদের পৃষ্ঠটানের (surface tension) বিভিন্ন মানের জন্য এইরূপ হইয়া থাকে।

১০০। সবচেয়ে শীতল দ্রব্যের নাম কি?—তরল হিলিয়াম (Helium)। ১৯২৭ খ্রীস্টাব্দে ইহাকে এতদূর শীতল করা হইয়াছিল যে, ইহার উত্তাপ তখন যে অবস্থায় পদার্থের কোন উত্তাপ থাকিতে পারে না, তাহার প্রায় এক ডিগ্রী মাত্র উপরে ছিল; অর্থাৎ ইহার উত্তাপ তখন—272·2°C ছিল।

১০১। উত্তাপে দ্রব্যের আয়তন বাড়ে কেন ;—কোন দ্রব্য উত্তপ্ত হইলে ইহার অণুগুলি অস্থির হয় এবং পরস্পরের সহিত সংঘর্ষ করে। ইহার ফলে তাহাদের মধ্যে আণবিক ব্যবধান বাড়িয়া যায় এবং এইভাবে পদার্থের আয়তন বাড়ে।

১০২। জল জমিলে জলের নল ফাটিয়া যায় কেন ?—জল জমিয়া বরফ হইলে উহার আয়তন বাড়ে এবং নল ফাটিয়া যায়।

১০৩। তৈলের বাতির অগ্নিশিখা তৈল প্রজ্বলিত করে না কেন ?—অগ্নি-শিখার উত্তাপ স্বভাবতই উপরে উঠে এবং তৈলবর্তিকা উত্তাপ-পরিচালনার পক্ষে আদৌ উপযুক্ত নয়। এজন্য তৈলের উষ্ণতা উহার জ্বলন-উষ্ণতার নিম্নে থাকিয়া যায়।

১০৪। জল ফুটিবার সময় জলের উপর বুদ্‌বুদ্ উঠে না কেন ?—তলদেশ হইতে বাষ্প উপরে উঠিবার সময় জলের উপরিভাগ স্ফীত হইয়া উঠে কিন্তু ফুটন্ত জলের বাষ্প উপর হইতেই উঠে বলিয়া বুদ্‌বুদ্ উঠে না।

১০৫। প্রাচীর-সংলগ্ন আঙ্গুর দ্রুত পাকে কেন ?—দেয়ালগুলি দিবারাত্র সূর্যোত্তাপ বিকিরণ করিয়া ফলগুলিকে দ্রুত পাকায়।

১০৬। ডিনামাইট আগুনে ফেলিয়া দিলে কি হইবে ?—বিস্ফোরণ হইবে না। ফুরফুর করিয়া উহা পুড়িয়া যাইবে।

১০৭। কোন্ গ্যাসের সাহায্যে লোহার কড়িকাঠও সহজে কাটিয়া ফেলা যায় ;—অ্যাসিটিলিনের সহিত অক্সিজেন মিশ্রিত করিয়া জ্বালাইলে যে অগ্নিশিখা হয় তাহার উষ্ণতা এত বেশি যে, তাহা দ্বারা লোহার কড়িকাঠকে সহজে দ্বিখণ্ডিত করা যাইতে পারে।

১০৮। কোন্ পদার্থ উত্তপ্ত করিলে উহার আয়তন কমিয়া যায় কিন্তু ওজন হ্রাস পায় না ;—বরফ।

১০৯। কাগজের উপর পারা রাখিলে কাগজ ভিজিয়া যায় না কেন ?—কাগজের সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ছিদ্রের মধ্যে পারা প্রবেশ করিতে পারে না বলিয়া কাগজ ভিজিয়া যায় না।

১১০। পেট্রোম্যাক্স জ্বালিলে শোঁ শোঁ শব্দ হয় কেন?—ইহার কারণ পেট্রোম্যাক্সে পাম্প করিয়া হাওয়া দেওয়া হয়। ঐ হাওয়ার চাপেই তাহার ভিতরের কেরোসিন তৈল গরম নলের মারফত আসিয়া গ্যাসে পরিণত হয়। তারপর ম্যান্টেলের ভিতর দিয়া সাদা হইয়া জ্বলে এবং শোঁ শোঁ শব্দ করে।

১১১। Magnifying glass-এর মধ্য দিয়া সূর্যরশ্মি সম্পাত করিলে কাগজ পুড়িয়া যায় কেন?—সূর্যরশ্মি লেন্সের উপর পতিত হইয়া উল্টা দিকে এক কেন্দ্রে রশ্মির তাপ মিলিত হয়। একটি বিন্দুতে রশ্মির তাপ কেন্দ্রীভূত হওয়ায় ঐ স্থানের উষ্ণতা খুব বেশি হয় এবং তাহার ফলে কাগজ পুড়িয়া যায়।

১১২। লোহার ডাণ্ডা, কড়ি, বরগা, এসব আগুনে পোড়াইলে সহজে বাঁকানো যায় কেন?—এই জিনিসগুলি সূক্ষ্ম অণুসমষ্টি একত্রিত হইয়া তৈরি হয় এবং ঐ লোহার জিনিসগুলি যত বেশী উত্তপ্ত হইয়া উঠে, অণুগুলি তত তাড়াতাড়ি স্থান পরিবর্তন করে বা নড়াচড়া করিয়া বেড়ায়। কাজেই তখন এক অণুর সঙ্গে অপর অণুর যে শক্ত বাঁধনের সম্পর্ক বা সংসক্তি, তাহা অনেক পরিমাণে শিথিল হইয়া পড়ে। এই কারণে লোহা আগুনে পোড়াইলে নরম হয় এবং উহাকে যে-রকম খুশি বাঁকানো-চোরানো যায়।

১১৩। ছায়া আর প্রতিবিম্বে তফাত কি?—আলোর সামনে কোন অস্বচ্ছ জিনিস আসিয়া তাহার পথরোধ করিলে যে জায়গাটুকু অন্ধকার থাকিয়া যায় সেই অংশটুকুকে 'ছায়া' বলে; প্রতিবিম্ব হইতেছে আলোর সাহায্যে কোন পদার্থের অবিকল রূপটির প্রতিফলিত ছবি।

১১৪। মরুভূমিতে বৃষ্টি হয় না কেন?—মরুভূমির উপর মেঘ হইতে বৃষ্টি পড়িতে দেখা গিয়াছে। তবে বৃষ্টির জল মাটিতে পৌছানোর পূর্বেই মরুভূমির উত্তাপে উহা বাষ্প হইয়া উড়িয়া যায়।

১১৫। চাঁদে যে বাতাস নাই তাহার প্রমাণ কি?—প্যারিসের Muden Observatory-এর পরীক্ষায় প্রমাণিত হইয়াছে যে, চন্দ্রলোক হইতে যে ধরনের আলোক প্রতিফলিত হয়, উহা ছাই-চাপা আগুনের আলোকের

অনুরূপ। বাতাস থাকিলে হাওয়ায় ছাই উড়িয়া গিয়া প্রজ্বলিত আগুন দৃষ্টিগোচর হইত।

১১৬। আমেরিকার Vanguard এবং রাশিয়ার Sputnik কি?—Rocket-চালিত মনুষ্যসৃষ্ট উপগ্রহ। বিশেষ ধরনের fuel-এর সাহায্যে ইহাকে বায়ুমধ্যে উৎক্ষিপ্ত করা হয়। পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ-মণ্ডলের বাহিরে গিয়া ইহারা নিজ নিজ কক্ষপথে পরিভ্রমণ করিতেছে। বৈজ্ঞানিকগণ আশা করেন যে, এইগুলি কয়েকশত বৎসর পর্যন্ত শূন্যপথে থাকিতে পারিবে। ১৯৫৯ খ্রীস্টাব্দের ১৪ই সেপ্টেম্বর রুশ রকেট চন্দ্রমণ্ডলে পৌছিয়াছে। মহাশূন্য হইতে রকেট আরোহণকারী কুকুর ও বানর জীবিতাবস্থায় ফিরিয়া আসিয়াছে। ১০,০০০ লোক চন্দ্রমণ্ডলে যাত্রা করিবার জন্য রুশবিজ্ঞানীদের নিকট আবেদন করিয়াছিল বলিয়া জানা যায়।

১১৭। Lithium নামক ধাতুর ওজন সমপরিমাণ জলের ওজনের অর্ধেক।

১১৮। ১২ এপ্রিল ১৯৬১ খ্রীস্টাব্দে সোভিয়েত ইউনিয়ন সাফল্যের সহিত একজন মানুষকে মহাকাশে প্রেরণ করে। এই মানুষটির নাম মেজর ইউরি আলেক্সিয়েভচ গ্যাগারিন। ইনি নির্দিষ্ট কক্ষপথে পৃথিবী প্রদক্ষিণ করিয়া গ্রীণউইচ সময় ৭-৫৫ মিনিটে নিরাপদে ফিরিয়া আসেন। ইনি শূন্যপথে ১০৮ মিনিটকাল ছিলেন।

১১৯। ২৬শে এপ্রিল, ১৯৬২ মার্কিনী মহাকাশযান Ranger-4 ঘণ্টায় ৫,৯৬৩ মাইল বেগে ছুটিয়া চন্দ্রলোকের গাত্রে গিয়া ধাক্কা মারে।

১২০। ৪০ বৎসর বয়স্ক নৌ-বিভাগের লেঃ কঃ গ্লেন ১৩০ টন ওজনের এটলাস রকেট কর্তৃক উৎক্ষিপ্ত ঘণ্টাকৃতি ক্যাপসুলে ২০শে ফেব্রুয়ারী ১৯৬২ খ্রীস্টাব্দে, ৮টা ১৭ মিঃ-এ মহাকাশে উঠেন এবং ঘণ্টায় ১৭ হাজার মাইল বেগে তিনবার পৃথিবী প্রদক্ষিণ করেন।

১২১। ভারতের প্রথম রকেট কবে উৎক্ষিপ্ত হয়?—২১শে নভেম্বর ১৯৬৩ সন্ধ্যা ৬-২৫ মিনিটে ত্রিবান্দ্রামের নিকট থুম্বা রকেট ঘাঁটি হইতে ভারতের প্রথম সাউণ্ডিং রকেট উৎক্ষিপ্ত হয়।

১২২। কোন্ কোন্ নভশ্চারীগণ প্রথম চন্দ্রে অবতরণ করেন ?—১৯৬৯ খ্রীস্টাব্দে (১৬—২৪ জুলাই) আর্মস্ট্রং, কলিন্স্ ও আলড্রিন যুক্তরাষ্ট্রীয় এই তিনজন নভশ্চারী সর্বপ্রথম চাঁদের মাটিতে পদক্ষেপ করিয়া ইতিহাসে নূতন রেকর্ড স্থাপন করেন। কলিন্স্ মূল যান লইয়া চাঁদের কক্ষপথে ঘুরিতে থাকেন আর আর্মস্ট্রং ও আলড্রিন চাঁদে অবতরণ করেন। ইহারা চাঁদের মাটি এবং শিলার নমুনা লইয়া আসিয়াছিলেন। এই অভিযানে তাঁহারা ১৯৫ ঘঃ ১৮ মিঃ মহাকাশে ছিলেন।

১২৩। কোন্ কোন্ নভশ্চারী আকাশে দীর্ঘতম কাল অবস্থান করিয়া রেকর্ড স্থাপন করিয়াছেন ?—নিকোলায়েভ ও সেবাস্টিয়ানেভ নামক রাশিয়ার দুইজন নভশ্চারী ১৯৭০ খ্রীস্টাব্দে ৪২৪ ঘণ্টা ৫৯ মিনিট আকাশে অবস্থান করিয়া রেকর্ড স্থাপন করিয়াছেন।

১২৪। নীহারিকা কাহাকে বলে ?—অতিকায় জ্বলন্ত গ্যাসের পিণ্ড। বিরাট শরীর নিয়ে ঘূর্ণিবায়ুর মত মহাকাশে কোটি কোটি মাইল যায়গা জুড়ে জ্বলছে। অ্যাণ্ড্রোমিডা নামে একটি নীহারিকা আছে যাহার ওজন সূর্যের চেয়ে তিন হাজার কোটি গুণ বেশি, অথচ শরীর হাল্কা গ্যাস দিয়ে তৈরি।

১২৫। পারমাণবিক শক্তিচালিত জাহাজ তৈরির ব্যাপারে রাশিয়াই প্রথম কৃতিত্বের অধিকারী। রাশিয়ার তৈরি জাহাজটির নাম লেনিন। লম্বা ৪৪০ ফুট, গতিবেগ ঘণ্টায় ১৮ নট্। ১৯৬৪ খ্রীস্টাব্দে আমেরিকা স্যাভানা নামে অনুরূপ জাহাজ তৈরি করিয়াছে। লম্বা ৫৯৫ ফুট, গতিবেগ ঘণ্টায় ২১ নট্।

কয়েকটি বৈজ্ঞানিক যন্ত্র

১। Compass (কম্পাস্)—দিগ্‌দর্শন যন্ত্র। সমুদ্রের নাবিকরা ইহার সাহায্যে দিক্ নিরূপণ করিয়া থাকে।

২। Lactometer (ল্যাক্‌টোমিটার)—যে-যন্ত্রের সাহায্যে দুগ্ধের বিশুদ্ধতা নিরূপণ করা যায়।

৩। Loud Speaker (লাউড স্পীকার)—যে-যন্ত্রের সাহায্যে শব্দ জোরে শোনা যায়। আজকাল সভা-সমিতিতে ইহা ব্যবহার করা হয়।

৪। Microscope (মাইক্রোস্কোপ্)—যে-যন্ত্রের সাহায্যে অতিশয় ক্ষুদ্র বস্তুকেও বৃহৎ দেখায়।

৫। Stethoscope (স্টেথোস্কোপ্)—যে-যন্ত্রের সাহায্যে ডাক্তারেরা হৃদস্পন্দন পরীক্ষা করিয়া থাকেন।

৬। Telescope (টেলিস্কোপ্)—যে-যন্ত্রের সাহায্যে দূরের জিনিসকে নিকটে দেখা যায়।

৭। X'ray (এক্স-রে)—যে অদৃশ্য আলোকের সাহায্যে শরীরের অভ্যন্তরস্থ হাড়ের বা যে-কোন কঠিন পদার্থের ছবি তোলা হয়।

৮। Broadcasting (ব্রডকাস্টিং) বলিতে কি বুঝায় ?—বিনা তারে এক স্থান হইতে অন্য স্থানে সংবাদ-প্রেরণকে।

৯। Talkie Film (টকি ফিল্ম)—শব্দ ও গতিবিশিষ্ট চলচ্চিত্র। ১৯২৯ খ্রীস্টাব্দে ইহা পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছে।

১০। Telephone (টেলিফোন)—বিদ্যুতের সাহায্যে এক স্থান হইতে অপর স্থানে কথাবার্তা প্রেরণের প্রক্রিয়াকে টেলিফোন বলে। টেলিফোনের একটি কেন্দ্রীয় অফিস থাকে। তাহাকে টেলিফোনের এক্সচেঞ্জ বলে।

১১। Incubator (ইনকিউবেটার)—ইহার দ্বারা তাপ প্রয়োগ করিয়া অল্প সময়ে ডিম ফুটাইয়া বাচ্চা বাহির করা হয়।

১২। Siesmometer (সিস্মোমিটার)—এই যন্ত্রের দ্বারা ভূমিকম্পনের উৎপত্তিস্থান ও গতি নিরূপিত হয়।

১৩। Microphone (মাইক্রোফোন)—ইহার দ্বারা শব্দ অধিক স্পষ্ট হয় ও বহুদূর হইতে শুনা যায়। আজকাল বিরাট জনসভায় মাইক্রোফোনের সাহায্যে বক্তৃতা সকলের শ্রুতিগোচর করান হয়।

১৪। Periscope (পেরিস্কোপ্)—ইহা দ্বারা পরিখা ও ডুবোজাহাজের মধ্যস্থ লোকেরা উপরকার দৃশ্য দেখিতে পায়।

১৫। Refrigerator (রিফ্রিজারেটার)—৫০ ফারেণহাইট বা তদূর্ধ্ব উত্তাপে যে-সব দ্রব্য পচিয়া যায়, তাহাকে রক্ষা করিবার জন্য ইহার ভিতরে রাখা হয়।

১৬। Incinerator (ইনসিনারেটার)—আবর্জনা পুড়াইবার যন্ত্র। ইহার সুবিধা এই যে, আবর্জনা অতি অল্প সময়ে ভস্মীভূত হইয়া কঠিন পাথরের ন্যায় একপ্রকার দ্রব্যে পরিবর্তিত হয়। এই কঠিন পাথরের ন্যায় দ্রব্য দ্বারা রাস্তা মেরামতের কাজ চলিতে পারে। ইহা ছাড়া, এই যন্ত্রের তাপ হইতে বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয়। এই বিদ্যুৎ কাজে লাগান চলে। ইউরোপের বহু শহরে এই যন্ত্র দ্বারা আবর্জনা নষ্ট করিয়া ফেলা হয়। কলিকাতা কর্পোরেশন এইরূপ একটি যন্ত্র ব্যবহার করিতেছে। আলিপুর টাঁকশালের অনতিদূরে এই যন্ত্রটি রক্ষিত হইয়াছে।

১৭। Barometer (ব্যারোমিটার)—বায়ুর চাপ ও আবহাওয়ার অবস্থা নির্দেশ করিবার জন্য ব্যারোমিটার ব্যবহার করা হয়।

১৮। Cyclostyle (সাইক্লোস্টাইল)—একসঙ্গে অনেক কাগজ ছাপিবার যন্ত্র। এই মেশিনে পাতলা কাগজের উপর লেখা জিনিস একসঙ্গে অনেক ছাপা যায়।

১৯। Cyclotron (সাইক্লোট্রোন)—পরমাণু বিচ্ছিন্ন করিবার যন্ত্র।

২০। Spectrometer (স্পেকট্রোমিটার)—আলোকরশ্মি সনাক্ত করিবার যন্ত্র।

২১। Spuriscope (স্পিউরিস্কোপ)—জাল নোট ধরিবার যন্ত্র।

২২। Radio—একপ্রকার তারহীন যন্ত্র। ইহার সাহায্যে একস্থান হইতে অন্যস্থানে সংবাদাদি পাঠান হয় এবং গান, খবরাদি শোনা যায়।

২৩। Television—দূরবর্তী স্থানের শব্দাদি-সহ দৃশ্যাদি দেখিবার যন্ত্র।

২৪। Teleprinter—বিদ্যুৎ তরঙ্গের সাহায্যে স্বয়ংক্রিয় সংবাদ গ্রহণের যন্ত্র।

২৫। Radar—রেডিও তরঙ্গ দ্বারা জলে, স্থলে, আকাশে যে কোন বস্তুর অবস্থান নির্ণয় করিবার যন্ত্র। Radio, Angle, Detection and Ranging এই কয়টি শব্দের প্রথম অক্ষর লইয়া কথাটি গঠিত হইয়াছে।

আবিষ্কার ও আবিষ্কারকদের নাম

১। আণবিক বোমা (এটম বম্)—অটো হ্যান ও মিটনার (আমেরিকা) ১৯৪৫।

২। বেতার যন্ত্র—জি. মার্কনি (ইতালি) ১৮৯৬।

৩। রিভলবার—কোল্ট (আমেরিকা) ১৮৩৫।

৪। বৈদ্যুতিক টেলিগ্রাফ—স্যামুয়েল মর্স (আমেরিকা) ১৯০২।

৫। টেলিফোন—গ্রেহাম বেল (আমেরিকা) ১৮৭৭।

৬। গ্রামোফোন—এডিসন (আমেরিকা) ১৮৭৭।

৭। উড়োজাহাজ—রাইট ভ্রাতৃদ্বয় (আমেরিকা) ১৯০৩।

৮। সেলাইয়ের কল—ইলিয়াস হাউ (আমেরিকা) ১৮৪৬।

৯। ডিনামাইট—আলফ্রেড্ নোবেল (সুইডেন) ১৮৬২।

১০। ধাতুনির্মিত ছাপার অক্ষর—গুটেনবার্গ (জার্মানি) ১৮৯৬।

১১। লিনোটাইপ—মার্গেনথলার (আমেরিকা) ১৮৮৫।

১২। কলেরার জীবাণু—রোনাল্ড রস্ (ইংলণ্ড) ১৮৮৫।

১৩। ম্যালেরিয়ার জীবাণু—ল্যাভারণ্ ১৮৪০।

১৪। টাইফয়েড—এবার্ট গ্যাফল ১৮৮০।

১৫। ফারেণহাইট স্কেল—ফারেণহাইট (জার্মানি) ১৬৮৬-১৭৩৬।

১৬। বসন্তের টিকা—এডওয়ার্ড জেনার (ইংলণ্ড) ১৭৯৬।

১৭। ফাউণ্টেন পেন—ওয়াটারম্যান (আমেরিকা) ১৮৮৪।

১৮। ফটোগ্রাফি—ড্যাপার এবং নিপজ (ফ্রান্স) ১৮২২।

১৯। রেডিয়াম—পিয়েরে ক্যুরি ও মাদাম ক্যুরি (ফ্রান্স ও পোল্যাণ্ড) ১৮৯৮।

২০। ডাইনামো—ফ্যারাডে (ইংলণ্ড) ১৮৩১।

২১। এক ঘণ্টা বাজান যায় এইরূপ গ্রামোফোন রেকর্ড—ফ্রাঙ্ক এল ডয়ার।

২২। ইকমিক্ কুকার—ডাঃ ইন্দুমাধব মল্লিক।

২৩। আপেক্ষিক তত্ত্ব—বৈজ্ঞানিক আইনস্টাইন্ (জার্মানি)।

২৪। দশমিক গণনা-প্রণালী—ভারতবর্ষে আবিষ্কৃত হয়।

২৫। রেল ইঞ্জিন—জেম্স ওয়াট্ (স্কট্ল্যাণ্ড) ১৭৬৫।

২৬। ফটো ফিল্ম—ইস্টম্যান (আমেরিকা)।

২৭। স্ত্রী-মশক ম্যালেরিয়ার জীবাণু বহন করে এ তথ্য কে আবিষ্কার করেন ?—রোনাল্ড রস্ (ইংলণ্ড)। রসের গবেষণাগার কলিকাতার পূর্বতন P. G. Hospital-এ ছিল। বর্তমানে উহার নাম শেঠ সুখলাল কারনানী হাসপাতাল।

২৮। মাধ্যাকর্ষণ—স্যার আইজাক নিউটন (ইংলণ্ড) ১৬৬৮।

২৯। বৈদ্যুতিক চুল্লী—সিমেনস্ (জার্মানি) ১৮৬১।

৩০। সামরিক ট্যাঙ্ক—সুইন্টন্ (বেলজিয়াম) ১৯১৪।

৩১। মেসিন গান—গ্যাটলিং (১৮৬১) এবং লিউস (১৯১২)।

৩২। সবাক চিত্র—এডিশন (আমেরিকা) ১৮৭৭।

৩৩। হাইড্রোজেন বোমা—হ্যান্স থিররিং (অস্ট্রিয়া) ১৯৩৬।

৩৪। টাইপরাইটার—সোল্স (আমেরিকা) ১৮৬৮।

৩৫। সেফ্টি রেজর—কিং গিলেট্ (আমেরিকা) ১৯০৪।

৩৬। দেশলাই কে আবিষ্কার করেন ?—জন ওয়াকার (ইংলণ্ড) ১৮২৭।

৩৭। সূতা বুনিবার কল কাহাদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয় ?—আর্করাইট, হারগ্রীভস্ ও ক্রমপ্ট্ন (ইংলণ্ড)।

৩৮। প্রাচীনকালে কে প্রথম সর্টহাণ্ড লিখন-পদ্ধতি আবিষ্কার করেন?—মার্কস টুনিয়াস টাইরো (৬৩ খ্রীঃ পূঃ)।

৩৯। সূর্যের আলোকে যে সাতটি বর্ণ আছে, এই তথ্য প্রথম কে আবিষ্কার করেন?—স্যার আইজাক্ নিউটন।

৪০। ক্লোরোফর্ম কবে আবিষ্কৃত হয়?—১৮৩১ খ্রীস্টাব্দে। J. V. Leibig এবং E. Souberian পৃথক্ ভাবে গবেষণা করিয়া ইহা আবিষ্কার করেন। ১৮৩৭ খ্রীস্টাব্দে এডিনবরাতে Sir James Young Simpoon সর্বপ্রথম ইহা ব্যবহার করেন।

৪১। বেহালা কবে কোথায় প্রথম তৈয়ারি হয়?—ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে ইতালিতে।

৪২। 'টেলিভিশন' যন্ত্র?—১৯২৫ খ্রীস্টাব্দে ইংলণ্ডে জে. এল. বেয়ার্ড ও আমেরিকায় সি. এফ. জেঙ্কিন্স।

৪৩। ফনোগ্রাফ ও ইলেকট্রিক বাল্ব—টমাস আলভা এডিসন (আমেরিকা) যথাক্রমে ১৮৭৭ ও ১৮৭৯ খ্রীস্টাব্দে আবিষ্কার করেন।

৪৪। বাষ্পচালিত ছাপার কল—কুনিগ (জার্মানি) ১৮১০।

৪৫। ক্রেস্কোগ্রাফ
শোষণগ্রাফ
বৃক্ষনমানযন্ত্র } জগদীশচন্দ্র বসু (ভারতবর্ষ)

৪৬। দূরবীক্ষণ যন্ত্র (টেলিস্কোপ)—হান্স্-লিপার্সি (হল্যাণ্ড)।

৪৭। ব্যারোমিটার—টরিসেলি (ইতালি) ১৬৪৩।

৪৮। পিয়ানো—ক্রিস্টোফার (ইতালি) ১৭০৯।

৪৯। চশমা—স্পিনা (ইতালি) ১৮১৬।

৫০। বৈদ্যুতিক ট্রামগাড়ি—মিঃ জে. এ. ট্রেন (আমেরিকা) ১৮৮৫।

৫১। রাডার (Radar)—ইহার আবিষ্কারক একাধিক ব্যক্তি। ১৯৩৫ খ্রীস্টাব্দে বৃটেনের ন্যাশন্যাল ফিজিক্যাল ল্যাবরেটরীর রেডিও বিভাগের গবেষকগণ

এবং পরে ১৯৩৮ খ্রীস্টাব্দে রাজকীয় বিমান বাহিনীর বৈজ্ঞানিকগণ ইহা আবিষ্কার করেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে এই রাডার সাফল্যের সহিত জার্মানির রকেট বোমা ও ইউ-বোটের আক্রমণ প্রতিহত করিয়াছিল।

৫২। অণুবীক্ষণ যন্ত্র (মাইক্রোস্কোপ)—লিউবেহনহোক (হল্যাণ্ড) ১৬৭৫।

৫৩। সেফ্‌টি পিন—ডব্লিউ. হাণ্ট (আমেরিকা) ১৮৯৪।

৫৪। বেলুন—মনগলফিয়ার (ফ্রান্স) ১৭৮৩।

৫৫। কে অন্ধদের পড়িবার উপায় আবিষ্কার করেন ?—লুই ব্রেইল (ফ্রান্স)।

৫৬। কৃত্রিম রেশম কে উদ্ভাবন করেন ?—১৮৮৯ খ্রীস্টাব্দে Count Hilaire de Chardonnet তুঁতগাছ ও তাহার পাতা হইতে রাসায়নিক প্রক্রিয়া দ্বারা রেশম প্রস্তুত করেন।

৫৭। ডিম ফুটাইয়া শাবক বাহির করিবার কল কবে আবিষ্কৃত হয় ? —প্রাচীনকালে মিশরে ডিম ফুটাইবার কল ছিল। আধুনিক যন্ত্রটি উদ্ভাবিত হইয়াছে ১৮৫৭ খ্রীস্টাব্দে।

৫৮। প্রস্তরাদির দ্বারা কে প্রথম পাকা রাস্তা প্রস্তুত করেন ?—জন ম্যাক এ্যাডাম (John Mac Adam) ১৮১৯।

৫৯। কে আঠাযুক্ত ডাকটিকিটের উদ্ভাবন করেন ?—Dundeeর জেম্‌স্‌ চেম্বার্স (James Chambers) ১৮৩৪।

৬০। দোলক আবিষ্কার করেন কে ?—গ্যালিলিও (ইতালি)।

৬১। আধুনিক Shorthand অক্ষরের জন্ম হয় ইংলণ্ডে ১৩শ শতাব্দীতে—তবে ১৮৩৭ খ্রীস্টাব্দে আইজাক পিট্‌ম্যান নামক একজন ইংরেজ শব্দের উচ্চারণভঙ্গী ও ধ্বনিকে ভিত্তি করিয়া কতকগুলি চিহ্নের প্রবর্তন করিয়া Shorthand-এর ব্যবহারকে কাজে লাগান।

৬২। Waterproof-এর পন্থা কে আবিষ্কার করেন ?—১৮১৮ খ্রীস্টাব্দে James Syme নামে এক চিকিৎসাশাস্ত্রের ছাত্র Waterpoof-এর পন্থা আবিষ্কার করেন। তখন তাঁহার বয়স উনিশ বৎসর। তিনিই প্রথম পরীক্ষা

করিয়া দেখেন, আলকাতরা-নিঃসৃত Naptba নামক রাসায়নিক পদার্থটি শুকনো রবার জাতীয় পদার্থকে গলাইতে পারে। এই গলান পদার্থের পর্দা দুপুরু কাপড়ের মধ্যে রাখিয়া চাপ দিলে যে কাপড়টি তৈরি হয়, তাহার মধ্য দিয়া জল গলে না।

৬৩। বেতার চিত্র কে প্রস্তুত করেন?—১৯০২ খ্রীস্টাব্দে জার্মানির বৈজ্ঞানিক Korn।

৬৪। ভিটামিন বস্তুটির নামকরণ করেন পোল্যাণ্ডের রাসায়নিক ক্যাসিমি ফাঙ্ক। Vitamin শব্দটি প্রথমে Vitamine বলিয়া পরিচিত হয়। Vita শব্দের অর্থ জীবন, amine হইতেছে একরকমের রাসায়নিক পদার্থ, যেটি ফাঙ্ক তাঁহার আবিষ্কৃত পদার্থটিতে বিদ্যমান আছে বলিয়া ঘোষণা করেন। কিন্তু লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের Professor Drummond প্রমাণ করেন যে, ফাঙ্কের আবিষ্কৃত পদার্থে amine বলিয়া কোনো পদার্থ নাই। তাই তখন amine শব্দটি হইতে e অক্ষরটি বাদ দিয়া Vitamin নাম রাখা হয়।

৬৫। জলাতঙ্ক রোগের ঔষধ আবিষ্কার করেন কে?—লুই পাস্তুর (ফ্রান্স) ১৮৮৫।

৬৬। রেডিও—ডাঃ জি. মার্কনি (ইতালি) ১৮৯৬।

৬৭। থার্মোফ্লাস্ক আবিষ্কার করেন স্যার জেম্স্ ডিউয়ার।

৬৮। স্টেপ্টোমাইসিন (Steptomycin) নামক বিখ্যাত ঔষধ কে আবিষ্কার করেন?—১৯৪৬ খ্রীস্টাব্দে ডাঃ সেলম্যান এ ওয়াকসম্যান। এই আবিষ্কারের জন্য তিনি ১৯৫২ খ্রীস্টাব্দে ভেষজ-বিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন।

৬৯। আধুনিক ছাপাখানা—জন গুটেনবার্গ (জার্মানি) ১৪৫৪।

৭০। হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া ও রক্তের সঞ্চালন—উইলিয়ম হার্ভে (ইংলণ্ড) ১৬৮২।

৭১। লিডেনজার কন্‌ডেন্সার—ফনক্লাইস্ট, ১৭৪৫।

৭২। হাইড্রোজেন -হেনরী ক্যাভেণ্ডিস্ (ইংলণ্ড) ১৭৬৬।

৭৩। অক্সিজেন—জোসেপ প্রিস্টলি (ইংলণ্ড) ১৭৭৪।

৭৪। চলমান বিদ্যুৎ ও সেল (Cell)—কাউন্ট এলেসাণ্ড্রো ভোল্টা (ইতালি) ১৮০০।

৭৫। স্টিম বোট—রবার্ট ফুলটন (আমেরিকা) ১৮০৭।

৭৬। কয়লাখনির আলো (ডেভি'স সেফ্টি ল্যাম্প)—হামফ্রে ডেভি (ইংলণ্ড) ১৮১৫।

৭৭। স্টেথোস্কোপ (বুক পরীক্ষার যন্ত্র)—রেণী লেনেক (ফ্রান্স) ১৮১৯।

৭৮। স্টিম লোকোমোটিভ (বাষ্পীয় শকট)—জর্জ স্টিফেনসন্ (ইংলণ্ড) ১৮২৯।

৭৯। ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক ইনডাক্শন (ডাইনামো)—মাইকেল ফ্যারাডে (ইংলণ্ড) ১৮৩১।

৮০। ইথার—লং (আমেরিকা) ১৮৪২।

৮১। লিফ্ট্—ওটিস্ (আমেরিকা) ১৮৫২।

৮২। ইস্পাত—হেনরী বেসেমার (ইংলণ্ড) ১৮৫৬।

৮৩। বিবর্তনবাদ (Evolution)—চার্লস্ ডারুইন (ইংলণ্ড) ১৮৫৯।

৮৪। টিটেনাস জীবাণু—নিকোলেয়ার (ফ্রান্স) ১৮৮০।

৮৫। বোস-আইনস্টাইন তত্ত্ব—সত্যেন্দ্রনাথ বসু (ভারতবর্ষ)।

৮৬। কালাজ্বরের ঔষধ 'ইউরিয়া স্টিবেমিন'—ডাঃ ইউ. এন. ব্রহ্মচারী (ভারতবর্ষ)।

৮৭। ক্যামেরা—ইস্টম্যান কোডাক (আমেরিকা) ১৮৮৮।

৮৮। ডিজেল ইঞ্জিন—রুডলফ্ ডিজেল (জার্মানি) ১৮৯২।

৮৯। ইলেকট্রন—জে. জে. টম্সন্ (ইংলণ্ড) ১৮৯৭।

৯০। সাবমেরিন—হল্যাণ্ড (আমেরিকা) ১৮৯১।

৯১। সালফা ড্রাগস—জেরার্ড ডোম্যাক (জার্মানি) ১৯৩২।

৯২। পেনিসিলিন—এ. ফ্লেমিং ও হাওয়ার্ড ফ্লেরি (ইংলণ্ড) ১৯৩৮।

৯৩। ডি-ডি-টি—পল মূলার (সুইজারল্যাণ্ড) ১৯৪১।

৯৪। সাইকেল—ম্যাক্‌মিলান (স্কটল্যাণ্ড) ১৮৩৯।

৯৫। মোটরগাড়ি—গাটলির ডেইমেলার (জার্মানি) ১৮৮৪।

৯৬। চলচ্চিত্র—আদি আবিষ্কারক শরীরতত্ত্ববিদ্ প্লেটো ও মারে (১৮৭০) পরবর্তী আবিষ্কারক ইভান্স্ ও ফ্রীজ গ্রীন (১৮৮৯)।

৯৭। বেতারবার্তা (ওয়ারলেস)—ম্যাক্সওয়েল, হেওর্স, জগদীশচন্দ্র বসু ও ইতালির মার্কনি। পরে মার্কনি ১৮৯৬ খ্রীস্টাব্দে বেতার সংবাদ আদান-প্রদানের উপায় আবিষ্কারে কৃতকার্য হন।

৯৮। উড়ন্ত বোমা (এ্যাটম রকেট)—ডাঃ চার্লস্ কেটারিং (আমেরিকা) ১৯২৪। এই বোমা আকাশে ২,৫০০ ফুট উপর দিয়া চলিতে পারে। গতিবেগ ঘণ্টায় ৩০০ হইতে ৪০০ মাইল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় জার্মানরাই ইহা প্রথম ব্যবহার করে।

৯৯। টেরামাইসিন—চক্ষুরোগের ঔষধ। আমেরিকার জেফারসন মেডিক্যাল কলেজের চক্ষুচিকিৎসক ডাঃ এ. ই. টাউন কর্তৃক ইহা আবিষ্কৃত হইয়াছে।

১০০। জনসংখ্যা সম্পর্কে প্রথম গবেষণা করেন কে ?—অষ্টাদশ শতাব্দীর বৃটিশ অর্থনীতিবিদ্ রবার্ট ম্যালথাস।

১০১। স্পেকট্রোস্কোপ—জোসেফ ফ্রনহফার।

১০২। প্রতিফলন নিয়ম—১৬২১ খ্রীষ্টাব্দে Wille Snell, এই নিয়ম আবিষ্কার করেন।

১০৩। নাইলন—W, H. Carothers, (১৯৩০)

১০৪। টেরিলিন—জন হুইনফিল্ড ও জে. টি. ডিক্সন (ইংলণ্ড) ১৯৪১।

১০৫। অটোমেটিক রাইফেল—জন. এম. ব্রাউনিং (আমেরিকা)।

১০৬। ট্রানজিসটার—ডক্টর উইলিয়াম শকলি, ডক্টর জন বার্ডিন, ডক্টর ওয়ালটার ব্রোটেন।

১০৭। ইলেকট্রনিক কমপিউটর—রবার্ট ভাইনার (১৯৪২)।

১০৮। অ্যাবেকাস (Abacas)—এটি অঙ্ক কষার প্রথম কল। ষষ্ঠ শতকে চীনদেশে ইহা তৈরি হয়।

১০৯। যোগ করার প্রথম আধুনিক যন্ত্র তৈরি করেছিল ফরাসী দেশের উনিশ বছরের ছেলে প্যাস্কেল। প্যাস্কেলের বাবা শুল্ক বিভাগের কর্মচারী ছিলেন। তাকে অঙ্কের হিসাবে সাহায্য করবার জন্য এই যন্ত্র আবিষ্কৃত হয়।

তিন যুগের সপ্তাশ্চর্য

বর্তমান যুগ

(১)

১। ওয়ারলেস টেলিগ্রাফ (বেতার বার্তাবাহক যন্ত্র) এবং টেলিফোন (দূরভাষ যন্ত্র)। ২। অটোমোবাইলস এবং লোকোমোটিভস। ৩। বিমানপোত এবং ডুবোজাহাজ। ৪। এক্স-রে। ৫। টেলিভিশন। ৬। চলচ্চিত্র এবং সবাকচিত্র। ৭। সংবাদপত্র মুদ্রণের জন্য বৈদ্যুতিক রোটারী যন্ত্র।

(২)

১। নিউইয়র্কের এম্পায়ার স্টেট্ বিল্ডিং। ২। পানামা খাল।
৩। টেম্‌স নদীর সুড়ঙ্গ এবং লণ্ডনের টিউব রেলপথ।
৪। সানফ্রানসিস্কোর গোল্ডেন গেট সেতু। ৫। রাশিয়ার নীপার বাঁধ।
৬। ওয়াশিংটন স্মৃতি। ৭। ভারতের ভাকরা-নাঙ্গাল বাঁধ।

মধ্য যুগ

১। আগ্রার তাজমহল। ২। আলেকজান্দ্রিয়ার ভূগর্ভস্থ সমাধিক্ষেত্র। ৩। চীনের প্রাচীর। ৪। সেণ্ট পিটার্স গীর্জা। ৫। পিসার হেলান চূড়া। ৬। নানকিংয়ের চীনামাটির স্তম্ভ। ৭। কনস্টান্টিনোপলের সোফিয়ার মসজিদ।

আদিম যুগ

১। মিশরের পিরামিড।
২। রোমের রঙ্গভূমি।
৩। রোড্‌স বন্দরের কলোসাস্
৪। অলিম্পিয়ার প্রস্তরমূর্তি।
৫। ডায়েনার মন্দির।
৬। ব্যাবিলনের শূন্যোদ্যান।
৭। আলেকজান্দ্রিয়ার আলোকস্তম্ভ।

খেলাধূলার কথা

১। পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ পালোয়ান কে?—রাশিয়ার লেওনিদ জাবতিনস্কি।

২। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড় কে?—বিশ্ব অলিম্পিকের রেকর্ড অনুযায়ী আমেরিকার জন থোরপেকে।

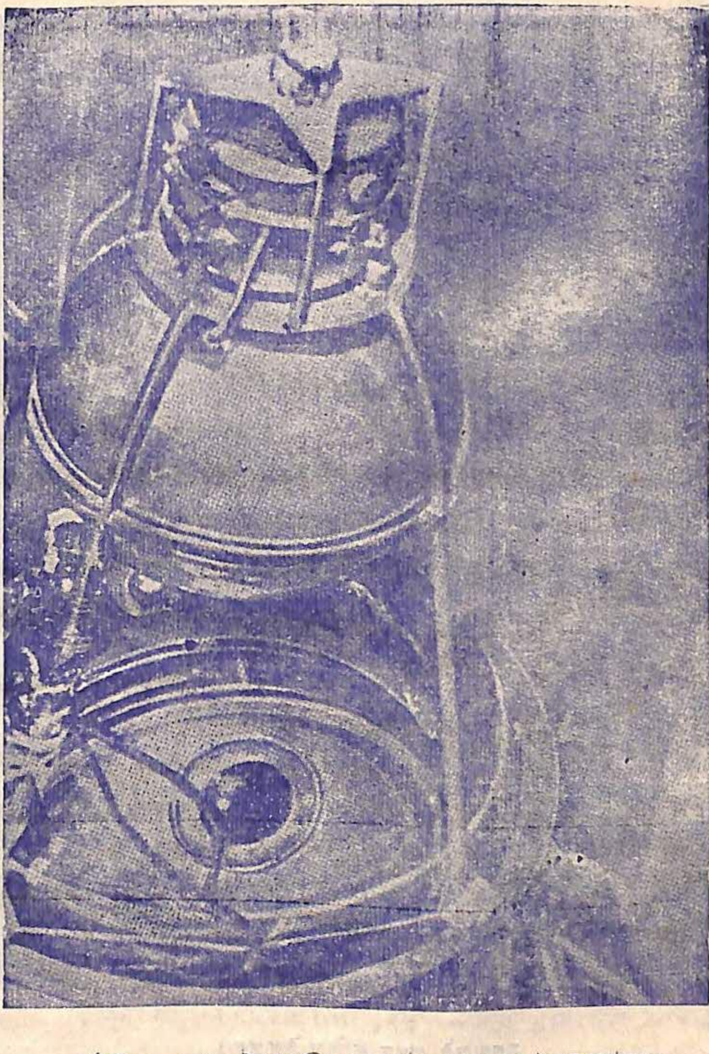
৩। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ অ্যাথলিট্ কে?—লুসিয়ান রোজা এবং মহিলা অ্যাথলিট্ হানা সেফিজি।

৪। পৃথিবীর মধ্যে বর্তমানে শ্রেষ্ঠ দাবা খেলোয়াড় কে?—রাশিয়ার ডি. স্লাইশ্লভ।

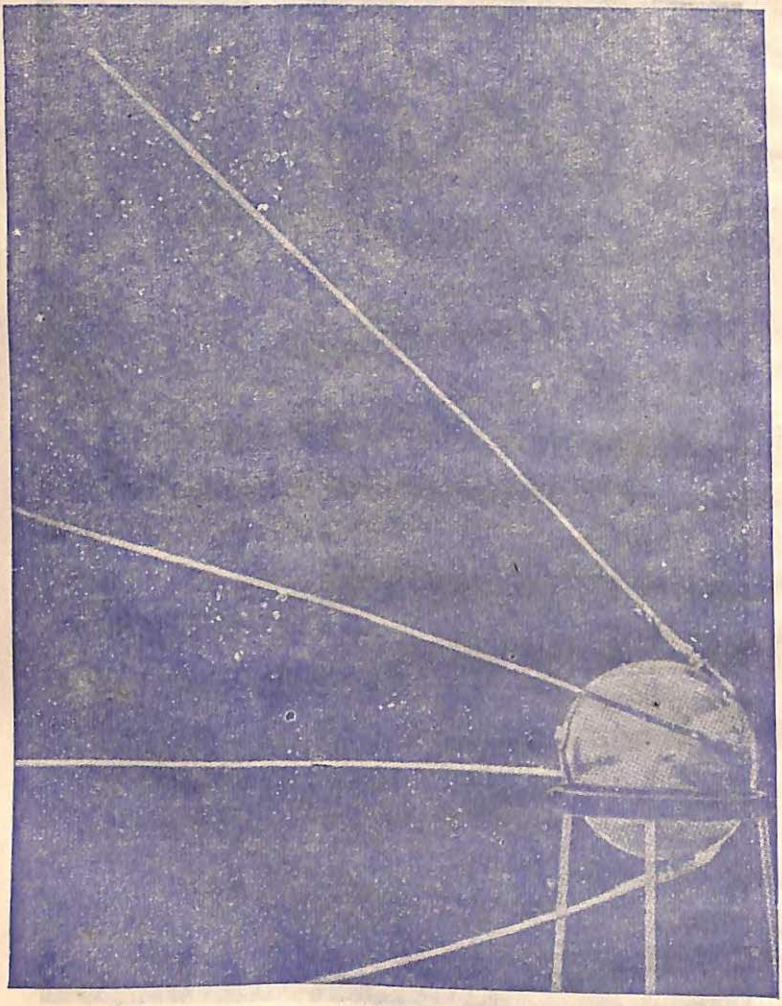
৫। পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ টেনিস খেলোয়াড় কে?—এ. কুপার।

৬। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সাইক্লিস্ট কে?—ফ্রান্সের জে. আনকুয়েটিল।

৭। কোন বাঙালী সন্তরণে বিশ্ব রেকর্ড স্থাপন করিয়াছেন?—রবীন চ্যাটার্জি একাদিক্রমে ৭৩ ঘণ্টা ৩০ মিনিট কাল সন্তরণ করিয়াছিলেন। বর্তমানে শ্রীঅরুণ নন্দী একাদিক্রমে ৯০ ঘণ্টা ৫ মিনিট সন্তরণ করিয়া শ্রীদিলীপ দের এশীয় রেকর্ড ৮১ ঘণ্টা ৩৭ মিনিট এবং যুক্তরাষ্ট্রীয় বি. সি. মূলের ৮৯ ঘণ্টা ৫৬ মিনিটের রেকর্ড ভঙ্গ করেন।



স্পুটনিক—২। ইহার ভিতরে লাইকা (কুকুর) চন্দ্রলোকের অভিমুখে যাত্রা করিয়াছিল।



মনুষ্যসৃষ্ট প্রথম কৃত্রিম উপগ্রহ।

৮। উড়োজাহাজের প্রথম চালক কে ?—স্যন্টাস ডুমাট।

৯। বিশ্ববিখ্যাত ক্রিকেট খেলোয়াড় কে ?—রণজিৎ সিংহ। ইঁহার স্মৃতিরক্ষার্থ পাতিয়ালার মহারাজা 'রঞ্জি কাপ' প্রদান করিয়াছেন।

১০। হাই জাম্পে পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ কে ?—সি. ডুমাস্ ৬ ফুট ১১½ ই.।

১১। ১৯৫৬ খ্রীষ্টাব্দে মেলবোর্নে যে অলিম্পিক খেলা হয়, তাহাতে A. Mimoun ২ ঘণ্টা ২৫ মিনিটে ম্যারাথন দৌড় প্রতিযোগিতায় বিজয়ী হন।

১২। পৃথিবীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা দ্রুত মোটর-চালক কে ?—ইংলণ্ডের জন কব (John Cobb)। ইনি ঘণ্টায় ২৬৮ মাইল বেগে মোটর চালাইয়া রেকর্ড স্থাপন করিয়াছেন।

১৩। পৃথিবীর মধ্যে দীর্ঘতম সন্তরণ-প্রতিযোগিতায় কে প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছিলেন ?—১৯৩৭ খ্রীস্টাব্দে যে সন্তরণ-প্রতিযোগিতা হয় তাহাতে সেথ কুবুথের ৩০ মাইল পথ অতিক্রম করিতে মাত্র ৪ ঘণ্টা ৫৫ মিনিট ৫ সেকেণ্ড সময় লাগিয়াছিল।

১৪। কে সর্বপ্রথম উড়োজাহাজে আটলাণ্টিক মহাসাগর পার হন ? —আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের নৌ-বিভাগের কমাণ্ডার এ. সী. রীড এবং তাঁহার তিনজন সঙ্গী। ইহারা ১৯১৯ খ্রীস্টাব্দে ১৫ই মে নিউফাউণ্ডল্যাণ্ড হইতে রওনা হইয়া ২০শে মে পর্তুগালের রাজধানী লিসবনে পৌছিয়া ছিলেন। Captain John Alcock এবং Lieutenant Whitten Brown ১৯১৯ খ্রীস্টাব্দে ১৪ই এবং ১৫ই জুন তারিখে কোথাও না নামিয়া প্রায় ষোল ঘণ্টায় আটলাণ্টিক মহাসাগর অতিক্রম করেন। এই কার্যের জন্য উভয়েই 'নাইট' উপাধিতে ভূষিত হন।

১৫। পৃথিবীর মধ্যে কে সর্বোচ্চ স্থান হইতে প্যারাসুটের সাহায্যে অবতরণ করেন ?—বিনি মিকেন্যাণ্ড ১৯৩২ খ্রীস্টাব্দে ৩৫,৫৯০ ফুট উর্ধ্ব হইতে অবতরণ করেন।

১৬। ডেভিস কাপ্ (Davis Cup) কি ?—টেনিস খেলা প্রতিযোগিতায় সর্বশ্রেষ্ঠ পুরস্কার। আমেরিকার খ্যাতনামা টেনিস খেলোয়াড় ড্যুইট

কিল্লে ডেভিস্ নিজ নামে এই কাপটি উপহার দেন। ১৯০০ খ্রীস্টাব্দে ডেভিস্ কাপের খেলা প্রথম প্রবর্তিত হয়।

১৭। ভারতের প্রধান ফুটবল প্রতিযোগিতাগুলির নাম কি?—কলিকাতার আই. এফ. এ. শীল্ড, বোম্বাইয়ের রোভার্স কাপ, ডুরাণ্ড কাপ এবং দ্বারভাঙ্গা শীল্ড।

১৮। M. C C.-র পুরো নাম কি?—Maryleybone Cricket Club.

১৯। Ashes মানে কি?—ইংলণ্ড ও অস্ট্রেলিয়ার ক্রিকেট খেলায় জয়লাভের পুরস্কার। ১৮৮২ খ্রীস্টাব্দের ২রা সেপ্টেম্বর ইংলণ্ড ও অস্ট্রেলিয়ার মধ্যে যে ক্রিকেট খেলা হয়, তাহাতে ইংলণ্ড দুই উইকেটে পরাজিত হয়। 'Sporting Times' পত্রিকায় খেলার সংবাদের সঙ্গে কাল বর্ডার দিয়া এই সংবাদটি ছাপা হইয়াছিল "In affectionate remembrance of English cricket which died at the Oval on the 20th of August, 1882. The body will be cremated and the ashes taken to Australia". ১৮৮৩ খ্রীস্টাব্দে ইংলণ্ডের ক্রিকেট দল অস্ট্রেলিয়াতে খেলিতে গেলে মেলবোর্ণের একদল অস্ট্রেলিয়ান মহিলা ছাই-ভর্তি একটি পাত্র এবং একটি কবিতা লইয়া ইংলণ্ডের ক্যাপ্টেনকে উপহার দিয়া অভ্যর্থনা করেন। সেই হইতে Ashes কথাটির উৎপত্তি। যে বৎসর যে দল বেশি সংখ্যক টেস্ট খেলায় জয়ী হয় তাহাদের সেই বৎসরের জন্য বলা হয় "The Ashes"—বিজয়ী।

২০। স্পেনের জাতীয় খেলা কি?—Bull-fighting (ষাঁড়ের সঙ্গে তলোয়ার লইয়া লড়াই)।

২১। Olympic Games কি?—পৃথিবীর সকল জাতির খেলোয়াড়দের মধ্যে খেলাধূলার বিরাট প্রতিযোগিতা। যীশুখৃস্ট জন্মাবারও ৭৭৬ বছর আগে এই খেলার শুরু। গ্রীসের অলিম্পিয়া নগরীতে দেবরাজ জিউসের মন্দির ছিল। প্রতি চার বছর পর পর জিউসের পূজা উপলক্ষে বিরাট উৎসব অনুষ্ঠিত হইত। এই উৎসবের অঙ্গ হিসাবে বিরাট ক্রীড়া প্রতিযোগিতা—যার নাম ছিল অলিম্পিক খেলা।

৩৯৪ খ্রীস্টাব্দে অলিম্পিক প্রতিযোগিতার ওপর যবনিকাপাত ঘটান রোমের সম্রাট প্রথম থিওডেসিয়াস। তারপর ১৮৯৬ খ্রীস্টাব্দে আবার প্রথম অলিম্পিক খেলা হয় এথেন্সে।

বর্তমানে প্রতি চার বৎসর অন্তর বিভিন্ন দেশে এই খেলার অনুষ্ঠান হয়।

২২। Test Match-এ ইংলণ্ডের পক্ষে কোন্ কোন্ ভারতবাসী ক্রিকেট খেলিয়াছেন?—রণজিৎ সিং, দিলীপ সিং, পতৌদির নবাব।

২৩। Olympic Games-এর কোন্ খেলায় ভারতবাসী প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছেন?—হকি খেলায় ধ্যানচাঁদ। ইনি 'হকি খেলায় যাদুকর' নামে পরিচিত।

২৪। বাঙালীর মধ্যে বিলিয়ার্ড খেলায় কে সবচেয়ে বেশি নাম করিয়াছেন?—প্রত্যুষ দেব। তিনি ১৯৩৫, ১৯৩৬, ১৯৩৮ খ্রীস্টাব্দে ভারতবর্ষে বিলিয়ার্ড খেলায় বিজয়ী হইয়াছেন।

২৫। আমেরিকার জাতীয় খেলার নাম কি?—Baseball.

২৬। ভারতের মধ্যে ভারোত্তোলন-প্রতিযোগিতায় শ্রেষ্ঠ স্থান কে অধিকার করিয়াছেন?—পাঞ্জাবের মহম্মদ নাকি (Md. Naqi)। ইনি ১৯৩৯ খ্রীস্টাব্দে সর্বসমেত ৭৭২½ পাউণ্ড তুলিয়াছিলেন। অদ্যাপি অন্য কেহ এত বেশি ভার উত্তোলন করিতে পারে নাই।

২৭। মোহনবাগান ক্লাবের এইরূপ নাম হইল কেন?—শ্যামবাজার অঞ্চলে মোহনবাগান নামক জায়গায় ইহা প্রথম স্থাপিত হয় বলিয়া ইহার নাম এইরূপ হইয়াছে।

২৮। সর্বাধিক বার ফুটবল খেলায় মোহনবাগান লীগ চ্যাম্পিয়ান এবং হকি খেলায় ক্যালকাটা কাস্টমস দল লীগ চ্যাম্পিয়ান হইয়াছে।

২৯। হাতবদ্ধ অবস্থায় সাঁতারে কে রেকর্ড স্থাপন করিয়াছেন?—হাতকড়ি লাগান অবস্থায় প্রফুল্ল ঘোষ জলে ৭১ ঘণ্টা ১৩ মিনিট সাঁতরাইয়া পৃথিবীতে নূতন রেকর্ড স্থাপন করিয়াছেন।

৩০। কোন্ ভারতীয় টিম্ সর্বপ্রথম I. F. A. Shield লাভ করে? —মোহনবাগান টিম্ ১৯১১ খ্রীস্টাব্দে I. F. A. শীল্ড লাভ করে।

৩১। কোন্ ভারতীয় টিম্ সর্বপ্রথম Calcutta Football League Champion হয়?—মহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব ১৯৩৪ খ্রীস্টাব্দে League খেলায় প্রথম Champion হয়। লীগ খেলা প্রথম অনুষ্ঠিত হয় ১৮৯৮ খ্রীস্টাব্দে।

৩২। ভারতবর্ষে প্রথম ফুটবল খেলার প্রচলন হয় কবে?—১৮০২ খ্রীস্টাব্দে বোম্বাইয়ে অনুষ্ঠিত মিলিটারী বনাম বোম্বাই আইল্যাণ্ডের খেলাটি ভারতবর্ষের প্রথম ফুটবল খেলা বলিয়া পরিগণিত হয়। ভারতবর্ষের ফুটবল খেলা প্রথম বিশেষ জনপ্রিয় হয়ে উঠে এলাহাবাদে (১৮৫০)।

৩৩। ডার্বি (Derby) ঘোড়দৌড় কোথায় হয়?—ইংলণ্ডের সারে (Surrey) কাউন্টির অন্তর্গত এপ্‌সম্ (Epsom) নামক স্থানে। ইহার প্রতিষ্ঠাতা লর্ড ডার্বির নাম অনুসারে ইহার নামকরণ হইয়াছে।

৩৪। ফুটবল, হকি, টেনিস ও ব্যাডমিণ্টন খেলার জন্য কত বড় মাঠের প্রয়োজন?—যথাক্রমে ১০০ হইতে ২০০ গজ × ৬০ হইতে ৮০ গজ। ১০০ × ৬ গজ; ৭৮ × ৩৬ ফুট; ৪৪ × ৩০ ফুট।

৩৫। ক্রিকেট খেলায় কি ব্যবধানে উইকেট পুঁতিতে হয়?—২২ গজ ব্যবধানে উইকেটগুলি পুঁতিতে হয়। প্রত্যেক দিকে Stumps তিনটি এমনভাবে পুঁতিতে হয় যেন, তিনটিতে মিলিয়া প্রস্থে ৮½ হইতে ৯ ইঞ্চি হয়। ইংলণ্ডের ক্লাপহামের সাধারণ মাঠে ১৭০০ খ্রীস্টাব্দে প্রথম ক্রিকেট খেলা হয়।

৩৬। মারাথন রেসের দৌড়ের পাল্লা কত এবং ইহার উৎপত্তির ইতিহাস কি?—২১ মাইল ৩৮৫ গজ। খ্রীস্টপূর্ব ৪৯০ অব্দে Pheidippides নামে এক গ্রীক যোদ্ধা ২৪ মাইল দৌড়াইয়া মারাথন হইতে এথেন্সে যুদ্ধবিজয়ের সংবাদ লইয়া যান এবং তৎপরে মারা যান। মারাথন রেস্ এই ঘটনার স্মারক প্রতিযোগিতা।

৩৭। ইউরোপীয় কুস্তি-প্রণালীর নাম কি?—Catch-as-catch-can wrestling.

৩৮। দাবা খেলার জন্ম কোথায়?—ভারতবর্ষে। সেযুগে ইহার নাম ছিল চতুরঙ্গ। ভারতবর্ষ হইতে এই খেলা যথাক্রমে আরব ও ইরানে প্রসার লাভ করে।

৩৯। তাসখেলা কাহারা প্রবর্তন করে?—অষ্টাদশ শতাব্দীতে ওলন্দাজরা পাশ্চাত্য পদ্ধতিতে তাসখেলার প্রবর্তন করিয়াছিল। তবে জানিতে পারা গিয়াছে যে, অতি প্রাচীন কালে ভারতবর্ষেও তাসখেলার প্রচলন ছিল।

৪০। ভারতের সহিত ইংলণ্ডের টেস্ট-ম্যাচ-এ এপর্যন্ত শতাধিক রান কে কে করিয়াছেন?—মার্চেন্ট, ও মুস্তাক্ আলি।

৪১। ভারতীয় হকিদল কোথায় ও কোন্ কোন্ বৎসর অলিম্পিক বিজয়ী হয়?—১৯২৮ (আমস্টারডাম); ১৯৩২ (লস্ এ্যাঞ্জেলস); ১৯৩৬ (বার্লিন); ১৯৪৮ (লণ্ডন); ১৯৫২ (হেলসিঙ্কি); ১৯৫৬ (মেলবোর্ণ)।

৪২। প্রথম বিমানপোত চালান কে?—১৯০৫ খ্রীস্টাব্দে আঃ যুক্তরাষ্ট্রের রাইট ভ্রাতৃদ্বয় আকাশ-পথে ১১ মাইল ২১০ গজ উড়িয়াছিলেন।

৪৩। বিমানপোতে আকাশের সর্বোচ্চ স্থানে এ পর্যন্ত কে উঠিয়াছেন—১৯৫৫ খ্রীস্টাব্দে ফ্রান্সের জিন বোলেট ২৬,৯৩১ ফুট উচ্চে উঠেন।

৪৪। ক্রিকেট বল এবং লন টেনিস বলের regulation weight কত? —ক্রিকেট বলের ওজন ৫ আউন্সের মধ্যে। লন টেনিস বলের ওজন দুই আউন্সের কম এবং ২$\frac{১}{১৬}$ আউন্সের বেশি হইলে চলিবে না।

৪৫। অক্সফোর্ড এবং কেম্ব্রিজের নৌকা-প্রতিযোগিতায় পথের দৈর্ঘ্য কত? —প্রায় ৪$\frac{১}{৪}$ মাইল। ১৯৩৩ খ্রীস্টাব্দে কেম্ব্রিজদল ১৮ মিনিট ৩ সেকেণ্ডে এই পথ অতিক্রম করিয়া রেকর্ড স্থাপন করিয়াছে।

৪৬। L. B. W. কি?—Leg before wicket.

৪৭। Oxford Blue বলিতে কি বুঝায়?—Oxford বিশ্ববিদ্যালয়

rowing, cricket, rugby, soccer, tennis, boxing প্রভৃতি ক্রীড়ায় যে পুরস্কার প্রদান করে।

৪৮। Hurdle Race কাহাকে বলে?—লাফাইয়া লাফাইয়া কতকগুলি প্রতিবন্ধক অতিক্রম করিয়া যে দৌড়-প্রতিযোগিতা হয়, তাহাকে Hurdle Race বলে।

৪৯। Pole vault কাহাকে বলে?—বংশদণ্ডের সাহায্যে উচ্চ লম্ফ প্রদানকে Pole vault বলে। পাঞ্জাবের সফি খাঁ ভারতবর্ষে Pole vault-এ champion, এবং আমেরিকায় C. Warmerdam পৃথিবীর মধ্যে Pole vault-এ champion.

৫০। রবীন চ্যাটার্জি না থামিয়া একাদিক্রমে ৬৪ ঘণ্টা ৩ মিনিট সময় সাইকেল চালাইয়াছেন।

৫১। জানকীদাস ৩,০০০ মিটার পথ সাইকেলে করিয়া ৪ মিনিট ৩$\frac{২}{৫}$ সেকেণ্ড সময়ের মধ্যে অতিক্রম করিয়াছেন।

৫২। পৃথিবীতে Wilhelm Herz, ২৯০ Km. বেগে মোটর সাইকেল চালাইয়া ১৯৫১ খ্রীস্টাব্দে রেকর্ড স্থাপন করিয়াছেন।

৫৩। উইট্‌ম্যান কাপ কি?—ইংলণ্ড এবং আমেরিকায় মহিলা টেনিস খেলোয়াড়ের এই আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতা ১৯৩৭ খ্রীস্টাব্দ হইতে আরম্ভ হইয়াছে।

৫৪। পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ মুষ্টিযোদ্ধা কে?—বিখ্যাত হেভিওয়েট চ্যাম্পিয়ান Rocky Marciano (U. S.)।

৫৫। বাংলাদেশে ঘোড়দৌড় খেলা কবে আরম্ভ হয়?—১৮০৮ খ্রীস্টাব্দে এদেশে ধনীদের জুয়াখেলায় প্রলুব্ধ করিবার উদ্দেশ্যে বেঙ্গল জকী ক্লাব ঘোড়দৌড় খেলা আরম্ভ করে। তখন কলিকাতার অদূরে আকনায় (রসায়) ঘোড়দৌড় মাঠ ছিল। ১৮১৯ খ্রীস্টাব্দে Calcutta Race Course তৈরী হয়।

৫৬। জুজুৎসু কি?—আত্মরক্ষামূলক জাপানী ব্যায়াম।

৫৭। Stop watch কাহাকে বলে?—দৌড় প্রভৃতি প্রতিযোগিতায় সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম সময়-পরিমাপক এবং বিশেষরূপে প্রস্তুত একপ্রকার ঘড়ি। এই ঘড়ি ইচ্ছামত বন্ধ করা বা চালান যায়।

৫৮। ভারতবর্ষ সর্বপ্রথম অস্ট্রেলিয়াকে টেস্ট ক্রিকেট খেলায় ১৯৫৯ খ্রীস্টাব্দে কানপুরের Green-Park-এ ১০৫ রানে পরাস্ত করে।

৫৯। ভারতের শ্রেষ্ঠ লাঠিয়াল কে?—শ্রীবিশ্বনাথ ঘোষ।

৬০। টস-প্রথা কবে হইতে আরম্ভ হয়?—১৮০৪ খ্রীস্টাব্দে।

৬১। রোভার্স কাপ বলিতে কি বুঝায়?—ইহা ফুটবল প্রতিযোগিতার পুরস্কার। ইহা বোম্বাই-এ অনুষ্ঠিত হয়। ইহা প্রথম আরম্ভ হয় ১৮৯১-৯২ খ্রীস্টাব্দে।

৬২। রঞ্জি ট্রফি কি?—খ্যাতনামা ক্রিকেট খেলোয়াড় রণজিৎ সিং-এর স্মৃতিরক্ষার্থ যে স্বর্ণ নির্মিত কাপ দেওয়া হয়।

৬৩। ডুরাণ্ড কাপ কি?—দিল্লীতে অনুষ্ঠিত ফুটবল প্রতিযোগিতার পুরস্কার। স্যার মার্টিমার ডুরাণ্ডের নাম অনুসারে ইহার এইরূপ নামকরণ হইয়াছে।

৬৪। ভারতের ফুটবল খেলার প্রথম প্রবর্তক ও আই. এফ. এ. খেলার প্রবর্তক কে?—নগেন্দ্রপ্রসাদ সর্বাধিকারী।

৬৫। I. F. A. শীল্ড প্রতিযোগিতা কবে আরম্ভ হয়?—১৮৯১ খ্রীস্টাব্দে।

৬৬। আগা খাঁ কাপ কি?—বোম্বাই-এ অনুষ্ঠিত অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রতিযোগিতামূলক খেলার পুরস্কার।

৬৭। ফুটবল নাম হইবার আগে অন্য কি নামে এই খেলা হইয়াছিল?—হারপস্টন, কিকিং দি রডার, কিকিং দি ভেনাস হেড। দ্বাদশ শতাব্দীর পূর্ব পর্যন্ত ফুটবল খেলার কোন বাঁধাধরা নিয়ম ছিল না। প্রায় হাজার বৎসর পূর্বে ভেনিস শহরে ফুটবল খেলার প্রথম প্রচলন হয়।

৬৮। কেম্ব্রিজ রুল কাহাকে বলে?—১৮৪৮ বা ১৮৪৯ খ্রীস্টাব্দে যাহারা পা

দিয়া ফুটবল খেলার পক্ষপাতী, তাঁহারা কেম্ব্রিজে এক সভা আহ্বান করেন। এই সভায় বিভিন্ন খেলোয়াড় ও পরিচালকেরা একত্রিত হইয়া ফুটবল খেলার যে খসড়া আইন তৈরি করেন, তাহাকেই কেম্ব্রিজ রুল বলা হয়।

৬৯। খেলোয়াড় জীবনে খেলিতে নামিয়া ভারতের কে কে সেঞ্চুরী করার গৌরব অর্জন করিয়াছেন?—(১) লালা অমর নাথ, (২) কৃপাল সিং, (৩) আব্বাস আলি বেগ, (৪) বিশ্বনাথ, (৫) হনুমন্ত সিং, (৬) দীপক।

৭০। ক্রিকেট খেলা ও ক্রিকেট সেবার জন্য যাঁরা 'পদ্মভূষণ' সম্মান পেয়েছেন—

১। সি. কে. নাইডু	৫। নরী কণ্ট্রাক্টর
২। ভিজি	৬। পলি উমরিগর
৩। বিজয় হাজারে	৭। মুস্তাক আলী
৪। জেসু প্যাটেল	৮। এম. জে. গোপালন

৭১। ১৯৭১ খ্রীস্টাব্দে নিম্নলিখিত ক্রীড়াবিদ্‌গণ "পদ্মশ্রী" উপাধি পাইয়াছেন —(১) শৈলেন মান্না (ফুটবল), লেসলি ক্লডিয়াস, (হকি), ভি. আর. বিশ্বনাথন (ক্রিকেট)।

৭২। আন্তর্জাতিক সরকারী টেস্ট ক্রিকেট খেলা (১৯৭০-৭১) কোন্ দল জয়ী হইয়াছে?—১৯৭০-৭১ খ্রীস্টাব্দে ক্রিকেট মরশুমে টেস্ট ক্রিকেট খেলায় ভারত ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলকে পরাজিত করিয়া 'রাবার' জয়ী হইয়াছে। ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বিপক্ষে ভারতের এই প্রথম 'রাবার' জয়। বিদেশী মাটিতে দ্বিতীয় এবং আন্তর্জাতিক টেস্ট সিরিজে ষষ্ঠবার। ভারতের সুনীল গাভাস্কার উভয় দলের মধ্যে সর্বাধিক মোট রান ৭৭৪ এবং সর্বাধিক সেঞ্চুরী (৪টি) করার গৌরব অর্জন করিয়াছেন। আর সর্বাধিক উইকেট (২২টি) পাইয়াছেন ভারতের ভেঙ্কট রাঘবন।

৭৩। ১৯৫১ খ্রীস্টাব্দে বাঙ্গালোরে অনুষ্ঠিত জাতীয় হকি প্রতিযোগিতায়

পাঞ্জাব দল ৩-২ গোলে বোম্বাই দলকে পরাজিত করিয়া উপর্যুপরি ৩ বার ও মোট ১২ বার বিজয়ীর সম্মান লাভ করিয়াছেন।

৭৪। মহারাষ্ট্রের কেইটি চার্জম্যান ১৯৭০ ও '৭১ সালে পর পর দুইবার ত্রিমুকুট সম্মান লাভ করিয়াছেন।

৭৫। ১৯৭০ খ্রীস্টাব্দে বিশ্ব ফুটবল প্রতিযোগিতায় মেক্সিকোতে ব্রেজিল ইতালিকে পরাজিত করিয়া জুল রিমে কাপটি জয় করিয়াছে। ব্রেজিল উপর্যুপরি তিনবার জয়লাভ করায় খেলার নিয়মানুসারে কাপটি চিরদিনের জন্য তাহাদের হইয়া গিয়াছে। বর্তমানে বিশ্ব ফুটবল প্রতিযোগিতার খেলা আবার আরম্ভ হইয়াছে।

৭৬। প্রথম Official Test Match কবে খেলা হয়?—১৮৭৭ খ্রীস্টাব্দের ১৫ই মার্চ ইংলণ্ড ও অস্ট্রেলিয়ার মধ্যে এই খেলা মেলবোর্ণে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল।

৭৭। ১৯৬৭ খ্রীস্টাব্দে ১২ই সেপ্টেম্বর পশ্চিমবঙ্গের নীতিন্দ্র নারায়ণ রায় ১০ ঘণ্টা ২১ মিনিটে ইংলিশ চ্যানেল সন্তরণ করিয়া অতিক্রম করিয়াছিলেন

সাহিত্যের কথা

১। সংস্কৃত ভাষায় সর্বপ্রথম শ্লোক—

"মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাং ত্বমগমঃ শাশ্বতীসমাঃ
যৎ ক্রৌঞ্চমিথুনাদেকমবধীঃ কামমোহিতম্ ॥"

এই শ্লোকটি বাল্মীকির কণ্ঠ হইতে নিঃসৃত হইবার পর আকাশ থেকে দৈববাণী হ'ল—এইভাবে শ্লোক দিয়ে তুমি রামচরিত রচনা কর।

২। বাংলা ভাষায় প্রথম মুদ্রিত পুস্তকের নাম কি ?—ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির অন্যতম কর্মচারী হল্‌হেড্ সাহেবের রচিত বাংলা ব্যাকরণ। এই পুস্তক ১৭৭৮ খ্রীস্টাব্দে মুদ্রিত হয়।

৩। বাংলা ভাষার আদি কবি কে এবং আদি কাব্য কি ?—কৃত্তিবাস ওঝা এবং তাঁহার রচিত রামায়ণই আদি কাব্য। কলিকাতা হইতে ৫০ মাইল দূরে রাণাঘাটের নিকটবর্তী ফুলিয়া গ্রামে ১৩৮৫ খ্রীস্টাব্দে তাঁহার জন্ম হয়। কাশীরাম দাস মহাভারত-কাব্য প্রথম বাংলা ভাষায় অনুবাদ করেন। ইহার জন্ম, ১৫৪৯ খ্রীঃ।

৪। কোন্ পুস্তক পৃথিবীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা অধিক ভাষায় অনূদিত হইয়াছে ?—খ্রীস্টানদের ধর্মপুস্তক "হোলি বাইবেল"। ইহা সর্বসমেত ৮৩৫টি ভাষায় অনূদিত হইয়াছে।

৫। ভারতবর্ষের কোন্ ধর্মপুস্তক সবচেয়ে বেশি আলোচিত, পঠিত এবং বিভিন্ন ভাষার অনূদিত হইয়াছে ?—গীতা।

৬। কোন্ কোন্ বাঙালী ইংরেজিতে কবিতা লিখিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন ?—এম. ঘোষ, অরবিন্দ ঘোষ, রবি দত্ত, হারীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, সরোজিনী নাইডু এবং তরু দত্ত।

৭। জেলের মধ্যে রচিত ইংরেজি সাহিত্যের তিনখানি বইয়ের নাম কি ?—সার ওয়াল্টার র‍্যালের 'পৃথিবীর ইতিহাস', জন বানিয়ানের 'পিলগ্রিমস্ প্রোগ্রেস' এবং অস্কার অয়াইল্ডের 'ডি প্রফাণ্ডিস্'।

৮। পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশি সংখ্যক নাটকের রচয়িতা কে ?—স্পেনদেশের নাট্যকার লোপদা ভেগা। কথিত আছে ইনি দুই হাজার নাটক লিখিয়াছেন।

৯। ইংলণ্ডের সাহিত্যিক ভ্রাতা-ভগিনীর নাম কি ?—চার্লস্ ল্যাম্ব ও মেরী ল্যাম্ব।

১০। Gazette শব্দের অর্থ কি ?—সংবাদপত্র শব্দটি ইতালিয়ান শব্দ Gazetta হইতে আসিয়াছে। Gazetta শব্দের অর্থ অহেতুক বক্ বক্ করা।

১১। কোন্ ইংরেজ দম্পতি কবিতা লিখিয়া খ্যাতি অর্জন করিয়াছেন? —Mr. and Mrs. Browning.

১২। 'Father of English Poetry' কাহাকে বলা হয়?—Geoffrey Chaucer.

১৩। 'Father of Bengali Language' কাহাকে বলা হয়?—ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।

১৪। রোবাইয়াৎ কাহার লেখা এবং বাংলা ভাষায় কে কে উহার অনুবাদ করিয়াছেন?—পারসিক কবি ওমর খৈয়ামের লেখা। বাংলা ভাষায় নরেন্দ্র দেব, কান্তিচন্দ্র ঘোষ প্রভৃতি ইহার অনুবাদ করিয়াছেন।

১৫। কোন্ ইংরেজী কবিতা লিখিতে প্রায় ৩৩ বৎসর সময় লাগিয়াছিল? —Langland's Pier's Ploughman। কবি এই পদ্য ১৩৬১ খ্রীস্টাব্দে লিখিতে আরম্ভ করেন এবং ১৩৯৪ খ্রীস্টাব্দে ইহা প্রকাশিত হইয়াছিল।

১৬। আর্‌বী ও ফার্‌সী ভাষায় ডানদিক্ হইতে লেখা হয় কেন?—পৃথিবীর বেশির ভাগ লোকই বামদিক হইতে ডানদিকে লিখিয়া থাকে। কিন্তু আদিম যুগের মানুষ লিখিত ডানদিক হইতে বামদিকে। তাহারই ঐতিহাসিক নিদর্শন হিসাবে আর্‌বী ও ফার্‌সী ভাষা ডানদিক্ হইতে লিখিবার পদ্ধতি রহিয়া গিয়াছে।

১৭। কোন্ বাঙালী বিদেশী ভাষায় শিশুপাঠ্য পুস্তক রচনা করিয়া শ্রেষ্ঠ পুরস্কার লাভ করেন?—ধনগোপাল মুখোপাধ্যায়। ইনি Grey-Neck নামক পুস্তক রচনা করিয়া আমেরিকাতে Newbury Prize লাভ করেন (১৯২৮)।

১৮। বিভিন্ন সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ কবিগণের নাম :—

সংস্কৃত…কালিদাস	ইতালিয়ান…দান্তে
জার্মান…গ্যেটে	পারসিক…সাদী
হিন্দী…তুলসীদাস	বাংলা…রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
গ্রীক…হোমার	ফরাসী…সুলি প্রুধো

ইংরেজী…সেক্সপীয়র উর্দু…ঘালিব
জাপানী…নোগুচি আমেরিকান…হুইটম্যান্
তেলেগু…গুরজারা আপ্পারাও

১৯। গল্পলেখক Æsop কে?—Phrygia দেশের একজন গ্রীক। গ্রীস্টপূর্ব ৬২০ অব্দে তাঁহার জন্ম হয়। তিনি কিছু লিখিয়া রাখিয়া যান নাই। তাঁহার নামে যে সব গল্প চলিতেছে সেগুলি পরবর্তী কালে অনেক লেখক দ্বারা সংগৃহীত হইয়াছে।

২০। ভারতবর্ষের আদি গল্পলেখক কে?—বিষ্ণু শর্মা।

২১। মহাভারতের বক্তা, লেখক ও শ্রোতা কে?—যথাক্রমে ব্যাসদেব, গণপতি, বৈশম্পায়ন এবং জনমেজয়।

২২। বাইবেল প্রথম কোন্ ভাষায় রচিত হয়?—হিব্রু ভাষায়। বাইবেলে কতগুলি শব্দ আছে?—৭৭৩,০০০-এর কিছু বেশি।

২৩। Christmas Card-এর ইতিহাস কি?—স্কুলের ছেলেরা বড়দিনের ছুটির পূর্বে রঙিন কাগজে প্রবন্ধাদি লিখিত। উদ্দেশ্য ছিল তাহাদের লেখা এবং রচনাশক্তি কতদূর উন্নতি লাভ করিয়াছে তাহার বিচার করা। ১৮৪৫ গ্রীস্টাব্দে একজন লোক বন্ধুদের নিকট Christmas সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করিবার জন্য এইরূপ চিঠি লেখা স্থির করেন এবং কিছুদিন পরে মুদ্রাকরগণ চিঠি ছাপিয়া সাধারণের নিকট বিক্রয় আরম্ভ করিল। Alice in Wonderland-এর লেখক Charles Lutwidge (ইহার ছদ্মনাম Lewis Caroll) প্রথম Christmas Card-এর ছবি-অঙ্কন করেন।

২৪। বাংলা অক্ষরে ছাপা প্রথম অভিধানের নাম কি?—'ইংরেজী ও বাংলা ভোকাবুলারি' (১৭৯৩)। লেখকের নাম অজ্ঞাত।

২৫। বাংলাভাষায় প্রথম সাহিত্যপত্রিকা কোন্‌টি?—বঙ্কিমচন্দ্রের 'বঙ্গদর্শন' (১৮৭১)।

২৬। উনবিংশ শতকের বাংলা সাহিত্যের প্রসিদ্ধ কবি কে কে?—মাইকেল

মধুসূদন দত্ত, হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, নবীনচন্দ্র সেন ও বিহারীলাল চক্রবর্তী। ইঁহাদের প্রসিদ্ধ কাব্যগ্রন্থগুলি যথাক্রমে—'মেঘনাদবধ কাব্য', 'বৃত্রসংহার কাব্য', ,পলাশির যুদ্ধ' এবং 'সারদামঙ্গল'।

২৭। সবচেয়ে লম্বা বাক্য কে লিখিয়া গিয়াছেন?—সবচেয়ে লম্বা বাক্য লিখিয়াছেন ভিক্টর হিউগো তাঁহার 'লা মিজারেবল' নামক পুস্তকে।

২৮। বাংলা সাহিত্যের 'স্কট, কে?—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

২৯। ইংলণ্ডের কোন্ তিনজন কবি অল্প বয়সে মারা যান?—শেলী, বায়রণ ও কীট্‌স। ইঁহাদের জন্ম ও মৃত্যু-বৎসর যথাক্রমে, শেলী—১৭৯২—১৮২২; বায়রণ—১৭৮৮—১৮২৪ এবং কীট্‌স্—১৭৯৫—১৮২১। ইঁহারা তিনজনে পরস্পরের ঘনিষ্ঠ বন্ধুও ছিলেন।

৩০। 'বিশ্বকবি' কাহাকে বলা হয়?—রবীন্দ্রনাথকে। ইনি পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশিসংখ্যক গান রচনা করিয়াছেন। তাঁহার রচিত গানের সংখ্যা প্রায় তিন হাজার। ইনি বঙ্গদর্শন, ভারতী, বালক ও সাধনা মাসিক পত্রিকা সম্পাদনা করেন।

৩১। পৃথিবীতে সর্বপ্রথম কোন্ জাতি বই লিখিয়াছিল?—মিশরবাসিগণ।

৩২। কোন্ বই পড়িবার পর আমেরিকার লোকেরা দাসত্ব প্রথার উচ্ছেদ কামনায় গৃহযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিল?—Harriet Stowe's "Uncle Tom's Cabin."

৩৩। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার কোন্ রচনার জন্য নোবেল পুরস্কার পান?—রবীন্দ্রনাথ 'গীতাঞ্জলি' ও অন্যান্য দুই-একখানি কবিতা-পুস্তকের ৫০টি কবিতা ইংরাজীতে "গীতাঞ্জলি" নামে অনুবাদ করিয়া এই পুরস্কার লাভ করেন।

৩৪। আগরতলায় 'বঙ্গভাষা' পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথের 'গুপ্তধন' গল্পটি প্রথম প্রকাশিত হয়।

৩৫। কোন্ কোন্ বিখ্যাত বাঙালী সাহিত্যিক ছদ্মনামে সাহিত্য রচনা করিয়াছেন?—টেকচাঁদ ঠাকুর—প্যারীচাঁদ মিত্র। পঞ্চানন—ইন্দ্রনাথ বন্দ্যো-

পাধ্যায়। ভানুসিংহ—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। বীরবল—প্রমথ চৌধুরী। পরশুরাম—রাজশেখর বসু। বনফুল—বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়। সত্যসুন্দর—মোহিতলাল মজুমদার। দিবাকর শর্মা—রবীন্দ্রনাথ মৈত্রেয়। কালপেঁচা—বিনয়কুমার ঘোষ। মৌমাছি—বিমল ঘোষ। স্বপনবুড়ো—অখিল নিয়োগী। যাযাবর—বিনয় মুখোপাধ্যায়। জরাসন্ধ—চারুচন্দ্র চক্রবর্তী।

৩৬। কোন্ কোন্ ইংরেজ লেখক ছদ্মনামে ইংরেজী গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন?—জর্জ ইলিয়ট—মেরী অ্যান ইভান্স; কিউ আর্থার—কুইলার কাউচ; মার্ক টোয়েন—স্যামুয়েল ক্লিমেন্স; লিউস্ কেরল—চার্লস্ লুড্উজ; এলিয়া—চার্লস্ ল্যাম্ব; সাকি—হেক্টর মুনরো।

৩৭। একটি মাত্র বাক্যে কে মহাকাব্য রচনা করেন?—৩৬০ খ্রীস্টাব্দে কবি হরিষেণ 'মহোদন্ত নায়ক' নামক অপূর্ব কাব্যে সম্রাট্ সমুদ্রগুপ্তের বিজয়গাথা লিপিবদ্ধ করেন। একটি মাত্র বাক্যে এই কাব্য সম্পূর্ণ হইয়াছে। কাব্যের প্রায় সমুদয় অংশই বিশেষণ ও অলঙ্কারে পরিপূর্ণ।

৩৮। একজন চাকরাণী কোন্ বিখ্যাত পুস্তকের ইংরেজি পাণ্ডুলিপি পুড়াইয়া ফেলিয়াছিল?—কার্লাইলের "ফরাসী বিপ্লব" (French Revolution)।

৩৯। কোন্ বিশ্ববিখ্যাত নাট্যকার নিজের রচিত নাটকের অভিনয় করিতে করিতে মৃত্যুমুখে পতিত হন?—ফরাসী নাট্যকার মলেয়ার।

৪০। কোন্ বিখ্যাত সাহিত্যিক কারাবাস করিবার সময় একখানি সংবাদপত্র প্রকাশ ও প্রচার করিয়াছিলেন?—'রবিনশন ক্রুশোর' লেখক ড্যানিয়েলডিফো।

৪১। বাংলাভাষায় প্রথম উপন্যাস রচনা করেন কে?—টেকচাঁদ ঠাকুর। ইহার (প্যারীচাঁদ মিত্র) রচিত 'আলালের ঘরের দুলাল' বাংলাভাষার সর্বপ্রথম উপন্যাস বলিয়া প্রসিদ্ধ।

৪২। পৃথিবীর কোন্ নাট্যকারের নাটক সবচেয়ে বেশি পঠিত, আলোচিত ও অভিনীত হইয়াছে?—ইংলণ্ডের নাট্যকার সেক্সপীয়র।

৪৩। আমেরিকার জগৎ-প্রসিদ্ধ নাট্যকার কে?—ইউজেন ও নীল। ১৯৩৬ খ্রীস্টাব্দে ইনি সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন।

৪৪। বেতার নাট্য-রচয়িতাদের মধ্যে আইনন ঈভান্সের কৃতিত্ব সবচেয়ে বেশি। তাঁহার রচিত বহু বেতার-নাটিকা যথেষ্ট সমাদর লাভ করিয়াছে। নাট্যকার ঈভান্স ছিলেন বাস-চালক।

৪৫। ইংলণ্ডের রাজকবিগণকে Poet-Laureate বলা হয়। Laureate কথাটি কিভাবে আসিয়াছে? —প্রাচীন গ্রীসে Laurel গাছের পাতাকে খুব পবিত্র বলিয়া মনে করা হইত। প্রাচীন গ্রীসে কবিতা ও সঙ্গীতের দেবতা Apollo-র পূজায় লাগিত এই Laurel গাছের পাতা। সেকালে যে সবচেয়ে ভাল কবিতা লিখিত, তাহাকে এই Laurel পাতার মুকুট পরান হইত। এইভাবে ইংলণ্ডের শ্রেষ্ঠ কবিকে Poet-Laureate আখ্যা দেওয়া হয়।

৪৬। বাংলাভাষায় প্রথম নাটক রচনা করেন কে?—রামনারায়ণ তর্করত্ন। 'কুলীন কুলসর্বস্ব' তাঁহার প্রথম এবং বিখ্যাত নাটক ১৮৫৭ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত হইয়াছিল। সাহিত্যে তিনি 'নাটুকে রামনারায়ণ' বলিয়া প্রসিদ্ধ।

৪৭। ইউরোপে কোন্ বিশ্ববিদ্যালয় সর্বপ্রথম প্রতিষ্ঠিত হয়?—পাভিয়া বিশ্ববিদ্যালয়। ১৮২৫ খ্রীস্টাব্দে ইহার প্রতিষ্ঠা হয়।

৪৮। প্রথম শিশুপাঠ্য মাসিকপত্র কবে বাংলাদেশে প্রকাশিত হয়? —১৮৮২ খ্রীস্টাব্দে বাংলা 'সখা'ই প্রথম শিশু মাসিকপত্র। প্রমদাচরণ সেন ছিলেন ইহার সম্পাদক।

৪৯। দান্তে কোন্ পুস্তক লিখিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করেন এবং বাংলাভাষায় অনুরূপ পুস্তক কে লিখিয়াছেন?—'ডিভাইনা কমেডিয়া'। হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ছায়াময়ী'।

৫০। কোন্ ইংরেজি কবিতা স্বপ্নে রচিত বলিয়া প্রসিদ্ধ?—কোলরিজের 'কুবলাই খাঁ'। কোন্ লেখক সারা পৃথিবীতে তাঁহার নামের আদ্য অক্ষরে পরিচিত?—বিখ্যাত নাট্যকার জর্জ বার্ণার্ড শ (G. B. S.)।

৫১। বিংশ শতাব্দীতে কোন্ কোন্ লেখক বই লিখিয়া প্রচুর অর্থ উপার্জন করিয়াছেন ?—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও জর্জ বার্ণার্ড শ।

৫২। সর্বপ্রথম ছবিওয়ালা ইংরেজি বইটির নাম কি ?—সর্বপ্রথম ছবিওয়ালা যে ইংরেজি বইটি ছাপা হয়, তাঁহার নাম "The Mirror of the World"—এই বইখানিতে এগারখানি কাঠে খোদাই ব্লকের ছবি ছিল। বইখানি ১৮৪১ খ্রীষ্টাব্দে মুদ্রিত হয়।

৫৩। কে সর্বপ্রথম আত্মজীবনী লিখিয়াছেন ?—যতদূর জানা যায় খ্রীষ্টীয় ৪র্থ শতাব্দীতে St. Augustine তাঁহার জীবনের আদ্যোপান্ত ঘটনা নিজেই পুস্তকাকারে লিখিয়াছিলেন। এই বইটির নাম 'Confession' এবং ইহাকে পৃথিবীর সর্বপ্রথম আত্মজীবনী বলা হয়। তারপর অষ্টাদশ শতাব্দীতে রুশোর আত্মজীবনী ছাপা হয় তাঁহার মৃত্যুর পর। এই বইটি সে যুগের পাঠকমহলে বিরাট উত্তেজনা সৃষ্টি করিয়াছিল।

৫৪। 'রাস পঞ্চাধ্যায়' কোন্ পুস্তকের নাম ?—ইহা কোন পুস্তকের নাম নহে। দ্বাদশ-স্কন্ধ ভাগবতের দশম স্কন্ধে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলা বর্ণিত আছে। দশম স্কন্ধে সর্বসমেত ৯০টি অধ্যায় আছে। তাহার মধ্যে ২৯ হইতে ৩৩—এই পাঁচটি অধ্যায়ে রাসলীলা বর্ণিত আছে। এই পাঁচটি অধ্যায়কে 'রাস পঞ্চাধ্যায়' বলা হয়।

৫৫। ঢালাই-করা অক্ষরে প্রথম ছাপা বইটির নাম কি ?—Henne Gutenberg নামক এক জার্মান মুদ্রাকর সর্বপ্রথম নড়ান যায় এমন টাইপ উদ্ভাবন করেন। ঢালাই-করা অক্ষরে ছাপা প্রথম বইটির নাম 'Mazarin'। ইহা ল্যাটিন ভাষায় লিখিত একখানি বাইবেল। বাইবেলটি পাওয়া যায় কার্ডিনাল ম্যাজারিনের গ্রন্থাগারে। এই বইটি ১৪৫২-৫৫ খ্রীস্টাব্দে মুদ্রিত হইয়াছিল।

৫৬। বাংলা ভাষায় অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রবর্তক কে ?—মাইকেল মধুসূদন দত্ত। বাংলা ভাষায় প্রথম জাতীয় সংগীত রচনা করেন কে ?—বঙ্কিমচন্দ্র। ইহার রচিত 'বন্দে মাতরম্' ভারতের শ্রেষ্ঠ জাতীয় সংগীত। কিন্তু ইহা জাতীয়

সঙ্গীত হিসাবে গৃহীত হয় নাই, কারণ ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রে হিন্দুদেবীর উদ্দেশ্য করিয়া এই সঙ্গীত রচিত।

৫৭। পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে মূল্যবান বই কোন্‌টি?—১৮৪৪ খ্রীস্টাব্দে সিনাই পর্বতের নীচে প্রাপ্ত প্রাচীন বাইবেলের চতুর্থ শতাব্দীতে লেখা পাণ্ডুলিপি। এই পুস্তকখানি ১৫৩৩ খ্রীস্টাব্দে বৃটিশ মিউজিয়ামের কর্তৃপক্ষ রুশ গভর্নমেণ্টের নিকট হইতে এক লক্ষ পাউণ্ড দিয়া ক্রয় করেন।

৫৮। ইংরেজি এ. বি. সি. ডি. বর্ণমালা প্রথমে কাহারা সৃষ্টি করিয়াছিল?—ফিনিশীয় জাতি। ইহাদের নিকট হইতেই গ্রীক ও রোমান জাতি অক্ষর পরিচয় করিয়াছিল।

৫৮ক। ইংরেজি ভাষা প্রথম কবে ইংলণ্ডের আদালতে প্রচলিত হইয়াছিল?—১৩৬২ খ্রীস্টাব্দে তৃতীয় এড্‌ওয়ার্ড আইন করিয়া সর্বপ্রথম ইংলণ্ডের আদালতে এবং আইন ব্যাপারে ইংরেজি ভাষার প্রচলন করিয়াছিলেন।

৫৯। ইংরেজি ভাষায় কোন্‌ অক্ষরটি সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত হয়?—ইংলণ্ডে ভাষাবিদ্‌রা হিসাব করিয়া বাহির করিয়াছেন যে, *E* অক্ষরটির প্রচলন সর্বাধিক। তাঁহারা হিসাব করিয়া আরও বাহির করিয়াছেন, *E* অক্ষরটি যেখানে হাজারবার ব্যবহার করা হয় সেখানে *T* ব্যবহার করা হয় ৭৭০ বার, *A* ব্যবহার করা হয় ৭২৮ বার, *I* ৭০৪ বার, *S* ৬৮০ বার এবং অন্যান্য অক্ষরগুলি আরও কম ব্যবহৃত হয়।

৬০। বাংলাভাষায় শিশু-সাহিত্যে কাহারা প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন?—উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী, সুকুমার রায়চৌধুরী, নবকৃষ্ণ ভট্টাচার্য, যোগীন্দ্রনাথ সরকার, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার, অখিল নিয়োগী, সুনির্মল বসু, শিবরাম চক্রবর্তী, প্রেমেন্দ্র মিত্র এবং মণি বাগ্‌চী।

৬১। ভারতবর্ষের প্রাচীনতম সাহিত্য-সৃষ্টি কি?—ভারতবর্ষের প্রাচীনতম সাহিত্য বলিতে বেদগুলিকে বুঝায় এবং এই বেদগুলিই জগতের প্রথম সাহিত্য।

এরূপ প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে যে, বেদ রচিত হইবার অনেক পরে অন্যান্য দেশে সাহিত্যের সৃষ্টি হইয়াছে।

৬২। এযুগের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি কে?—রবীন্দ্রনাথ। তিনি একসঙ্গে কবি, নাট্যকার, দার্শনিক, ঔপন্যাসিক, ছোট গল্পের লেখক, প্রবন্ধ-লেখক, সমালোচক, ভ্রমণকাহিনী লেখক, পত্র সাহিত্যের লেখক, ছোটদের ছড়ার লেখক, সঙ্গীত-রচয়িতা এবং চিত্রকর। পৃথিবীতে এমন প্রতিভাবান্ কবি খুব কমই জন্মগ্রহণ করিয়াছেন।

৬৩। বাংলার সাহিত্য-সম্রাট—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়; অপরাজেয় কথাশিল্পী—শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়; বিদ্রোহী কবি—কাজী নজরুল ইসলাম; স্বভাবকবি—ভাওয়ালের গোবিন্দদাস; কান্তকবি—রজনীকান্ত সেন; পল্লীকবি—কুমুদরঞ্জন মল্লিক ও জসীমউদ্দীন।

৬৪। বিয়াল্লিশ বছরের পর সাহিত্য-জীবন আরম্ভ করিয়া কে পৃথিবী-বিখ্যাত লেখক হইয়াছিলেন?—সুপ্রসিদ্ধ আইরিশ নাট্যকার জর্জ বার্ণার্ড শ'। ইনি ১৯২৫ খ্রীস্টাব্দে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন; কিন্তু পুরস্কারের টাকা নিজে গ্রহণ না করিয়া উহা এক সাহিত্য-সমিতিকে দান করেন।

৬৫। "বৈকুণ্ঠের উইল", "কৃষ্ণকান্তের উইল" এবং "বৈকুণ্ঠের খাতা", উপন্যাসের লেখক যথাক্রমে, শরৎচন্দ্র, বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ।

৬৬। "বিসর্জন" ও "বলিদান"—দুইটি বিখ্যাত নাটকের রচয়িতা যথাক্রমে—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং গিরিশ ঘোষ।

৬৭। বর্তমানে ইংরেজি সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ কবি কে?—টি. এস্. এলিয়ট্। ১৯৪৭ খ্রীস্টাব্দে ইনি নোবেল পুরস্কার পাইয়াছেন।

৬৮। এযুগে কোন্ বাঙালী ইংরাজীতে মহাকাব্য রচনা করিয়াছেন?—শ্রীঅরবিন্দ। তাঁহার রচিত 'সাবিত্রী' মহাকাব্য বাংলা, গুজরাটি, হিব্রু ও ফরাসী ভাষায় অনূদিত হইয়াছে।

৬৯। কোন্ কোন্ দার্শনিক সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পাইয়াছেন?

—ফরাসী দার্শনিক আঁরি বার্গসঁ (১৯২৭) এবং ইংরেজ দার্শনিক বারট্রাণ্ড রাসেল (১৯৫০)।

৭০। সার্ভেন্টিস ও সেক্সপীয়র উভয়েই ১৬১৬ খ্রীস্টাব্দে ২৩শে এপ্রিল মারা যান, অথচ তাঁহারা দুজনে বিভিন্ন দিনে মারা যান। ইহা কিরূপে সম্ভব হইয়াছিল ?—সপ্তদশ শতাব্দীতে Spain Julian এবং England Gregorian Calender ব্যবহার করিত এবং এই দুই বর্ষপঞ্জীর মধ্যে দশদিনের ব্যবধান ছিল বলিয়া এই বৈষম্য।

৭১। হোমার এবং সক্রেটিস কেহই লিখিতে বা পড়িতে জানিতেন না। তাঁহাদের রচিত সাহিত্য লোকেরা মুখস্থ করিয়া রাখিত। তারপর যখন মুদ্রণযন্ত্রের আবিষ্কার হইল, তখন তাঁহাদের সাহিত্য রচনা মুদ্রিত হয়।

৭২। "ছাপাখানার ভূত" কাহাকে বলে ?—পৃথিবীতে মুদ্রণযন্ত্র আবিষ্কৃত হইবার সঙ্গে সঙ্গে ছাপাখানায় একটি নূতন ভূতের উপদ্রব আরম্ভ হইয়াছে। ছাপার বিচিত্র রকমের ভুলকেই Printer's Devil বা 'ছাপাখানার ভূত' (P. D.) বলা হয়। এই ভুল সাধারণতঃ ছাপাখানার কম্পোজিটারদের অজ্ঞাতসারেই ঘটিয়া থাকে। প্রিণ্টার্স ডেভিলের কয়েকটি নমুনা—

শুদ্ধ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ	অশুদ্ধ
Purse	Pulse	মানুষ	ফানুষ
Money	Monkey	পাঁজি	পাজি
Caste	Paste	নৃত্য	ভৃত্য

৭৩। সুলভ সাহিত্য প্রকাশ করিয়া বিখ্যাত হইয়াছে কোন্ কোন্ প্রতিষ্ঠান ?—বাংলাদেশে বসুমতী সাহিত্য-মন্দির এবং লণ্ডনের 'পেঙ্গুইন' প্রকাশনী। বিখ্যাত লেখকদের 'গ্রন্থাবলী' প্রকাশ করিয়া বিভিন্ন বিষয়ে নানাবিধ পুস্তক সুলভ সংস্করণে প্রকাশ করিবার জন্য এই দুইটি প্রতিষ্ঠান বিখ্যাত।

৭৪। ইউরোপের কোন্ প্রসিদ্ধ সুরস্রষ্টা বধির ছিলেন ?—জার্মানির

সুবিখ্যাত সুরস্রস্টা বেঠোফেন (Beethoven)। ১৭৭০ খ্রীস্টাব্দে ইহার জন্ম হয়।

৭৫। পৃথিবীর মধ্যে দীর্ঘতম মহাকাব্য কোন্‌টি ?—সংস্কৃত ভাষায় লিখিত মহাভারত। ইহাতে ২২০,০০০ ষোড়শপদী পংক্তি আছে।

৭৬। পোল্যাণ্ডের ডাক্তার জাহেনহক্ সর্বজাতির ও সর্বদেশের উপযোগী ভাষার উদ্ভাবক। এই ভাষার নাম এসপেরান্টো।

৭৭। ১৯০০ বৎসর পূর্বে চীনদেশে প্রথম কাগজ ব্যবহৃত হয়। পৃথিবীর সর্বপ্রথম মুদ্রিত পুস্তক বুদ্ধদেবের জীবনী অবলম্বনে লিখিত হয়। এই পুস্তক চীনদেশে ৮০০ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত হয়।

৭৮। ইউক্লিডের জ্যামিতি প্রথম কবে মুদ্রিত হইয়াছিল ?—১৮৫৩ খ্রীঃ।

৭৯। সবচেয়ে পুরাতন বাংলা পুঁথি কোন্‌টি ?—চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন। ইহার আবিষ্কর্তা বিদ্বদ্বল্লভ বসন্তরঞ্জন রায়।

৮০। প্রেসিডেন্ট গারফিল্ড একসঙ্গে একহাতে গ্রীক এবং অপর হাতে ল্যাটিন ভাষা লিখিতে পারিতেন।

৮১। ১৯২২ খ্রীঃ নিখিল ভারত বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের প্রথম অধিবেশন হয় বারাণসীতে। এই অধিবেশনের মূল সভাপতি ছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

৮২। ইংরেজি ভাষায় I, the, and, of, in, to, if, he, it, is, was, এবং that এই বারটি শব্দ সব চাইতে বেশি ব্যবহৃত হয়। ইংরেজি ভাষার শব্দভাণ্ডারে মোট শব্দসংখ্যা প্রায় চার লক্ষাধিক, তন্মধ্যে ব্যবহৃত হয় সাধারণতঃ কুড়ি হাজার শব্দ।

৮৩। Mr. Samuel Jonson প্রথম ইংরেজি Dictionary তৈরি করেন এবং উহা তিনি প্রকাশ করেন ১৭৫৫ খ্রীস্টাব্দে।

৮৪। কেম্ব্রিজের ট্রিনিটি কলেজে প্রথম ১৭০২ খ্রীস্টাব্দে লিখিত পরীক্ষার ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়।

৮৫। প্রাচীনতম বাংলা পুস্তক চর্য্যাচর্য্যবিনিশ্চয়। পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী

নেপাল হইতে ইহা সংগ্রহ করেন। এই পুঁথিতে বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের লেখা কতকগুলি গান ছিল।

৮৬। সাহিত্য আকাদেমী কি?—ভারতের চারুশিল্প, সাহিত্য ও সংস্কৃতির উন্নয়নের জন্য ভারত সরকার প্রতিষ্ঠিত একটি সংস্থা। ৭৫ জন সদস্য লইয়া এই সংস্থা গঠিত। এই সংস্থা কর্তৃক ভারতীয় লেখকদের গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে। প্রতিবৎসর ভারতীয় ভাষাসমূহের মধ্যে প্রত্যেক ভাষায় লিখিত শ্রেষ্ঠ গ্রন্থের জন্য প্রত্যেক গ্রন্থকারকে ৫০০০ টাকার পুরস্কার দেওয়া হয়।

৮৭। কলিঙ্গ পুরস্কার কি?—উড়িষ্যার প্রখ্যাত শিল্পপতি শ্রীবিজু পট্টনায়ক বিজ্ঞানচর্চাকে লোকপ্রিয় করার জন্য এই পুরস্কার প্রবর্তন করিয়াছেন। ইহার অর্থমূল্য একহাজার পাউণ্ড। ইহা প্রতিবৎসর ইউরোপের শান্তিসংঘের মাধ্যমে বিতরিত হইয়া থাকে।

৮৮। আজ থেকে প্রায় এক হাজার বছর আগে সংস্কৃত ভাষা থেকে প্রাকৃতের মধ্য দিয়ে বাংলাভাষার উদ্ভব। দশম থেকে দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যে যখন পাল ও সেন রাজারা বাংলাদেশে রাজত্ব করিতেন, সেই সময়ে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে কথিত প্রাকৃত ভাষা আরও সহজ সরল রূপ ধারণ করে অপভ্রংশ ভাষায় পরিণত হইল। এই অপভ্রংশ ভাষা থেকেই বাংলা ভাষা জন্মে।

৮৯। 'দৌত্রিনা ক্রিস্টা' ভারতীয় ভাষায় ভারতে মুদ্রিত প্রথম বই। বইটি ছাপা হয় গোয়াতে ১৫৭৮ খ্রীস্টাব্দে।

৯০। পৃথিবীর কোন্ কোন্ বিখ্যাত গ্রন্থ ধর্মীয় কারণে বা রাজরোষে পড়িয়া নিষিদ্ধ হয়?—টিণ্ডা বাইবেল, হোমারের 'ওডিসি' এম. স্টুপস এর-আঙ্কল টম্‌স কেবিন, এন. হথর্নস্-এর স্কারলেট লেটার, দি কল অব দি ওয়াইল্ড, গ্রীনপাশ্চুর্স, পিটার এ্যাণ্ড পেগী, দাঁতের ডিভাইন কমেডি, বেকনের এডভান্সমেন্ট অব লারনিং, শরৎচন্দ্রের 'পথের দাবি', আলাউদ্দিন খিলজীর আমলে রামায়ণ ও মহাভারত এবং ইংরাজ আমলে ভারতবর্ষে শ্রীমদ্ভাগবত গীতা।

৯১। ডক্টর স্যামুয়েল জনসন আট বৎসর অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া ১৭৫৫ খ্রীস্টাব্দে পৃথিবীতে প্রথম অভিধান তৈরি করিয়াছিলেন।

পৃথিবীর বিখ্যাত গ্রন্থাগার

ভারত—ন্যাশনাল লাইব্রেরী, কলিকাতা।	(দেড় লক্ষাধিক বই)
মিশর—ন্যাশনাল লাইব্রেরী, কায়রো।	(প্রায় চার লক্ষ বই)
কানাডা—পাব্লিক লাইব্রেরী।	(এক লক্ষাধিক বই)
নিউ ইয়র্ক—ইউনিভারসিটি লাইব্রেরী।	(১০ লক্ষাধিক বই)
জাপান—ন্যাশনাল লাইব্রেরী, টোকিও।	(৫ লক্ষাধিক বই)
বেলজিয়াম—পাব্লিক লাইব্রেরী।	(৭ লক্ষাধিক বই)
ডেনমার্ক—পাব্লিক লাইব্রেরী।	(৪ লক্ষাধিক বই)
বৃটেন—বৃটিশ মিউজিয়াম লাইব্রেরী, লণ্ডন।	(৪৫ লক্ষাধিক বই)
জার্মানি—ন্যাশনাল লাইব্রেরী, বার্লিন	(১৫ লক্ষাধিক বই)
ফ্রান্স—ন্যাশনাল লাইব্রেরী, প্যারিস।	(৪৫ লক্ষাধিক বই)
রাশিয়া—ন্যাশনাল লাইব্রেরী, কিয়েভ।	(৭২ লক্ষাধিক বই)
রাশিয়া—লেনিন লাইব্রেরী, মস্কো।	(৬০ লক্ষাধিক বই)

পশ্চিমবঙ্গের প্রসিদ্ধ গ্রন্থাগার

১। ইস্টার্ন রেলওয়ে নেতাজী সুভাষ ইনস্টিটিউট লাইব্রেরী, ১৯০০। ২। বাগবাজার রিডিং লাইব্রেরী, ১৮২২। ৩। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ লাইব্রেরী, ১৮৯৩। ৪। বেঙ্গল লেজিসলেটিভ এসেম্বলি লাইব্রেরী, ১৯১৪। ৫। চৈতন্য লাইব্রেরী এণ্ড বিডন স্কোয়ার লাইব্রেরী ক্লাব, ১৮৮৯। ৬। ন্যাশনাল লাইব্রেরী, ১৯০২। ৭। প্রেসিডেন্সী লাইব্রেরী ১৮৫৫। ৮। পাব্লিক লাইব্রেরী, শ্রীরামপুর, ১৮৭১। ৯। এসিয়াটিক সোসাইটি লাইব্রেরী, ১৮৭৪। ১০। ইউনিভারসিটি লাইব্রেরী, ১৮৭৪। ১১। উত্তরপাড়া পাব্লিক লাইব্রেরী, ১৮৫৯। ১২। বালিগঞ্জ ইনষ্টিটিউট্ লাইব্রেরী, ১৯৩২।

বিখ্যাতদের জীবনের বিশেষ তথ্য

১। কোন্ বাঙালী বিদেশে স্বাধীন রাজ্যের সেনাপতির পদ লাভ করিয়াছিলেন?—কর্ণেল সুরেশ বিশ্বাস। দক্ষিণ-আমেরিকায় ব্রেজিল দেশে তিনি সেনাপতির পদ লাভ করেন।

৩। শুভঙ্কর কে?—বাংলাদেশের এক কায়স্থ গণিতজ্ঞ। ইহার রচিত শুভঙ্করী গণনা-প্রণালী এককালে পৃথিবীর সর্বত্র সমাদৃত হইত।

৪। বিষাক্ত গ্যাসের প্রভাবে অচৈতন্য ধাঙ্গড়ের প্রাণরক্ষা করিতে গিয়া কোন্ বাঙালী বীর নিজের জীবন বিসর্জন দিয়াছিলেন?—নফরচন্দ্র কুণ্ডু।

৫। কোন্ বিখ্যাত বক্তা প্রথম জীবনে তোৎলা ছিলেন?—গ্রীসদেশের বক্তা ডিমস্থেনিস্।

৬। ভারতবাসিগণের মধ্যে প্রথম কে 'লর্ড' উপাধি পাইয়াছেন? —সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহ। ইহার জ্যেষ্ঠ পুত্র অরুণ সিংহও উত্তরাধিকার-সূত্রে 'লর্ড' উপাধি পাইয়াছেন।

৭। কামাল আতাতুর্ক কে?—তুরস্কের জননেতা এবং প্রথম প্রেসিডেন্ট। ইংরেজের কাছে ইনি 'গ্রে উলফ' (Grey Wolf) নামে পরিচিত।

৮। ফোর্ড গাড়ির নির্মাতা কে?—আমেরিকাবাসী মিঃ হেন্‌রী ফোর্ড (Henry Ford)

৯। বিখ্যাত ধনকুবের সিসিল জন রোডস্ (Cecil John Rhodes) Kimberleyর হীরকের খনি হইতে বড়লোক হন এবং Oxford বিশ্ববিদ্যালয়ে ৬,০০,০০০ পাউণ্ড দান করিয়া যান।

১০। প্রসিদ্ধ ধনকুবের ও কর্মবীর জামশেদজী টাটার বিজ্ঞানানুশীলন, শিল্প ও বাণিজ্য বিষয়ে কীর্তি কি কি?—সর্বপ্রধান কীর্তি—বাঙ্গালোরের রিসার্চ ইনস্টিটিউট। উহার জন্য তিনি এককালীন ৩০ লক্ষ ৮ হাজার টাকার বাৎসরিক আয়ের সম্পত্তি দান করিয়া গিয়াছেন। দ্বিতীয় কীর্তি—সাকচীর লোহের

কারখানা। ইহার বর্তমান নাম 'জামসেদ কারখানা'। ইহা টাটানগর নামে বিখ্যাত। এসিয়ার মধ্যে ইহাই বৃহত্তম ইস্পাতের কারখানা। টাটার শেষ কীর্তি—পশ্চিমঘাট পর্বতের উপর হাইড্রো-ইলেকট্রিক প্রতিষ্ঠান। এই কারখানায় এক লক্ষ অশ্বশক্তির বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয়।

১১। ভিনি ভিডি ভিসি (Vini Vidi Vici)—অর্থাৎ 'আমি যাই, দেখি ও জয় করি'—এই উক্তি কে করিয়াছিলেন ?—রোমের সেনাপতি জুলিয়াস সিজার।

১২। হিট্‌লারের বার্ষিক আয় কত ছিল ?—হিট্‌লারের বার্ষিক আয় ছিল দুই লক্ষ পাউণ্ড। নানাদিকে এ-আয়ের উৎস ছিল। জার্মানির প্রেসিডেণ্ট হিসাবে হিটলার পাইতেন বার্ষিক ২,৫০০পাউণ্ড; চ্যান্সেলার হিসাবে ৩,০০০ পাউণ্ড এবং পার্টির লীডার হিসাবে ৩,০০০ পাউণ্ড; তাহার উপর ছিল বইয়ের আয়। তাঁহার লেখা Mein Kampf বই-এর বিক্রয় হইতে তিনি পাইতেন বৎসরে ১,৩,৪,০০০ পাউণ্ড।

১৩। এণ্ড্রু কার্নেগী কে ছিলেন ?—স্কটল্যাণ্ডের প্রসিদ্ধ ধনকুবের। ইহার দান সারা পৃথিবীতে বিখ্যাত। প্রথম জীবনে ইনি একটি কাপড়ের কলে সামান্য বেতনে কাজ করতেন। পরে ইস্পাতের ব্যবসা করিয়া কোটিপতি হন। উনবিংশ শতকের য়ুরোপের ইনিই ছিলেন শ্রেষ্ঠ ধনী ও দাতা।

১৪। খ্রীস্টধর্মের প্রোটেস্ট্যাণ্ট সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা কে ?—জার্মানীর মার্টিন লুথার।

১৫। বেঙ্গল এসিয়াটিক সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা কে ?—সার উইলিয়ম জোন্স। ১৭৭০ খ্রীঃ ইহা প্রতিষ্ঠিত হয়।

১৬। কোন্ বিশ্ববিখ্যাত দার্শনিকের পত্নী নিরতিশয় মুখরা ছিলেন ? —সক্রেটিসের স্ত্রী জানথিপে (Xanthippe)।

১৭। কোন্ কোন্ বাঙালী বৃটিশ আমলে হাইকোর্টের বিচারপতি হইয়াছেন ? —কলিকাতা হাইকোর্টে—রমেশচন্দ্র মিত্র, চন্দ্রমাধব ঘোষ, আশুতোষ

মুখোপাধ্যায়, চারুচন্দ্র ঘোষ, মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায় এবং চারুচন্দ্র বিশ্বাস। মাদ্রাজ হাইকোর্টে—আবদার রহিম। এলাহাবাদ হাইকোর্টে—প্রমদাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় —ইঁহারা সকলেই অস্থায়ী ছিলেন। একমাত্র এলাহাবাদ হাইকোর্টে লালগোপাল মুখোপাধ্যায় স্থায়িভাবে প্রধান বিচারপতির আসন অলঙ্কৃত করেন।

১৮। ইংল্যাণ্ডে কে প্রথম ছাতার ব্যবহার প্রবর্তন করিয়াছিলেন ?—জোনাস্ হ্যানওয়ে (Jonas Hanway)। তিনি লণ্ডন শহরের রাস্তায় ছাতা লইয়া বাহির হইলে তাহার ছাতার উপর ইষ্টক বর্ষণ হয়।

১৯। সর্বপ্রথম আকাশ হইতে বিদ্যুৎ ব্যবহার করেন কে ?—বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন (Benjamin Franklin)।

২০। কোন্ বিখ্যাত বাঙালী কবি দাতব্য হাসপাতালে প্রাণত্যাগ করেন ? —মাইকেল মধুসূদন দত্ত।

২১। পৃথিবীতে দেশের জন্য অনশনে কে কে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন ? —আয়ারল্যাণ্ডের ম্যাক্‌সুইনি এবং বাংলার যতীন্দ্রনাথ দাস ও হরেন্দ্রনাথ মুন্সী।

২২। মিউনিকের ন্যাশনাল লাইব্রেরীর ডিরেক্টার জোসেফ বার্ণহার্ড জোসেন একসঙ্গে পৃথক্ ভাবে নয়খানা চিঠি, নয়টি বিষয়ে, নয়জন সেক্রেটারিকে নয়টি ভাষায় লিখিতে ও বলিতে পারিতেন। ইহা ভিন্ন সমগ্র বাইবেল তাঁহার কণ্ঠস্থ ছিল এবং তিনি নির্ভুলভাবে ইহা আবৃত্তি করিতেন। ১৮২৮ খ্রীস্টাব্দে ইহার মৃত্যু হয়।

২৩। বার্নার্ড শ' কখনও মদ বা মাংস খান নাই।

দ্বিতীয় বৃত্তিতে কৃতী ব্যক্তিগণ

	প্রথম বৃত্তি	দ্বিতীয় বৃত্তি
Somerset Maughan	ডাক্তার	ঔপন্যাসিক
Conan Doyle	ডাক্তার	সাহিত্যিক
Boswell	আইনজীবী	জীবনীলেখক
Macaulay	আইনজীবী	ঐতিহাসিক

	প্রথম বৃত্তি	দ্বিতীয় বৃত্তি
Emerson	স্কুলমাষ্টার	দার্শনিক ধর্মপ্রচারক
Newton	ব্যবসায়ী	বৈজ্ঞানিক
Darwin	চিকিৎসক	নৃ-তত্ত্ববিদ্
Einstein	Exam. of Patents	গণিতজ্ঞ
James Watt	মিস্ত্রী	বাষ্পীয় ইঞ্জিন-আবিষ্কারক
Stephenson	মাইনিং ইঞ্জিনিয়ার	রেল ইঞ্জিন-আবিষ্কারক
Fulton	চিত্রকর	বাষ্পীয় পোত-আবিষ্কারক
Morse	চিত্রকর	টেলিগ্রাফ আবিষ্কারক
G. Bell	শিক্ষক	টেলিফোন-আবিষ্কারক
Edison	রেলওয়ে টেলিগ্রাফি	বহু বৈজ্ঞানিক যন্ত্রাদির আবিষ্কারক
Michael Faraday	Bookbinder	বৈজ্ঞানিক
Wright Brothers	সাইকেল মেরামতকারী	বিমানপোত-আবিষ্কারক
C. V. Raman	হিসাব-পরীক্ষক	বৈজ্ঞানিক
Udayasankar	চিত্রকর	নর্ত্তক
Sisir Kumar Bhaduri	অধ্যাপক	অভিনেতা
Sarat Chandra Chattopadhyay	কেরানী	ঔপন্যাসিক
Bankim Chandra Chattopadhay	ডেপুটী ম্যাজিস্ট্রেট	ঔপন্যাসিক

সুতরাং কেহ যদি বর্তমান কাজের মধ্যে কোন উন্নতির আশা দেখিতে না পান, তবে হতাশ হইবার কোন কারণ নাই। জীবিকা উপার্জনে প্রথম বৃত্তিতে সাফল্য লাভ না করিলেও দ্বিতীয় বৃত্তি রহিয়াছে। এই দ্বিতীয় বৃত্তি বহু লোককে উন্নতি এবং যশের সর্বোচ্চ শিখরে লইয়া গিয়াছে। পৃথিবীর বহু খ্যাতনামা সাহিত্যিক, ঐতিহাসিক, আবিষ্কারক, বৈজ্ঞানিক জীবনের প্রথম বৃত্তিতে অকৃতকার্য হইয়া দ্বিতীয় বৃত্তি অবলম্বনে অর্থ ও যশ লাভ করিয়াছেন।

মহাপুরুষদের শেষ বাণী

Julius Caesar—ব্রুটাস্, তুমিও!

Dante—তুমি নিশ্চয়ই আমার মস্তকটিকে জনতাকে দেখাবে। তারা বহুকাল এর অনুরূপ দৃশ্য দেখ্‌বে না।

Marie Antoinette—চিরদিনের মত বিদায়। আমি তোমাদের পিতার নিকটে যাইতেছি।

Rabelais—পর্দা নামিয়ে দাও। প্রহসন শেষ হয়েছে।

Madame Roland—হে স্বাধীনতা, তোমার নামে কত অপরাধ অনুষ্ঠিত হয়।

Simon de Montfort—তোমাদের আত্মা ঈশ্বরের নিকট উপহার দাও, কারণ আমাদের দেহ শত্রু।

Cardinal Wolsey—যতটা উৎসাহ নিয়ে রাজসেবা করেছি, তার অর্ধেক উৎসাহ নিয়ে ঈশ্বর সেবা করলে, তিনি আমায় বৃদ্ধ বয়সে পরিত্যাগ করতেন না।

Harriet Martineau—হারিয়েট মার্টিনোর জীবন চিরস্থায়ী করবার কোন কারণ নাই।

Hobbes—আমার শেষযাত্রার সময় আসন্ন—এই যাত্রাপথ অন্ধকারময়।

Queen Elizabeth—আমার সমস্ত সম্পত্তি ক্ষণকালের জন্য।

Mahatma Gandhi—হে রাম, হে রাম।

Goethe—আলো, আরও আলো।

Columbus—ভগবান, আমার আত্মা তোমার হাতে তুলে দিলাম।

Sister Nivedita—তরণী জলমগ্ন হচ্ছে, কিন্তু পুনরায় সূর্যোদয় দেখব।

Charles I—মনে রেখো।

Emanuel Kant—মৃত্যুকে আমি ভয় করি না, কি করে মরতে হয় তা আমি জানি।

Jesus Christ—"Eli Eli lama sabachthani"—অর্থাৎ হে ঈশ্বর, হে ঈশ্বর, কেন আমাকে পরিত্যাগ করিয়াছ?

Lord Buddha—"অপ্পমাদেন ভিক্খবে সম্পাদেথা" অর্থাৎ ভিক্ষুগণ প্রমাদরহিত হইয়া কাজ করিবে।

Sibnath Sastri—ওম্ ব্রহ্ম!

Hideki Tojo—গুপ্ত পর্বতশ্রেণী ধরিয়া বুদ্ধের বাসভূমি যাইবার পূর্বে আমি সকলের নিকট বিদায় লইতেছি। আগামীকল্য হইতে বুদ্ধের স্নেহে নিদ্রা যাইব এবং কেহই আমাকে সেখানে বিরক্ত করিবে না।

Cecil John Rhodes (বিখ্যাত ধনকুবের)—"So little done. So much to do. Good bye. God bless you."

পুরাণের কথা

ভারতীয়

১। শ্রীকৃষ্ণ ও পঞ্চপাণ্ডবের শঙ্খের নাম যথাক্রমে—পাঞ্চজন্য, অনন্তবিজয়, পৌণ্ড্র, দেবদত্ত, সুঘোষ, মণিপুষ্প।

২। অহল্যা কাহার শাপে পাষাণময়ী হন এবং কিভাবে তাঁহার উদ্ধার হয়?—গৌতমের অভিশাপে এবং শ্রীরামচন্দ্রের পাদস্পর্শে।

৩। দ্রোণাচার্যের চক্রব্যূহ কে ভেদ করিয়াছিল?—অভিমন্যু।

৪। পঞ্চপাণ্ডবের নাম কি?—যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জুন, নকুল ও সহদেব।

৫। দধীচির অস্থিনির্মিত অস্ত্রে কোন্ অসুর নিহত হইয়াছিল?—বৃত্রাসুর।

৬। দ্রৌপদী কি করিয়া পঞ্চপাণ্ডবের পত্নী হইলেন?—বনবাসকালে একদা অর্জুন দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর-সভায় উপস্থিত হইয়া লক্ষ্যভেদ করিয়া দ্রৌপদীকে লাভ করেন এবং দিনান্তে পঞ্চপাণ্ডব কুন্তীকে আসিয়া বলেন যে, তাঁহারা একটি জিনিস আনিয়াছেন। কুন্তী সে জিনিসটি না দেখিয়াই প্রত্যুত্তরে বলিয়াছিলেন, "তোমরা পঞ্চভ্রাতা উহা ভাগ করিয়া লও।"

৭। অজ্ঞাতবাসের সময় পঞ্চপাণ্ডবেরা বিরাটনগরে কি কি নামে পরিচিত ছিলেন?—যুধিষ্ঠির কঙ্ক, ভীম বল্লভ, অর্জুন বৃহন্নলা, নকুল গ্রন্থিক এবং সহদেব তন্ত্রীপাল নামে পরিচিত ছিলেন।

৮। অমর কাহারা?—হনুমান, বালি, ব্যাস, অশ্বত্থামা, বিভীষণ, কৃপাচার্য ও পরশুরাম। সমুদ্রমন্থনে কি কি দ্রব্য উঠিয়াছিল?—অমৃত, বিষ, পারিজাত, চন্দ্র, উচ্চৈঃশ্রবা, ঐরাবত, লক্ষ্মী, কৌস্তুভ ও ধন্বন্তরী। ইহার মধ্যে ইন্দ্র লইয়াছিলেন উচ্চৈঃশ্রবা ঘোড়া ও ঐরাবত হাতী।

৯। কে নিজের বৃদ্ধাঙ্গুলি কর্তন করিয়া গুরুদক্ষিণা দিয়াছিলেন?—একলব্য।

১০। ফল্গুনদী অন্তঃসলিলা হইল কেন?—সীতার অভিশাপে।

১১। "অশ্বত্থামা হতঃ ইতি গজঃ", এই কথা কে বলিয়াছিলেন?—যুধিষ্ঠির।

১২। কোন্ মহর্ষি মাতৃগর্ভে থাকিয়া বেদাভ্যাস করিতেন?—পরাশর।

১৩। কোন্ ক্ষত্রিয় তপস্যা-প্রভাবে ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন?—বিশ্বামিত্র।

১৪। দেবরাজ ইন্দ্রের পত্নীর নাম কি?—শচী।

১৫। কোন্ মুনি পিতার আদেশে মাতাকে হত্যা করিয়াছিলেন? —পরশুরাম।

১৬। কোন্ রাজা আশ্রিত কপোতের প্রাণরক্ষা করিতে গিয়া আপনার দেহমাংস কাটিয়া দিয়াছিলেন?—রাজা শিবি।

১৭। বিষ্ণুর দশ অবতারের নাম কি?—মৎস্য, কূর্ম, বরাহ, নৃসিংহ, বামন, রাম, বলরাম, পরশুরাম, বুদ্ধ ও কল্কি। ভগবতীর দশমূর্তির নাম কি?—কালী, তারা, ষোড়শী, ভুবনেশ্বরী, ভৈরবী, ছিন্নমস্তা, ধূমাবতী, বগলা, মাতঙ্গী ও কমলা।

১৮। জরাসন্ধ নাম হইল কেন?—মগধের রাজা বৃহদ্রথের দুই মহিষীর গর্ভে একটি শিশু দ্বিধা-বিভক্ত দুই অংশ জন্মে। ভূমিষ্ঠ হইবার পর অংশদ্বয় অরণ্য মধ্যে নিক্ষিপ্ত হইলে জরানাম্নী রাক্ষসী উহাদিগকে একত্র করিলে শিশুর প্রাণসঞ্চার হয়। এই শিশু উত্তরকালে জরাসন্ধ নামে খ্যাত হন।

১৯। মেদিনী কর্ণের রথচক্র গ্রাস করিয়াছিল কেন?—কর্ণ মৃগভ্রমে হোমধেনু হত্যা করায় জনৈক ঋষির অভিশাপে।

২০। লক্ষ্মণের শক্তিশেল হইয়াছিল কেন?—রাবণ সীতার অজ্ঞাতে তাঁহার পূজা করিতেন। লক্ষ্মণ এই তথ্য অবগত হইলে রাবণ তাঁহাকে এই ঘটনা প্রকাশ করিতে নিষেধ করেন। এই সত্যগোপনজনিত পাপখণ্ডনের জন্য লক্ষ্মণের শক্তিশেল হইয়াছিল।

২১। রাবণ ও কুম্ভকর্ণ কে ছিলেন?—ইঁহারা ভগবান বিষ্ণুর স্বর্গের দ্বারী। শৌনিক মুনির অভিশাপে ইঁহারা রাক্ষস হন।

২২। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে অস্ত্রগ্রহণ করিবেন না, এই প্রতিজ্ঞা কেন ভঙ্গ করেন?—অর্জুন ভীষ্ম কর্তৃক পুনঃপুনঃ শরাঘাতে আহত হওয়ায় শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে রক্ষা করিবার জন্য অস্ত্র গ্রহণ করেন।

২৩। হিরণ্যকশিপু কোন্ সময় নিহত হইয়াছিলেন?—দিবা ও রাত্রির সন্ধিস্থলে, কারণ ব্রহ্মার বরে তিনি আলোকে এবং অন্ধকারে অবধ্য ছিলেন।

২৪। বিভীষণের মূর্তি ধরিয়া কে রাম-লক্ষ্মণকে চুরি করিয়া লইয়া গিয়াছিল?—মহীরাবণ।

২৫। জতুগৃহ হইতে পাণ্ডবগণকে উদ্ধার করিবার জন্য কাহারা জীবন উৎসর্গ করিয়াছিল?—এক নিষাদ পত্নী এবং তাহার পঞ্চ পুত্র।

২৬। লক্ষ্মণ দ্বাদশ বৎসর আহার করেন নাই কেন?—বনবাসকালে রাম লক্ষ্মণকে ফল ধরিতে বলিয়াছিলেন, কিন্তু খাইতে বলেন নাই।

২৭। সীতার মাতা কে?—বসুন্ধরা।

২৮। ভীষ্মের প্রকৃত নাম কি এবং ভীষ্ম নাম হইল কেন?—দেবব্রত।

পিতা পুনরায় বিবাহ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে তাঁহার ইচ্ছা পূরণার্থ তিনি চিরকুমার থাকিবেন বলিয়া শপথ গ্রহণ করেন। এই ভীষণ প্রতিজ্ঞা করিবার পর হইতে তিনি ভীষ্ম নামে পরিচিত হন।

২৯। দশরথের ও ধৃতরাষ্ট্রের কন্যার নাম কি?—যথাক্রমে, শান্তা ও দুঃশলা।

৩০। অভিমন্যু চক্রব্যূহ হইতে বাহির হইতে পারেন নাই কেন?—মাতৃগর্ভে অবস্থানকালে অভিমন্যু ব্যূহের মধ্যে প্রবেশ করিবার কৌশল পিতার মুখে শুনিয়া জানিয়াছিলেন, কিন্তু সুভদ্রা নিদ্রাভিভূত হইয়া পড়ায় নির্গমনের উপায় অর্জুনের মুখ হইতে আর শুনিতে পান নাই।

৩১। কোন্ রাজা দানের দক্ষিণা দিতে গিয়া আপনাকে ও আপনার স্ত্রী-পুত্রকে বিক্রয় করিয়াছিলেন?—রাজা হরিশ্চন্দ্র।

৩২। যুধিষ্ঠিরের সহোদর ভ্রাতা কয় জন?—তিনজন যথা—কর্ণ, ভীম ও অর্জুন।

৩৩। নৃত্যকলায় পারদর্শিতা দেখাইয়া কে মৃত স্বামীর জীবন ফিরাইয়া আনিয়াছিলেন?—বেহুলা।

৩৪। দেবতাদের চিকিৎসক কে?—অশ্বিনীকুমারদ্বয়। দেবগুরু কে?—বৃহস্পতি। দৈত্যগুরু কে?—শুক্রাচার্য।

৩৫। অর্জুনের ধনুর নাম কি?—গাণ্ডীব।

৩৬। কোন্ মহর্ষি চণ্ডাল-কন্যা বিবাহ করিয়াছিলেন?—বশিষ্ঠ।

৩৭। শ্বশুরের সম্মান রক্ষার জন্য তাঁহারই আদেশে কোন্ বিদুষী রমণী নিজের জিহ্বা কর্তন করিয়াছিলেন?—খনা।

৩৮। কে ছয় মাস ধরিয়া নিদ্রা যাইত?—কুম্ভকর্ণ।

৩৯। ব্যাসকাশীতে মরিলে মানুষ গর্দভ হয় কেন?—স্বয়ং ভগবতী বধিরা বৃদ্ধার বেশ ধরিয়া ব্যাসদেবকে বারংবার 'ব্যাসকাশীতে মরিলে কি হয়' এই প্রশ্ন করায় তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া বলিয়াছিলেন, 'এখানে মরিলে মানুষ গর্দভ হয়।'

৪০। অর্জুন তাঁর কোন্ সহোদর ভ্রাতাকে বধ করিয়াছিলেন?—কর্ণ।

৪১। পঞ্চপাণ্ডবের বনবাস হইয়াছিল কেন?—দুর্যোধনের সঙ্গে কপট পাশাখেলায় পরাজিত হইয়া পঞ্চপাণ্ডব বনে গিয়াছিলেন।

৪২। ভীম দুঃশাসনের বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া রক্তপানের প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন কেন?—দুঃশাসন দ্রৌপদীর কেশাকর্ষণ করিয়া সভামধ্যে তাঁহার বস্ত্র হরণ করিবার প্রয়াস পাইয়াছিল বলিয়া ভীম এই প্রতিজ্ঞা করেন।

৪৩। কামদেবের ফুলধনুতে কোন্ কোন্ ফুলের উল্লেখ আছে?—অরবিন্দ, অশোক, আম্র-মুকুল, নবমল্লিকা ও রক্তোৎপল।

৪৪। বিন্ধ্যাচলের গর্বিত শির কে অবনমিত করেন?—অগস্ত্য মুনি।

৪৫। পুরাণোক্ত ত্রিকালদর্শী কাকের নাম কি?—ভুষণ্ডি।

৪৬। "পঞ্চকন্যাস্মরেন্নিত্যং মহাপাতকনাশনম্" এই পঞ্চকন্যা কে কে? —অহল্যা, দ্রৌপদী, কুন্তী, তারা, মন্দোদরী। ("অহল্যা দ্রৌপদী কুন্তী তারা মন্দোদরী তথা") পঞ্চকন্যা পাঠ করিলে সংস্কৃতের শুদ্ধ construction হয় না, কারণ তাহার বিশেষণ মহাপাতকনাশনম্ না হইয়া 'মহাপাতকনাশিনীঃ' হওয়া উচিত। তাই অনেকে পঞ্চকং না (পঞ্চকন্যা) পাঠ করেন। না (নৃ শব্দ হইতে) অর্থ নর। তবে construction হয়, না (নরঃ) নিত্যম্ (ইদং) মহাপাতকনাশনং পঞ্চকং স্মরেৎ।

৪৭। গঙ্গার নাম ভাগীরথী ও জাহ্নবী হইল কেন?—ভগীরথ গঙ্গাকে স্বর্গ হইতে মর্ত্যে আনয়ন করিয়াছিলেন বলিয়া ভাগীরথ নাম হইয়াছে। গঙ্গাকে মর্ত্যে আনিবার সময় জলোচ্ছ্বাসে জহ্নুমুনির তপোভঙ্গ হওয়ায় তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া গঙ্গাকে এক গণ্ডূষ পান করিয়া ফেলেন ও পরে ভগীরথের স্তবে তুষ্ট হইয়া আপন উরু (জানুদেশ) বিদীর্ণ করিয়া গঙ্গাকে মুক্তি দেন। তাই গঙ্গার অপর নাম জাহ্নবী।

৪৮। গণেশের গজমুণ্ড হইল কেন?—শনির দৃষ্টিতে গণেশের মুণ্ড পুড়িয়া গেলে শোকার্তা উমাকে শান্ত করিবার নিমিত্ত বিষ্ণু তাঁহার স্কন্ধে গজমুণ্ড সংযোগ করিয়া দেন এবং বলেন যে, সকল দেবতার পূজার আগে গণেশের পূজা হইবে।

৪৯। কাহার হাড় দিয়া পাশা নির্মিত হইয়াছিল ?—শকুনির পিতা সুবল রাজার।

৫০। রামচন্দ্রের সৈন্যদলের চিকিৎসক ছিলেন কে ?—সুষেণ।

৫১। শ্রীকৃষ্ণ ইন্দ্রের সহিত যুদ্ধ করিয়া নন্দনকানন হইতে পারিজাত পুষ্প আহরণ করিয়াছিলেন কেন ?—পত্নী সত্যভামাকে উপহার দিবার জন্য।

৫২। 'ব্যাসকূট' কি ?—কথিত আছে, বেদব্যাস যখন মহাভারত রচনা করিতে মনস্থ করেন, তখন তিনি গণেশকে কলমচী হইতে অনুরোধ করেন। গণেশ একটি শর্তে রাজী হইলেন যে, তিনি একবার কলম ধরিলে তাহা থামাইবেন না। তখন ব্যাসদেব মুশকিলে পড়িয়া একটি শর্ত করিলেন যে, তিনি মুখে যাহা বলিয়া যাইবেন উহা লিখিবার সময় গণেশকে প্রত্যেকটি শ্লোকের অর্থ বুঝিয়া লিখিতে হইবে। গণেশ রাজী হইলেন। তখন ব্যাসদেব আহ্নিক করিবার কিংবা আহারের সময় এমন একটি কঠিন শ্লোক মুখে রচনা করিতেন যাহা গণেশ সহজে বুঝিতে পারিতেন না, তখন তাঁহার কলম থামিয়া যাইত। মহাভারতের এই কঠিন শ্লোকগুলিকেই 'ব্যাসকূট' বলা হয়।

৫৩। পৃথিবীর নাম 'উর্বি' ও 'মেদিনী' হইল কেন ?—পাপের ভারে পৃথিবী যখন রসাতলে যাইতেছিল, তখন কশ্যপমুনি উরু দিয়া তাঁহাকে রক্ষা করেন, তাই পৃথিবীর এক নাম উর্বি। দ্বন্দযুদ্ধরত 'মধু' ও কৈটভ' নামক দানবদ্বয়ের মেদে পৃথিবী পরিপ্লুত হয় বলিয়া পৃথিবীর আর এক নাম মেদিনী।

৫৪। 'জড়ভরত' কথাটির অর্থ কি ?—শালগ্রাম রাজর্ষি ভরত ভাব-সমাধিতে নিষ্ক্রিয় থাকিতেন বলিয়া জড়ভরতের অর্থ অকর্মণ্য।

৫৫। জতুগৃহ কথাটির অর্থ কি ?—দুর্যোধন পাণ্ডবদিগকে পুড়াইয়া মারিবার জন্য বারণাবতে একটি লাক্ষার (জতু) ঘর নির্মাণ করিয়া সেখানে তাহাদিগকে বাস করিবার জন্য পাঠাইয়া দেন।

৫৬। মহাদেবের নাম 'ত্রিপুরারি' ও 'নীলকণ্ঠ' হইল কেন ?—সমুদ্রমন্থনে

১০

উত্থিত বিষ কণ্ঠে ধারণ করায় 'নীলকণ্ঠ' ও ময়দানবের ত্রিপুর দুর্গ ধ্বংস করায় 'ত্রিপুরারি' নাম হইয়াছে।

৫৭। 'দিক্‌পাল' কাহাদিগকে বলা হয়?—দশদিকের অধিষ্ঠাত্রী দেবতাগণকে—ইন্দ্র, অগ্নি, যম, নৈঋত, বরুণ, বায়ু, কুবের, মহাদেব, ব্রহ্মা ও অনন্ত। তাই যাঁহারা স্ব স্ব কর্মক্ষেত্রে অতুল প্রভাব বিস্তার করেন, তাঁহাদিগকে বলা হয় 'দিক্‌পাল'।

৫৮। পৃথিবী ও যমপুরীর মধ্যে কোন্ নদী আছে?—বৈতরণী।

৫৯। দ্বাদশ রাশি কি কি?—মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কট, সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিক, ধনু, মকর, কুম্ভ ও মীন।

৬০। নবগ্রহ কি কি?—সূর্য, চন্দ্র, মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র, শনি, রাহু ও কেতু।

৬১। সপ্তদ্বীপ কি কি?—জম্বু, প্লক্ষ, শাল্মলী, কুশ, ক্রৌঞ্চ, শাক ও পুষ্কর।

৬২। সপ্তসমুদ্র কি কি?—দধি, ক্ষীর, ইক্ষু, লবণ, সুরা, ঘৃত ও স্বাদূদক।

৬৩। সপ্তর্ষি কে কে?—বশিষ্ঠ, অত্রি, অঙ্গিরা, মরীচি, পুলস্ত্য, পুলহ ও ক্রতু।

৬৪। পঞ্চগব্য কি কি?—দধি, দুগ্ধ, ঘৃত, গোময় ও গোমূত্র।

৬৫। পঞ্চবটী কি কি?—অশ্বত্থ, বট, বিল্ব, আমলকী ও অশোক।

৬৬। মহাভারতের কয়টি পর্ব ও কি কি?—মহাভারত আঠারটি পর্বে বিভক্ত যথা, (১) আদিপর্ব, (২) সভাপর্ব, (৩) বনপর্ব, (৪) বিরাট পর্ব, (৫) উদ্‌যোগ পর্ব, (৬) ভীষ্ম পর্ব, (৭) দ্রোণ পর্ব, (৮) কর্ণ পর্ব, (৯) শল্য পর্ব, (১০) সৌপ্তিক পর্ব, (১১) স্ত্রী পর্ব, (১২) শান্তি পর্ব, (১৩) অনুশাসন পর্ব, (১৪) অশ্বমেধ পর্ব, (১৫) আশ্রমবাসিক পর্ব, (১৬) মৌষল পর্ব, (১৭) মহাপ্রস্থানিক পর্ব ও (১৮) স্বর্গারোহণ।

৬৭। রামায়ণের কয়টি কাণ্ড ও কি কি?—রামায়ণ সাত কাণ্ডে বিভক্ত যথা, (২) আদিকাণ্ড, (২) অযোধ্যাকাণ্ড, (৩) অরণ্যকাণ্ড, (৪) কিষ্কিন্ধ্যা কাণ্ড, (৫) সুন্দরকাণ্ড, (৬) লঙ্কাকাণ্ড ও (৭) উত্তরকাণ্ড।

৬৮। চৌদ্দ ভুবন কি কি ?—৭টি স্বর্গ—ভূঃ, ভুব, স্ব, জন, মহঃ, তপঃ ও সত্য এবং ৭টি পাতাল—অতল, বিতল, সুতল, তলাতল, মহাতল, সাতল ও পাতাল।

দেশীয় ও বিদেশীয়

১। Blue Hills কথার অর্থ কি ?—নীলগিরি পর্বতমালা।

২। Cockpit of Europe কাহাকে বলে ?—বেলজিয়ম।

৩। City of Palaces কাহাকে বলে ?—কলিকাতা।

৪। Land of Liberty, Equality and Fraternity কাহাকে বলে ?—ফ্রান্স।

৫। Land of Cloves কাহাকে বলে ?—জাঞ্জিবার।

৬। Gateway of India কাহাকে বলে ?—বোম্বাই।

৭। Manchester of the Orient কাহাকে বলে ?—ওসাকা (জাপান)।

৮। Garden of India কাহাকে বলে ?—লক্ষ্ণৌ।

৯। Garden of England কাহাকে বলে ?—কেণ্ট শহর।

১০। Tantalise শব্দের অর্থ কি ?—আশা দিয়া নিরাশ করা। গ্রীসের পুরাণে লিখিত আছে যে, Zeus-এর পুত্র টেণ্টালাস দেবতাদের অমৃত চুরি করিয়া খাইয়াছিলেন। এই অপরাধে দেবতার অভিশাপে তিনি তৃষ্ণার সময়ে জলাশয়ে জলপান করিতে গেলে জল সরিয়া যাইত এবং ক্ষুধার সময় ফল পাড়িতে গেলে বৃক্ষের ডাল উপরে উঠিয়া যাইত।

১১। Chimera শব্দ কি অর্থে ব্যবহৃত হয় ?—মিথ্যা কল্পনা। 'কাইমেরা' সিংহ, ছাগ ও সর্পের আকৃতিবিশিষ্ট গ্রীসদেশীয় পৌরাণিক জীব।

১২। Apple of Discord-এর সহিত কি কাহিনী বিজড়িত আছে ?—বিদ্বেষের দেবী (Eris) একটি স্বর্ণ গোলকের উপর 'সৌন্দর্যের রাণীর প্রতি'

এই কথাগুলি লিখিয়া স্বর্গের দেবীগণের মধ্যে নিক্ষেপ করেন এবং উহা কাহার প্রাপ্য ইহা লইয়া বিষম গোলযোগের সৃষ্টি হয়।

১৩। To cleanse the Augean stable-এর অর্থ কি?—বহুদিনের সঞ্চিত গলদ দূর করা। গ্রীসের অন্তর্গত এলিসের পৌরাণিক রাজা অজিয়োসের গো-শালায় ৩০০০ বলদ ছিল। হারকিউলিস দুইটি নদীর গতি পরিবর্তন করিয়া এই বিরাট গোশালার আবর্জনারাশি দূর করেন।

১৪। Wings of Azarael কি?—মৃত্যুর প্রতীক্ষা। কোরাণে যমদূতের নাম আজ্রল।

১৫। Sword of Damocles বলিতে কি বুঝায়?—ডেমক্লিস সাইরাকিউসের (Syracuse) রাজা ডায়োনিসাসের চাটুকার সভাসদ্ ছিলেন। তাঁহাকে শিক্ষা দিবার নিমিত্ত রাজা তাঁহাকে আমন্ত্রণ করিয়া শ্রেষ্ঠাসনে বসিতে দিতেন; কিন্তু তাঁহার আহারের সময় তৃপ্তিকর আহার্য-পরিপূর্ণ টেবিলের উর্দ্ধদেশে একগাছা ঘোড়ার লোম দিয়া একখানি সুতীক্ষ্ণ তরবারি ঝুলাইয়া রাখিতেন।

১৬। বাইবেলে উল্লিখিত মহাপ্লাবনের সময় সমস্ত পৃথিবী ধ্বংস হইলে সমগ্র মানবজাতির মধ্যে কে কে রক্ষা পাইয়াছিলেন?—নোয়া (Noah), তাঁহার স্ত্রী ও পুত্রকন্যাগণ। ঈশ্বরের নির্দেশ অনুযায়ী একটি বিরাট্ নৌকা (Ark) নির্মাণ করিয়া তাহাতে আশ্রয় লইয়া ইহারা জীবন রক্ষা করিয়াছিলেন।

১৭। Scylla and Charybdis—মেসিনা প্রণালীর মধ্যে অবস্থিত একটি পাহাড়। নাবিকগণের পক্ষে ইহা অত্যন্ত বিপজ্জনক ছিল। নাবিকগণ ইহাকে এড়াইবার চেষ্টা করিলে বিপরীত দিকে অবস্থিত ঘূর্ণাবর্তের মধ্যে আকৃষ্ট হইয়া তাহারা সমভাবে বিপন্ন হইত।

১৮। Atalanta—দ্রুতগামী শিকারিণী। তাঁহাকে দৌড়-প্রতিযোগিতায় যিনি পরাজিত করিতে পারিবেন তাঁহাকে তিনি বিবাহ করিবেন, কিন্তু পরাজিত

ব্যক্তিকে মৃত্যু বরণ করিতে হইবে। মিলানিয়ন ভেনাসের সহায়তায় তাঁহাকে দৌড় প্রতিযোগিতায় পরাজিত করিয়া বিবাহ করেন।

১৯। প্রাচীন গ্রীসে ত্রিভুজ চিহ্ন শুভবিবাহের লক্ষণ বলিয়া মনে করা হইত।

বিখ্যাত সাত

Seven Sages—

১। এথেন্সের Solon (নিজেকে জান)।

২। মিলেটাসের Thales (প্রতিভূত্ব ধ্বংস আনে)।

৩। প্রিনের Bias (বেশির ভাগ লোকই খারাপ)।

৪। লিণ্ডাসের Cleobulous (golden mean)।

৫। মিটিলিনের Pittacus (নিজের সুখের উপর লক্ষ্য রাখিও)।

৬। স্পার্টার Chilo (প্রত্যেক বিষয়ে ভবিষ্যৎ চিন্তা করিও)।

৭। কোরিণ্ডের Periander (পরিশ্রমের অসাধ্য কোন কাজ নাই)।

উক্ত সাতজন গ্রীক জ্ঞানীর নাম এবং উল্লিখিত সাতটি উক্তি Delphi নগরীর Apollo দেবের মন্দিরে উৎকীর্ণ ছিল।

Seven Virtues—বিশ্বাস, আশা, বদান্যতা, বিজ্ঞতা, বিচার, সহিষ্ণুতা ও মিতাচার।

Seven Bibles—(১) খ্রীস্টানদিগের বাইবেল, (২) মুসলমানদের কোরান, (৩) চীনদিগের পঞ্চ রাজা (রাজার অর্থ, যে কাপড়ের উপর পূর্বে এই সমস্ত ধর্মগ্রন্থ লিখিত হইত), (৪) বৌদ্ধদিগের ত্রিপিটক, (৫) হিন্দুদিগের বেদ, (৬) পারসীকদিগের জেন্দাবেস্তা গ্রন্থ, (৭) স্কেণ্ডিনিভিয়ান-দিগের ইডাস (Eddas)।

The Seven Sleepers—যে সাতজন খ্রীস্টান যুবক সম্রাট্ ডিসিয়াসের ক্রোধ হইতে রক্ষা পাইবার জন্য সিলিয়ান পর্বতের গহ্বরে নিদ্রিত থাকিয়া রোমরাজ্যে খ্রীস্টধর্মের প্রভাব বিস্তৃতির পরে জাগরিত হইয়াছিল।

Seven Churches of Asia—ইফেসাস্ (Ephesus); স্মির্ণা (Smyrna); পারগেমস্ (Pergames); থিয়াটিরা (Thyatira); সার্ডিস (Sardis); ফিলাডেলফিয়া (Philadelphia); লাওডিসিয়া (Laodicea); এই গির্জাগুলি সবই পশ্চিম এশিয়া-মাইনরের অন্তর্ভুক্ত।

অনেক রকম

টাকাকড়ি

১। সর্বপ্রথম কোথায় ধনাগার স্থাপিত হয়?—পুরাকালে গ্রীসের ডেল্‌ফি ও ডেলসের (Delphi and Delos) মন্দিরে পুরোহিতেরা টাকা গচ্ছিত রাখিতেন এবং ধার দিতেন। আধুনিক ধনাগারের অনুরূপ প্রতিষ্ঠান প্রথম স্থাপিত হয় ব্যাবিলনে (Babylon) খ্রীস্টপূর্ব ৬০০ অব্দে। সর্বপ্রথম ব্যাঙ্ক স্থাপিত হয় ইতালিতে ১৮৫৭ খ্রীস্টাব্দে। সেই ব্যাঙ্কটির নাম ছিল ব্যাঙ্কো ডি রিয়াল্টো অব্ ভিনিস (Banco di Rialto of Venice)।

২। বীমার কাজ প্রথম আরম্ভ হয় কবে?—পণ্যদ্রব্যের বীমা বহুদিন হইতে প্রচলিত ছিল। জীবন-বীমার কাজ আরম্ভ হয় ইংলণ্ডে ১৬৮৩ খ্রীস্টাব্দে।

৩। Fiat Money কাহাকে বলে?—আইনের বলে যে প্রচলিত নোটের পরিবর্তে গভর্ণমেণ্ট তুল্য মূল্যের স্বর্ণ বা রৌপ্য মুদ্রা দিতে প্রস্তুত নন।

৪। পূর্বে রৌপ্য মুদ্রার ধার খাঁজ-কাটা হইত কেন?—ব্যবহারে মুদ্রার ওজন হ্রাসপ্রাপ্ত হইলে তজ্জনিত ভারের লঘুতা যাহাতে সহজে ধরা যায়।

৫। আমাদের দেশে কোথায় টাঁকশাল আছে ?—কলিকাতা এবং বোম্বাইয়ে। কলিকাতার উপকণ্ঠে আলিপুরে নতুন টাঁকশালটিই ভারতের বৃহত্তম টাঁকশাল। নোট, ডাকটিকিট, রেভিনিউ স্ট্যাম্প প্রভৃতি অবশ্য ছাপা হয় নাসিকের সিকিউরিটি প্রেসে।

৬। Pounds, Shilling এবং Pence বুঝাইতে আমরা £. *s d.* চিহ্ন ব্যবহার করি কেন ?—এইগুলি Roman শব্দ Librae [Pounds], Solidi [Shillings], Denarii [Pence]-এর প্রথম অক্ষর।

৭। চেক কাহাকে বলে ;—কোন ব্যক্তি বা Firmকে টাকা দিবার জন্য ব্যাঙ্কের উপর আমানতকারীর লিখিত ও স্বাক্ষরিত আদেশপত্র।

৮। ভারতবর্ষে টাকাকড়ি-সংক্রান্ত প্রসিদ্ধ পত্রিকা কি কি ?—কলিকাতার 'Capital' ও বোম্বাইয়ের 'Commerce'—এই দুইখানি ইংরেজী সপ্তাহিক।

৯। ভারতে নিকেলের মুদ্রা প্রচলিত হয় কবে ?—১৯৪৭ গ্রীষ্টাব্দে।

১০। Dollar চিহ্ন $ গ্রীস্টীয় ৫ম শতকের এক চৈনিক মুদ্রা হইতে লওয়া হইয়াছে।

১১। নয়া পয়সার হিসাব ভারতে কবে প্রথম চালু হইয়াছিল ?—১লা এপ্রিল, ১৯৫৭।

১২। ১৮৫৭ গ্রীস্টাব্দে সিপাহী বিপ্লবএর ফলে যে দারুণ অর্থসঙ্কট দেখা দিয়াছিল তাহার মোকাবিলা করিবার জন্য ১৮৬০ গ্রীস্টাব্দে আয় করপ্রথা ভারতে কল্পিত হয় এবং ১৮৮৬ গ্রীস্টাব্দ হইতে এই কর ধার্য হয়।

ডাক-বিভাগ

১। সস্তা ডাকটিকিটের প্রথম প্রচলন হয় কাহার চেষ্টায় ?—স্যার রোলাণ্ড হিলের (Rowland Hill) চেষ্টায় বিলাতে ৬ই জানুয়ারী ১৮৪০ গ্রীস্টাব্দে সস্তা ডাকটিকিটের প্রচলন হয়।

২। কোন্ দেশের ডাকটিকিট সবচেয়ে ছোট ?—বলিভিয়া।

৩। ঊর্ধ্বতম কত টাকা মনি-অর্ডারযোগে পাঠান যায় ?—১,০০০ টাকা।

৪। রেডিও লাইসেন্স ফি কত ?—১২০'০০ টাকা মূল্য পর্যন্ত ৭'৫০ এবং তাহার বেশি মূল্যের রেডিওর জন্য বার্ষিক ১৫'০০ টাকা।

৫। ইংরেজী "পোস্ট অফিস" কথাটির প্রবর্তন বা সৃষ্টি হয় ১৫৫২ খ্রীস্টাব্দে। 'পোস্ট মাস্টার কথাটির প্রচলন হয় প্রথম ১৬২৬ খ্রীস্টাব্দে। 'পার্শেল' কথার সৃষ্টি হয় ১৬৪৫ খ্রীস্টাব্দে। 'পোস্ট কার্ড' প্রথম দেখা দেয় ১৮৭০ খ্রীস্টাব্দে। পোস্টম্যান বহু প্রাচীন ১২৫০ খ্রীস্টাব্দে ইংলণ্ডে 'পোস্টম্যান' বিদ্যমান ছিল।

৬। চিঠিপত্রে ডাকঘরের যে মার্কা পড়ে, তাহার প্রথম প্রবর্তন হয় গ্রেট-ব্রিটেনে ১৬৬০ খ্রীস্টাব্দে। কিন্তু তখন এ মার্কায় ডাকঘরের নাম থাকিত না। শুধু দু'টি অর্ধ-চন্দ্রাকারে মার্কা পড়িত—উপরার্ধে দু'টি হরফে মাসের এবং নিম্নার্ধে দিনের নির্দেশ থাকিত। তারপর ১৬৮০ খ্রীস্টাব্দে এই ছাপে ডাকঘরের নাম অঙ্কিত হয়।

৭। বাংলাদেশে সর্বপ্রথম ডাকঘর সৃষ্টি হয় কবে ?—সম্রাট শের শাহ সর্বপ্রথম ডাকঘরের সৃষ্টি করেন। এখনকার মত তখন ডাকটিকিটের প্রচলন ছিল না। দূরত্ব হিসাবে মাশুলের হার কম-বেশি হইত। তখনকার দিনে রাজা-জমিদারের চিঠিগুলিই কেবল নির্দিষ্ট ঠিকানায় বিলি করার ব্যবস্থা ছিল। অন্য লোকেদের ডাকঘর হইতে মাশুল দিয়া চিঠি আনিতে হইত। আকবর ট্রাঙ্ক রাস্তাগুলির উপর ১০ মাইল অন্তর ডাকঘর স্থাপন করেন। পরে ১৭৬৬ খ্রীস্টাব্দে লর্ড ক্লাইভ প্রথম ডাকঘর স্থাপন করেন। ১৮৫৪ খ্রীস্টাব্দে সব জায়গায় সমান মাশুলে চিঠি পাওয়ার ব্যবস্থা হয়। ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দে নিয়মিতভাবে ডাকঘরগুলি চালু হয় এবং গভর্ণমেণ্ট চিঠিপত্র বিলি করার দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

৮। ভারতের কোন্ কোন্ প্রসিদ্ধ কবিদের ছবি-সম্বলিত ডাকটিকিট প্রস্তুত হইয়াছে এবং উহার প্রচলন কবে হইয়াছে ?—তুলসীদাস, মীরাবাঈ, রবীন্দ্রনাথ, সুব্রহ্মণ্য, ভারতী প্রভৃতি প্রাচীন ও আধুনিক ভারতের প্রসিদ্ধ

কবিদের ছবি-সম্বলিত ডাকটিকিট স্বাধীন ভারতে ১৯৫২ খ্রীস্টাব্দে প্রথম প্রচলিত হয়। পরে ভারতের রাষ্ট্রনেতা মহাত্মা গান্ধী ও অন্যান্য নেতাদের ছবি-সম্বলিত ডাকটিকিটও প্রচলন করা হইয়াছে।

৯। ডাকটিকিট সংগ্রহের রেওয়াজ কে প্রবর্তন করিয়াছিলেন?—ব্রিটিশ মিউজিয়ামের অধ্যক্ষ ডাক্তার গ্রে।

১০। বেয়ারিং চিঠি কাহাকে বলে?—ডাকটিকিটহীন বা অসম্পূর্ণ টিকিট যুক্ত চিঠিপত্রকে বেয়ারিং চিঠি বলা হয়। চিঠি বেয়ারিং হইলে স্বাভাবিক মাশুলের দ্বিগুণ মাশুল দিয়া প্রাপককে উহা লইতে হয়।

১১। কোন্ দেশের ডাকটিকিটে দেশের নাম মুদ্রিত হয় না?—গ্রেট ব্রিটেন।

১২। ভারতীয় ডাকটিকিটের প্রচলন হয় কখন?—১৮৩৭ খ্রীস্টাব্দে সর্বপ্রথম উন্নত প্রণালীতে ডাকটিকিটের প্রচলন হয়। তালগাছ আঁকা দুই আনা দামের ডাকটিকিট প্রথম ছাপা হয়। ১৮৮১ খ্রীস্টাব্দে লর্ড রিপনের আমলে সর্বপ্রথম একপয়সা দামের পোস্টকার্ড চালু হয়।

১৩। সর্বাপেক্ষা মূল্যবান ডাকটিকিট কোন্‌টি?—বৃটিশ গায়েনার ১৮৬৫ খ্রীস্টাব্দের ১ সেণ্ট মূল্যের ডাকটিকিট।

১৪। ১৮৭০ খ্রীস্টাব্দে কলিকাতায় G. P. O খোলা হয়।

১৫। ১৮৫১ খ্রীস্টাব্দে কলিকাতা ও ডায়মণ্ড হারবারের মধ্যে প্রথম গভর্ণমেণ্ট টেলিগ্রাফ লাইন খোলা হয়।

১৬। ভারতবর্ষে V. P. System, Postal Savings Bank System, এবং M. O. System যথাক্রমে ১৮৭৭, ১৮৮৫, ১৮৮৮ খ্রীস্টাব্দে চালু হয়।

বিচিত্র তথ্য

১। 'White Coal' বা শ্বেত কয়লা কাহাকে বলে?—জলশক্তিকে রূপক ভাষায় এইরূপ বলা হয়।

২। ভূ-কম্পন সবচেয়ে বেশি হয় কোথায়—ইতালি ও জাপানে। গত ৫০ বৎসরের মধ্যে এই দুইটি দেশের প্রত্যেকটিতে ২৭,০০০ বার ভূ-কম্পন হইয়াছে।

৩। ডুবো জাহাজ সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে কত নীচে নামিতে পারে?—২০০ হইতে ৩০০ ফিট্।

৪। পৃথিবীর মধ্যে প্রাচীনতম শহর কোন্‌টি?—সিরিয়ার রাজধানী দামাস্কাস্। কথিত আছে Uz (উজ) ইহার প্রতিষ্ঠা করেন।

৫। সংসার-ত্যাগী না হইয়াও চিরকুমারদের মধ্যে কে কে বিশ্ববিশ্রুত হইয়াছেন?

(১) পেট্রার্ক (Petrarch), ইতালীর কবি।

(২) মাইকেল অ্যাঞ্জেলো (Michael Angelo), প্রসিদ্ধ চিত্রকর।

(৩) শোপেনহর (Schopenhaur), জার্মান দার্শনিক।

(৪) সুইনবার্ণ (Swinburne), বিখ্যাত ইংরেজ কবি।

(৫) ভল্‌টেয়ার (Voltair), প্রসিদ্ধ ফরাসী নাট্যকার ও দার্শনিক।

(৬) সিসিল রোডস (Cecil Rhodes), ইংরেজ ধনকুবের ও দাতা।

(৭) ওয়াল্ট হুইটম্যান (Walt Whitman), আমেরিকা যুক্তরাজ্যের বিখ্যাত কবি

(৮) স্যার প্রফুল্লচন্দ্র রায়, বাংলার প্রসিদ্ধ রাসায়নিক।

(৯) ডঃ বিধানচন্দ্র রায়, প্রসিদ্ধ চিকিৎসক।

৬। ১৮০° দ্রাঘিমাকে তিথিরেখা (Date line) বলা হয় এবং পৃথিবীতে কোন নূতন তারিখের প্রারম্ভ ঐখানেই (রাত্রি ১২টায়) ধরা হয়। সর্বজাতির সুবিধার জন্য আন্তর্জাতিক তিথিরেখা (International Date line)-কে একটু ঘুরাইয়া বেরিং প্রণালীর মধ্য দিয়া লইয়া যাওয়া হইয়াছে। ইহাতে ইষ্টকেপ ১৮০° একটু পূর্বে হইলেও তিথিরেখার পশ্চিমে পড়িয়াছে। সুতরাং ১৮০° কিছু পূর্বে এইখানে রাত্রি ১২টা বাজে ও এখানেই পৃথিবীতে নূতন তারিখ আরম্ভ হয়।

৭। সমুদ্রপৃষ্ঠে ঢেউয়ের উচ্চতা কত ফিট্ হইতে পারে ?—ঝটিকা-বিক্ষুব্ধ সমুদ্রেও ঢেউয়ের উচ্চতা সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে এগার ফিটের ঊর্ধ্বে উঠিতে পারে না।

৮। কোন্ নদীতে একটিও মাছ নাই ?—খ্রীস্টানদিগের পবিত্র জর্ডন নদীতে।

৯। প্যারিস শহরে কখন এমন খাদ্যাভাব হইয়াছিল যে, লোকে দাম দিয়া ইঁদুর কিনিয়া খাইত ;—১৮৭০ খ্রীস্টাব্দে যখন জার্মানীর সৈন্যদল প্যারিস অবরোধ করে।

১০। ফ্রান্সে ও আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে কোন্ কোন্ যন্ত্রের সাহায্যে প্রাণদণ্ড দেওয়া হয় ?—ফ্রান্সে গিলোটিন এবং আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে বৈদ্যুতিক চেয়ারের সাহায্যে প্রাণদণ্ড দেওয়ার ব্যবস্থা আছে।

১১। কয়লার উপর ট্যাক্স বসাইয়া কোন্ বিখ্যাত গির্জা নির্মাণের ব্যয় বহন করা হইয়াছিল ?—লণ্ডনে সেণ্ট পল্স ক্যাথিড্রাল।

১২। নিউ ইয়র্কে রবিবারে কোন নাপিত চুল বা দাড়ি কাটে না।

১৩। কে প্রথম ইংলণ্ডবাসীকে 'A nation of shopkeepers' বলিয়াছিলেন ?—সর্বপ্রথম নেপোলিয়ন এই কথা বলিয়াছিলেন। তারপর ১৭৬০ খ্রীঃ অব্দে অ্যাডাম স্মিথ (Adam Smith) *Wealth of Nations* নামক পুস্তকে এই কথা লিখিয়াছেন।

১৪। পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে পুরানো ঘড়ি কোথায় আছে ?—সবচেয়ে পুরানো ঘড়ি আছে Dijon-এর নোতেরদাম গির্জায়। এই ঘড়িটি তৈরি করিয়াছিল Jaques Mark এবং সেটা শহরবাসীকে উপহার দেন Philip the Hardy ১৩৮০ খ্রীস্টাব্দে। ঘড়িটির বয়স সাড়ে পাঁচশো বছরেরও বেশি। কিন্তু এখনও ইহা ঠিক চলিতেছে। এটি Dijon-এর লোকেদের গৌরব।

১৫। ভারতের বর্তমানকালে গাছতলায় বসিয়া লেখাপড়া শিক্ষা দেওয়া হয় কোথায় ?—বোলপুরে রবীন্দ্রনাথের প্রতিষ্ঠিত বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে।

১৬। সবচেয়ে পুরাতন উইল কোথায় পাওয়া গিয়াছে ?—নবম শতকে

ইংলণ্ডের রাজা এ্যালফ্রেড দি গ্রেটের সময়। ভারতবর্ষে উইল প্রথা প্রথম প্রচলিত হয় ১৭৭৫ খ্রীস্টাব্দে।

১৭। খ্রীস্টপূর্ব ১৯০০ খ্রীস্টাব্দে ব্যাবিলনের রাজা হামুরাবি সর্বপ্রথম বিচার-ব্যবস্থা প্রবর্তন করিবার চেষ্টা করেন।

১৮। ষোড়শ শতাব্দী হইতে উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যে ৩২ মিলিয়ন নিগ্রোকে গ্রেপ্তার করিয়া আমেরিকায় ক্রীতদাসরূপে বিক্রয় করা হয়।

১৯। পৃথিবীতে কোথায় কোথায় বেতন হ্রাসের দাবিতে ধর্মঘট হইয়াছে?—১৯৩৭ খ্রীস্টাব্দে পোল্যাণ্ডের ক্র্যাকো নামক স্থানে ইটের কারখানায়; ১৮৮৪ খ্রীস্টাব্দে লিস্টারের (ইংলণ্ড) গেঞ্জি-মোজার কারখানায়; ১৮৮৪ খ্রীস্টাব্দে নর্দাম্বারল্যাণ্ড ও ডারহাম কয়লাখনিতে। প্রত্যেক ক্ষেত্রেই শ্রমিকদের ধারণা ছিল যে, বেতন হ্রাস করিলে তাহাদের কাজ বাড়িবে বা বেকার-সমস্যা দূর হইবে।

২০। ইংলণ্ডের দ্বিতীয় রিচার্ড রুমালের ব্যবহার প্রথম প্রচলন করেন।

২১। ফ্রান্সের রাজা প্রথম জিন ভূমিষ্ঠ হইবার সঙ্গে সঙ্গে রাজা হন এবং ৫ দিন পর মারা যান। এরূপ সন্দেহ করা হয় যে, তাঁহার খুল্লতাত পঞ্চম ফিলিপ এক মৃত শিশুকে তাহার শয্যায় রাখিয়া জিন্‌কে সরাইয়া ফেলেন।

২২। ১৫৫৬ খ্রীস্টাব্দের ৬ই সেপ্টেম্বর ভারতবর্ষে (গোয়া) প্রথম ছাপাখানা আসে।

২৩। জেনে রাখ—ইঁদুরকে শান্তশিষ্ট মনে হইলে কি হয় তার মত চোর আর নেই। পিপিলীকা আদৌ সঞ্চয়ী নয়। বর্ষাকালে তার একদিনের বেশি আহার সঞ্চিত থাকে না। মৌমাছি আদৌ পরিশ্রমী জীব নয়। সারাজীবনে একদিনের পরিমিত সময় পরিশ্রম করে কিনা সন্দেহ। পেঁচার মত বোকা পাখী আছে কিনা সন্দেহ।

———

বিহঙ্গ-বৈচিত্র্য

১। মধ্যাকর্ষণ শক্তির প্রভাবে উড্ডীয়মান পক্ষী নীচে নামিয়া আসে না কেন ?—পাখী উড়িবার সময় যখন পক্ষ সঞ্চালন করে, তখন পক্ষতাড়িত বায়ুর ঊর্ধ্বচাপে মাধ্যাকর্ষণ শক্তি ব্যর্থ হইয়া যায়।

২। কোন্ কোন্ পাখী উড়িতে পারে না ?—Emu (অস্ট্রেলিয়ার এমু পাখী), Rhea (একপ্রকার উটপাখী, দক্ষিণ আমেরিকা), নিউজিল্যাণ্ডের Cassowary ; Opteryse Penguins এবং আফ্রিকার উটপাখী (Ostrich)।

৩। সারসের ও কাদাখোঁচা পাখীর ঠোঁট লম্বা কেন ?—অল্প জলে মাছ ধরিবার পক্ষে সারসের লম্বা ঠোঁট এবং কাদার মধ্যে পোকামাকড় খুঁজিবার জন্য কাদাখোঁচা পাখীর লম্বা ঠোঁট বিশেষ উপযোগী।

৪। উটপাখীর পাগুলি লম্বা কেন ?—শত্রুর আক্রমণ হইতে দৌড়াইয়া আত্মরক্ষা করিবার জন্য লম্বা পাগুলি অত্যন্ত প্রয়োজনীয়, কারণ উটপাখী ডানার সাহায্যে উড়িতে পারে না।

৫। পৃথিবীর মধ্যে কোন্ পাখী বৃহত্তম বাসা বাঁধে ?—অস্ট্রেলিয়ার Megapode পাখীদের বাসাগুলি বালু, মাটি ও প্রস্তরখণ্ড দ্বারা নির্মিত। এই বাসার পাদদেশ আয়তনে ১৫০ ফিট পর্যন্ত হইয়া থাকে।

৬। কোন্ পাখী প্রায় দেড় সের ওজনের ডিম পাড়ে ?—উটপাখী। ইহা পাখীদের মধ্যে বৃহত্তম।

৭। কোন্ পাখী অন্য পাখীর বাসায় ডিম পাড়ে ?—কোকিল। কোকিল নিজে বাসা বাঁধে না।

৮। সবচেয়ে কোন্ পাখী সুন্দর গান করে ;—উত্তর-আমেরিকার মকিং বার্ড।

৯। কোন্ প্রাণী মুখ দিয়া মলত্যাগ করে ?—বাদুড়।

১০। কোন্ পাখী ডিম পাড়ে অথচ ইহার শাবককে স্তন্য পান করায়? —অস্ট্রেলিয়ার ডাক বিল (Duck Bill)।

১১। পাখীর ডিম বিভিন্ন বর্ণের হয় কেন?—ডিমের এই বিভিন্ন বর্ণের জন্য পাখীর দেহের আভ্যন্তরিক অবস্থা দায়ী।

১২। হাঁসের পালকে জল লাগিলে উহা ভেজে না কেন?—হাঁসের পালকের নীচে তৈলগ্রন্থি আছে। সেখান হইতে একপ্রকার তৈলাক্ত পদার্থ বাহির হইয়া হাঁসের পালক তৈলাক্ত করিয়া রাখে। এজন্য তাহাদের পালক জলে ভেজে না।

১৩। সবচেয়ে ছোট পাখীর নাম কি?—ইকুয়েডর প্রদেশের 'হামিং বার্ড' পাখী সবচেয়ে ছোট। পাখীর পালক ছাড়াইলে দেখা যায় যে, ইহার শরীর রাণী-মৌমাছির চেয়ে কিছু বড়।

১৪। পেচকই একমাত্র পাখী যাহা একসঙ্গে দুই চক্ষু দিয়া কোন জিনিস লক্ষ্য করিতে পারে।

১৫। কোন্ কোন্ পাখী উড়িতে পারে না?—উটপাখী, এমু, পেঙ্গুইন এবং কিউই।

প্রাণী-বৈচিত্র্য

১। কোন্ প্রাণী জল পান করে না?—আফ্রিকার কৃষ্ণকায় মৃগ; উহারা যে কন্দ খায় তাহা হইতে জলের প্রয়োজন মিটিয়া যায়।

২। গরুর কেবল নাসিকা ঘামে কেন?—নাসিকা ভিন্ন দেহের অন্য কোথাও উহার স্বেদগ্রন্থি নাই।

৩। কোন্ জন্তু চক্ষু ও নাক দিয়া নিঃশ্বাস ফেলে?—হরিণ।

৪। কোন্ কীটের আটটি চোখ আছে?—মাকড়সার। ইহাদের মত

নিপুণ কারিগর কীট আর নাই। ইহাদের তৈয়ারি জাল এমন সূক্ষ্ম যে, দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়।

৫। ডিম পাড়ার আগে সঙ্গিনীদের আকৃষ্ট করিবার জন্যই বিশেষ করে ব্যাঙের এই ডাক। মেয়ে ব্যাঙেরা একেবারে চুপচাপ থাকে—চেঁচামিচি করে যত পুরুষ ব্যাঙেরা।

৬। কোন্ দেশের বিড়ালের লেজ নাই ?—ম্যান্‌দ্বীপের (Isle of Man)।

৭। আফ্রিকার জঙ্গলে কি বাঘ পাওয়া যায় ?—চিতা বাঘ ভিন্ন অন্য কোন বাঘ সেখানে দেখা যায় না।

৮। উট কেমন করিয়া বহুদিন জল না খাইয়া থাকিতে পারে ?—উটের পেটের ভিতর অতিরিক্ত একটি থলে থাকে। উহার মধ্যে সে এক সময় প্রচুর জল পুরিয়া রাখে এবং জলাভাবের সময় থলির মধ্যস্থ জল তাহার জলাভাব দূর করে। এই উটকে মরুভূমির জাহাজ বলে কারণ অন্য কোন জন্তু মরুভূমিতে যাতায়াত করিতে পারে না।

৯। কোন্ জন্তু তাহার সন্তানকে পেটের নীচে থলির মধ্যে রাখে ?—ক্যাঙ্গারু। ক্যাঙ্গারুর এইরূপ নামকরণের পশ্চাতে একটি গল্প আছে। কোন এক বিদেশী ব্যক্তি এই জন্তুটির নাম জিজ্ঞাসা করিলে অস্ট্রেলিয়ার এক অধিবাসী উত্তর দেয় 'Kangero' এবং ইহার অর্থ 'আমি বুঝি না'।

১০। শীতকালে বাদুড় ঘুমায় কেন ?—শীতকালে কীট-পতঙ্গ দেখা যায় না বলিয়া বাদুড় শীতকালে ঘুমায়। ঘুমন্ত অবস্থায় ইহার আহারের প্রয়োজন হয় না।

১১। পৃথিবীর কোথায় কোথায় সিংহ পাওয়া যায় ?—আফ্রিকা এবং পারস্য (বর্তমান ইরান) দেশে। গুজরাটের গির্ণার পাহাড়েও সিংহ পাওয়া যায়। তথাকথিত পার্বত্য সিংহ অথবা পিউমা প্রকৃতপক্ষে সিংহ নয়, পরন্তু উহারা চিতাবাঘ এবং জাগুয়ার শ্রেণীভুক্ত। আজকাল মধ্য-ভারতে বিশেষ sanctuary-তে সিংহের বাসভূমি আছে।

১২। তৃণভোজী প্রাণিগণ বহুক্ষণ ধরিয়া ঘাস খায় কেন ?—কারণ তাহাদের

খাদ্যের মধ্যে অতি অল্প পরিমাণ খাদ্যপ্রাণ পদার্থ আছে। এজন্য তাহাদের প্রচুর পরিমাণে আহার করা প্রয়োজন। মাংসাশী জন্তু অল্প সময়ের মধ্যে যথেষ্ট মাংস খাইতে পারে।

১৩। বিড়ালের চোখ রাত্রিতে জ্বলে কেন?—মানুষের ন্যায় বিড়ালের দেখিবার জন্য ক্যামেরার লেন্সের মত জিনিসটা ছাড়াও চোখের ভিতরের দেওয়ালে স্টাপেটাম নামক একটা পদার্থের প্রলেপ থাকে—এই পদার্থ হইতে একপ্রকার উজ্জ্বল আলোক চোখের পর্দায় প্রতিফলিত হয় এবং উহা রাত্রির অন্ধকারে বেশ স্পষ্ট দেখা যায়; তাই মনে হয় রাত্রে বিড়ালের চোখ জ্বলে।

১৪। কোন্ বৃহৎ দেহধারী জন্তু ডাকিতে পারে না? -জিরাফ। ইহা আবার উচ্চতম জন্তু।

১৫। ভয় পাইলে জীব-জন্তুর গায়ের লোম খাড়া হইয়া উঠে কেন?—কারণ প্রত্যেকটি লোম বা চুলের গোড়ার চারিধারে গোল খাপ থাকে; ইহাকে বলা হয় 'follicle' এবং ইহার সঙ্গে থাকে রক্তের থলি এবং গ্রন্থি—এগুলির কাজ হইল চুলকে নরম আর তৈলাক্ত করিয়া রাখা, আর থাকে রক্তের থলির সঙ্গে লাগানো কতকগুলি বিভিন্ন স্নায়ু আর পেশী। এই পেশীগুলিতেই স্নায়ুর যোগাযোগ আছে; কাজেই যখন জন্তু-জানোয়ার ভয় পায়, তখন তাহাদের স্নায়ুগুলি সজাগ হইয়া উঠে এবং সেই সঙ্গে পেশীগুলি কুঁচকাইয়া যায়—কাজেই তখন চুল বা লোমগুলি খাড়া হইয়া উঠে।

১৬। কোন্ কোন্ স্তন্যপায়ী জন্তু ডিম পাড়ে?—হংসচঞ্চু। এই জীবটি প্রকৃতির অদ্ভুত সৃষ্টি। হাঁসের মত ঠোঁট এবং চারিটি পায়ের পাতা জোড়া। শরীরের উপর বিড়ালের মত লোম আবার এর লেজও আছে। আর একটি জীব আছে তার নাম এচিডন।

১৭। কুকুর জিভ বাহির করিয়া হাঁপায় কেন?—ক্লান্ত হইলে শরীরকে ঠাণ্ডা করিবার জন্য আমাদের ঘর্মগ্রন্থির ব্যবস্থা আছে, কিন্তু কুকুরের সেইরূপ

কোন ব্যবস্থা নাই। উহাদের ঘর্মগ্রন্থিগুলি কেবল পায়ের থাবায় আছে। তাই গ্রীষ্মকালে জিভ বাহির করিয়া উহারা শ্বাস-প্রশ্বাস লইয়া দেহ শীতল রাখে।

১৮। 'পোলার বিয়ার' কাহাকে বলে?—মেরু অঞ্চলের শ্বেত ভল্লুককে।

১৯। সবচেয়ে ছোট স্তন্যপায়ী জন্তুর নাম কি?—এসিয়ার পিগমী-স্রু।

২০। বিড়াল জল দেখিলে ভয় পায় কেন?—বিড়ালের লোমের উপর কোন তৈলাক্ত পদার্থ নাই অর্থাৎ লোমগুলি জলনিরোধক নয় বলিয়া বিড়াল গায়ের জল ঝাড়িয়া ফেলিতে পারে না বলিয়া জল দেখিলে ভয় পায়।

২১। কুকুর কোঁৎ কোঁৎ করিয়া গিলিয়া খায় কেন?—কুকুরের খাদ্যদ্রব্য চিবাইয়া খাইবার উপযোগী কোন দাঁত নাই।

২২। বল্গাহরিণ কোথায় পাওয়া যায়?—মেরু অঞ্চলে। এস্কিমোরা বরফের মধ্যে গাড়ি টানার কাজে ইহাদিগকে ব্যবহার করে।

২৩। গণ্ডার ভিন্ন আর কোন জন্তুর শরীর সুদৃঢ় বর্ম দ্বারা আচ্ছাদিত? —উত্তর-আমেরিকার আর্মাডেলো নামক সরীসৃপজাতীয় জন্তু। কোনো কিছু দ্বারা ইহার শরীর বিদ্ধ করা যায় না।

২৪। ম্যামথ কাহাকে বলে?—আদিম যুগে এক অতিকায় জন্তু পৃথিবীতে বাস করিত। ইহাদের নাম ডাইনোসর, প্যানথোসর ইত্যাদি।

২৫। কোন জাতীয় পতঙ্গ জীবনের সতের বৎসর মাটির নীচে বাস করে?—শিকাডা (Cicada)। প্রজননের উদ্দেশ্যে ইহারা অল্পদিনের জন্য একবার বাহিরে আসিয়া আত্মবিসর্জন করে।

২৬। জন্মিবার সময় ক্যাঙ্গারু-শিশুর দৈর্ঘ্য থাকে মাত্র এক ইঞ্চি।

২৭। কচ্ছপ কয়েক শতাব্দী বাঁচিতে পারে—St. Helena-তে একটি কচ্ছপ আছে। এটি নেপোলিয়নের সমসাময়িক। এটির বয়স ১৫০ বৎসরের অধিক।

২৮। সর্পের দাঁতের অগ্রভাগ কণ্ঠনালীর অভিমুখী। এইজন্য সাপ একবার যে শিকার ধরে তাহাকে গলাধঃকরণ না করিয়া ছাড়িতে পারে না। শিকারের আয়তন বড় হইলে সাপের মৃত্যু পর্যন্ত হইতে পারে।

২৯। জীবজগতে কোন্ প্রাণী সবচেয়ে বেশী দিন বাঁচে ?—তিমি মাছ।

৩০। টিকটিকি খাড়া দেয়াল বেয়ে কি করে তর্ তর্ করে উঠে যায় এবং ছাদের নীচে পা ও পিঠ নীচে রেখে কি করে চলাফেরা করে ?—টিকটিকির নখওয়ালা চারটে পায়ের তলায় নরম চামড়ার ফাঁপা থলি। তার গা-টা আবার আঠাল। ঐ থলি দিয়ে বাতাস শুষে নিয়ে ওরা দিব্যি যেখানে সেখানে আটকে থাকতে পারে।

৩১। কচ্ছপের কোন দাঁত নাই।

৩২। ভেড়ার মাড়িতে দাঁত নাই।

পরমায়ু নিরূপণ

১। প্রাণী—

কুমীর—৪০ বৎসর	কুকুর—১০ বৎসর
হস্তী—১০০ "	ঘোড়া—২০ "
খেঁকশিয়াল—১৩ "	বানর—৪০ "
গণ্ডার—৪০ "	বিড়াল—১৫ "
কচ্ছপ—৩০০ "	শৃগাল—১৪ "
রুই—৪০-৫০ "	কুনো ব্যাঙ—৩৬ বৎসর

কাতলা—৪০-৫০ বৎসর

২। পক্ষী—

হাঁস—৩২ বৎসর	কাক—৩০ বৎসর
সারস—৪৩ "	তোতা—২০০ "
পেচক—৬৬ "	শকুন—১১৮
ময়ূর—৪০ "	ঈগল—১০৪ "
ঘুঘু—৪০ "	রাজহাঁস—৭০ "

কুক্কুট—৩৪ বৎসর

পশু, পক্ষী ও মৎস্যের গতি

চিতাবাঘ	প্রতি ঘণ্টায়	৯০ কি. মি.
জিরাফ	” ”	৫১ ”
হস্তী এবং গণ্ডার	” ”	৩৭ ”
বাজপাখী (খাড়াভাবে নামিবার সময়)	” ”	১২০ ”
” (বায়ুর মধ্য দিয়া উড়িবার সময়)	” ”	৯৬ ”
ঈগল	” ”	১৬৫ ”
স্যালমন মৎস্য (ভীতাবস্থায়)	” ”	৩৭ ”
পাইক ” ,	” ”	২২ ”

পরিমাণ

১। 'নট' (Knot) বলিতে কত দূরত্ব বুঝায় ?—সমুদ্রের দূরত্ব-পরিমাপের ১ মাইল। উহা স্থলের ১$\frac{১}{৬}$ মাইল অথবা ৬,০৮০ ফুটের সমান।

২। ফুলস্ক্যাপ (Foolscap) কাগজের দৈর্ঘ্য এবং প্রস্থ কত ?—১৬$\frac{১}{২}$ ইঞ্চি × ১৩$\frac{১}{৪}$ ইঞ্চি = ৩৩·৫ × ৪২ সে. মি.।

৩। ইংলণ্ডীয় দৈর্ঘ্যের একক ইয়ার্ড বা গজের মাপ কি অনুসারে এবং কখন নির্দিষ্ট হয় ?—রাজা প্রথম হেন্‌রীর (Henry I) হাতের মাপ লইয়া। এখন অবশ্য ইংলণ্ডে স্ট্যাণ্ডার্ড অফিসে একটি ব্রোঞ্জনির্মিত দণ্ড আছে।

৪। অশ্ব-শক্তি (Horse-Power) বলিতে কি বুঝায় ?—১৫০ বৎসর পূর্বে James Watt স্থির করেন যে, এক মিনিটে এক ফুট ঊর্ধ্বে ৩৩,০০০ পাউণ্ড তুলিতে যে শক্তির প্রয়োজন হয় উহাই এক অশ্ব-শক্তির সমান।

৫। কোন্ দেশে ১১,৭০০ গজে এক মাইল হয় ?—সুইডেন।

৬। এক ফেটিতে কত সূতা থাকে ?—২,৬০০ গজ।

৭। একটি কুচের ওজন কত ?—এক রতি বা দুই গ্রেন।

৮। কত ইঞ্চিতে এক গিরা হয় ?—২$\frac{১}{৪}$ ইঞ্চি।

৯। এক গ্যালন জলের ওজন কত?—১০ পাউণ্ড।

১০। এক ইঞ্চি বারিপাত বলিতে কি বুঝায়?—বৃষ্টির জল না সরিয়া গিয়া যদি কোন স্থানে বা পাত্রে সঞ্চিত হয়, তবে উহা ১ ইঞ্চি পুরু হইয়া সঞ্চিত হইলে উহাকে ১ ইঞ্চি বারিপাত বলে।

১১। '৫ হাজার টনের' জাহাজ বলিতে কি বুঝায়?—জাহাজের ভিতরের প্রতি ১০০ ঘন ফুটকে ১ টন ধরা হয়। ৫০০০×১০০ অর্থাৎ ৫ লক্ষ ঘন ফুট আয়তনবিশিষ্ট জাহাজই ৫ হাজার টনের জাহাজ।

১২। Broad Gauge এবং Metre Gauge-এর মাপ কত?—যথাক্রমে ৪ ফুট ৬ ইঞ্চি এবং ৩ ফুট ৩৳ ইঞ্চি।

১৩। এক fathom-এর দৈর্ঘ্য কত?—৬ ফুট।

১৪। ক্যারট্ বলিতে কি বুঝায়?—ক্যারট্ বলিতে মূল্যবান কোন ধাতুর পরিমাণ বুঝায় না। ইহার দ্বারা আসল স্বর্ণের পরিমাণ স্থিরীকৃত হয় মাত্র।

১৫। একটি Nail-এর দৈর্ঘ্য কত?—Nail একটি ব্রিটিশ মাপের unit. ইহার পরিমাপ ২¼"।

১৬। আমাদের দেশে কবে মেট্রিক বা দশমিক পদ্ধতির ওজন, মাপ ইত্যাদি চালু হইয়াছে?—১৯৫৮ খৃষ্টাব্দের ১লা অক্টোবর। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই ওজন ১৯৬০ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাস হইতে চালু হইয়াছে।

১৭। মেট্রিক পদ্ধতির ওজন, মাপ বলিতে কি বুঝায়?—মেট্রিক পদ্ধতির ওজনের একক হইতেছে গ্রাম। গ্রামকে দশ দিয়া পর পর গুণ করিয়া গ্রাম অপেক্ষা বড় এককগুলি পাওয়া যায়। আবার গ্রামকে দশ দিয়া পর পর ভাগ করিলে গ্রাম অপেক্ষা ছোট এককগুলি বাহির হয়। ১০০০ গ্রামে এক কিলোগ্রাম ও ১০০ কিলোগ্রামে ১ কুইন্ট্যাল হয়।

মেট্রিক পদ্ধতির ওজনের সঙ্গে সঙ্গে মেট্রিক প্রণালীর দৈর্ঘ্য পরিমাপও আমাদের দেশে চালু হইয়াছে। মেট্রিক দৈর্ঘ্য পরিমাপের একক হইল মিটার। মেট্রিক পদ্ধতির ওজনের ন্যায় মিটারকে দশ দিয়া পর পর গুণ ও ভাগ করিয়া

দৈর্ঘ্য পরিমাপের এককাবলী ঠিক করা হইয়াছে। বেশী দূরত্ব মাপিবার জন্য কিলোমিটার এবং কম দূরত্ব মাপিবার জন্য মিলিমিটারকে এককরূপে ধরা হয়। ১০০০ মিটারে এক কিলোমিটার হয়। তরল পদার্থ পরিমাপের জন্য লিটারকে এককরূপে ধরা হয় এবং এই একককে দশ দিয়া পর পর গুণ বা ভাগ করিয়া এককাবলী স্থির করা হয়। ১০০ লিটারে এক কিলোলিটার হয়।

রেলওয়ে সংবাদ

রেল লাইনের ব্যবধান

১। গ্রেট বৃটেন, কানাডা, যুক্তরাষ্ট্র, মেক্সিকো, পেরু, মিশর, চীন, নরওয়ে, সুইডেন, ডেনমার্ক—৪ ফুট $৮\frac{১}{২}$ ইঞ্চি।

২। অস্ট্রিয়া, বেলজিয়াম, ফ্রান্স, জার্মানি, হল্যাণ্ড, ইতালী, সুইজারল্যাণ্ড—৪ ফুট।

৩। আয়র্ল্যাণ্ড—৫ ফুট ৩ ইঞ্চি।

৪। ভারত, আর্জেণ্টাইন, চিলি—৫ ফুট ৬ ইঞ্চি।

৫। স্পেন, পর্তুগাল—৫ ফুট $৫\frac{১}{৪}$ ইঞ্চি।

৬। নিউজিল্যাণ্ড, দক্ষিণ-আফ্রিকা, জাপান এবং সুদান—৩ ফুট ৬ ইঞ্চি।

৭। আফ্রিকার পূর্বাংশের দেশগুলি এবং বেলজিয়ান্-কঙ্গো প্রদেশ—৩ ফুট $৩\frac{৩}{৮}$ ইঞ্চি।

ভারতীয় রেলওয়ে

১। ভারতবর্ষে ৭০৯৫টি রেল স্টেশন আছে।

২। প্রতিদিন ভারতীয় রেলে ৭০ লক্ষ যাত্রী ভ্রমণ করে।

৩। ভারতবর্ষের ক্ষুদ্রতম নামধারী ষ্টেশন 'IB' এই ষ্টেশনটি দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ের Jharsuguda Brajarajnagar ষ্টেশন দুইটির মধ্যে অবস্থিত।

৪। দীর্ঘতম রেলওয়ে টানেল Torsi Tunnel. ইহার দৈর্ঘ $\frac{৩}{৪}$ মাইল।

৫। ভারতের দীর্ঘতম প্লাটফর্মের নাম খড়্গপুর। আবার এই প্লাটফর্মটি পৃথিবীর মধ্যে বৃহত্তম।

দ্রুতগামী ট্রেন

১। ওরিয়েন্ট এক্সপ্রেস—প্যারিস হইতে কনষ্ট্যান্টিনোপল। ২। নর্দার্ন এক্সপ্রেস—প্যারিস হইতে বার্লিন হইয়া মস্কো। ৩। ডেকান কুইন—পুণা হইতে বোম্বাই।

পৃথিবীর প্রধান প্রধান রেলপথ

১। কানাডার জাতীয় রেলপথ (Canadian National Railway ২১,৮০০ মাইল)

২। কানাডার প্রশান্ত মহাসাগরীয় রেলপথ (Canadian Pacific Railway ১৬,৮০০ মাইল)

৩। ট্রান্স সাইবেরিয়ান রেলওয়ে (Trans-Siberian Railway—মস্কো হইতে ভ্লাডিভোষ্টক)

৪। ট্রান্স-অষ্ট্রেলিয়ান রেলওয়ে (Trans-Australian Railway—৩,৩৭২ মাইল)

সমিতি

১। Freemasonদের সংঘ কোথায় সর্বপ্রথম প্রতিষ্ঠিত হয়?—ফ্রিমেসন্‌দের সংঘ প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয় গ্রীসে। ফ্রিমেসন্‌রা তাঁহাদের বদান্যতার জন্য বিখ্যাত।

২। Salvation Army-র প্রতিষ্ঠাতা কে?—১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে উইলিয়ম বুথ সামরিক প্রথায় এই সৈন্যদল গঠিত করেন। বর্তমানে বহু দেশে দুঃস্থ এবং পতিতদের উন্নতিসাধনের জন্য ইহার বহু শাখা প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিয়াছে। এই প্রতিষ্ঠানগুলির কাজ বহু ভাষায় সম্পাদিত হয়।

৩। Y. M. C. A.-এর প্রতিষ্ঠাতা কে?—১৮৪৪ খ্রীষ্টাব্দে Sir George Williams বিলাতে এই আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানটির ভিত্তি স্থাপন করেন। ইহার উদ্দেশ্য তরুণদের দেহ, মন এবং আত্মার উন্নতি বিধান করা। বিভিন্ন রাষ্ট্রে ইহার শাখা আছে।

৪। St. John Ambulance Association প্রতিষ্ঠার ইতিহাস কি?—১০৪৯ খ্রীষ্টাব্দে Palestine-এ তীর্থযাত্রীদের সাহায্যকল্পে অর্ডার অব্ সেণ্ট জন অব্ জেরুজালেম স্থাপিত হয়। বর্তমানে এই প্রতিষ্ঠানটি সেণ্ট জন অ্যাম্বুলেন্স ব্রিগেড রূপে অভিহিত। আহত এবং বিপন্নের সাহায্য করাই ইহার প্রধান কাজ।

৫। আহত ব্যক্তিদিগের শুশ্রূষাকারিগণের চিহ্ন লাল-ক্রুশ হইল কেন?—১৫৫৯ খ্রীষ্টাব্দে ফ্রান্স এবং সার্দিনিয়ার মধ্যে সালফারিনোতে তুমুল যুদ্ধ হয়। এই সময় Durant নামক একজন সুইজারল্যাণ্ডবাসী যুবক সেই যুদ্ধক্ষেত্রের মধ্য দিয়া যাইতেছিলেন। মুমূর্ষু সৈনিকদের অবস্থা দেখিয়া তাঁহার প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল। তিনি তাঁহার কাজ ভুলিয়া গিয়া আহত সৈনিকদের সেবায় আত্মনিয়োগ করিলেন। তাঁহার এই সেবা যুদ্ধক্ষেত্রের আশে-পাশের গ্রামের ইতালীয় মেয়েদের নজরে পড়িল এবং তাহারাও তাঁহার কাজে সহায়তা করিল। যুদ্ধক্ষেত্রে তিনি যে অভিজ্ঞতা অর্জন করিয়াছিলেন, তাহার বর্ণনা দিয়া পুস্তিকা লিখিয়া তিনি সকলের কাছে এক সেবা-প্রতিষ্ঠান গড়িবার প্রয়োজনীয়তা বুঝাইয়া আবেদন জানাইলেন। এই বইখানি পৃথিবীর বহু ভাষায় অনূদিত হয় এবং বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধিগণ কি করিয়া আহত ব্যক্তিগণের যন্ত্রণার লাঘব করা যায়, এই উদ্দেশ্যে এক সভা আহ্বান করেন। Durant-এর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিবার জন্য এবং সুইজারল্যাণ্ড এই যুদ্ধে নিরপেক্ষ ছিল বলিয়া সুইজারল্যাণ্ডে এই সম্মেলনের অধিবেশন হয়। অবশেষে সুইজারল্যাণ্ডের জাতীয় চিহ্নকে (লালের উপর সাদা-ক্রুশকে) উল্টাইয়া সাদা-র উপর লাল-ক্রুশকে শুশ্রূষাকারিগণের চিহ্নস্বরূপ গ্রহণ করা হয়।

৬। Rotary Club কি?—ব্যবসায়ী ও বিভিন্ন বৃত্তির লোকদের ইহা একটি আন্তর্জাতিক সমিতি। ইহার সভ্যসংখ্যা খুব সীমাবদ্ধ। সারা পৃথিবীতে বিভিন্ন দেশে রোটারী ক্লাব আছে। ইহার প্রধান দপ্তর শিকাগো, আমেরিকা। ১৯০৫ খ্রীস্টাব্দে মিঃ পল্ হ্যারিস কর্তৃক ইহা প্রতিষ্ঠিত হয়। রোটারী ক্লাবের আদর্শ—বিশ্বশান্তি, পারস্পরিক সদিচ্ছা ও সমাজ উন্নয়ন।

৭। P. E. N. Club কি?—ইহাকে বলা যাইতে পারে দেশবিদেশের মজলিস। পৃথিবীর বহুদেশেই এই ক্লাবের শাখা আছে। পৃথিবীর সমস্ত বড় বড় লেখকদের মধ্যে জাতি, ধর্ম ও নীতির বিচার না করিয়া যাহাতে সত্যকার বন্ধুত্ব গড়িয়া উঠিতে পারে সেই উদ্দেশ্যে এই ক্লাবের সৃষ্টি। P. E. N. কথাটায় 'P' বোঝায় Pcets and Play-wrights (কবি ও নাট্যকার), 'E'-তে বুঝায় Editors and Essayists (সম্পাদক ও প্রবন্ধকার), আর 'N'-তে বুঝায় Novelists (ঔপন্যাসিক)।

৮। NATO কি?—ইহার পূর্ণ নাম North Atlantic Treaty Organisation—পশ্চিম-ইউরোপের প্রায় সকল রাষ্ট্রই ইহার সদস্য। এই সংস্থার উদ্দেশ্য সোভিয়েট রাশিয়ার আক্রমণ প্রতিরোধ করা।

৯। লীগ অব্ নেশন্স কি?—লীগ অব্ নেশন্স একটি আন্তর্জাতিক সংঘ। ১৯১৪-১৮ খৃষ্টাব্দের প্রথম মহাযুদ্ধের পর আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেণ্ট উড্রো উইলসন ইহার প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। আন্তর্জাতিক শান্তি স্থাপন করা এবং যুদ্ধ না করিয়া আন্তর্জাতিক বিবাদ পরস্পর আলোচনার দ্বারা মিটমাট করাই ছিল এই সংঘের প্রধান উদ্দেশ্য। বর্তমানে এই প্রতিষ্ঠানটির পরিবর্তে U. N. O. নামে আর একটি আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান বিশ্বে শান্তি ও নিরাপত্তার জন্য গঠিত হইয়াছে। (U. N. O.-এর বিস্তারিত বিবরণ পরে দেখ)।

১০। সিয়াটো কি (SEATO)?—South East Asia Treaty Organisation. এশিয়ার দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলে কম্যুনিজম বন্ধ করার উদ্দেশ্যে

১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পৃষ্ঠপোষকতায় গঠিত সংস্থা। ইহার সদর দপ্তর ব্যাঙ্ককে অবস্থিত।

১১। সেন্টো কি (CENTO)?—১৯৫৮ খ্রীষ্টাব্দে ইরাকে বাগদাদ চুক্তি বর্জন করিলে উহার নাম পরিবর্তন করিয়া Central Treaty Organisation রাখা হয়। ইহার সদর দপ্তর আঙ্কারায় অবস্থিত।

১২। ওয়ারস চুক্তি (Warsaw Pact) কি?—১৯৫৫ খৃষ্টাব্দে কম্যুনিস্ট রাষ্ট্রজোট ন্যাটোর জবাবে পারস্পরিক আত্মরক্ষার জন্য এই চুক্তি সম্পাদিত করে। ইহার মেয়াদ ২০ বৎসর। মস্কোয় ইহার সদর দপ্তর।

১৩। Red Cross Society কি?—১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দে জেনেভায় এই সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সমিতির সদস্যগণকে জেনেভা ক্রস ধারণ করিতে হয় এবং তাঁহারা এ্যাম্বুল্যান্স, হাসপাতাল ইত্যাদি কাজে নিযুক্ত হন। ভারতে ইহার একটি শাখা আছে।

১৪। সি, এম. ডি. এ, কি?—সি, এম, ডি, এ, বলিতে কলিকাতা মেট্রোপলিটন ডেভলপমেণ্ট অথরিটি বুঝায়। কলিকাতা মেট্রোপলিটন জেলা এলাকার উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন প্রকল্পের রূপদান করিবার ও আর্থিক সাহায্য জোগানর জন্য ১৯৭০ খ্রীষ্টাব্দে এই সংস্থা গঠন করা হইয়াছে। ইহার কার্যপরিধি বহুমুখী। এইগুলি কার্যে রূপায়িত হইলে কলিকাতার রূপ একেবারে বদলাইয়া যাইবে আশা করা যায়।

১৫। **কলিকাতা কর্পোরেশন**—দেশনেতা সুপ্রসিদ্ধ বাগ্মী সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মন্ত্রিত্বকালে সৃষ্টি হয়। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস ছিলেন ইহার প্রথম মেয়র। পূর্বে ইহা ৮৬ জন সদস্য লইয়া গঠিত ছিল। কিন্তু বর্তমানে কলিকাতা সহরকে ১০০টি ওয়ার্ডে ভাগ করা হইয়াছে এবং ইহার সদস্য সংখ্যা ১০৬ জন। জনস্বাস্থ্য, জননিরাপত্তা ও শিক্ষাবিষয়ক কার্যাদি ইহাকে করিতে হয়। ইহা ছাড়া জল ও আলো সরবরাহ, সহরের আবর্জনা ইত্যাদি দূর করা

এবং রাস্তাঘাট নির্মাণ ও মেরামত প্রভৃতি কার্যও ইহাকে করিতে হয়। এই প্রতিষ্ঠানের প্রধান হইলেন মেয়র ও ডেপুটি মেয়র।

১৬। **কলিকাতা ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাস্ট**—কলিকাতার সর্বাঙ্গীণ উন্নতি বিধান ও সম্প্রসারণ, নূতন নূতন রাস্তা নির্মাণ, উন্মুক্ত উদ্যান ও নগরীর সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য এই প্রতিষ্ঠান ১৯১১ খ্রীস্টাব্দে গঠিত হয়। গঠন-পদ্ধতি—একজন চেয়ারম্যান (রাজ্যসরকার কর্তৃক নিযুক্ত) কলিকাতা কর্পোরেশনের কমিশনার (পদাধিকার) বলে, কলিকাতা কর্পোরেশনের ৩ জন প্রতিনিধি। বেঙ্গল চেম্বার অফ কমার্স এ্যাণ্ড ইণ্ডাষ্ট্রীজ অথবা ভারত চেম্বার অফ কমার্স কর্তৃক পর্যায়ক্রমে নির্বাচিত একজন সদস্য। বেঙ্গল ন্যাসনাল চেম্বার অফ কমার্স অথবা ভারত চেম্বার অফ কমার্স কর্তৃক পর্যায়ক্রমে নির্বাচিত একজন সদস্য, রাজ্যসরকার কর্তৃক নিযুক্ত ৪ জন সদস্য—মোট ১১ জন সদস্য।

পোকামাকড়

১। মশা কেন কামড়ায় এবং বোলতা ও মৌমাছি কেন হুল ফুটায়?—যে সব কীট কামড়ায় তাহারা রক্ত শোষণ করে। বোলতা এবং মৌমাছি কেবল আত্মরক্ষার জন্য হুল ফুটায়।

২। মৌচাকের মধুচক্রগুলি ছয়কোণা কেন?—কারণ, ছয়কোণা চক্রগুলি সমস্ত শূন্যস্থান পূর্ণ করে। চারিকোণ এবং তিনকোণ-বিশিষ্ট চক্রগুলি অপেক্ষা এইগুলি বেশি মজবুত।

৩। কোন্ পতঙ্গ শিকার ধরিয়া তাহাকে সম্মোহিত করিয়া ফেলে? —কাঁচপোকা।

৪। কোন্ প্রাণী শরীরে কোনপ্রকার বেদনা অনুভব করে না?—কেঁচো।

৫। কেঁচো না থাকিলে পৃথিবীর কি ক্ষতি হইত?—পণ্ডিত গিলবার্ট

বলিয়াছেন যে, কেঁচো না থাকিলে জমির উর্বরতা নষ্ট হইয়া মাটি শক্ত পাথরে পরিণত হইত এবং মাটির উপর কোনপ্রকার ফসল উৎপন্ন হইত না। কেঁচোর এমন শক্তি আছে যে,—শুধু কঠিন মাটি ভেদ করিয়া সে চলিতে পারে এমন নয়, ইটের দেওয়াল ভেদ করিয়াও সে চলিতে পারে।

৬। সবচেয়ে ছোট পতঙ্গ কি ?—ইলাফিস্ (Ilaphis) নামে একপ্রকার মাছি। এই মাছি উকুনের চেয়েও আকারে ছোট।

৭। সবচেয়ে বড় পোকা-মাকড় কি ?—দক্ষিণ-আমেরিকার প্রজাপতি জাতীয় একপ্রকার পোকা। ইহার নাম এরিবাস এগ্রিপ্পিনা। ডানা শুদ্ধ মাপ ১১ ইঞ্চি।

৮। মৌমাছি কি গুন্ গুন্ শব্দ করে ?—না। মৌমাছি উড়িবার সময় পক্ষ সঞ্চালন করিলে ঐরূপ শব্দ শোনা যায়।

৯। জীবজগতে দেহের আয়তনের অনুপাতে পিপীলিকার brain বৃহত্তম।

১০। ফড়িং (grasshopper)-এর দেহের রক্তের বর্ণ সাদা।

১১। ফড়িং-এর পাঁচটি চোখ আছে।

১২। পোকামাকড়দের মধ্যে একমাত্র মৌমাছিকেই পোষা হয়।

১৩। ফ্রান্সে একটিও মশা নাই।

১৪। উইপোকা ও কেঁচো দেখিতে পায় না।

১৫। পিঁপড়েরা একে অপরের শুঁড় স্পর্শ করিয়া মনের ভাব ব্যক্ত করে।

১৬। জোনাকি পোকারা জ্বলে কেন ?—জোনাকি পোকার গায়ে আগুনের মত যে জিনিসটা জ্বলে তাহা আগুন নয়। লুসোফেরিন নামে একটা পদার্থ এবং উহার কোন উত্তাপ নাই। বাবুই পাখী জোনাকি পোকা ধরে নিয়ে রাত্রিবেলা নিজেদের বাসা আলোকিত করে।

ভূ-তত্ত্ব

১। পৃথিবীর অভ্যন্তরে কি নূতন কয়লার খনি তৈয়ারি হইতেছে?—হ্যাঁ। লিগ্‌নাইট নামক খনিজ পদার্থ ক্রমশঃ কয়লায় পরিণত হইতেছে।

২। সোনা কি অবস্থায় পাওয়া যায়?—বালি, বালুকা-প্রস্তর ও নানা-প্রকার খনিজ পদার্থের মিশ্রিত অবস্থায় সোনা পাওয়া যায়।

৩। পৃথিবীর অভ্যন্তরভাগ কি দিয়া তৈরি?—বৈজ্ঞানিকেরা মনে করেন যে, পৃথিবীর অভ্যন্তরভাগ ধাতুদ্বারা নির্মিত। এ পর্যন্ত ভূ-পৃষ্ঠ হইতে মাত্র ১০ মাইল অভ্যন্তরভাগের সহিত আমরা পরিচিত।

৪। এক একটি তৈলকূপে কতদিন পর্যন্ত পেট্রোলিয়াম পাওয়া যায়?—গড়ে ১৫ হইতে ২৫ বৎসর পর্যন্ত।

৫। জল ও মাটির নীচে মানুষ কতদূর পর্যন্ত যাইতে পারিয়াছে?—সাব-মেরিণ চলিয়াছে ৩৮৩ ফুট জলের নীচ দিয়া। ডুবুরী ৮১৫ ফুট জলের নীচ পর্যন্ত নামিয়াছে। মাটির নীচে মানুষ খুঁড়িয়াছে ৮,০০০ ফুট পর্যন্ত, তেলের খনি পৌঁছিয়াছে ১০,০০০ ফুট পর্যন্ত। মানুষ যন্ত্রের সাহায্যে সমুদ্রের গভীরতার মাপ করিয়াছে পঁয়ত্রিশ হাজার ফুটের বেশি পর্যন্ত।

৬। পৃথিবীর বুক খুঁড়িয়া কোন্ কোন্ দেশে কি কি করা হইয়াছে? —ফ্রান্সে ২,৭৬৫ ফুট খুঁড়িয়া পৃথিবীর গভীরতম আর্টেজীয় কূপ তৈয়ারী করা হইয়াছে। বেলজিয়ামে ৪,০০০ ফুট খুঁড়িয়া পৃথিবীর গভীরতম কয়লার খনি পাওয়া গিয়াছে। কালিফোর্নিয়াতে ১০,০০০ ফুট খুঁড়িয়া খনিজ তৈলের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে।

৭। সবচেয়ে হাল্‌কা এবং সবচেয়ে ভারী ধাতু কি কি?—হাল্‌কা—অ্যালুমিনিয়াম এবং ম্যাগনেসিয়াম। ভারী—বিস্‌মাথ।

৮। কত বৎসর পূর্বে প্রথম মনুষ্যজাতীয় প্রাণীর আবির্ভাব হয় এবং ইহাদের দেহাবশেষ কোথায় পাওয়া যায়?—সাড়ে পাঁচ লক্ষ বৎসর পূর্বের মানুষের

দেহাবশেষ জাভা দ্বীপে পাওয়া গিয়াছে। এই জাতীয় মানুষের নাম দেওয়া হয় পিথেক্যানথ পাস্ ইরেক্টাস্।

৯। জীবাশ্ম কি ?—বহু পুরাতন প্রাণী ও উদ্ভিদের যে অবশেষ পাললিক শিলায় পরিলক্ষিত হইয়াছে তাহাকে Fossil বা জীবাশ্ম বলা হয়। উহা আমাদিগকে আদিম পৃথিবীর বহু তথ্যের সন্ধান দেয়।

১০। ইতালীর অন্তর্গত Larderell-তে আগ্নেয়গিরি হইতে শক্তি সংগ্রহ করিয়া কারখানার কাজ করা হয়।

শরীর-তত্ত্ব

১। হাসিতে বা ভ্রূকুটি করিতে কতগুলি মাংসপেশী সংকুচিত করিতে হয় ?—হাসিতে ১৩টি ও ভ্রূকুটি করিতে ৫০টি পেশী সংকুচিত করিতে হয়। হাসি অপেক্ষা ভ্রূকুটি করিতে অধিকতর দৈহিক শক্তিও ক্ষয় হয়। সুতরাং যত পার হাসিবে।

২। রক্ত কত দ্রুত শরীরের মধ্যে চলাচল করে ?—প্রতি মিনিটে দেহের সমস্ত রক্ত একবার করিয়া হৃদ্‌যন্ত্রের মধ্যে দিয়া চলাচল করে।

৩। দেহের সমস্ত রক্তের ওজন কত ?—পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তির রক্তের ওজন প্রায় সাত হইতে আট পাউণ্ড।

৪। কোন্ রোগগুলি সংক্রামক ?—বসন্ত, বিসূচিকা, ডিফ্‌থিরিয়া, টাইফয়েড এবং আমাশয়।

৫। কোন্ কোন্ রোগের জীবাণু জলের দ্বারা সংক্রামিত হয় ?—বিসূচিকা, টাইফয়েড ও আমাশয়।

৬। আমরা হাই তুলি কেন ?—ক্লান্তি বা অবসাদ দেহে সঞ্চিত হইলে তাহা দূর করিবার জন্য অম্লজানের প্রয়োজন হয় এবং আমরা হাই তুলিয়া অম্লজান দেহের মধ্যে আমদানি করি।

৭। আমরা চোখের পলক ফেলি কেন ?—চোখ শুকাইয়া গেলে আমরা

ভাল দেখিতে পাই না। তাই চোখের পর্দা ভিজাইবার জন্য অশ্রুগ্রন্থি আছে। চোখের পাতা ফেলিলেই এই অশ্রুগ্রন্থি হইতে জল বাহির হইয়া চোখের পর্দা ভিজাইয়া দেয়।

৮। রৌপ্যের বাসনে জল পান করা স্বাস্থ্যের পক্ষে হিতকর কেন? —রৌপ্যের সংস্পর্শে জলের অনেক জীবাণু নষ্ট হয়।

৯। দেহের কোন স্থানে আঘাত লাগিলে দাগ পড়ে কেন?—দেহের কোথাও আঘাত লাগিলে ভিতরের ক্ষুদ্র ধমনী দুই একটি ছিঁড়িয়া যায় এবং ত্বকের নীচে রক্ত জমে। এইজন্য আহত স্থান কালো দেখায়।

১০। বানরের শরীর হইতে গ্রন্থি লইয়া তাহা মানুষের শরীরে বসাইয়া বৃদ্ধকে নবযৌবন দান করিতে কে সক্ষম হইয়াছিলেন?—ডাঃ ভোরোনফ্।

১১। বাড়িতে অসুখ হইলে ভিক্ষা না দিবার কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ আছে কি?—ভিক্ষার দ্রব্য দ্বারা রোগের জীবাণু বাহিরে ছড়াইতে পারে।

১২। উজ্জ্বল আলোকের দিকে তাকাইলে চোখের মণি ছোট হইয়া যায় কেন?—কারণ চোখের উপর বর্তুলাকার আবরণ আলোকরশ্মির প্রবেশকে নিয়ন্ত্রণ করিতে গিয়া সঙ্কুচিত হয়।

১৩। হৃৎক্রিয়া হয় কেন?—শিরা ও উপশিরার মধ্য দিয়া শরীরের প্রত্যেক অংশে রক্ত সঞ্চালিত করিবার জন্য।

১৪। শিরার রক্ত লাল এবং উপশিরার রক্ত বিবর্ণ কেন?—পূর্বে ফুসফুস দ্বারা বিশোধিত হওয়ায় শিরার রক্ত লালবর্ণ দেখায়। উপশিরার রক্ত tissue-এর মধ্যে অম্লজান বিতরণ করিয়া উহা হইতে যবক্ষারজান গ্রহণ করিয়া বিবর্ণ হইয়া পড়ে।

১৫। পায়ে ঝিঁ ঝিঁ ধরে কেন?—সাময়িকভাবে কোন শিরার উপর চাপ পড়িলে রক্ত সঞ্চালন বন্ধ হইয়া পুনরায় যখন রক্ত সঞ্চালন আরম্ভ হয়, তখন আমাদের পায়ে ঝিঁ ঝিঁ ধরে।

১৬। জলের নীচে আমরা বাঁচিতে পারি না কেন?—আমাদের সর্বদা

টাট্‌কা বাতাসের প্রয়োজন। জলের মধ্যে বাতাস গ্রহণ করিতে গেলে জল ফুসফুসে প্রবেশ করিয়া উহাকে অকর্মণ্য করিয়া ফেলিবে।

১৭। আমাদের স্বেদ নির্গত হয় কেন?—দেহ হইতে মলিনতা দূর করিবার জন্য এবং শরীরের উত্তাপের সমতা রক্ষা করিবার জন্য স্বেদ নির্গত হয়।

১৮। তোতলামির কারণ কি?—মুখের ও জিহ্বার মাংসপেশীর উপর নিয়ন্ত্রণ না থাকিলে তোতলামি প্রকাশ পায়। তোতলামি একটি স্নায়বিক ব্যাধি।

১৯। Liver (যকৃৎ) তলপেটের দক্ষিণদিকের উপরিভাগে অবস্থিত। যকৃতের ভিতরে স্বাস্থ্য এবং জীবনধারণের পক্ষে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় কতকগুলি কার্য হয়। এখানে একপ্রকার চিনি সঞ্চিত হয়, পিত্ত তৈয়ারি হয় এবং কতকগুলি টিস্যুর বিষ বিনষ্ট হয়।

২০। Spleen (প্লীহা) তলপেটের ভিতরে পাকস্থলীর বামদিকে নিম্নভাগের পাঁজরার হাড়ের নীচে অবস্থিত। ইহার ভিতর রক্তের শ্বেত কণিকার সৃষ্টি হয়। এখানে মৃত রক্তকণিকাগুলি আসিয়া পুঞ্জীভূত হয় এবং এইগুলির রক্তাংশ যকৃতের ভিতর পিত্ত তৈয়ারীর জন্য প্রেরিত হয়।

২১। Heart (হৃৎপিণ্ড) ফুসফুসের মধ্যে অবস্থিত পেশীযুক্ত দেহযন্ত্রবিশেষ। ইহার সাহায্যে দেহের সর্বত্র রক্ত সঞ্চালন করা হয়।

২২। Lungs (ফুসফুস) বক্ষদেশে পাঁজরার হাড়ের নীচে অবস্থিত শ্বাসযন্ত্র। ইহার সাহায্যে আমরা নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের কার্য করি। ফুসফুসের ভিতর আমরা বাতাসের সঙ্গে যে অম্লজান গ্রহণ করি, তাহা দ্বারা রক্তসঞ্চালন সম্ভব হয় এবং যবক্ষারজান বাহির করিয়া দিই। এইভাবে রক্ত পরিশোধিত হয়।

২৩। Pulse rate—ধমনীতে অনুভূত হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন। এই প্রকার স্পন্দন সাধারণ লোকের স্বাভাবিক অবস্থায় মিনিটে ৭২ বার হয়।

২৪। মানবদেহের জলের পরিমাণ কত?—চারভাগের তিনভাগ।

২৫। Normal temperature—দেহের স্বাভাবিক উত্তাপ ৯৮'৪ ডিগ্রী ফারেণহাইট।

২৬। Thermometer—তাপমান যন্ত্র। ইহার সাহায্যে দেহের উত্তাপ স্থির করা হয়। এই যন্ত্র সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে আবিষ্কৃত হয়।

২৭। Stethoscope—যে যন্ত্রের সাহায্যে হৃৎপিণ্ড বা অন্যান্য দেহযন্ত্রের স্পন্দন অনুভব করা যায়।

২৮। Respiration rate—মিনিটে যতবার নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস হয়। ইহা সাধারণতঃ ১৪ হইতে ১৮ বার।

২৯। Relation between pulse and temperature—দেহে উত্তাপ-বৃদ্ধি হইলে ধমনীর গতি বাড়িয়া যায়। ১ ডিগ্রি উত্তাপ বাড়িলে সাধারণতঃ ধমনীর গতি মিনিটে দশবার বৃদ্ধি পায়।

৩০। Well-balanced diet—যে খাদ্যতালিকার মধ্যে আমাদের শরীরের প্রয়োজনমত ছানা, চবি ও শর্করাজাতীয় খাদ্য এবং ভিটামিন ও খনিজর দ্রব্যাদি থাকে, তাহাকে well-balanced diet বলে।

নিম্নে ভারতবাসীর উপযোগী একটি খাদ্যতালিকা দেওয়া হইল—

ঢেঁকিছাটা চাউল	৮ আউন্স
লাল আটা	৬ "
ডাল	৪ "
মৎস্য	৩ "
টাটকা তরকারী	৪ "
দুধ	১২ "
ঘৃত বা তৈল	৩ "

৩১। Proportion of height to weight—প্রত্যেক স্বাস্থ্যবান লোকে উচ্চতা এবং ওজনের মধ্যে একটা নির্দিষ্ট অনুপাত (Proportion) আছে। এই অনুপাতের ব্যতিক্রম হইলে লোকটির স্বাস্থ্যহানি হইয়াছে বুঝিতে হইবে।

দেহের ওজন ১০০ পাউণ্ড হইলে, উচ্চতা ৫ ফুট হওয়া উচিত এবং প্রত্যেক এক ইঞ্চি বেশি উচ্চতার অনুপাতে ৩ পাউণ্ড বেশি ওজন হওয়া উচিত।

৩২। গড়পড়তায় একজন মানুষের মস্তিষ্কের ওজন কত?—তিন পাউণ্ডের কম।

৩৩। মানুষের শরীরে সর্বসমেত কতগুলি অস্থি আছে?—২০৬ খানা।

৩৪। কোন্ যুগ হইতে দাঁত বাঁধাইবার ব্যবস্থা সুরু হইয়াছে?—রোম-সভ্যতার যুগ হইতে। সে-যুগে সোনা দিয়া দাঁত বাঁধানো হইত এবং নকল দাঁত বসাইবার ব্যবস্থা আরম্ভ হইয়াছে উনবিংশ শতাব্দীতে।

৩৫। টিউমার কি?—শরীরের ভিতর বা বাহিরে কোন স্থানে অস্বাভাবিক মাংসপিণ্ডের উৎপত্তিকে 'টিউমার' বলে। টিউমার যখন ক্রমান্বয়ে বাড়িতে থাকে এবং স্বাভাবিক টিসুগুলি নষ্ট করে, তখন ইহাকে 'ক্যান্সার' বলে।

৩৬। সন্ত্রস্ত অবস্থায় মানুষের মুখ বিবর্ণ হয় কেন?—ভীতাবস্থায় মুখমণ্ডলে রক্তসঞ্চালন হ্রাস হয় বলিয়া মুখ বিবর্ণ হয়।

৩৭। জিহ্বার দ্বারা কি আস্বাদ গ্রহণ করা যায়?—মুখের বাহিরে জিহ্বার উপর কোন জিনিস রাখিলে কোন আস্বাদ পাওয়া যাইবে না। সেই জিনিসটি যতক্ষণ পর্যন্ত না palate স্পর্শ করে, ততক্ষণ কোন আস্বাদবোধ হইবে না। জিহ্বার কাজ কেবল খাদ্যদ্রব্য নাড়াচাড়া করা।

৩৮। ২৭ বৎসর বয়স্ক উত্তর রোডেশিয়াবাসী Havelock Brigder ১৩১$\frac{১}{২}$ ঘণ্টা বিনিদ্র অবস্থায় কাটাইয়া পৃথিবীতে রেকর্ড স্থাপন করিয়াছেন। ইনি কল চালাইয়া জীবিকা নির্বাহ করিতেন।

৩৯। বৎসরে ৯০ লক্ষবার মানুষের চোখের পলক পড়ে।

৪০। যে-কোন শব্দ উচ্চারণ করিতে আমাদের ৭২টি মাংসপেশীর ব্যবহার করিতে হয়।

৪১। আমাদের হাতের উপর এত রেখা কেন?—হাতের রেখার সাহায্যে আমরা বিভিন্ন দ্রব্যের উপরিভাগের উচ্চতা ও নিম্নতা বুঝিতে পারি।

৪২। নিদ্রার সময় আমাদের নাক ডাকে কেন ?—নিদ্রার সময় নাক দিয়া নিঃশ্বাস না লইয়া মুখ দিয়া নিঃশ্বাস লওয়ার জন্য এরূপ শব্দ শ্রুত হয়।

৪৩। জল অপেক্ষা রক্ত ছয়গুণ গাঢ়।

৪৪। ডবল নিউমোনিয়া বলিয়া কোন রোগ নাই। আমরা যাহাকে ডবল নিউমোনিয়া বলি তাহা প্রকৃতপক্ষে Pleural নিউমোনিয়া।

৪৫। চুল পাকে কেন ?—চুলের গোড়ায় রঞ্জক পদার্থ কমিয়া গেলে চুল পাকিতে আরম্ভ করে।

৪৬। মানুষের শরীরে চামড়ায় ২০০,০০০-এর বেশি ছিদ্র আছে।

৪৭। আমাদের শরীরে একপ্রকারের পেশী আছে, যাদের কাজ আমাদের ইচ্ছার উপর নির্ভর করে না। এদের বলা হয় অনৈচ্ছিক পেশী যেমন, হৃৎপিণ্ড ও পাকস্থলী। ইহারা স্বয়ংক্রিয়।

জ্যোতির্বিদ্যা

১। পৃথিবী আকাশের মধ্য দিয়া কত জোরে ছুটিতেছে ?—পৃথিবী সূর্যের চতুর্দিকে যে পথ পরিভ্রমণ করে তাহার দৈর্ঘ্য ৫৮০,০০০,০০০ মাইল। পৃথিবী প্রায় ৩৬৫ দিনে এই পথ চলিয়া শেষ করে। সুতরাং শূন্যপথে ঘণ্টায় ৩৬,২৬০ মাইল বেগে পৃথিবী ছুটিতেছে।

২। পৃথিবীর কেন্দ্রস্থল কিরূপ ?—পৃথিবীর অভ্যন্তরভাগ বোধ হয় ধাতুময়। বহির্ভাগে প্রায় ৫০ মাইলব্যাপী পর্বতের আবরণ আছে।

৩। যদিও পৃথিবীর অভ্যন্তরভাগ অত্যন্ত গরম তথাপি মেরুপ্রদেশে বরফ জমে কি করিয়া ?—পৃথিবীর অভ্যন্তরভাগ এবং ইহার উপরিভাগের মধ্যস্থলে একটি শীতল আবরণ আছে। আভ্যন্তরিক উত্তাপ এই আবরণ ভেদ করিয়া উপরে উঠিতে পারে না। পৃথিবীর উপরিভাগের উত্তাপ এবং সূর্য-তাপ মেরুপ্রদেশে অল্পদিন স্থায়ী এবং গ্রীষ্মকালের উত্তাপ এই জমাট বরফ গলাইবার পক্ষে যথেষ্ট নয়।

৪। চন্দ্র কি প্রকৃতপক্ষে শীতল?—বর্তমান যুগে চন্দ্রের শীতলতা সম্বন্ধে রুশবিজ্ঞানীরা নিঃসন্দেহ নহেন। তবে সেখানে যে সব নভশ্চরগণ অবতরণ করিয়াছেন তাহারা সেখানে কোন উদ্ভিদ বা জীবন্ত প্রাণীর দেখা পান নাই।

৫। চন্দ্রের ব্যাসের মাপ কত?—২,১৬২ মাইল।

৬। চন্দ্রের উপরে বাতাস নাই কেন?—চন্দ্রের আকর্ষণ শক্তি কম বলিয়া ইহার চতুর্দিকে বাতাস নাই।

৭। চন্দ্রগ্রহ না থাকিলে কি হইত?—জোয়ারগুলি এত প্রবল হইত না এবং রাত্রিকালে চিরকাল পৃথিবী গাঢ় অন্ধকারে নিমজ্জিত হইয়া থাকিত।

৮। দ্বিপ্রহরে ছায়াগুলি ক্ষুদ্রতম হয় কেন?—কারণ সূর্য তখন ঠিক মাথার উপর থাকিয়া কিরণ দেয়।

৯। উজ্জ্বলতম নক্ষত্র কোনটি?—সিরিয়াস।

১০। কোন্ গ্রহ পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা নিকটে?—শুক্রগ্রহ।

১১। মঙ্গলগ্রহে কি উদ্ভিদ আছে?—হ্যাঁ। ডাঃ E. C. Slipher আবিষ্কার করিয়াছেন যে, মঙ্গলগ্রহে ফ্রান্সদেশের আয়তনবিশিষ্ট স্থান উদ্ভিদপরিপূর্ণ।

১২। ১৯৭০ সালে তামিলনাড়ুর অন্তর্গত উৎকামণ্ডে একটি বৃহৎ টেলিস্কোপ চালু করা হইয়াছে। ইহা পৃথিবীর বৃহত্তম টেলিস্কোপগুলির অন্যতম।

১৩। পৃথিবীর সূর্যের চতুর্দিকে চক্কর দিতে লাগে ৩৬৫ দিন আর বুধের সূর্যকে একবার ঘুরে আসতে লাগে মাত্র ৮৮ দিন। বুধ তার শরীরের একটা দিক সূর্যের দিকে রেখে ঘুরছে অপর দিকটা বরাবরই রয়েছে সূর্যের আড়ালে। কাজেই বুধের একদিক চিরকাল দিন, অপর দিক চিরকালের জন্য রাত্রি। বুধের আলোকিত দিকটার উত্তাপ ৬৪০ ডিগ্রী ফারেনহাইট পর্যন্ত উঠে, আর অন্ধকার দিকটায় উত্তাপ নেমে আসে শূন্য ডিগ্রী ফারেনহাইটের চাইতেই ৪৫০ ডিগ্রী নীচে।

১৪। তোমরা যদি উল্কাপাত দেখতে চাও, তবে এই তারিখগুলো মনে রেখো। ২১শে এপ্রিল, আগষ্ট ৯ থেকে ১১ তারিখ, আর নভেম্বরের ২৭ তারিখ।

ঐ তারিখের রাত্রিতে বেশীক্ষণ জেগে থাকলে তোমরাও আকাশে উল্কাপাত দেখতে পাবে। অবশ্য আকাশ পরিষ্কার থাকা চাই।

১৫। ১৯শে এপ্রিল ১৯৭৪ সন ভারতের পক্ষে এক স্মরণীয় দিন। ঐ দিন ভারতীয় বিজ্ঞানীদের পরিকল্পিত ও তৈরী করা প্রথম পৃথিবীর কৃত্রিম উপগ্রহটিকে তাদের সোভিয়েত বন্ধুদের সাহায্যে সোভিয়েত মহাকাশ-বন্দর থেকে সোভিয়েত বাহক রকেটের সাহায্যে উৎক্ষিপ্ত হয়েছে। এই উপগ্রহটির নাম সঠিক ভাবেই প্রাচীন ভারতের জ্যোতির্বিদ ও গণিতজ্ঞ আর্যভট্টর নামানুসারে রাখা হইয়াছে।

প্রতিকূল গ্রহদমনে ভারতীয় প্রস্তর

রবি	চুণী	মঙ্গল	প্রবাল	চন্দ্র	মুক্তা
বুধ	পান্না	বৃহস্পতি	পোখরাজ	শুক্র	হীরক
শনি	নীলকান্তমণি	রাহু	গোমেদ	কেতু	বিড়ালাক্ষী

ভ্রান্তিজনক নামকরণ

১। Sealing Wax—ইহাতে আদৌ মোম নাই।

২। Guinea Pig—এই প্রাণী গিনি প্রদেশে পাওয়া যায় না এবং ইহা শূকরজাতীয় জন্তুও নহে। ইহা দক্ষিণ আমেরিকার একপ্রকার ইঁদুর।

৩। Rice Paper—ধান বা ধানগাছের দ্বারা তৈয়ারি নয়।

৪। German Silver—এই ধাতুতে কণামাত্র রৌপ্য নাই এবং জার্মানিতেও ইহা উৎপন্ন হয় না। চীনদেশেই ইহার কেবল প্রচলন আছে।

৫। Dutch Clock—এই ঘড়িগুলি জার্মানিতে তৈয়ারী হয়।

৬। Titmouse—ইঁদুর নয়। ইহা একপ্রকার পাখী।

৭। Irish Stew—এই খাদ্যের কথা আয়ারল্যাণ্ডের লোকেরা জানে না।

৮। Kid Gloves—ছাগলছানার চামড়ায় ইহা তৈরী হয় না, ভেড়ার বাচ্চা বা ভেড়ার চামড়ায় ইহা তৈরী হয়।

৯। Slow Worm—পোকা নয়। ইহা একজাতীয় পদবিহীন গিরগিটি।

১০। Devil's Coach horse—ইহা ঘোড়া নয়। ইংলণ্ডের একপ্রকার কৃষ্ণবর্ণের ঝিঁঝিঁ পোকা।

১১। Soda water—ইহাতে আদৌ সোডা নাই। জলের সঙ্গে কার্বন-ডাই-অক্সাইড গ্যাস মেশান থাকে মাত্র। নিকোলাস পল ইহার আবিষ্কারক।

১২। Chinese ink—ইহা আদৌ চীনদেশে তৈয়ারী হয় না। ইহা একপ্রকার আঁকিবার কালি। জার্মানিতে ইহা প্রথম তৈরী হয়।

১৩। Spanish Moss —ইহা আদৌ Moss নহে। উহা আনারস জাতীয় ফল।

১৪। Pythoness—সর্প নয়। ইহা এক ডাইনীর নাম।

১৫। Silkworm—পোকা নয়। ইহা একপ্রকার গুটিপোকা।

১৬। School chalk—খড়িমাটি নয়। ইহা প্যারী প্লাস্টার।

১৭। Panama hats—পানামায় তৈয়ারী হয় না। ইহা Columbia এবং Equador এ তৈয়ারী হয়।

১৮। Mosquito bite—মশকের দংশন নয়। ইহা একটি ক্ষুদ্র ছিদ্র।

১৯। Witch-hazel—Hazel নামক কোন বৃক্ষ নয়। ইহা elm জাতীয় বৃক্ষ।

২০। Camphor ball—ইহাতে কণামাত্র কর্পূর নাই। ইহা ন্যাপথালিনের তৈয়ারী।

২১। সেক্সপিয়ারের Midsummer Night's Dream—গ্রীষ্মকালে ঘটে নাই। ইহার সময় বসন্ত ঋতু (২৯শে এপ্রিল হইতে ১লা মে)।

২২। Horned owl—শৃঙ্গযুক্ত পেচক নয়। মস্তকোপরি পালকগুচ্ছকে ভুল করিয়া শৃঙ্গ মনে করা হইত এবং এইভাবে এইরূপ নামকরণ হইয়াছে।

২৩। Coal mouse—ইঁদুর নয়। একপ্রকার কালো রঙের ছোট পাখী।

সময় গণনার ইতিহাস

১। যীশুখৃষ্টের জন্মদিন হইতে খ্রীষ্টাব্দের আরম্ভ।

২। কুষাণসম্রাট কণিষ্কের রাজত্বকালে (৭৮ খ্রীঃ) হইতে শকাব্দ গণনা করা হয়। আবার কেহ কেহ বলেন, শালিবাহন হইতে শকাব্দ গণনা করা হয়।

৩। মহম্মদের মদিনা গমনের দিন হইতে মুসলমান বৎসর 'হিজরী' আরম্ভ।

নানাদেশীয় অভিনন্দন প্রশ্ন

১। ইংলণ্ড ও আমেরিকা—"How do you do ?"

২। ফ্রান্স—"How do you stand ?"

৩। ইতালী—"How do you find yourself ?"

৪। জার্মানি—"How do you fare ?"

৫। রাশিয়া—"May thy shadow never be less !"

৬। চীনদেশ—"Have you eaten your rice ?"

৭। মিশর—"How do you perspire ?"

৮। জাপান (নামানি)—"I bow to you."

৯। পশ্চিমবঙ্গ—"নমস্কার, কেমন আছেন ?"

১০। ভারতের হিন্দীভাষী অঞ্চলে—"নমস্তে।"

বিজ্ঞাপনের ইতিহাস

সংবাদপত্রে প্রথম বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয় ১৬৪২ খ্রীষ্টাব্দে। ইংলণ্ডে প্রথম ছাপান বিজ্ঞাপন বাহির করেন William Caxton. ১৬৫৭ খ্রীষ্টাব্দে লণ্ডন শহরে বিজ্ঞাপন-প্রচারের জন্য একখানি কাগজ প্রথম বাহির হয়। নিয়মিতভাবে বিজ্ঞাপন-প্রচার আরম্ভ হয় ১৬৯২ খ্রীষ্টাব্দে—"The Mercurius Politicus" নামক সংবাদপত্রে। বর্তমান যুগে রেডিও ও সিনেমার মাধ্যমে নিয়মিত বিজ্ঞাপন দেওয়ার রীতি চালু হইয়াছে।

ধর্মতত্ত্ব

১। Easter কাহাকে বলে ?—যীশুখ্রীষ্টের পুনরুত্থান পর্ব। ২১শে মার্চের পর প্রথম পূর্ণিমা তিথির পরবর্তী রবিবারে এই উৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

২। বাইবেল কোন্ সময়ে মুদ্রিত হয় ?—১৪৫২-৫৬ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে ল্যাটিন ভাষায় বাইবেল মুদ্রিত হয়।

৩। পৃথিবীর মধ্যে বৃহত্তম মঠ কোথায় ?—লাসার ডুবুং মঠ। এই মঠে ৮০০ শ্রমণ ও শিক্ষার্থীর বসবাসের ব্যবস্থা আছে।

৪। জাপানীদের আদিম ধর্ম কি ?—শিণ্টো ধর্ম। ইহা জাপানের রাষ্ট্রীয় ধর্ম। সূর্য এই ধর্মাবলম্বীদের প্রধান দেবতা। বর্তমানে জাপানের অধিকাংশ লোক বৌদ্ধধর্মাবলম্বী।

৫। Theosophy ধর্মমতের প্রবর্তক কে ?—Madam Blavatsky. এই ধর্মাবলম্বীরা কর্মবাদ ও পুনর্জন্মে বিশ্বাস করেন।

৬। ষড়দর্শন বলিতে কোন্ কোন্ গ্রন্থ বুঝায় ?—কপিলমুনি-রচিত সাংখ্য, পতঞ্জলি-কৃত যোগসূত্র, জৈমিনী-কৃত পূর্বমীমাংসা, ব্যাস-প্রণীত উত্তর-মীমাংসা বা বেদান্ত, কণাদ-প্রণীত বৈশেষিক এবং গৌতম-প্রবর্তিত ন্যায়।

৭। পরমহংসদেবের ও বিবেকানন্দের গার্হস্থ্যাশ্রমের নাম কি ছিল ? —যথাক্রমে—গদাধর চট্টোপাধ্যায় ও নরেন্দ্রনাথ দত্ত।

৮। রামকৃষ্ণদেবের উপদেশের সার কি ?—যত মত, তত পথ।

৯। বুদ্ধের তিনটি বাণী কি ?—বুদ্ধং শরণং গচ্ছাম, সঙ্ঘং শরণং গচ্ছামি, ধর্মং শরণং গচ্ছামি।

১০। চারি ধাম বলিতে কোন্ কোন্ তীর্থ বুঝায় ?—পুরী, সেতুবন্ধ রামেশ্বর, দ্বারকা ও বদরিকাশ্রম।

১১। কোন্ ধর্মালম্বী লোক ভারতে বেশি ?—হিন্দু-ধর্মাবলম্বী। গড়-পড়তায় প্রতি দশ হাজারে ৬,৮২৪ জন হিন্দু।

১২। ভারত-যুক্তরাষ্ট্রের বাহিরে হিন্দু পীঠস্থান কোথায় আছে?—করাচী হইতে ১২ মাইল পশ্চিমে বেলুচিস্তানের দাক্ষিণভাগে হিঙ্গুলা নদীতীরে হিঙ্গুলার ভবানী। ইহা ৫২ পীঠের প্রথম পীঠ।

১৩। ভারত মহাসাগরের কোন্ দ্বীপে অধিবাসীরা হিন্দু বলিয়া পরিচিত? —যবদ্বীপের পশ্চিমে বলিদ্বীপের। এখানে হিন্দুসংস্কৃতির বহু নিদর্শন অদ্যাপি বিদ্যমান আছে।

১৪। কোন্ দেশের শাসনকর্তা একজন ধর্মযাজক ছিলেন?—তিব্বত। বিদ্রোহের ফলে ধর্মযাজক দালাই লামা তিব্বত হইতে বিতাড়িত হইয়া ভারতে আশ্রয় লইয়াছেন। এই দেশটি এখন চীনদেশের কুক্ষিগত।

১৫। রামকৃষ্ণ মিশনের প্রতিষ্ঠাতা কে?—স্বামী বিবেকানন্দ।

১৬। বৈষ্ণবদিগের চারিটি সম্প্রদায় কি কি?—রামানুজ, বিষ্ণুস্বামী, মাধবাচার্য, নিম্বাদিত্য।

১৭। ভারত-যুক্তরাষ্ট্রের কোন্ কোন্ স্থানে কুম্ভমেলা হয়?—প্রয়াগ, হরিদ্বার, উজ্জয়িনী এবং নাসিক।

১৮। সুন্নী কাহাদিগকে বলে?—মুসলমানদের মধ্যে যাঁহারা বংশপরম্পরা মহম্মদের উপদেশাবলী ও কোর-আনের মত ঈশ্বরের প্রত্যাদেশ বলিয়া বিশ্বাস করেন। তাঁহারা আলী এবং পূর্ববর্তী তিন খলিফাকে মানেন।

১৯। শিয়া কাহাদিগকে বলে?—মুসলমানদের মধ্যে যাঁহারা আলীকে মহম্মদের অব্যবহিত পরবর্তী খলিফা বলিয়া গ্রহণ করেন।

২০। কোন্ দেশে বিড়ালকে পূজা করা হইত?—মিশর দেশে হাজার হাজার বৎসর পূর্বে এই প্রথার প্রচলন ছিল।

২১। কোন দেবীর পূজায় ঘণ্টাধ্বনি নিষিদ্ধ?—হিন্দুদের লক্ষ্মীপূজায়।

২২। দেবদাসী কাহাকে বলে?—যে বালিকা দেবতার সেবায় আত্মনিয়োগ করিয়া আজীবন কুমারী থাকে।

২৩। কোন্ দেশে হস্তীর পূজা হয়?—শ্যামদেশে শ্বেতহস্তীকে বুদ্ধদেবের অবতার বলিয়া পূজা করা হয়।

২৪। কোন্ মস্‌জিদ হিন্দুদের মন্দির বলিয়া পরিচিত?—কাশীর বেণী-মাধবের ধ্বজা।

২৫। Good Friday বা Goods Friday—Easter Sunday-র Friday—যীশুখ্রীষ্টের ক্রুশে হত্যা স্মরণার্থ পর্ববিশেষ।

২৬। Christmas Eve—বড়দিন, ২৪শে ডিসেম্বর রাত্রিমুখ।

২৭। Gospel—যীশুখ্রীষ্ট-প্রদত্ত ধর্মসমাচার।—মথি, মার্ক, লুক, যোহন কর্তৃক লিখিত খ্রীষ্টের জীবন কথা।

২৮। Apostle—যীশুখ্রীষ্টের প্রেরিত শিষ্য।

২৯। পৃথিবীর কোন্ শহরে সর্বাধিক সংখ্যক মস্‌জিদ আছে? —কনস্টান্টিনোপল।

৩০। X'mas—যীশুখ্রীষ্টের জন্ম-উপলক্ষে বার্ষিক উৎসব। Christmas (সংক্ষেপে X'mas) খ্রীষ্টানদের সর্বাপেক্ষা বড় উৎসব।

৩১। ভারতের বাহিরে প্রথম বেদান্ত প্রচার করেন কে?—স্বামী বিবেকানন্দ। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে 'মানব-ধর্ম'-সম্পর্কে বক্তৃতা করেন কে? —রবীন্দ্রনাথ। চৈতন্যদেবের পর উড়িষ্যায় বৈষ্ণবধর্মের শ্রেষ্ঠ প্রচারক কে? —বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী।

৩২। শব-ই-বরাত কি?—সৌভাগ্যের রাত্রি। ধর্মপ্রাণ মুসলমানেরা বিশ্বাস করেন যে, এই রাত্রিতে এক বৎসরের জন্য তাঁহাদের অদৃষ্ট নির্দিষ্ট হইয়া থাকে। সুতরাং এই রাত্রিতে তাঁহারা সৌভাগ্যলাভের জন্য বিশেষভাবে প্রার্থনা করিয়া থাকেন।

৩৩। 'ঈদোল-ফেতর' কি?—সপ্তাহে প্রতি শুক্রবার যেমন মুসলমানেরা মিলিতভাবে প্রার্থনা করিয়া থাকেন, ঠিক সেইরূপ বৎসরের এই দিনে মুসলমানেরা মিলিতভাবে প্রার্থনা করিয়া থাকেন। এই দিনে মুসলমানদের উপবাস করা

নিষিদ্ধ। তাঁহারা নূতন বস্ত্রাদি পরিধান করিয়া এই উৎসব পালন করিয়া থাকেন।

৩৪। 'ইদুজ্জোহা' কি—ভগবানের প্রেরিত পুরুষ আব্রাহাম একবার স্বপ্নে প্রত্যাদিষ্ট হইয়া তাঁহার প্রিয়তম পুত্রকে ভগবানের প্রীত্যর্থে উৎসর্গ করিবার জন্য উদ্যত হইলে তাঁহার হস্তস্থিত খড়্গ অকর্মণ্য হইয়া পড়ে। তখন তিনি প্রিয়তম কোন প্রাণী উৎসর্গ করিবার জন্য আদিষ্ট হন। তদবধি মুসলমানেরা এই উৎসবে কোন-না-কোন প্রাণী ভগবানের প্রীত্যর্থে উৎসর্গ করিয়া থাকেন।

৩৫। মহর্‌রম কি ?—হজরত্ মহম্মদের দৌহিত্র ইমাম হজরত হোসেন চাঁদমাস মহর্‌রমের ১০ তারিখে কারবালা প্রান্তরে এজিদ কর্তৃক নিহত হইয়াছিলেন। সেই ঘটনাকে স্মরণ করে আজও যে অনুষ্ঠান হয় তাকে বলে মহরম্।

৩৬। 'ফাতেহা দোয়াজ দাহাম' কি ?—এই তারিখে হজরত্ মহম্মদের জন্ম ও মৃত্যু হয়।

৩৭। 'আখেরি চাহার সুম্বা' কি ?—শফর চাঁদমাসের শেষ সপ্তাহের বুধবারে হজরত মহম্মদ কঠিন পীড়া হইতে রোগমুক্ত হইয়াছিলেন। সেইজন্য ইহা 'আখেরি' চাহার সুম্বা' নামে পরিচিত। ইহা মুসলমানদের একটি পর্বদিন।

৩৮। লণ্ডনের সবচেয়ে প্রসিদ্ধ গির্জাটির নাম কি ?—গির্জাটির নাম 'সিটি টেম্পল'। এটি ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে নির্মিত হয় এবং এই গির্জায় আড়াই হাজার লোক একত্রে বসিয়া উপাসনা করিতে পারে।

৩৯। Boxing Day কোন্ দিনকে বলা হয় ?—X'mas দিবসের পরবর্তী দিবস। এই দিনে দরিদ্র লোকের সাহায্যার্থে স্থানে স্থানে ভিক্ষাপাত্র (Box) রাখা হইত এবং সাধারণ লোকেরা উহার মধ্যে টাকা-পয়সা দিত।

৪০। ভারতবর্ষে খ্রীষ্টানদের প্রাচীনতম গির্জা কোনটি ?—হুগলী জেলার অন্তর্গত ব্যাণ্ডেলে যে Bandel Church আছে সেইটি ভারতে খ্রীষ্টানদের প্রাচীনতম গির্জা। সম্রাট আকবরের রাজত্বকালে ১৫৫৯ খ্রীষ্টাব্দে পর্তুগীজ

নাবিক এবং পাদরীরা এই গির্জা নির্মাণের ব্যয়ভার বহন করেন। ১৫৬১ খ্রীষ্টাব্দে মোগলদের আক্রমণে গির্জার অনেক ক্ষতি হয়, কিন্তু আবার তাহাকে নূতন করিয়া তৈরি করা হয়। এখানে যীশু খ্রীষ্টক্রোড়ে যে মাতৃমূর্তি আছে, তাহা সত্যই মনোরম।

৪১। প্রথম কোন্ বাঙালী ভারতবর্ষের বাহিরে বৌদ্ধধর্ম প্রচার করেন? —'শ্রীজ্ঞান'-উপাধিকারী বাঙালী—দীপঙ্কর অতীশ। ইহার ছেলেবেলার নাম চন্দ্রগর্ভ (জন্ম ৯৯০ খ্রীঃ)। তিনি তিব্বতে ১৫ বৎসর কাল বৌদ্ধধর্ম প্রচার করেন। ৬০ বৎসর বয়সে ইনি হিমালয়ের দুর্গম তুষারপথ অতিক্রম করিয়া তিব্বতে গমন করেন। তিব্বতের লাসা নগরীতে তিনি দেহরক্ষা করেন।

৪২। দয়ানন্দ সরস্বতী অ-হিন্দুকে শুদ্ধি করিয়া হিন্দুধর্মে দীক্ষা দিবার ব্যবস্থা প্রথম প্রচলন করেন।

৪৩। চতুর্বেদ বলে কেন?—মহর্ষি ব্যাস যজ্ঞে ব্যবহার করিবার জন্য বিভিন্ন মন্ত্র সংকলন করে চারটি পৃথক ভাগে বেদকে ভাগ করেন। বেদের যে সব অংশ স্তোত্র দিয়ে রচিত হয়েছিল সেগুলি একত্র করে তৈরী হ'ল ঋক্‌বেদ। বেদের যে অংশ গান দিয়ে রচিত হয়েছিল, সেগুলি একত্র করে তৈরী হ'ল সামবেদ। গদ্যময় মন্ত্রগুলি একত্র করে তৈরী হ'ল যজুর্বেদ। এ ছাড়া বাকী মন্ত্রগুলি নিয়ে তৈরী হ'ল অথর্ববেদ। মহর্ষি ব্যাস এইভাবে বেদকে চারভাগে ভাগ করেছিলেন বলে তাঁকে বলা হয় বেদব্যাস।

৪৪। পৃথিবীর প্রথম ধর্ম কি?—সর্বপ্রাণবাদ (Animism) এই সর্বপ্রাণবাদ দিয়েই ধর্মের আরম্ভ এবং আগুন, জল, হাওয়া ইত্যাদি শক্তিগুলি হ'ল মানুষের প্রথম দেবতা এবং এদের খুশী রাখলে মানুষের ভাল হবে।

বিভিন্ন ধর্মপ্রচারকদের জন্ম ও মৃত্যু

	জন্ম	মৃত্যু
গৌতম বুদ্ধ	৫৯৯ খ্রীষ্টপূর্ব	৪৮৯ খ্রীষ্টপূর্ব
যীশুখ্রীষ্ট	৪ খ্রীষ্টাব্দ	৩০ খ্রীষ্টাব্দ
হজরত্ মহম্মদ	৫৬৯ ,,	৬৩২ ,,
মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য	১৪৮৫ ,,	১৫৩৩ ,,
গুরু নানক	১৪৬০ ,,	১৫৩১ ,,
শ্রীরামকৃষ্ণ	১৮৩৫ ,,	১৮৮৬ ,,
শ্রীঅরবিন্দ	১৮৭২ ,,	১৯৫০ ,,
লাও-ৎসে	৬০৩ খ্রীষ্টপূর্ব	

ভারতের বিভিন্ন রাজনৈতিক পতাকা

কংগ্রেস—সাদা, কমলা এবং সবুজ। এই ত্রিবর্ণরঞ্জিত পতাকার মধ্যস্থলে অশোক-চক্র।

হিন্দু মহাসভা—গাঢ় কমলা রংয়ের উপর রক্তবর্ণের অসি এবং সর্পবেষ্টিত পদ্মফুল।

ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টি—কাস্তে ও ধানের শীষ।

জনসংঘ—দীপ্যমান প্রদীপ।

পৃথিবীর প্রধান আটটি ধর্মগ্রন্থ

১। হিন্দু—বেদ
২। বৌদ্ধ—ত্রিপিটক
৩। মুসলমান—কোর-আন্
৪। চীনা—তাও-তেহ-কিং
৫। খ্রীষ্টান—বাইবেল
৬। পার্শী—জেন্দ আবেস্তা
৭। শিখ—গ্রন্থসাহেব
৮। ইহুদী—তালমুদ্

ভারতে শিক্ষার ব্যয়

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রতি ছাত্রের জন্য গড়ে বার্ষিক ব্যয়হার ২০·১২ এবং মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে প্রতি ছাত্রের জন্য ব্যয়হার ৫৮·০০। বর্তমানে এই ব্যয়ের হার যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইয়াছে।

মৎস্য

১। জল হইতে মাছ তুলিলে মাছ মরিয়া যায় কেন?—মাছ জলের ভিতর হইতে তাহার ফুল্কা দ্বারা শ্বাস গ্রহণ করে। জল হইতে মাছ তুলিলে ইহার ফুসফুস শুকাইয়া অকর্মণ্য হইয়া পড়ে এবং শ্বাসরুদ্ধ মাছ হইয়া মারা যায়।

২। মাছের চোখে পাতা নাই কেন?—মাছের চক্ষু সর্বদা জলের সংস্পর্শে থাকে বলিয়া চোখ বুজবার বা আর্দ্র করিবার কোন দরকার হয় না।

৩। উড্ডীয়মান মৎস্য কি প্রকৃতপক্ষে উড়ে?—এই প্রকারের মৎস্য একাদিক্রমে হাজার গজ পর্যন্ত উড়িতে পারে। পাখীর ন্যায় এই মাছ ডানা দোলাইতে পারে না, তবে উড়িবার সময় ইহারা অন্যান্য পতঙ্গের ন্যায় এক-প্রকার শব্দ করে। উড়িবার সময় ইহাদের ডানাগুলি শুকাইয়া গেলে অনিচ্ছা-সত্ত্বেও ইহারা উড়িবার ক্ষমতা হারাইয়া ফেলে।

৪। কোন্ মৎস্য বৈদ্যুতিক ধাক্কা মারিতে পারে?—তিন প্রকার মৎস্য। Gymonotus ; Electric Ray ; Electric Cat Fish—ইহাদের মধ্যে প্রথম প্রকারের মৎস্যের বৈদ্যুতিক ধাক্কায় যে কোন প্রাণী গুরুতরভাবে আহত হইতে পারে, এমন কি মরিয়াও যাইতে পারে।

৫। কোন্ মৎস্য পর্বতগাত্রে ছিদ্র করিতে পারে?—Pholas নামক এক-প্রকার কঠিন আবরণযুক্ত মৎস্য। ইহারা পায়ের দ্বারা পর্বতগাত্রে ছিদ্র করে।

৬। কোন্ জীব চোখ না বুজিয়া ঘুমায়?—মাছ চোখ না বুজিয়া ঘুমায়,

কারণ তাহার চোখের উপর অন্যান্য জীব-জন্তুর ন্যায় কোন আবরণ নাই। তাই অনেকের ধারণা মাছ ঘুমায় না।

৭। কোন্ মাছ ডিম পাড়ে না ?—হাঙ্গর।

৮। অল্প জলে মাছ মরিয়া যায় কেন ?—অল্প জলের মধ্যে যে পরিমাণ অক্সিজেন থাকে, মাছ তাহা গ্রহণ করিয়া নিঃশেষ করিলে মারা যায়।

৯। মাছ খাদ্যদ্রব্য না চিবাইয়া গলাধঃকরণ করে কেন ?—মাছ মুখ দিয়া নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস লয়। এজন্য অনবরত তাহাকে মুখ খুলিতে ও বন্ধ করিতে হয়। তাই খাবার গিলিয়া না খাইলে মুখ খুলিলেই খাবার মুখ হইতে বাহির হইয়া যাইবে।

১০। স্ত্রী-তিমি ৩৮½ ফুট দীর্ঘ না হওয়া পর্যন্ত প্রাপ্তবয়স্কা হয় না।

১১। ৭ পাউণ্ড ওজনের কড মাছ একসঙ্গে ৭ লক্ষ ডিম পাড়িতে পারে।

১২। সাধারণ ইটকে কেরোসিন তৈলে ভিজাইয়া জলে ফেলিলে গলদা চিংড়ি সহজে ধরা যায়। কেরোসিন তৈলের গন্ধে আকৃষ্ট হইয়া ইটের চারিদিকে চিংড়িমাছ জড় হয়।

১৩। সবচেয়ে পুরোনো মাছ হচ্ছে "অ্যাগনাথা"। কথাটার মানে হচ্ছে যাদের চোয়াল নেই। মুখের মধ্যে শুধু একটা গর্ত। ৪০ কোটি বৎসর আগে এরা পৃথিবীতে আসে এবং এদের বেশির ভাগই এখন লোপ পেয়েছে।

১৪। সবচেয়ে ছোট মাছ দেখতে পাওয়া যায় ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জে। নাম পাণ্ডাকা। এদের এক একটা দৈর্ঘ্যে আধ ইঞ্চির বেশী হবে না। তেমনি সবচেয়ে বড় মাছ হচ্ছে তিমি-হাঙ্গর বা হোয়েলশার্ক। এদের কোন কোনটা লম্বায় ষাট ফুট পর্যন্ত হতে পারে।

১৫। লণ্ঠন মাছ—এই মাছ সমুদ্রের অনেক নীচে থাকে। এদের শরীরে দুপাশে বোতামের মত সার বাঁধা বালবের মত জিনিস বসানো আছে। সেগুলি থেকে থেকে জলে উঠে, আর তারই আলোয় এই মাছ জলের তলায় দিব্য ঘুরে বেড়ায়।

ভারতের প্রাচীন স্থাপত্য

১। আবু পাহাড়ের জৈন মন্দির। ২। পুরীর জগন্নাথ মন্দির।
৩। কোণারকের সূর্যমন্দির। ৪। অজন্তার গুহামন্দির।
৫। কাশীর বিশ্বেশ্বরের মন্দির। ৬। পুণার পার্বতী মন্দির।
৭। গয়ার নিকটে বুদ্ধগয়ার মন্দির। ৮। মাদুরার মীণাক্ষী মন্দির।
৯। হায়দ্রাবাদের হস্তিগুহা মন্দির।

কাপড়ের নাম-রহস্য

আলপাকা—পেরুদেশে একপ্রকার লোমশ হরিণের নাম আলপাকা। এই হরিণের নামানুসারে ইহার লোমে প্রস্তুত সার্টিন জাতীয় বস্ত্রের নাম আলপাকা।

ক্যালিকো—ভারতের কালিকট নামক স্থান হইতে পূর্বে একপ্রকার ছাপানো কাপড় রপ্তানি করা হইত। উহার নামানুসারে একপ্রকার ছাপানো ছিটের নাম ক্যালিকো হইয়াছে।

ভেলভেট—এই শব্দটি ল্যাটিন্ 'ভেলুটের' বিকৃত উচ্চারণ। ল্যাটিন্ ভাষায় 'ভেলুট' শব্দের অর্থ পশম।

ব্লাঙ্কেট—টমাস ব্লাঙ্কেটের নামানুসারে হইয়াছে। ইনি ইংলণ্ডের একজন প্রসিদ্ধ বস্ত্রব্যবসায়ী ছিলেন।

তাব্বা—তাব্বা নামক বাগদাদ শহরের একটি রাস্তার নাম হইতে।

মস্‌লিন—এশিয়ার 'মুশল' শহরের নামানুসারে।

সার্জ—স্পেনদেশে একরকম পশমী কম্বলের নাম সার্জ। ইহার নামানুসারে বিদেশী পশমী বস্ত্র মাত্রই সার্জ নামে অভিহিত।

সার্টিন—জ্যাটাউন নামে চীনের একটি পল্লীর নাম হইতে আসিয়াছে।

বর্তমান যুগে **নকল রেশম, নাইলন, টেরিলিন, টেরিকট, ডেক্রন,**

সিল্ক প্রভৃতি কৃত্রিম উপায়ে প্রস্তুত বিবিধ প্রকারের বস্ত্রের বহুল প্রচলন হইয়াছে।

নাম-রহস্য

১। ফুলস্ক্যাপ কাগজের এইরূপ নাম হইল কেন?—কারণ এই মাপের $13\frac{3}{4}'' \times 16\frac{1}{2}''$ (= ৩৩·৫ × ৪২ সে. মি.) কাগজের উপর "Fools' cap" আঁকা থাকত।

২। Private motor car-এর মাহিনা-করা চালককে সফার (chauffeur) বলা হয় কেন?—Chauffeur শব্দটি ইংরেজী stoker (যে আগুন উস্‌কাইয়া দেয়)-এর প্রতিশব্দ। পূর্বে মোটর গাড়ি বাষ্পে চলিত এবং সব সময়ে একজন stoker-এর দরকার হইত। পরবর্তীকালে যখন মোটর গাড়িতে পেট্রোল ইঞ্জিন ব্যবহৃত হইতে লাগিল, তখন সফার নামটি গাড়ির চালককে দেওয়া হইল।

৩। রেলওয়ে স্টেশনের টিকিট বিক্রয়ের স্থানকে Booking Office বলে কেন?—যাত্রীগাড়ির (Stage Coach) যুগে কাহাকেও গাড়িতে স্থান সংগ্রহ করিতে হইলে একখানি বইয়ে (book) নাম লিখিতে হইত। যখন রেলগাড়ি প্রথম চলিতে আরম্ভ করিল, তখন একখানি টিকিট বইয়ে যাত্রীর নাম এবং গন্তব্য স্থানের ভাড়া লেখা হইত। যেদিন হইতে টিকিট ছাপান আরম্ভ হইল সেইদিন হইতেই ঐ অফিসের নাম হইল 'বুকিং অফিস'।

৪। Dead Sea-এর এইরূপ নাম হইল কেন?—এই সাগরের জল এত লবণাক্ত যে, এখানে কোন মৎস্য বাঁচিতে পারে না।

৫। ট্রামগাড়ির এরূপ নামকরণ হইল কেন?—আউটারাম নামক এক সাহেব এইরূপ লাইন পাতিয়া গাড়ি চালাইবার প্রথম পরিকল্পনা করেন এবং তাঁহার নাম হইতে 'ট্রাম' নামকরণ হইয়াছে।

৬। ২৪ পরগণা জিলার নামের উৎপত্তির ইতিহাস কি?—বাংলার শেষ নবাব সিরাজদ্দৌলার পতনের পর বিশ্বাসঘাতক মীরজাফর তাঁহার নবাবী

প্রাপ্তির মূল্যস্বরূপ লর্ড ক্লাইভকে ২৪টি পরগণা ইজারা দিয়াছিলেন। কালক্রমে এই ২৪টি পরগণার আয়তনের নাম ২৪ পরগণা জিলা রাখা হয়। পরগণাগুলির নাম—(১) আকবরপুর, (২) আমিরপুর, (৩) আজিমাবাদ, (৪) বালিয়া, (৫) বাদিরহাটা, (৬) বসনধারী, (৭) কলিকাতা, (৮) দক্ষিণ সাগর, (৯) গড়, (১০) ছাতিয়া গড়, (১১) ইখতিয়ারপুর, (১২) ঘরিতুড়ী, (১৩) খাসপুর, (১৪) ময়দানমল, (১৫) মাগুড়া, (১৬) মানপুর, (১৭) ময়দা, (১৮) মুড়াগাছা, (১৯) পাইকান, (২০) পেচাফুলী, (২১) সাতাল, (২২) শাহানগর, (২৩) সাহাপুর, (২৪) উত্তর পরগণা।

গাছপালা

১। গাছ শ্বাসকার্য করে কেমন করিয়া?—পত্র দ্বারা।

২। ফুল কি করিয়া পোকা-মাকড়কে আকর্ষণ করে?—ফুল নিজের দেহাভ্যন্তরে অমৃত রাখিয়া গন্ধ এবং বর্ণদ্বারা পোকা-মাকড়কে আকৃষ্ট করে।

৩। ফুলে কি সত্যই মধু আছে?—ফুলের মধ্যে প্রকৃতপক্ষে কোন মধু নাই। মৌমাছি এবং অন্যান্য প্রাণী যে পদার্থ ফুল হইতে আহরণ করে, তাহার মধ্যে প্রচুর পরিমাণে ইক্ষুচিনি বর্তমান। মৌচাকের ভিতরে ইহা রাসায়নিক পরিবর্তনের ফলে মধুতে পরিণত হয়।

৪। Aspen বৃক্ষের পাতা এত সহজে নড়ে কেন?—এই পাতার বৃন্তগুলি অত্যন্ত সরু।

৫। কখন এবং কোথায় ইংলণ্ডে সর্বপ্রথম আলুর চাষ করা হয়? —১৫৮৫ খ্রীষ্টাব্দে লণ্ডনের নিকট আলুর প্রথম চাষ করা হয়।

৬। ঘাস কিছুদিন চাপা দিয়া রাখিলে সাদা হইয়া যায় কেন?—সূর্যালোকের অভাবে Chlorophyll নামক সবুজ পদার্থ হইতে ইহা বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে এবং তখন ইহা সাদা হয়।

৭। গাছপালা কিভাবে আমাদের স্বাস্থ্যের উন্নতি করে?—আমরা কার্বনিক

অ্যাসিড নিঃশ্বাসের সহিত বাহির করিয়া দিই। উহা আমাদের স্বাস্থ্যের পক্ষে অনিষ্টকর, কিন্তু গাছপালা উহা শোষণ করিয়া লয় এবং বায়ুতে অক্সিজেন (অম্লজান) ছাড়িয়া দেয়। অম্লজানযুক্ত বাতাস আমাদের স্বাস্থ্যের পক্ষে অধিকতর উপযোগী।

৮। উদ্ভিদের বয়স চিনিবার উপায় কি?—গাছের গুঁড়ি কাটিলে যে গোল দাগ দেখা যায়, তাহা গণনা করিয়া উদ্ভিদের বয়স স্থির করা যায়।

৯। পৃথিবীর কতখানি জায়গা বৃক্ষ দ্বারা আবৃত?—পৃথিবীর প্রায় পাঁচ-ভাগের এক ভাগ।

১০। কঠিনতম কাঠের নাম কি?—পশ্চিম অস্ট্রেলিয়ার জারাকাঠ (Jarrab)।

১১। সবচেয়ে হাল্‌কা এবং সবচেয়ে ভারি কাঠ কি?—যথাক্রমে Cocus কাঠ এবং Balsa কাঠ।

১২। অধিকাংশ গাছপালা সবুজবর্ণযুক্ত কেন?—মৃত্তিকা এবং বায়ু হইতে জীবনধারণের উপযোগী খাদ্য প্রস্তুত করিতে উদ্ভিদ্‌দেহস্থ সবুজ রঙ গাছপালাকে বিশেষভাবে সাহায্য করে।

১৩। কোন্ গাছের পাতা সবচেয়ে বড়—সিংহলের একপ্রকার টালিপট-পাম জাতীয় গাছের পাতা।

১৪। সবচেয়ে বড় ফুলের নাম কি?—সুমাত্রা দ্বীপের বন্য র‍্যাগ্‌লেসিয়া আরগল্‌ভি নামে একরকম ফুল। ইহার কুঁড়ি হয় বড় ফুলকপির মত; যখন ইহা ফোটে তখন দুর্গন্ধে বন ভরিয়া উঠে। ফুলগুলির ব্যাস পুরো দুই হাত, রং টকটকে লাল ও পাপড়িগুলি বেশ পুরু।

১৫। সবচেয়ে ছোট ফুলের নাম কি?—ক্রীমসন ক্লোভার।

১৬। কোন বর্ণের ফুলের সংখ্যা বেশি?—লালবর্ণের ফুল।

১৭। বর্ষণ বৃক্ষ কি?—দক্ষিণ আমেরিকায় পেরু প্রদেশের একরকম গাছ

আছে। প্রখর রৌদ্রের সময় এই গাছ হইতে জল পড়িতে থাকে। এই জল খুব সুস্বাদু ও পুষ্টিকর। গাছগুলি আমগাছের মত বড়।

১৮। পৃথিবীর বৃহত্তম বৃক্ষ কোথায় আছে?—কালিফোর্ণিয়ায় একটি গাছ আছে, সেটি ৩২০ ফুট উচ্চ এবং তাহার পরিধি ৯০ ফুট। গাছটির বয়স প্রায় ৪ হাজার বৎসর।

১৯। পুষ্পের সুগন্ধ কোথা হইতে আসে?—ফুলগাছ নিজের কাজের জন্য এক প্রকার তৈল সৃষ্টি করে। এই তেল সুগন্ধ বলিয়া পুষ্প সুগন্ধ হয়।

২০। বিছুটি গায়ে লাগিলে কুটকুট করে কেন?—বিছুটি গাছের পাতায় একরকম রোঁয়া আছে। এই রোঁয়াগুলি গোল ছুঁচালো, ডগাটি ছুঁইলেই ভাঙিয়া গিয়া আমাদের চামড়ার ভিতরে কর্‌করে রোঁয়াটি ঢুকিয়া যায় এবং রোঁয়ার ভিতরকার নলে যে একপ্রকার বিষাক্ত রস থাকে সেই রস রক্তের সঙ্গে মিশিলে গা কুট্‌কুট করিতে থাকে।

২১। বৃক্ষাদির পরমায়ু—

দেবদারু জাতীয় বৃক্ষ—৮০০ বৎসর। আমেরিকার Red wood বৃক্ষ—৪,০০০ বৎসর। Baoab বৃক্ষ —৪০০০ বৎসর।

২২। সবচেয়ে বেশিদিন ফল দেয় কোন্ গাছ?—একটি নাসপতি গাছ প্রায় ৩০০ বছর পর্যন্ত ফল দেয়। সংখ্যায় সবচেয়ে বেশি ফল দেয় অবশ্য আখরোট গাছ। এক এক বছরে একটি আখরোট গাছে প্রায় ১ লক্ষ ফল ধরিতে দেখা গিয়াছে।

২৩। কোন্ গাছ সবচেয়ে আস্তে আস্তে বাড়ে?—লিচেন্ নামক একরকম গাছ। এই গাছ প্রায় পঞ্চাশ বৎসরে একহাতের বেশি বাড়ে না। আবার এই গাছ প্রায় দুইশত বৎসর বাঁচিয়া থাকে।

২৪। ডুমুরের ফুল হয় না কেন?—কথাটি ঠিক সত্য নয়। ডুমুর ফলটি প্রকৃতপক্ষে ডুমুরের ফুল। একটি ডুমুর ফল কাটিয়া অতসী কাঁচ দিয়া দেখিলে

দেখা যায় যে, উহার ভিতরে অসংখ্য ফুলের কুঁড়ির মত জিনিস বর্তমান। ইংরেজীতে এইগুলিকে florets বলা হয়।

২৫। রাত্রিতে যে সব ফুল ফোটে সেগুলি সাদা কেন?—এই সকল ফুল সূর্যরশ্মি হইতে কোন রং শুষিয়া লইবার সুযোগ পায় না। এজন্য উহাদের রং শাদা।

২৬। কোন্ গাছের রস হইতে রবার তৈরী হয়?—রবার গাছ হইতে। মালয়ের সিঙ্গাপুর অঞ্চলে রবার গাছের প্রচুর চাষ হইয়া থাকে।

২৭। চায়ের পাতা কিভাবে তৈয়ারী হয়?—চা গাছ হইতে দুইটি পাতা ও একটি কুঁড়ি চয়ন করিয়া শুকাইয়া চা তৈয়ারি হয়। ভারতের সবচেয়ে বেশি চা বাগান আছে আসামে।

২৮। পৃথিবীর মধ্যে বড় বটগাছটি হইল প্রতাপগড়ের ফুলযানিপুর গ্রামে। ইহার পরিধি ৪৫ ফুট। ছয় বিঘা জমি হইয়া গাছটি দাঁড়াইয়া আছে বিরাট দৈত্যের মত।

২৯। ১৫০৮ খ্রীস্টাব্দে পর্তুগীজরা পট্যাটো ও টম্যাটোর সগোত্র টোব্যা-কোকে আমাদের দেশে লইয়া আসে।

৩০। প্যারাগুয়েতে একপ্রকার সুমিষ্ট বৃক্ষ দেখা যায়। ইহার ইংরেজি নাম (Stevia)। ইহার দেহনিঃসৃত রস চিনি অপেক্ষা ৩০০ গুণ মিষ্ট এবং ইহার এক ফোঁটা রসে এক কাপ চা বা কফি সুমিষ্ট হয়।

৩১। ব্যাঙের ছাতা কি?—ইহা একটি নীচু জাতের উদ্ভিদ। এর কোন শিকড় বা গুঁড়ি নাই। এগুলি প্রায় স্যাঁতসেঁতে জায়গায় হয়। সেখানে প্রায়ই ব্যাঙেরা থাকে। এইজন্য ইহাকে ব্যাঙের ছাতা বলে।

পান্থপাদপ—মরুভূমি অঞ্চলে এই গাছ দেখা যায়। গাছের পাতাগুলি কলাগাছের পাতার মত। ডাঁটার নীচে খোঁচা দিলে সুস্বাদু জল পাওয়া যায়।

দিগ্‌দর্শন বৃক্ষ—উত্তর-আমেরিকার এক ধরনের অদ্ভুত গাছ। এই গাছের পাতার একদিক সবসময়ে উত্তর দিকে থাকে এবং অপর দিক দক্ষিণদিকে থাকে। এই পাতা দেখিয়া দিক্ নির্ণয় করা যায়।

দুগ্ধবৃক্ষ—পৃথিবীর সর্বত্র গাভীতেই দুগ্ধ দেয়, কিন্তু দক্ষিণ-আমেরিকায় ভেনেজুয়েলার অনুর্বর মরুভূমি প্রদেশে বৃক্ষ দুগ্ধ দেয়। এই গাছের নাম Milk Tree বা দুগ্ধবৃক্ষ। এখানকার অধিবাসিগণ এই গাছের গুঁড়িতে একটা গর্তের মত করে এবং একটি স্থান কিছু গভীরভাবে চিরিয়া দেয় এবং একপ্রকার রস বাহির হইয়া আসে। এই রস অতি উপাদেয় এবং দুগ্ধের মত পুষ্টিকর।

ইংরেজি মাসের নাম-রহস্য

রোমানরা তাঁহাদের দেবতা এবং সম্রাট্‌গণের নামানুসারে মাসের নামকরণ করিয়াছেন। ইংরেজি মাসের নাম রোমানদিগের নামানুসারে হইয়াছে।

জানুয়ারী—দেবতা 'জেনাসের' নামানুসারে এই মাসের নাম হইয়াছে। রোমানরা কোন শুভ কার্য আরম্ভ করিবার পূর্বে এই দেবতার পূজা করিতেন।

ফেব্রুয়ারী—প্রাচীনকালে রোমানরা এই সময়ে 'ফেব্রুয়া' নামক এক উৎসব করিতেন। এই উৎসবের নামানুসারে এই মাসের নাম হইয়াছে।

মার্চ—রণদেবতা 'মারস্'-এর নামানুসারে এই মাসের নাম হইয়াছে। এই সময়ে দেশে খুব ঝড়-বৃষ্টি হইত।

এপ্রিল—'এপ্রিল' শব্দের অর্থ খুলিয়া দেওয়া। এই সময়ে রোমদেশে বসন্তের আবির্ভাব হইত এবং বৃক্ষলতা পুষ্পসম্ভার লইয়া ঝলমল করিত। তাই রোমানরা এই মাসকে এপ্রিল বলে।

মে—'মেইকা' নাম্নী প্রাচীন রোমানদের উপাস্য দেবতার নামানুসারে এই মাসের নামকরণ হইয়াছে। ইনি 'এট্‌লাস'-এর কন্যা।

জুন—'জুনো' দেবীর নামানুসারে এই মাসের নামকরণ হইয়াছে।

জুলাই—রোমের বিখ্যাত সম্রাট জুলিয়াস্ সিজারের নামানুসারে এই মাসের নাম হইয়াছে। সিজারের পূর্বে রোমানদের বৎসর মার্চ মাস হইতে গণনা করা হইত, কিন্তু তিনি জানুয়ারী মাস হইতে গণনার প্রবর্তন করেন। তাঁহার নাম

চিরস্মরণীয় করিবার জন্য তিনি যে মাসে এই পরিবর্তন সাধন করিলেন সেই মাসের নাম দিলেন জুলাই।

আগস্ট—সম্রাট্ অগাস্টাসের নামানুসারে এই মাসের নামকরণ হইয়াছে।

সেপ্টেম্বর—পূর্বে যখন মার্চ মাস হইতে বৎসর গণনা করা হইত তখন এই মাসটি ছিল সপ্তম, তাই এই মাসের নাম হইয়াছে 'সেপ্টেম্বর'।

অক্টোবর—'অক্টোবর' শব্দের অর্থ আট। পূর্বে এই মাসটি অষ্টম মাস ছিল বলিয়া ইহার নাম অক্টোবর হইয়াছে।

নভেম্বর—'নভেম্বর' শব্দের অর্থ নয় এবং পূর্ব-নামকরণ অনুসারে এখনও নভেম্বর রহিয়া গিয়াছে।

ডিসেম্বর—'ডিসেম্বর' শব্দের অর্থ দশ। এই মাস পূর্বে দশম মাস ছিল বলিয়া এই মাসের নাম ডিসেম্বর হইয়াছে।

বাংলা মাসের নাম-রহস্য

বাংলা মাসের নামকরণ গ্রহ নক্ষত্রের অবস্থানকে আশ্রয় করিয়া রাখা হইয়াছে।

বৈশাখ—এই মাসে সূর্য মেষরাশিতে অবস্থানকালে প্রায়ই 'বিশাখা' নক্ষত্রের পূর্ণিমার অন্ত হয়। এজন্য এই মাসকে সৌর বৈশাখ বলা হয়।

জ্যৈষ্ঠ—এই মাসে সূর্য বৃষ রাশিতে অবস্থান করে এবং 'জ্যেষ্ঠা' নক্ষত্রে পূর্ণিমার অন্ত হয় বলিয়া ইহার নাম জ্যৈষ্ঠ রাখা হইয়াছে।

আষাঢ়—এই মাসে প্রায়ই 'পূর্বষাঢ়া' নক্ষত্রে পূর্ণিমার অবসান হয়। এই সময়ে সূর্য মিথুনরাশিতে থাকে।

শ্রাবণ—এই মাসে 'শ্রবণা' নক্ষত্রে পূর্ণিমার অন্ত হয়, তাই এই মাসের নাম শ্রাবণ। এই সময়ে সূর্য কর্কটরাশিতে অবস্থান করে।

ভাদ্র—'পূর্বভাদ্রপদ' নক্ষত্রে এই মাসের পূর্ণিমার শেষ হয় বলিয়া নাম ভাদ্র মাস। এই মাসে সূর্য সিংহরাশিতে থাকে।

আশ্বিন—'অশ্বিনী' পূর্ণিমায় এই মাস কন্যারাশিতে অবস্থান করে। আশ্বিন মাসের শেষদিন এবং ঐদিন পূর্ণচন্দ্র অশ্বিনী নক্ষত্রে থাকে। ২৭½ দিন পরে চন্দ্র আবার অশ্বিনী নক্ষত্রে ফিরিয়া আসে, কিন্তু তখন পূর্ণিমা হওয়ার দুইদিন বাকি থাকিতে ভরণী পার হইয়া কৃত্তিকাতে গিয়া পূর্ণিমা হয়। সুতরাং ২৯½ দিনের এই যে মাস সে দিন পূর্ণ হইল, তাহার নাম কার্তিক।

কার্তিক—এই মাসে কৃত্তিকা নক্ষত্রে পূর্ণিমার অস্ত হয়, সেইজন্য মাসের নাম কার্তিক রাখা হইয়াছে। এই মাসে সূর্য তুলারাশিতে থাকে।

অগ্রহায়ণ—এই মাসে 'মৃগশিরা' নক্ষত্রে পূর্ণিমার শেষ হয়। সূর্য এই সময় বৃশ্চিক রাশিতে অবস্থান করে। এই মাসের সঙ্গে নক্ষত্রের নামের কোন সাদৃশ্য নাই। প্রাচীনকালে বৎসরের প্রথম মাস ছিল অগ্রহায়ণ এবং সেজন্য এরূপ নামকরণ হইয়াছে। বর্তমান সময়ে যদিও ইহা অষ্টম মাস তথাপি পূর্ব নামের কোন পরিবর্তন করা হয় নাই।

পৌষ—'পুষ্যা' নক্ষত্রে এই মাসের পূর্ণিমার শেষ হয় বলিয়াই ইহা পৌষ মাস।

মাঘ—প্রায়শঃ 'মঘা' নক্ষত্রে পূর্ণিমার শেষ হয় বলিয়া ইহার এরূপ নামকরণ হইয়াছে। সূর্য এই সময় মকররাশিতে অবস্থান করে।

ফাল্গুন—এই মাসে 'পূর্বফাল্গুনী' নক্ষত্রে পূর্ণিমার অবসান হয়। এজন্য ইহাকে ফাল্গুন বলা হয়। সূর্য এই মাসে কুম্ভরাশিতে থাকে।

চৈত্র—'চিত্রা' নক্ষত্রে সাধারণতঃ এই মাসে পূর্ণিমার অবসান হয়। তাই এই মাসের নাম চৈত্র। সূর্য এই মাসে মীনরাশিতে অবস্থান করে।

কয়েকটি পরিভাষা

১। **Life-boat**—ঝড় বাদলের মধ্যে বিপন্ন যাত্রিগণকে উদ্ধার করিবার জন্য বিশেষভাবে নির্মিত নৌকা।

২। **Life-buoy**—জলমগ্ন ব্যক্তির জীবনরক্ষার্থ প্লব বিশেষ।

৩। Lighthouse—সমুদ্রের মধ্যস্থিত আলোকস্তম্ভ। অকূল সমুদ্রের মধ্যে জাহাজগুলিকে এই আলোক-মঞ্চ পথ নির্দেশ করে এবং অগভীর জল বা সমুদ্রগর্ভে নিমজ্জিত পর্বতের সহিত সংঘর্ষের হাত হইতে রক্ষা করে।

৪। Quorum—সভার কার্য-সম্পাদনার্থ ন্যূনকল্পে যতগুলি সভ্যের উপস্থিতি আবশ্যক সেই সংখ্যা।

৫। Ambulance—আহত ও রুগ্ন ব্যক্তিদের পরিচর্যা-শকট।

৬। White Hall—ত্রয়োদশ শতাব্দীতে Westminster Abbey-এর নিকট ইয়র্কের Archbishop-এর জন্য ইহা নির্মিত হয়। ১৩৫০ খ্রীষ্টাব্দে অষ্টম হেনরী ইহা দখল করেন এবং ১৬৯৭ খ্রীষ্টাব্দে গৃহখানিকে পোড়াইয়া ফেলা হয়। বর্তমানে White Hall-এর Banqueting Hall-টি কেবল আছে।

৭। Census—গভর্ণমেণ্টের লোকসংখ্যা গণনা, আদমসুমারী।

৮। X-ray—রঞ্জন-রশ্মি। ইহা দ্বারা বাক্স দেহ প্রভৃতির অভ্যন্তরস্থ পদার্থ, অস্থি বা দেহপ্রবিষ্ট অপর কোন পদার্থের আলোকচিত্র তোলা যায়। ইহাকে Rontgen Rays-ও বলে। অধ্যাপক C. W. Rontgen ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে ইহা আবিষ্কার করেন। ইহা দ্বারা Cancer প্রভৃতি রোগের চিকিৎসা করা হয়।

৯। White Paper—সংবাদ প্রকাশের জন্য গভর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে যে বিবরণী প্রচার করা হয়।

১০। Blue Book—পার্লামেণ্টের কিংবা প্রিভি-কাউন্সিলের নির্দেশানুসারে মুদ্রিত নীলবর্ণ প্রচ্ছদপত্রবিশিষ্ট দলিল।

১১। Calorie—উত্তাপের ইউনিট। এক গ্রাম জলকে এক ডিগ্রী সেন্টিগ্রেডে উত্তপ্ত করিতে হইলে যে পরিমাণ তাপ লাগে।

১২। Fascism—সাম্যবাদের বিরুদ্ধে ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে ইতালীর বিপ্লবের মূলনীতি। মুসোলিনি এই মতবাদের প্রবর্তক।

১৩। Nazism—জার্মানির ডিক্টেটর হিট্‌লার কর্তৃক জাতীয় সাম্যবাদী দলের প্রচারিত মতবাদ।

১৪। Equinox—বৎসরের যে সময়ে রাত্রি ও দিন ঠিক সমান হয়; ২১শে মার্চ ও ২২শে সেপ্টেম্বর।

১৫। Monsoon—যাণ্মাষিক বায়ুপ্রবাহ। ভারত মহাসাগরে ইহা বৈশাখ হইতে আশ্বিন পর্যন্ত দক্ষিণ-পশ্চিম দিক হইতে এবং কার্ত্তিক হইতে চৈত্র পর্যন্ত উত্তর-পূর্ব দিক হইতে প্রবাহিত হয়।

১৬। Cardinal Points—দিক চতুষ্টয়, উত্তর-পূর্বাদি।

১৭। India Office—ভারত সংক্রান্ত বিষয়ের পরিচালনার জন্য ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের একটি শাসন বিভাগ। এই বিভাগ ভারতবর্ষ স্বাধীন হইবার পর বিলুপ্ত হইয়াছে।

১৮। Belvedere—কলিকাতায় বাংলার ছোটলাটের ভূতপূর্ব বাসস্থানের নাম। বর্তমানে এই ভবনে ভারতের 'ন্যাশনাল লাইব্রেরী' অবস্থিত।

১৯। 10, Downing Street—ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রী এখানে বাস করেন।

২০। হারিকিরি—দেশের কাজে বিশ্বাসঘাতকতা করিলে অনুশোচনায় বা কোন বিষয়ের প্রতি জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার জন্য প্রাণ বিসর্জন দেওয়ার নাম হারিকিরি। এই প্রথা জাপানেই প্রচলিত।

২১। Stop Press—সংবাদপত্র ছাপান আরম্ভ হইলে যে সমস্ত সংবাদ শেষ সময়ে আসিয়া উপস্থিত হয় তাহা প্রকাশের জন্য পত্রিকার খানিকটা জায়গা খালি রাখা হয়। কোন উল্লেখযোগ্য সংবাদ থাকিলে সেইখানে ছাপাইয়া দেওয়া হয়। এইরূপ বিলম্বে প্রাপ্ত সংবাদকে Stop Press বলে।

২২। Censor Board—জনসাধারণের স্বার্থের পরিপন্থী রাজদ্রোহাত্মক বা অনৈতিক প্রবন্ধ, নাটক, সংবাদ, ফিল্ম প্রভৃতি পরীক্ষা করিবার সরকারী বোর্ড। উক্ত Board উপরি-উক্ত বিষয়গুলি বিবেচনা করিয়া জনসাধারণের নিকট প্রকাশ করিবার অনুমতি দিয়া থাকেন। প্রয়োজনবোধে সংশোধন করিয়া প্রকাশ করিতে অথবা প্রকাশ করিতে নিষেধও করিতে পারেন।

২৩। Greenwich—একটি শহর। ইংলণ্ডের বিখ্যাত মানমন্দির এখানে

অবস্থিত। এই স্থানের দ্রাঘিমারেখাকে প্রাথমিক দ্রাঘিমা অথবা শূন্য ডিগ্রী ধরিয়া অপরাপর স্থানের দ্রাঘিমা নির্ণয় করা হয়।

রাজনৈতিক তথ্য

১। Seigfried—গত মহাযুদ্ধের সময় আত্মরক্ষার্থ জার্মানী কর্তৃক পশ্চিম-সীমান্তে মাটির নিম্নদেশে নির্মিত দুর্গ প্রাকার।

২। Maginot Line—গত মহাযুদ্ধের সময় আত্মরক্ষার্থ ফ্রান্স কর্তৃক পূর্বসীমান্তে মৃত্তিকার নিম্নে নির্মিত অস্ত্রশস্ত্র পরিপূর্ণ দুর্গ-প্রাকার।

৩। Mechanization—সৈন্যগণকে নব নব যুদ্ধাস্ত্র এবং আগ্নেয়াস্ত্রে সজ্জিতকরণ।

৪। Mobilisation—সহসা আক্রমণের জন্য সৈন্যদলকে প্রস্তুতকরণ।

৫। Buffer State—দুইটি শত্রুভাবাপন্ন রাজ্যের মধ্যে যে নিরপেক্ষ রাজ্য থাকে তাহাকে Buffer State বলে।

৬। Blockade—শত্রুপক্ষের জাহাজ চলাচল ও সমুদ্রপথে মালপত্র আদান-প্রদানে বাধা দান। এই অবরোধ নীতি একমাত্র শত্রুদেশের এলাকাতেই প্রযোজ্য—নিরপেক্ষ দেশে নহে।

৭। Ogpu—ভূতপূর্ব রাশিয়ার গোয়েন্দা পুলিশ।

৮। Open Door Policy—সকলকে ব্যবসা-বাণিজ্যের সমানাধিকার দান। ইহাকে O. G. L. অর্থাৎ Open General Licence-ও বলা হয়।

৯। International 'L'—বিশ্বের সমাজতন্ত্রী ও সাম্যবাদীদের সঙ্গীত। ইহা সোভিয়েত রাশিয়ার জাতীয় সঙ্গীত।

১০। Iron Guard—রুমানিয়ার ফ্যাসিস্ট প্রতিষ্ঠান।

১১। S. S.—জার্মান রক্ষীবাহিনী। ইহা জার্মানীর ঝটিকাবাহিনীর অঙ্গীভূত ছিল। হেনরিক হিমলার ছিলেন এই বাহিনীর দলপতি।

১২। Embargo—কোন দ্রব্যের রপ্তানি বন্ধ বা বিদেশে ঋণদান নামঞ্জুর করিবার নিষেধাজ্ঞা।

১৩। Aggression—পররাষ্ট্রলোলুপ আক্রমণশীলতা। এই শব্দটি ভার্সাই সন্ধিপত্রে প্রথম প্রযুক্ত হয়।

১৪। Kremlin—সোভিয়েট গভর্ণমেণ্টের সরকারী দপ্তরখানা।

১৫। Gestapo—নাৎসী জার্মানীর রাজনৈতিক গোয়েন্দা পুলিশ।

১৬। Blitzkrieg—তড়িৎগতিতে যুদ্ধ।

১৭। Fifth Column—পঞ্চমবাহিনী বা বিভীষণ বাহিনী।

১৮। S. A.—জার্মান ঝটিকাবাহিনী। হের লুৎসে ছিলেন এই বাহিনীর সেনাপতি।

১৯। I. N. A.—আজাদ হিন্দ্ ফৌজ।

২০। Panch Shila—চৌ-এন-লাই এবং পণ্ডিত নেহরুর মধ্যে সম্পাদিত চুক্তি। চুক্তির শর্তগুলি—(১) পরস্পর রাজ্যের সীমানা এবং রাষ্ট্রের অখণ্ডতা স্বীকার, (২) অনাক্রমণ, (৩) কোন রাজ্যের আভ্যন্তরীণ কোন ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করার প্রতিশ্রুতি, (৪) সাম্য, (৫) শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান।

২১। তাসখন্দ চুক্তি কি ?—রুশ প্রধান মন্ত্রী কোসিগিনের আন্তরিক চেষ্টা ও আগ্রহে ভারতের তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী, লাল বাহাদুর শাস্ত্রী ও পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট আয়ুব খানের মধ্যে যুদ্ধবিরতির জন্য তাসখন্দ নামক স্থানে এই ঐতিহাসিক চুক্তি সম্পাদিত হয়। ইহাতে এই দুই দেশের মধ্যে শান্তি স্থাপনের উদ্দেশ্যে কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ শর্ত সন্নিবেশিত হয়।

রাজনৈতিক পোশাক

ফ্যাসিস্ট—Black Shirts. নাজী—Brown Shirts.

খুদা-ই-খিদমদ্‌গার (উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত-প্রদেশ)—Red Shirts.

কংগ্রেস কর্মী—Khadi পোশাক। খাকসার—Khaki Shirts.

রাজনৈতিক পুস্তক

জার্মান গভর্ণমেন্টের	প্রচারপত্র	White Books.
ব্রিটিশ গভর্ণমেন্টের	"	Blue Books.
ইতালিয়ান ও মেক্সিকান	"	Green Books.
স্প্যানিস গভর্ণমেন্টের	"	Red Books.
জাপানী ,,	,,	Grey Books.
ফরাসী ও চীনদেশীয় গভর্ণমেন্টের	"	Yellow Books.
পর্তুগীজ ,,	"	White Books.

বিভিন্ন রকমের বিমানপোত

Fighters—এই বিমানবহর পদাতিক সৈন্যের অনুরূপ। ইহাদের কাজ আক্রমণকারী বিমানবাহিনীর পশ্চদ্ধাবন বা সেগুলিকে ধ্বংস করা।

Bombers—শত্রুসৈন্যের উপর বোমাবর্ষণ করাই ইহাদের কাজ। এই বিমানপোতে এক বা একাধিক ইঞ্জিন সংযুক্ত থাকে।

Torpedo-firing Planes—জাহাজের উপর টর্পেডো নিক্ষেপ করা ইহাদের কাজ।

Mine-laying Planes—শত্রুদেশের উপকূলভাগে মাইন পাতা কাজে ইহা ব্যবহৃত হয়।

Mig & Jet Planes—এইগুলিও খুব দ্রুতগামী বিমানপোত। যুদ্ধে ও সাধারণ যাত্রী বহনে ব্যবহৃত হয়।

Helicopter—এই বিমানপোতগুলি অল্প দূরত্ব যাইবার কাজে ব্যবহৃত হয় এবং ইহা নিম্নাকাশ আকাশের দিয়া চলে।

Gnat Planes—ভারতে তৈয়ারী এই বিমানগুলি ভারত পাকিস্থানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে সাফল্যের সহিত ব্যবহার করে।

Troop-carrying Planes—একপ্রকার বৃহদায়তন বিমানপোত। অবরুদ্ধ সৈন্যদের মধ্যে খাদ্য এবং অস্ত্রশস্ত্র বিতরণ কার্যে ইহাদের ব্যবহার করা হয়।

Balloon Barrage—একসঙ্গে বহুসংখ্যক বেলুন বাঁধিয়া বহু উর্ধ্বে ছাড়িয়া দেওয়া হয়। ইহাতে শত্রুপক্ষীয় বিমানগুলি যেমন লক্ষ্যবস্তুর নিকটে আসিয়া বোমাবর্ষণ করিতে পারে না, তেমনি বহু উচ্চে থাকিতে হয় বলিয়া লক্ষ্য স্থির করিতে পারে না এবং নিম্নে অবতরণ করিতে গেলে বিমানবিধ্বংসী কামানের নাগালে আসিয়া পড়ে।

Army Co-operative Craft—এই শ্রেণীর বিমানের কাজ শত্রুপক্ষের গতিবিধি লক্ষ্য করা, আকাশপথে থাকিয়া বিমান-আক্রমণের পরে এবং পূর্বে শত্রুর গতিবিধি ও সামরিক লক্ষ্যবস্তুর ছবি তোলা।

দেশ-বিদেশের খবর

ভারতের ছোট-খাট খবর

১। পৃথিবীর প্রতি পাঁচজন লোকের মধ্যে একজন ভারতবাসী।

২। ভারত-যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে পশ্চিমবাংলা অত্যন্ত জনবহুল।

৩। ভারতে পুরুষের সংখ্যা স্ত্রীলোক অপেক্ষা অনেক বেশী—পাঞ্জাব এবং বোম্বাইতে এই ব্যবধান উল্লেখযোগ্য। অধুনা স্ত্রীশিশু জন্মের সংখ্যা হ্রাস পাইতেছে।

৪। ভারত-যুক্তরাষ্ট্রের যে কোন প্রদেশের চেয়ে যুক্তপ্রদেশে বড় শহরের সংখ্যা অধিক।

ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ

১। অন্ধ্র বিশ্ববিদ্যালয় (ওয়ালটেয়ার) ২। অন্ধ্রপ্রদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় (হায়দরাবাদ), ৩। আগ্রা বিশ্ববিদ্যালয় (আগ্রা), ৪। আলিগড় মুসলিম

বিশ্ববিদ্যালয় (আলিগড়), ৫। আন্নামালাই বিশ্ববিদ্যালয় (আন্নামালাইনগর) ৬। ইন্দিরা কলাসঙ্গীত বিশ্ববিদ্যালয় (খয়রাগড় এম. পি.), ৭। ইন্দোর বিশ্ববিদ্যালয় (ইন্দোর), ৮। গোবিন্দ বল্লভ পন্থ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় (পন্থনগর, নৈনিতাল), ৯। উৎকল বিশ্ববিদ্যালয় (ভুবনেশ্বর), ১০। উড়িষ্যা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় (ভুবনেশ্বর), ১১। ইউনিভারসিটি অফ এগ্রিকালচারাল সায়েন্স (ব্যাঙ্গালোর), ১২। উদয়পুর বিশ্ববিদ্যালয় (উদয়পুর), ১৩। উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় (শিলিগুড়ি), ১৪। এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয় (এলাহাবাদ), ১৫। ওসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয় (হায়দরাবাদ), ১৬। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় (কলিকাতা), ১৭। কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয় (কল্যাণী), ১৮। কর্ণাটক বিশ্ববিদ্যালয় (ধারওয়ার), ১৯। কানপুর বিশ্ববিদ্যালয় (কানপুর), ২০। কামেশ্বর সিং দ্বারভাঙ্গা সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয় (দ্বারভাঙ্গা), ২১। কাশ্মীর বিশ্ববিদ্যালয় (শ্রীনগর), ২২। কুরুক্ষেত্র বিশ্ববিদ্যালয় (কুরুক্ষেত্র), ২৩। কেরালা বিশ্ববিদ্যালয় (ত্রিবান্দ্রাম), ২৪। গুজরাট বিশ্ববিদ্যালয় (আহমদাবাদ), ২৫। গোরক্ষপুর বিশ্ববিদ্যালয়, (গোরক্ষপুর) ২৬। গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয়, গৌহাটি ২৭। জব্বলপুর বিশ্ববিদ্যালয়, (জব্বলপুর), ২৮। জম্মু বিশ্ববিদ্যালয় (জম্মু), ২৯। জওহরলাল নেহরু কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় (জব্বলপুর), ৩০। শিবাজী বিশ্ববিদ্যালয় (গোয়ালিয়র), ৩১। ডিব্রুগড় বিশ্ববিদ্যালয় (ডিব্রুগড়), ৩২। দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়, (দিল্লি), ৩৩। নাগপুর বিশ্ববিদ্যালয় (নাগপুর), ৩৪। পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় (চণ্ডীগড়) ৩৫। পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়, (পাটনা) ৩৬। পুনা বিশ্ববিদ্যালয়, (পুণা) ৩৭। জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয় (দিল্লী), ৩৮। পাঞ্জাব কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় (লুধিয়ানা), ৩৯। বেরহামপুর বিশ্ববিদ্যালয় (গঞ্জাম), ৪০। মগধ বিশ্ববিদ্যালয় (বুদ্ধগয়া), ৪১। রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয় (কলিকাতা), ৪২। রাজস্থান বিশ্ববিদ্যালয় (জয়পুর) ৪৩। রবিশঙ্কর বিশ্ববিদ্যালয় (রায়পুর), ৪৪। বরোদা মহারাজ সায়াজিরাও বিশ্ববিদ্যালয় (ভাদোদাড়া) ৪৫। বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় (বর্ধমান), ৪৬। বাঙ্গালোর বিশ্ববিদ্যালয় (বাঙ্গালোর),

৪৭। বেণারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় (বারাণসী), ৪৮। বারাণসী সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয় ৪৯। বিক্রম বিশ্ববিদ্যালয় (উজ্জয়িনী), ৫০। বিশ্বভারতী (শান্তিনিকেতন), ৫১। বিহার বিশ্ববিদ্যালয় (মজঃফরপুর), ৫২। ভাগলপুর বিশ্ববিদ্যালয়, (ভাগলপুর), ৫৩। মহীশূর বিশ্ববিদ্যালয়, (মহীশূর) ৫৪। মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয় (মাদ্রাজ), ৫৫। মারাঠওয়াড়া বিশ্ববিদ্যালয় (ঔরঙ্গাবাদ), ৫৬। মাদুরাই বিশ্ববিদ্যালয় (মাদুরাই), ৫৭। মীরাট বিশ্ববিদ্যালয় (মীরাট), ৫৮। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় (কলিকাতা), ৫৯। যোধপুর বিশ্ববিদ্যালয় (যোধপুর) ৬০। রাঁচী বিশ্ববিদ্যালয় (রাঁচী); ৬১। রুড়কি বিশ্ববিদ্যালয় (রুড়কি), ৬২। লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয় (লক্ষ্ণৌ), ৬৩। শ্রীভেঙ্কটেশ্বর বিশ্ববিদ্যালয় (তিরুপাটি) ৬৪। এস, এন, ডি, টি, মহিলা বিশ্ববিদ্যালয় (বোম্বাই), ৬৫। সর্দার বল্লভভাই বিদ্যাপীঠ (বল্লভনগর), ৬৬। সাগর বিশ্ববিদ্যালয় (সাগর), ৬৭। সৌরাষ্ট্র বিশ্ববিদ্যালয় (সৌরাষ্ট্র), শিবাজী বিশ্ববিদ্যালয় (কোলাপুর), ৬৮। সম্বলপুর বিশ্ববিদ্যালর (সম্বলপুর), ৬৯। আসাম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় (জোরহাট) ৭০। অবদেশ প্রতাপ সিংহ বিশ্ববিদ্যালয় (রেওয়া), ৭১। ভূপাল বিশ্ববিদ্যালয় (ভূপাল), ৭২। বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয় (বোম্বাই), ৭৩। কালিকট বিশ্ববিদ্যালয় (কালিকট), ৭৪। কোচিন বিশ্ববিদ্যালয় (কোচিন), ৭৫। গাড়ওয়াল বিশ্ববিদ্যালয় (শ্রীনগর), ৭৬। গুজরাট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় (আমেদাবাদ), ৭৭। গুজরাট আয়ুর্বেদ বিশ্ববিদ্যালয় (জামনগর) ৭৮। গুরু নানক বিশ্ববিদ্যালয় (অমৃতসর) ৭৯। হরিয়ানা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় (হিসার) ৮০। হিমাচল প্রদেশ বিশ্ববিদ্যালয় (সিমলা) ৮১। জহরলাল টেকনোলজিকাল ইনস্টিটিউট (হায়দ্রাবাদ) ৮২। জিওজি বিশ্ববিদ্যালয় (গোয়ালিওর), ৮৩। যোধপুর বিশ্ববিদ্যালয় (যোধপুর) ৮৪। কামেশ্বর সিং দ্বারভাঙ্গা সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয় (দ্বারভাঙ্গা), ৮৫। কাশী বিদ্যাপীঠ (বারাণসী), ৮৬। কেরালা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় (ত্রিচুর), ৮৭। কঙকন কৃষি বিদ্যাপীঠ (দাপোলি), ৮৮। কুমায়ুন বিশ্ববিদ্যালয় (নৈনিতাল) ৮৯। মহাত্মা ফুলে কৃষি বিদ্যাপীঠ (বাহুরী), ৯০। মারাঠওয়াডা কৃষি বিদ্যাপীঠ

(পরভানি) ৯১। মিথিলা বিশ্ববিদ্যালয় (দ্বারভাঙ্গা) ৯২। উত্তর-পূর্ব পার্বত্য বিশ্ববিদ্যালয় (শিলং)।

ভারতের বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠান

১। রয়্যাল এসিয়াটিক সোসাইটি অব্ বেঙ্গল—১৭৮৪ খ্রীষ্টাব্দে স্যার উইলিয়াম জোনস্ কর্তৃক স্থাপিত।

২। ভারতীয় মিউজিয়াম—১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতায় স্থাপিত হয়। প্রাণিতত্ত্ব-গবেষণার কেন্দ্র।

৩। ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন ফর্ কাল্টিভেশন অব্ সায়েন্স—১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার বৈজ্ঞানিক গবেষণার জন্য ইহা প্রতিষ্ঠা করেন। গবেষণাগারটি যাদবপুরে স্থানান্তরিত করা হইয়াছে।

৪। হফ্‌কিন ইনস্টিটিউট, বোম্বাই—চিকিৎসা-শাস্ত্রের গবেষণার জন্য ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দে স্থাপিত।

৫। ভাণ্ডারকর ওরিয়েন্টাল রিসার্চ ইনস্টিটিউট, পুনা—১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রাচ্য ভাষার উন্নতিকল্পে স্থাপিত।

৬। বসুবিজ্ঞান মন্দির (বোস ইনস্টিটিউট্), কলিকাতা—১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে উদ্ভিদ্‌তত্ত্ব সম্বন্ধে গবেষণার জন্য স্থাপিত। আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু ইহার প্রতিষ্ঠাতা।

৭। ইনস্টিটিউট অব্ ইঞ্জিনিয়ারস্, কলিকাতা—ভারতের সমস্ত ইঞ্জিনিয়ারদের মিলনকেন্দ্র।

৮। ইণ্ডিয়ান মেডিক্যাল সোসাইটি—১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান কলেজের উদ্যোগে স্থাপিত।

৯। ইণ্ডিয়ান স্ট্যাটিসটিক্যাল ইনস্টিটিউট কলিকাতা—১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দে সংখ্যাতত্ত্ব গবেষণার জন্য স্থাপিত। অধ্যাপক প্রশান্তচন্দ্র মহলানবীশ ইহার প্রতিষ্ঠাতা।

১০। ন্যাশন্যাল একাডেমী অব্ সায়েন্স, এলাহাবাদ—১৯৩৬।

১১। ইণ্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব্ সায়েন্সেস, বাঙ্গালোর—১৯১১। বৈজ্ঞানিক গবেষণার কেন্দ্র।

১২। অল-ইণ্ডিয়া ইনষ্টিটিউট্ অব্ হাইজিন্, কলিকাতা—১৯৩৭।

ভারতের রাষ্ট্রীয় উপাধি

প্রতি বৎসর প্রজাতন্ত্র দিবসে রাষ্ট্রপতি ভারতের বিশিষ্ট ব্যক্তিগণকে কয়েকটি উপাধি প্রদান করেন। যথা—(১) ভারতরত্ন (২) পদ্মবিভূষণ, (৩) পদ্মভূষণ, (৪) পদ্মশ্রী, (৫) কৃষি পণ্ডিত, (৬) গোপাল রত্ন।

ভারতরত্ন ভারতের সর্বোচ্চ রাষ্ট্রীয় সম্মান। এ পর্যন্ত মাত্র ১৪ জন বিশিষ্ট ব্যক্তি এই সম্মান লাভ করিয়াছেন। ইঁহাদের নাম :—সি, রাজাগোপালাচারী, সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন, চন্দ্রশেখর ভেঙ্কটরমণ, ভগবান দাস, এম. বিশ্বেশ্বরায়া, জওহরলাল নেহরু, গোবিন্দবল্লভ পন্থ, ডি. কে. কার্ভে, বিধান চন্দ রায়, পুরুষোত্তম দাস ট্যাণ্ডন, রাজেন্দ্রপ্রসাদ, জাকির হোসেন, পি. ভি. কানে, লালবাহাদুর শাস্ত্রী (মৃত্যুর পর)। (১৯৭২) সালে ভারতের প্রধান মন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী ভারতরত্ন উপাধি লাভ করিয়াছেন। ইনিই প্রথম মহিলা যিনি এই উপাধি লাভ করিয়াছেন।

ভারতীয় দেশরক্ষা বিভাগের পুরস্কার

(১) পরমবীর চক্র, (২) মহাবীর চক্র, (৩) বীর চক্র, (৪) অশোক চক্র (১ম শ্রেণী, ২য় শ্রেণী ও ৩য় শ্রেণী)।

ভারতের বৈজ্ঞানিক গবেষণাগার

ভারত স্বাধীন হইবার পর ভারত সরকার বিভিন্ন বিষয়ে গবেষণার জন্য ভারতের বিভিন্ন স্থানে ১৩টি জাতীয় গবেষণাগার স্থাপন করিয়াছেন।

প্রধান গবেষণাগারগুলির নাম :—(১) ন্যাশন্যাল ফিজিক্যাল ল্যাবোরেটরী, দিল্লী ; (২) ন্যাশন্যাল কেমিক্যাল ল্যাবোরেটরী, পুণা ; (৩) ন্যাশন্যাল মেটা-

লার্জিক্যাল ল্যাবোরেটরী, জামসেদপুর ; (৪) সেণ্ট্রাল ফুয়েল রিসার্চ ইনস্টি-টিউট্, বিহারের দিগোয়াদি ; (৫) সেণ্ট্রাল গ্লাস এণ্ড সিরামিক রিসার্চ ইনস্টি-টিউট্, যাদবপুর ; (৬) সেণ্ট্রাল রোড রিসার্চ ইনস্টিটিউট্, নিউ দিল্লী ; (৭) সেণ্ট্রাল বিল্ডিং রিসার্চ ইনস্টিটিউট্, নিউ দিল্লী ; (৮) সেণ্ট্রাল ফুড টেকনোলজিক্যাল রিসার্চ ইনস্টিটিউট্, মহীশূর ; (৯) সেণ্ট্রাল ড্রাগ রিসার্চ ইনস্টিটিউট্, লক্ষ্ণৌ ; (১০) সেণ্ট্রাল লেদার রিসার্চ ইনস্টিটিউট্, মাদ্রাজ ; (১১) সেণ্ট্রাল ইলেকট্রোকেমিক্যাল রিসার্চ ইনস্টিটিউট্, করাইকুডি ; (১২) সেণ্ট্রাল রাইস রিসার্চ ইনস্টিটিউট্, কটক ; (১৩) ন্যাশন্যাল বোটানিক্যাল গার্ডেন, লক্ষ্ণৌ। ১৪। ন্যাশন্যাল বায়োলজিক্যাল ল্যাবোরেটরী—পালামপুর। ১৫। পাঞ্জাব ইনস্টিটিউট্ অব্ নিউক্লিয়ার ফিজিক্স, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও ভারত সরকার পরিচালিত। ১৬। বসু বিজ্ঞান মন্দির—কলিকাতা। ১৭। ন্যাশন্যাল ইনস্টিটিউট অব্ সায়েন্স, কলিকাতা।

ভারতীয় পর্বতারোহণ শিক্ষাকেন্দ্র

হিমালয়ান মাউণ্টেনিয়ারিং ইনস্টিটিউট্ (দার্জিলিঙ)

গড়ে একজন ভারতবাসীর উচ্চতা ও সেই অনুপাতে তাহার ওজন

৫	ফুট		...	১০০	পাউণ্ড
৫	”	১ ইঞ্চি	...	১০৩	”
৫	”	২ ”	...	১০৬	”
৫	”	৩ ”	...	১০৯	”
৫	”	৪ ”	...	১১২	”
৫	”	৫ ”	...	১১৫	”
৫	”	৬ ”	...	১১৮	”

৫	ফুট	৭ ইঞ্চি	...	১২১ পাউণ্ড
৫	„	৮ „	...	১২৪ „
৫	„	৯ „	...	১২৭ „
৫	„	১০ „	...	১৩০ „

ভারতের প্রধান প্রধান দৈনিক সংবাদপত্র

১। স্টেটস্ম্যান (কলিকাতা এবং দিল্লী)। ২। অমৃতবাজার পত্রিকা (কলিকাতা) ৩। হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ড (কলিকাতা)। ৪। আনন্দবাজার পত্রিকা (কলিকাতা) ৫। যুগান্তর (কলিকাতা)। ৬। হিন্দু (মাদ্রাজ)। ৭। টাইমস্ অব্ ইণ্ডিয়া (বোম্বাই, দিল্লী ও কলিকাতা)। ৮। বসুমতী (কলিকাতা)। ৯। বিশ্বামিত্র (কলিকাতা, পাটনা, বোম্বাই, কানপুর, দিল্লী ও নাগপুর)। ১০। লীডার (এলাহাবাদ)। ১১। ন্যাশন্যাল হেরাল্ড (লক্ষ্ণৌ)। ১২। হিন্দুস্থান টাইমস্ (নিউ দিল্লী)। ১৩। ট্রিবিউন (সিমলা)। ১৪। ফ্রিপ্রেস জার্নাল (বোম্বাই)। ১৫। দি সার্চলাইট ও ইণ্ডিয়ান নেশন (পাটনা)। ১৬। আসাম ট্রিবিউন ও অসমিয়া (গৌহাটি)। ১৭। প্রজাতন্ত্র ও ইস্টার্ণ অবজার্ভার (উড়িষ্যা)। ১৮। পাইওনিয়ার (লক্ষ্ণৌ)। ১৯। বোম্বাই সমাচার (গুজরাট)। ২০। অন্ধ্র প্রভা (তেলেগু) ২১। এক্সপ্রেস (দিল্লী ও বোম্বাই)। ২২। দিনমণি (তামিল)। ২৩। নর্দার্ন ইণ্ডিয়া পত্রিকা (এলাহাবাদ)।

ভারতরাষ্ট্রের অঙ্গরাজ্য

আসাম, বিহার, মহারাষ্ট্র, গুজরাট, মধ্যপ্রদেশ, অন্ধ্রপ্রদেশ, নাগাভূমি, উড়িষ্যা, পাঞ্জাব, হরিয়ানা, উত্তরপ্রদেশ, পশ্চিমবঙ্গ, জম্মু ও কাশ্মীর, কর্ণাটক, রাজস্থান, কেরালা, হিমাচল প্রদেশ, মণিপুর, ত্রিপুরা, মেঘালয়, তামিলনাড়ু, সিকিম এবং অরুণাচল।

লাক্ষাদ্বীপ, মিনিকয়, আমিনদিভি দ্বীপপুঞ্জ, দাদরা ও নগর হাভেলি, গোয়া, দমন, দিউ, পণ্ডিচেরি, দিল্লী, চণ্ডীগড়, আন্দামান ও নিকোবর এবং মিজোরাম কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল।

সংবাদ-সরবরাহ প্রতিষ্ঠান

সংবাদপত্রে প্রতিদিন যে সব খবর পাওয়া যায়, সেই সব সংবাদ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান সংগ্রহ করিয়া থাকে। পৃথিবীর কয়েকটি প্রধান সংবাদ-সরবরাহ প্রতিষ্ঠান বা নিউজ এজেন্সীর নাম :—

ইংলণ্ড—রয়টার্স সার্ভিস। গ্লোব এজেন্সী।

ফ্রান্স—হাভাস এজেন্সী।

যুক্তরাষ্ট্র—অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস অব্ আমেরিকা, ইউনাইটেড প্রেস অব্ আমেরিকা।

জার্মানি——ডি. এন. বি.

রাশিয়া—টাস্ নিউজ এজেন্সী।

ইতালী—স্টাফানি।

জাপান—ডোমেই।

ভারত—প্রেস ট্রাস্ট অব্ ইণ্ডিয়া (P. T I.) ও ইউনাইটেড প্রেস্ অব্ ইণ্ডিয়া (U. P. I.)

ভারতীয় বেতার-সংক্রান্ত খবর

১৯২৩—১৬ই মে মাদ্রাজে প্রথম রেডিও ক্লাব স্থাপিত হয়।

১৯২৭—ভারতীয় বেতার কোং ২৩শে জুলাই বোম্বাই-এ এবং ২৬শে আগস্ট কলিকাতায় বেতার-কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করে।

১৯৩০—ভারতীয় বেতার কোং লিকুইডেশনে যায় এবং ভারত সরকার ইহার পরিচালনার ভার গ্রহণ করেন।

১৯৩৬—এই বৎসর বেতার প্রতিষ্ঠানের নূতন নামকরণ হয়—অল-ইণ্ডিয়া-রেডিও। বর্তমান নাম আকাশবাণী।

১৯৪৩—দিল্লীতে ব্রডকাষ্টিং ভবন খোলা হয়।

বর্তমানে ভারতে ৬৬টি বেতারকেন্দ্র এবং কতিপয় সহকারী বেতারকেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছে, বেতারকেন্দ্রগুলিকে ৪টি অঞ্চলে ভাগ করা হইয়াছে। যথা—

উত্তর অঞ্চল ঃ দিল্লী, লক্ষ্ণৌ, এলাহাবাদ, পাটনা, জলন্ধর, জয়পুর, সিমলা, মথুরা, আজমীঢ়, বিকানীর, রামপুর, উদয়পুর, বারাণসী, যোধপুর, আলিগড় ও গোরক্ষপুর।

পশ্চিম অঞ্চল ঃ বোম্বাই, নাগপুর, আমেদাবাদ, পুনা, রাজকোট, ভুজ, পানাজি, পারভানি, সাংলি, ভূপাল, গোয়ালিওর ইন্দোর, জব্বলপুর ও রায়পুর।

দক্ষিণ অঞ্চল ঃ মাদ্রাজ, তিরুচিরাপল্লী, বিজয়ওয়াদা, হায়দরাবাদ, বাঙ্গালোর, ত্রিবান্দ্রাম, কালিকট, পণ্ডিচেরী, ধারোয়াড়, তিরুনেলভেলি, ত্রিচুর, কৈম্বাটুর, ভদ্রবাটি, গুলবর্গা, কুউপা, বিশাখাপত্তনম, পোর্ট ব্লেয়ার ও আলেপ্পি।

পূর্বাঞ্চল ঃ কলিকাতা, কটক, গৌহাটী, কার্শিয়াং, কোহিমা, ইম্ফল, সম্বলপুর, জয়পুর, শিলিগুড়ি, আগরতলা, শিলং, আইজল, পার্শিঘাট, ডিব্রুগড়, ভাগলপুর, রাঁচী, পাটনা, শিলচর, তাওয়াং ও তেজপুর।

ইহা ছাড়া শ্রীনগর ও জম্মুতে আকাশবাণীর আরও দুইটি কেন্দ্র আছে। বেতারের সাহায্যে জাতীয় নাট্যসূচী, বিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য বেতারসূচী, সংবাদ পরিবেশন, পল্লী অঞ্চলের জন্য অনুষ্ঠান, শিল্প শ্রমিকদের জন্য অনুষ্ঠান, যুববাণী, বিবিধ ভারতী, বেতার বিজ্ঞাপন প্রভৃতি বিভিন্ন বেতার সূচী প্রচারিত হইয়া থাকে।

বেতার সম্পর্কে চারখানি সরকারী পত্রিকা প্রকাশিত হয় :—(১) বেতার জগৎ (বাংলা); (২) ইণ্ডিয়ান লিস্নার (ইংরাজী); (৩) আওয়াজ (হিন্দী) এবং (৪) বানোলী (তামিল)।

বেতারবীক্ষণ (টেলিভিশন) ঃ বর্তমানে রাষ্ট্রপুঞ্জের শিক্ষা, সামাজিক ও

সাংস্কৃতিক কার্যসূচীর অংশ হিসাবে ১৯৫৯ খ্রীষ্টাব্দে নয়াদিল্লীতে টেলিভিশনের উদ্বোধন করা হয়। ইহার কর্মসূচী প্রত্যহ ২ ঘণ্টা ও রবিবারে ৩ ঘণ্টা করিয়া প্রচার করা হয়।

ভারত-যুক্তরাষ্ট্রের প্রধান প্রধান বন্দর

কলিকাতা, বোম্বাই, মাদ্রাজ, কোচিন-মর্মুগাঁও, বিশাখাপত্তনম, কাণ্ডলা ও পারা দ্বীপ এই কয়টি ভারতের প্রধান বন্দর। ইহা ছাড়া আরও কয়েকটি মাঝারি ও ছোট রকমের বন্দর আছে। ভারতের উপকূলে প্রায় ২২৫টি ছোট বন্দর আছে। ইহার মধ্যে প্রায় ১৫০টি চালু আছে। বর্তমানে হুগলী নদীর মোহনায় হলদিয়া বন্দর নির্মিত হইয়াছে।

ভারতীয় প্রধান প্রধান বিমানপথ

এয়ার ইণ্ডিয়া, ইণ্ডিয়ান এয়ার লাইনস, এয়ার সার্ভিসেস্ অফ ইণ্ডিয়া ইণ্ডিয়ান ন্যাশন্যাল এয়ার ওয়েজ, ইণ্ডিয়ান ওভারসীজ এয়ার লাইনস ওয়েজ, জুপিটার, এয়ার ওয়েজ, ডালমিয়া জৈন এয়ারওয়েজ।

ভারতীয় প্রধান প্রধান বিমান বন্দর

বর্তমানে ভারতে ৮৫টি বিমান বন্দর আছে। ভারতের প্রধান প্রধান বিমান বন্দরসমূহ হইতেছে—আগরতলা, আহমদাবাদ, বেগমপেট, দিল্লী (সফদর জাং), গৌহাটী, নাগপুর ও তিরুচিরাপল্লী। আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরসমূহ হইতেছে—বোম্বাই (সান্তাক্রুজ), কলিকাতা (দমদম), দিল্লী (পালাম), এবং মাদ্রাজ (মীনামবাকম)।

দ্বিতীয় শ্রেণীর বিমান বন্দরসমূহ :—অমৃতসর, ঔরঙ্গাবাদ, বালুরঘাট, বরোদা, বেলগাঁও, ভবনগর, ভূতুর (কুলু), ভূপাল, ভুবনেশ্বর, ভুজ, বোম্বাই (জুহু), কৈম্বাটুর, কোচবিহার, গয়া, ইন্দোর, জয়পুর, জুনাগড়, কৈলাশহর, কমলপুর, কাণ্ডালা, খোয়াই, কুম্ভীরাগ্রাম, লক্ষ্ণৌ, মাদুরাই, ম্যাঙ্গালোর, মোহনবাড়ী,

উত্তর লক্ষীমপুর, পাশিঘাট, পাটনা, ফুলবাগ, পোরবন্দর, পোর্ট ব্লেয়ার, রাজকোট, রাঁচী, ত্রিবান্দ্রাম, তুলেহাল, উদয়পুর, বারাণসী, খাজুরাহো, পারা, রায়পুর এবং বিশাখাপত্তনম।

ছোট বিমান বন্দরসমূহ:—আকোলা, বেহালা, বিলাসপুর, চাকুলিয়া, কুড্ডাপা, দোনাকোন্ডা, ঝাঁসী, ঝাড়সুগুদা, জব্বলপুর, কানপুর, আগোয়া, কোলহাপুর, কোটা, কোজ্জুর, মালদা, মজঃফরপুর, মহীশূর, পালানপুর, পানাগড়, রাজামুন্দ্রী, রামনাদ, সাতনী, সেল্লা, সোলাপুর, তাঞ্জোর, ভেলোর, ওয়ারাঙ্গল, হাদাপসা, গ্লাইডার ড্রোম, নদীরগুল, রাকদাউল।

ইণ্ডিয়ান এয়ার লাইনস কর্পোরেশন ও এয়ার ইণ্ডিয়া কর্পোরেশন এই দুইটি প্রতিষ্ঠানের উপর ভারতে অসামরিক বিমান চলাচলের দায়িত্ব ভারত সরকার কর্তৃক অর্পিত হইয়াছে। ১৯৫৫ খ্রীষ্টাব্দে বিমান চলাচলের উন্নতির জন্য এয়ার ট্রান্সপোর্ট কাউন্সিল স্থাপিত হইয়াছে। বিমান চালনার জন্য পাইলট, ইঞ্জিনীয়ার, কণ্ট্রোল অপারেটর, রেডিও অপারেটর প্রভৃতির শিক্ষার জন্য এলাহাবাদে বিমান চলাচল দপ্তরের শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছে।

ভারতীয় রেলপথ

স্বাধীনতালাভের পর ভারত সরকার জাতীয় রেলপথ পুনর্গঠন নীতি অনুসারে সমগ্র রেলপথকে নিম্নলিখিত ৯টি আঞ্চলিক বিভাগে বিভক্ত করিয়াছেন:—

(১) দক্ষিণ রেলপথ, সদর কার্যালয় মাদ্রাজ, ইহার ৬টি বিভাগ: গুণ্ডাকল, ওলারাঘোট, মাদ্রাজ, মাদুরাই, মহীশূর, তিরুচিরাপল্লী, (২) কেন্দ্রীয় রেলপথ, সদর কার্যালয় বোম্বাই। ইহার ৫টি বিভাগ: বোম্বাই, ভুষোয়াল, নাগপুর, জব্বলপুর ও ঝাঁসী; (৩) পশ্চিম রেলপথ। সদর কার্যালয় বোম্বাই, ইহার ৪টি বিভাগ: সেকেন্দ্রাবাদ, সোলাপুর, বিজয়ওয়াদা, হুবলি; (৪) উত্তর রেলপথ, সদর কার্যালয়, নূতন দিল্লী। ইহার ৬টি বিভাগ: লক্ষ্ণৌ, এলাহাবাদ, মোরাদাবাদ, ফেরোজ, লুধিয়ানা, যোধপুর; (৫) উত্তর-পূর্ব রেলপথ, সদর কার্যালয়, গোরক্ষপুর।

ইহার ৪টি বিভাগ : ইজ্জৎনগর, লক্ষ্ণৌ, বারাণসী, সমস্তিপুর ; (৬) উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলপথ, সদর কার্যালয় আসামের পাণ্ডু। ইহার ৪টি বিভাগ : কাটিহার, আলিপুরদুয়ার, লামডিং, তিনসুকিয়া ; (৭) পূর্ব-রেলপথ, সদর কার্যালয় কলিকাতা। ইহার ৫টি বিভাগ : হাওড়া, শিয়ালদহ, আসানসোল, দানাপুর, ধানবাদ ; (৮) দক্ষিণ-পূর্ব রেলপথ, সদর কার্যালয়, কলিকাতা। ইহার ৭টি বিভাগ : খড়্গপুর, আদ্রা, চক্রধরপুর, খুরদা, বিলাসপুর, ওয়ালটেয়ার, নাগপুর ; (৯) দক্ষিণ-মধ্য রেলপথ, সদর কার্যালয় অন্ধ্রপ্রদেশের সেকেন্দ্রাবাদ। ইহার ৮টি বিভাগ : বোম্বাই, বরোদা, কোটা, জয়পুর, আজমীঢ়, রাজকোট, ভাবনগর, রতলম।

ভারতীয় জাহাজ নির্মাণ কারখানা

বিশাখাপত্তনম্ এবং কোচিন।

ইঞ্জিন ও গাড়ি নির্মাণ কারখানা

চিত্তরঞ্জনে ইঞ্জিন ও পেরাম্বুরে গাড়ি নির্মিত হয়।

লৌহ ও ইস্পাতের কারখানা

(১) টাটা আয়রণ এণ্ড ষ্টীল কোম্পানী (জামসেদপুর), (২) ইণ্ডিয়ান আয়রণ এণ্ড ষ্টীল কোং (বার্নপুর), (৩) মাইশোর আয়রণ এণ্ড ষ্টীল ওয়ার্কস (ভদ্রাবতী), (৪) রৌরকেল্লা (উড়িষ্যা), (৫) ভিলাই (মধ্যপ্রদেশ), (৬) দুর্গাপুর (পশ্চিমবঙ্গ)।

এগুলির মধ্যে রৌরকেল্লা, ভিলাই এবং দুর্গাপুর—সরকারী ইস্পাত কারখানা। এগুলি তিনটি বিদেশী সরকারের সহযোগিতায় স্থাপিত হইয়াছে। বিহারের অন্তর্গত বোকারো নামক স্থানে ৪র্থ ইস্পাত কারখানা সোভিয়েট রাশিয়ার সহযোগিতায় নির্মিত হইয়াছে।

সার উৎপাদন কারখানা

সিন্ধ্রী ও আসাম।

ভারতের প্রধান প্রধান শিল্প

বয়ন শিল্প, পাট শিল্প, লৌহ ও ইস্পাত শিল্প, কয়লা শিল্প, সিমেন্ট শিল্প, চা শিল্প, কফি শিল্প, রবার শিল্প, মোটরযান, সাবান, এলুমিনিয়ম, জুতো, দেশলাই শিল্প ও অন্যান্য খনিজ শিল্প, লবণ শিল্প, রাসায়নিক শিল্প, ফিল্ম শিল্প, কাগজ ও বোর্ড শিল্প ও চিনি শিল্প ও বনস্পতি শিল্প।

তৈল শোধনাগার

নাহারকাটিয়া এবং বারাউনি।

আণবিক শক্তি কেন্দ্র

বোম্বে, তারাপুর, রাজস্থান, কোটা। তৃতীয় কেন্দ্রে কল্পকামে (মাদ্রাজ) নির্মিত হইয়াছে এবং চতুর্থ কেন্দ্র নারোরাতে (উ, প্র,) নির্মিত হইবে।

ভারতের রাজনৈতিক দল

ভারতের জাতীয় কংগ্রেস (আদি ও নব) হিন্দুমহাসভা, প্রজাসমাজতন্ত্রী, ভারতীয় জনসঙ্ঘ, ভারতের কম্যুনিষ্ট পার্টি, ভারতের কম্যুনিষ্ট পার্টি (মার্কসবাদী), সংযুক্ত সোস্যালিষ্ট পার্টি, স্বতন্ত্র পার্টি, দ্রাবির-মুন্নেত্রা-কাজাগাম পার্টি, রিভলিউশনারী সোস্যালিষ্ট পার্টি অব ইণ্ডিয়া, ফরওয়ার্ড ব্লক, ভারতীয় ক্রান্তি দল ইত্যাদি। ইহা ছাড়া ইদানিং আরও কয়েকটি দলের সৃষ্টি হইয়াছে।

প্রাচীন ভারতের স্থাপত্যশিল্পের কেন্দ্রসমূহ

প্রাচীন আর্য—মহেঞ্জোদাড়ো, হরপ্পা। (পাকিস্থান)

বৌদ্ধ—অজন্তা, নাসিক, ইলোরা, নালন্দা।

জৈন—আবুপাহাড়, চিতোর।

চালুক্য—ধারওয়ার, গোয়ালিয়ার, বৃন্দাবন, বারাণসী, উদয়পুর, দাতিয়া।

ব্রাহ্মণ্য—ভেলোর, বিজয়নগর, এলিফাণ্টা, ইলোরা।

দ্রাবিড়—আম্বার, সোমনাথপুর।

পাঠান—ইলোরা, মাণ্ডু, তাঞ্জোর, তিন্নেভেলি।

মোগল—দিল্লী, আগ্রা, আমেদাবাদ, ফতেপুর-সিক্রি।

ভারতের জাতীয় সড়ক

স্বাধীন ভারতের সংবিধান অনুসারে জাতীয় সড়কের দায়িত্ব কেন্দ্রীয় সরকারের। এই উদ্দেশ্যে ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দে কেন্দ্রীয় পরিবহণ বোর্ড গঠিত হইয়াছে। বর্তমানে জাতীয় সড়কের মোট সংখ্যা ৪৪টি। এগুলির মধ্যে নিম্নলিখিতগুলি উল্লেখযোগ্য :—

(১) গ্রাণ্ডট্রাঙ্ক রোড ; (২) বোম্বাই-বাঙ্গালোর-মাদ্রাজ সড়ক ; (৩) মাদ্রাজ-কলিকাতা সড়ক ; (৪) কলিকাতা-নাগপুর-বোম্বাই সড়ক (৫) বারাণসী-নাগপুর-হায়দারাবাদ-কুর্নুল-বাঙ্গালোর-কেপকমোরিণ সড়ক ; (৬) দিল্লী-আহমদাবাদ-বোম্বাই সড়ক ; (৭) আম্বালা-সিমলা-তিব্বত সীমান্ত সড়ক ; (৮) দিল্লী-লক্ষ্ণৌ সড়ক ; (৯) আসাম এক্সপ্রেস সড়ক ; (১০) আসাম ট্রাঙ্ক সড়ক ; (১১) আগ্রা-বোম্বাই সড়ক এবং (১২) লক্ষ্ণৌ-মজঃফরপুর-বারাউনি সড়ক।

ভারতের খনিজ পদার্থ

কয়লা, আকরিক লৌহ, ম্যাঙ্গানীজ, লাইমষ্টোন, চিনামাটি, ষ্টিয়েটাইট, জিপসাম, ফায়ার ক্লে, ডলোমাইট, এসবেসটস ইত্যাদি।

জাতীয় চিহ্ন

পদ্ম—ভারত। শ্বেত-লিলি—ইতালী। Fleur-de-lis—ফ্রান্স। স্বস্তিক—জার্মানি। গোলাপ—ইংলণ্ড। ক্যাঙ্গারু—অস্ট্রেলিয়া। Sugar Maple

—ক্যানাডা। বীচবৃক্ষ—ডেনমার্ক। Shamrock (ত্রিপত্র গুল্মবিশেষ)—আয়ার্ল্যাণ্ড। Cactus—মেক্সিকো। গোলাপ ইরাণ। Thistle (শিয়াল কাঁটা) স্কট্‌ল্যাণ্ড। ডালিম—স্পেন। স্বর্ণদণ্ড—মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র। ড্যাফোডিল পুষ্প—ওয়েলস্। সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র—কাস্তে হাতুড়ি। নিউজিল্যাণ্ড—কিউ পাখী। চীন—নার্সিয়াসফুল। জাপান—ক্রিসেন্থিমাম ফুল। বাংলাদেশ—শাপলা ফুল।

বিভিন্ন দেশের জাতীয় পাখী

ভারত—ময়ূর ; যুক্তরাজ্য—রবিন ; সিংহল—বনমোরগ ; অষ্ট্রীয়া—সোয়ালো ; নাটাল—অস্ট্রিচ্ ; ডেনমার্ক—স্কাইলার্ক ; মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র—ঈগল।

ভারতের জাতীয় প্রাণী—ব্যাঘ্র।

বিভিন্ন দেশের জাতীয় দিবস

আফগানিস্তান—	২০শে মে।	পাকিস্তান—	১৪ই আগস্ট।
অস্ট্রেলিয়া—	২৬শে জানুয়ারী।	ফিলিপাইন—	৪ঠা জুলাই।
ব্রহ্মদেশ—	৪ঠা জানুয়ারী।	সুইট্‌জারল্যাণ্ড—	১লা আগস্ট।
কানাডা—	১লা জুলাই।	থাইল্যাণ্ড—	২৪শে জুন।
সিংহল—	৪ঠা ফেব্রুয়ারী।	তুরস্ক—	২৯শে অক্টোবর।
চীন—	১লা অক্টোবর।	আমেরিকা—	৪ঠা জুলাই।
ফ্রান্স—	১৪ই জুলাই।	রাশিয়া—	৭ই নভেম্বর।
ভারত—	১৫ই আগস্ট।	ইংলণ্ড—	—রাণীর সরকারী জন্মদিবস।
ইন্দোনেশিয়া—	১৭ই আগস্ট।	পোল্যাণ্ড—	২২শে জুলাই।
ইস্রাইল—	২৭শে এপ্রিল।	গ্রীস—	২৫শে মার্চ।
জাপান—	২৯শে এপ্রিল।	বেলজিয়াম—	২১শে জুলাই।
কেনিয়া—	১২ই ডিসেম্বর।	নরওয়ে—	১৭ই মে।
জাঞ্জিবার ও পেম্বা দ্বীপ—	১০ই ডিসেম্বর।	নিয়াসাল্যাণ্ড—	৬ই জুলাই।
		বাংলাদেশ	৬ই ডিসেম্বর।

বিভিন্ন দেশের মুদ্রার নাম

দেশ	মুদ্রা
১। চীন	তেল (Tale)
২। ডেনমার্ক	ক্রোন (Krone)
৩। ফ্রান্স	ফ্রাঙ্ক (Franc)
৪। জার্মানি	মার্ক (Mark)
৫। হল্যাণ্ড	ফ্লোরিন্ (Florin)
৬। জাপান	ইয়েন (Yen)
৭। সুইট্‌জারল্যাণ্ড	ফ্রাঙ্ক (Franc)
৮। যুক্তরাষ্ট্র	ডলার (Dollar)
৯। ইতালী	লিরা (Lira)
১০। স্পেন	পেসেতা (Peseta)
১১। চেকোশ্লোভাকিয়া	করুণা (Koruna)
১২। রুমানিয়া	ল্যু (Leu)
১৩। ফিন্‌ল্যাণ্ড	মার্কা (Markka)
১৪। রাশিয়া	রুব্‌ল্ (Rouble)
১৫। ক্যানাডা	ডলার (Dollar)
১৬। চিলি	পেসো (Peso)
১৭। কোস্টারিকা	কোলন (Colon)
১৮। কিউবা	পেসো (Peso)
১৯। এস্টোনিয়া	ক্রুন্ (Kroon)
২০। গ্রীস	ড্রাক্‌মা (Drachma)
২১। হাঙ্গেরী	পেঙ্গো (Pengo)
২২। আইসল্যাণ্ড	ক্রোন্ (Krone)
২৩। যুগোশ্লাভিয়া	দিনার (Dinar)

দেশ	মুদ্রা
২৪। ল্যাট্‌ভিয়া	ল্যাট (Lat)
২৫। লিথুনিয়া	লিটাস (Litas)
২৬। পানামা	বলবোয়া (Balboa)
২৭। পেরু	সোল (Sol)
২৮। পোল্যাণ্ড	জ্লটি (Zloty)
২৯। উরুগুয়ে	পেসো (Peso)
৩০। ভেঞ্জুয়েলা	বলিভার (Bolivar)
৩১। সুইডেন	ক্রোনা (Krona)
৩২। ইংলণ্ড	পাউণ্ড (Pound)
৩৩। ভারত	টাকা (Rupee)
৩৪। বাংলাদেশ	টাকা (Rupee)
৩৫। নাইজেরিয়া	ক্রোন (Krone)

বিভিন্ন দেশের আইনসভার নাম

ভারত-যুক্তরাষ্ট্র	…লোকসভা	জাপান…	ডায়েট
অস্ট্রিয়া	…রাইচরাথ	ইংলণ্ড…	পার্লামেন্ট
যুক্তরাষ্ট্র (আমেরিকা)	…কংগ্রেস	ফ্রান্স…	ন্যাশনাল এসেমব্লি
		রাশিয়া…	সুপ্রীম সোভিয়েট
তুরস্ক	…গ্র্যাণ্ড ন্যাশন্যাল এসেমব্লি	জার্মানি	…ব্যাণ্ডেসর‍্যাট
		নেদারল্যাণ্ড	…স্টেট্‌স্ জেনারেল
ইরান	…মজলিস	যুগোশ্লাভিয়া	…স্কুপথ্ চিনা
আইস্‌ল্যাণ্ড	…আলথিং	সুইট্‌জারল্যাণ্ড	…ফেডার‍্যাল এসেমব্লি
আয়ার	…ওইরিয়েক্টাস	স্পেন	..কোরটিস্
নরওয়ে	…স্টরটিং	ডেনমার্ক	…রিগস্‌ডাগ

ইতালি	... সেনেট	পোল্যাণ্ড	...সেজম
মিশর	...বর্লামেন্ট	পাকিস্তান	পাকিস্তান পার্লামেন্ট

বর্তমান কালের আশ্চর্য সমরোপকরণ

১। দূরপাল্লার শক্তিশালী কামান
২। মেসিনগান
৩। চুম্বক মাইন
৪। বোমাবর্ষী বিমানপোত
৫। বিষাক্ত গ্যাস ও বিশালকায় বোমা
৬। তরল আগুন
৭। ট্যাঙ্ক
৮। রোড মাইন
৯। সাবমেরিন
১০। উদ্‌যান বোমা (Hydrogen Bomb)
১১। উড়ন্ত বোমা
১২। আণবিক বোমা
১৩। জ্যাট বিমান।

সামরিক বিভাগ

Regiment—এই বিভাগের অধিনায়ক Colonel (কর্ণেল) এবং ইহার সৈন্যসংখ্যা সর্বাধিক।

Division—Major-General-এর অধীনে পদাতিক সৈন্যদল।

Battalion—কয়েকটি Companyর সমষ্টিগত নাম।

Brigade—অনির্দিষ্ট সংখ্যক Regiment বা battalion

সংক্ষেপ

A.D.	.. Anno Domini.
A.M.	.. Ante meridian.
P.M.	.. Post meridian
B.B.C.	.. British Broadcasting Corporation.
B.D.	.. Bachelor of Divinity.

B.O.A C.	.. British Overseas Airways Corporation.
C.A.	.. Chartered Accountant.
C.I.D.	.. Criminal Investigation Department.
C.J.	.. Chief Justice.
D C.L.	.. Doctor of Civil Law.
D. Lit.	.. Doctor of Literature.
D P.I.	.. Director of Public Instruction.
D.I G.	.. Deputy Inspector General.
D.S.O.	.. Distinguished Service Order.
D.S.P.	.. Deputy Superintendent of Police.
E R.	.. Eastern Railway.
E. & O. E.	.. Errors and Omissions Excepted.
F.A.O.	.. Food and Agricultural Organisation.
I.L O.	.. International Labour Organisation.
N A.T.O.	.. North Atlantic Treaty Organisation.
W.H.O.	.. World Health Organisation.
S.E.A.T.O.	.. South-East Asia Treaty Organisation.
F.G.S.	.. Fellow of General Society.
F.M.	.. Field-Marshal.
F.O.B.	.. Free on Board.
F.O.R.	.. Free on Rail.
F.R.A S.	.. Fellow of the Royal Astron. Soc.
F.R.S.	.. Fellow of the Royal Society.

F.R.G.S.	.. Fellow of the Royal Geographical Society.
G.P.O.	.. General Post Office.
A.I.R.	.. All-India Radio.
P.M.G.	.. Post Master General.
P.W.D.	.. Public Works Department.
J.P.	.. Justice of the Peace.
M.B.	.. Bachelor of Medicine.
N.B.	.. *Nota bene* (note well).
V.C.	.. Victoria Cross, Vice-Chancellor.
G.I.	.. Government of India.
P.C.	.. Post Card.
P.T.O.	.. Please Turn Over.
F.T.S.	.. Fellow of the Theosophical Society.
M.R.A.S.	.. Member of the Royal Asiatic Society.
*R.S.V.P.	.. *Respodez S'il Vous plait* (Reply if you please).
S.P.C.A.	.. Society for the Prevention of Cruelty to Animals.

---

* ইংরাজী নিমন্ত্রণপত্রের নীচে R. S. V. P. লেখা থাকিলে বুঝিতে হইবে যে, নিমন্ত্রণে খাওয়ার বন্দোবস্ত আছে। যদি নিমন্ত্রিত-ব্যক্তি না আসিতে পারেন তবে তিনি যেন দয়া করিয়া জানান। পাছে খাবার নষ্ট হয়, তাই এই ব্যবস্থা।

U.S.S. R.	...Union of Soviet Socialist Repulic.
•S.O.S.	.. Save our Soul.
Y.M.C.A.	.. Young Men's X'tian Association.
C.S.P.C.A.	.. Calcutta Society for the Prevention of Cruelty to Animals.
R.M.S.	.. Railway Mail Service.
O.K	.. All Correct.
S. R.	.. Southern Railway.
C.& W R.	.. Central & Western Railway.
N.R.	.. Northern Railway.
N E R.	.. North Eastern Railway.
T.U.C.	.. Trade Union Congress.
U N.O.	.. United Nations Organisation.
T.B.	.. Tuberculosis.
G.M.T.	.. Greenwich mean time.
I.N.A.	.. Indian National Army.
C.O.D.	.. Cash on Delivery.
C.I.F.	.. Cost Insurance Freight.
F.O.R.	.. Free on Railway.
I.N.T.U.C.	.. Indian National Trade Union Congress.
M.I.C.E.	.. Member of the Institution of Civil Engineering.
W.A.A.C.	.. Women's Army Auxiliary Corps.

সম্মিলিত রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠান (U. N. O.)

পৃথিবীর শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার জন্য সম্মিলিত রাষ্ট্র-প্রতিষ্ঠান বা United Nations Organisation (সংক্ষেপে U. N. O.) গঠিত হয় ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দের ২৪শে অক্টোবর। ইহা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী কালের একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা। ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দের ২৬শে জুন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্যানফ্রান্সিস্‌কো শহরে সমবেত ৫১টি দেশের প্রতিনিধি প্রথমে একটি সনদ বা চার্টার সহি করেন। তাহার পর পৃথিবীর অধিকাংশ রাষ্ট্র ইহা অনুমোদন করে। সম্মিলিত রাষ্ট্র-প্রতিষ্ঠানের প্রথম সাধারণ অধিবেশন হয় লণ্ডনে ১৯৪৬-এর ১০ই ফেব্রুয়ারী। রাষ্ট্রসংঘের প্রধান উদ্দেশ্য, ছোট-বড় নির্বিশেষে প্রত্যেক শান্তিপ্রিয় জাতি নিজের ইচ্ছানুযায়ী গভর্ণমেণ্ট গঠন করিয়া পরিপূর্ণ অধিকারে বসবাস করিতে পারিবে।

রাষ্ট্রসংঘের প্রধান বিভাগ দুইটি:—(১) সাধারণ পরিষদ ও (২) স্বস্তি পরিষদ। এই প্রতিষ্ঠানে সমস্ত শান্তিপ্রিয় জাতি ও রাষ্ট্রেরই সদস্য হইবার অধিকার আছে। রাষ্ট্রসংঘের গঠনতন্ত্রে স্বস্তি পরিষদের সুপারিশে সাধারণ পরিষদের ভোটে কোনো সদস্য-রাষ্ট্রকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করার বিধান আছে। সমস্ত সদস্য-রাষ্ট্র লইয়া সাধারণ পরিষদ গঠিত। পৃথিবীতে স্থায়ী শান্তি সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা-বিধানই স্বস্তি পরিষদের প্রাথমিক দায়িত্ব। ইহার সদস্য-সংখ্যা ১১ এবং এই ১১ জনের মধ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েট রাশিয়া, গ্রেট বৃটেন, ফ্রান্স ও চীন (গণতন্ত্র)—এই বৃহৎ পঞ্চশক্তি স্বস্তি পরিষদের স্থায়ী সদস্য। আর বাকী ৬ জন সাধারণ সদস্য। সদস্য রাষ্ট্রের ভোটে অস্থায়ী সদস্যগণ দুই বৎসরের জন্য নির্বাচিত হইয়া থাকেন। ভারত জাতিপুঞ্জের স্বস্তি পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হইয়াছে। রাষ্ট্রসংঘের—প্রধান বিভাগগুলি হইল: (১) সাধারণ পরিষদ; (২) স্বস্তি পরিষদ; (৩) অর্থনৈতিক

ও সামাজিক পরিষদ; (৪) অছি পরিষদ; (৫) আন্তর্জাতিক বিচারালয়; (৬) সেক্রেটারিয়েট।

এইসব সংস্থা ছাড়া আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংস্থা (I.L.O.), খাদ্য ও কৃষি-সংস্থা (F.A.O), শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি সংস্থা (U.N.E.S.C.O.), আন্তর্জাতিক ব্যাঙ্ক (Bank), আন্তর্জাতিক ধনভাণ্ডার (Fund), আন্তর্জাতিক ফিন্যান্স কর্পোরেশন (I. F. C.), বিশ্ব-স্বাস্থ্য সংস্থা (W. H. O.) আন্তর্জাতিক আণবিক শক্তিসংস্থা (I. A. E. A.) প্রভৃতি কতকগুলি বিশেষ প্রতিষ্ঠান আছে।

নিউ ইয়র্কে একটি পঁচিশতলা বাড়িতে জাতিসংঘের নিজস্ব কার্যালয় আছে। সেই কার্যালয়ে ইহার একটি নিজস্ব পোষ্ট অফিস আছে। জাতিসংঘের নিজস্ব ডাকটিকিট ও পতাকা আছে। ইহার প্রধান কর্মকর্তাকে সেক্রেটারি-জেনারেল বলা হয়। রাষ্ট্র-প্রতিষ্ঠানের প্রথম সেক্রেটারি-জেনারেল ট্রিগভী লাই।

পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা

ভারতে কৃষি, শিল্প, যানবাহন, শিক্ষা, স্বাস্থ্য প্রভৃতি সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট গঠনমূলক কার্য পরিকল্পনার জন্য পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা গৃহীত হয়। এই পরিকল্পনার সূচনা ১৯৫১ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাস হইতে।

প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (১৯৫১-৫৬) পরে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (১৯৫৬-৬১) এবং তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (১৯৬১-৬৬) কার্যে পরিণত করা হইয়াছে। অর্থের অপ্রাচুর্য বশতঃ চতুর্থ পরিকল্পনার কাজ আরম্ভ করিতে বিলম্ব হইয়াছে। তাই ১৯৬৬ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৯৬৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত বার্ষিক পরিকল্পনা রচনা করিয়া কাজ চলে ও পরে চতুর্থ পরিকল্পনার কাজ আরম্ভ হইয়াছে।

ভারতের সেচ ও বহুমুখী পরিকল্পনা

স্বাধীনতা লাভের পর ভারতে পর পর ৩টি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার ফলে অনেকগুলি সেচ পরিকল্পনা রূপায়িত হইয়াছে। নৌ-চলাচলের ব্যবস্থা, সেচ-ব্যবস্থার প্রসার, বন্যা নিয়ন্ত্রণ, বিদ্যুৎ উৎপাদন, মৎস্য চাষ প্রভৃতি ইহার বহুমুখী উদ্দেশ্য। এই পরিকল্পনাগুলির মধ্যে নিম্নলিখিতগুলি উল্লেখযোগ্য :—

১। **ভাকরা-নাঙ্গাল পরিকল্পনা**—ভারতে নদী পরিকল্পনাগুলির মধ্যে ইহাই বৃহত্তম। পাঞ্জাবে ভাকরা নামক স্থানে এই বিশাল বাঁধটি নির্মিত হইয়াছে। এই নদীর ৮ মাইল ভাটিতে নাঙ্গাল নামক স্থানে আরও একটি বিরাট বাঁধ নির্মিত হইয়াছে। এই পরিকল্পনার ফলে পাঞ্জাব ও রাজস্থানে প্রায় ৬০ লক্ষ একর জমিতে জলসেচ করা যাইবে এবং বিস্তীর্ণ অঞ্চলে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা যাইবে। ১৯৬১ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে ইহার নির্মাণ কার্য শেষ হইয়াছে।

২। **দামোদর উপত্যকা পরিকল্পনা**—বিহার ও পশ্চিমবঙ্গের দামোদর নদের বন্যা নিয়ন্ত্রণের জন্যই মুখ্যতঃ এই পরিকল্পনা রচিত হয়। কিন্তু পরে ইহাকে বহুমুখী পরিকল্পনায় রূপায়িত করা হইয়াছে। এই পরিকল্পনা অনুসারে তিলাইয়া, কোনার, মাইথন ও পাঞ্চেৎ পাহাড়ে ৪টি বৃহৎ জলাধার নির্মিত হইয়াছে ও কোনার ব্যতীত অপর ৩টি স্থানে জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছে। বোকারো, দুর্গাপুর ও চন্দ্রপুরীতে ৩টি তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছে। ১৯৬০ খ্রীষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে ইহার কার্য শেষ হয়। এই পরিকল্পনার ফলে ৯.৭৩ লক্ষ একর জমিতে সেচের জল সরবরাহ করা হইতেছে। কলিকাতা নগরীর বিদ্যুৎ সরবরাহ আংশিকভাবে দুর্গাপুর হইতে হইয়া থাকে।

৩। **ময়ূরাক্ষী পরিকল্পনা**—পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উদ্যোগে বীরভূম জেলায় এই পরিকল্পনাটি রূপায়িত হইয়াছে। ইহা একটি সেচ পরিকল্পনা

হইলেও ইহার সহিত বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রও নির্মিত হইয়াছে। উহা হইতে বীরভূম, মুর্শিদাবাদ, সাঁওতাল পরগণায় বিদ্যুৎ সরবরাহের ব্যবস্থা হইয়াছে। সিউড়ির নিকট তিলপাড়া বাঁধ ও পরে মাসাঞ্জোর বাঁধ নির্মিত হইয়াছে। এই পরিকল্পনার ফলে ৬·৫ লক্ষ একর জমিতে জলসেচ করা হইবে।

৪। **হীরাকুঁদ পরিকল্পনা**—এই বাঁধটি পৃথিবীর দীর্ঘতম বাঁধ। উড়িষ্যার মহানদীর উপর ইহা নির্মিত হইয়াছে। ইহাতে মহানদীর বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও বিদ্যুৎ উৎপাদন সম্ভব হইয়াছে। ফলে উড়িষ্যার বহু শহরে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হইতেছে ও ৫·৭ লক্ষ একর জমিতে জলসেচের ব্যবস্থা হইয়াছে।

৫। **রাজস্থান খাল পরিকল্পনা**—শতদ্রু নদীর হারিকে বাঁধের মুখ হইতে খাল খনন করা হইয়াছে। ইহা দুইটি পর্যায়ে বিভক্ত—(১) রাজস্থান ফিডার ও (২) রাজস্থান খাল। এই পরিকল্পনার দ্বারা রাজস্থানের ২৬·২০ লক্ষ একর জমিতে জল সরবরাহ করা সম্ভব হইবে। সম্পূর্ণ রাজস্থান ফিডার ও রাজস্থান খালের ১২২ মাইল লইয়া গঠিত প্রথম পর্যায়ের কাজ শেষ হইয়াছে। ইহার অবশিষ্টাংশ শেষ হইতে এখনও কয়েক বৎসর লাগিবে।

৬। **তুঙ্গভদ্রা পরিকল্পনা**—অন্ধ্র প্রদেশের সরকার ও মহীশূর সরকারের যুক্ত চেষ্টায় এই পরিকল্পনার কাজ চলিতেছে। এই পরিকল্পনা অনুসারে তুঙ্গভদ্রা নদীর উপর একটি বাঁধ ও কতকগুলি খাল নির্মিত হইবে। এই পরিকল্পনার কাজ ১৯৫৩ খ্রীষ্টাব্দে আরম্ভ হইয়াছে এবং অনেক কাজ ইতিমধ্যেই শেষ হইয়াছে। এই পরিকল্পনার ফলে অন্ধ্র ও মহীশূরের প্রায় ৪·৩ লক্ষ একর জমিতে জলসেচের ও বিদ্যুৎ সরবরাহের ব্যবস্থা হইয়াছে।

৭। **কোশী-নদ পরিকল্পনা**—কোশী নদীর উপর একটি সুবৃহৎ বাঁধ নির্মাণ করিয়া এবং উহার উপর রেল ও মানুষ চলাচলের ব্যবস্থা হইয়াছে।

বন্যা নিয়ন্ত্রণ এবং বিহার ও নেপালের ৩১ লক্ষাধিক একর জমিতে সেচ ইহার প্রধান লক্ষ্য। নেপালে বন্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য বাঁধের কাজ এবং প্রধান বাঁধ ও মানুষ যাতায়াতের জন্য সেতু নির্মাণের কাজ শেষ হইয়াছে।

৮। **চম্বল পরিকল্পনা**—মধ্যপ্রদেশ ও রাজস্থান সরকারের চেষ্টায় এই পরিকল্পনার কাজ চলিতেছে। ইতিমধ্যে কোটা বাঁধ, গান্ধীসাগর জলাধার ও গান্ধীসাগর বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র নির্মিত হইয়াছে। এই পরিকল্পনার ফলে উভয় রাজ্যের ১১ লক্ষ একর জমিতে সেচ দেওয়া যাইবে ও বহুস্থানে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হইবে।

৯। **নাগার্জুন সাগর পরিকল্পনা**—অন্ধ্র প্রদেশ সরকারের প্রচেষ্টায় এই পরিকল্পনার কাজ সুরু হইয়াছে। হায়দরাবাদ হইতে ১০০ মাইল দূরে কৃষ্ণা নদীর উপরে একটি বাঁধ নির্মিত হইবে। ইহার ফলে অন্ধ্রপ্রদেশের ২০.৬ লক্ষ একর জমিতে জল সরবরাহ সম্ভব হইবে। শীঘ্রই ইহার নির্মাণের কাজ শেষ হইবে আশা করা যায়।

১০। **গণ্ডক পরিকল্পনা**—বিহার ও উত্তর প্রদেশ সরকারের চেষ্টায় ইহা রূপায়িত হইতেছে। ভৈসা লোতান নামক স্থানে গণ্ডক নদীর উপর একটি বাঁধ নির্মিত হইবে। উহাতে রেল ও পায়ে চলার জন্য সেতুর ব্যবস্থা হইবে এবং একটি বিদ্যুৎ কেন্দ্রও নির্মিত হইবে। এই পরিকল্পনার ফলে নেপাল ও ভারতের মধ্যে যোগাযোগ সহজ হইবে।

১১। **ফারাক্কা বাঁধ পরিকল্পনা**—কলিকাতা বন্দরকে রক্ষা করাই এই পরিকল্পনার উদ্দেশ্য। কলিকাতা বন্দরকে রক্ষা করিতে হইলে হুগলী নদীতে আরও জল সঞ্চার করা দরকার—এই উদ্দেশ্যে ফারাক্কার নিকট গঙ্গার উপর একটি বাঁধ নির্মাণ করা হইয়াছে। এই বাঁধের উপর রেল ও পায়ে চলার ব্যবস্থা-যুক্ত একটি সেতু নির্মিত হইয়াছে, ইহাতে বিহার ও পশ্চিমবঙ্গের সহিত

উত্তরবঙ্গ ও আসাম প্রদেশের যোগাযোগ সহজতর হইয়াছে। বর্তমানে এই সেতুর উপর দিয়া প্যাসেঞ্জার ট্রেন যাতায়াত করিতেছে।

ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের বর্তমান কর্ণধারগণ

রাষ্ট্রপতি :—ফকরুদ্দিন আলি আহম্মদ।
উপরাষ্ট্রপতি :—বি. ডি. জাট্টি

কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা

১। শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী—প্রধানমন্ত্রী, আণবিক শক্তি ও পরিকল্পনা।
২। ওয়াই. বি. চ্যবন—বহির্বিষয়ক।
৩। জগজীবন রাম—কৃষি এবং সেচ।
৪। সর্দার স্বরণ সিং—প্রতিরক্ষা।
৫। কমলাপতি ত্রিপাটি—রেল।
৬। ডঃ করণ সিং—স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা।
৭। রাজ বাহাদুর—পর্যটন ও অসামরিক বিমান চলাচল।
৮। এইচ. আর. গোখলে—আইন, বিচার ও কোম্পানী।
৯। কেশব দেও মালবিয়া—পেট্রোল ও রাসায়নিক দ্রব্য।
১০। কে রঘু রামাইয়া—পূর্ত, গৃহনির্মাণ এবং সংসদীয় বিষয়।
১১। সি. সুব্রাহ্মণম্—অর্থ।
১২। উমাশঙ্কর দীক্ষিত—জাহাজ চলাচল ও পরিবহণ।
১৩। টি. এ. পাই—শিল্প ও অসামরিক সরবরাহ।
১৪। কে ব্রহ্মানন্দ রেড্ডি—স্বরাষ্ট্র।
১৫। শঙ্কর দয়াল শর্মা—যোগাযোগ।

লোকসভা—স্পীকার—বলিরাম ভগত।

ডেপুটী স্পীকার—জি. জি. সোয়েল।

রাজ্যসভা—চেয়ারম্যান B. D Jatti।

ডেপুটী চেয়ারম্যান—Godey Murahari।

নির্বাচন কমিশন

প্রধান নির্বাচন কমিশনার—এস. স্বামিনাথন।

ডেপুটী নির্বাচন কমিশনার—পি. রায়।

সেক্রেটারী—এ. এন. সেন, কে. এস রাজাগোপালন ও রোশন লাল।

অডিটার জেনারেল—এস. রঙ্গনাথন।

এটর্নী জেনারেল—নীরেন দে।

সলিসিটার জেনারেল—জগদীশ স্বরূপ

সুপ্রীম কোর্ট

প্রধান বিচারপতি—এ, এন. রায়।

বিচারকগণ—১। পি. জগনমোহন রেড্ডী। ২। এইচ. আর. খান্না। ৩। পি. এন. ভগবতী। ৪। ভি. আর. কৃষ্ণ আয়ার। ৫। কে. কে. ম্যাথিউ। ৬। এম. এইচ. বেগ। ৭। ওয়াই. ডি. চন্দ্রচুদা। ৮। এ. আলাগিরিস্বামী। ৯। পি. কে. গোস্বামী। ১০। আর. এস. সরকারিয়া। ১১। এ. সি. গুপ্ত। ১২। এন. এল, উনটালিয়া।

কেন্দ্রীয় পাবলিক সার্ভিস কমিশন

চেয়ারম্যান—কে. আর. দামলে।

সদস্যগণ—(১) শ্রীমতী বি. খোঙমেন। (২) আর. সি. এস. সরকার। (৩) হরি শর্মা। (৪) মে: জেনা: পি. সি. গুপ্ত। (৫) ডঃ এম. এল. সাহারে। (৬) ডঃ এ. আর কিদোয়াই। (৭) ডি. পি. কোহলি। (৮) অধ্যাপক এইচ্. এন. রামচন্দ্র রাও। সেক্রেটারী—রাজেন্দ্রলাল।

পরিকল্পনা কমিশন

চেয়ারম্যান—শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী।

ডেপুটি চেয়ারম্যান—জি. মুরাহরি।

সদস্যগণ—এস. চক্রবর্তী, বি. শিবরমণ।

সেক্রেটারী—এ. মিত্র।

সভ্যতার বিভিন্ন যুগ

বৈজ্ঞানিকদের মতে এই পৃথিবীতে মানুষ বাস করিতেছে বিগত তিন লক্ষ বৎসর যাবৎ। মানুষ জন্মিবার পূর্বে সেই আদিম যুগে পৃথিবীতে বাস করিত কত রকম অতিকায় জন্তু—ম্যামথ, ডাইনোসর, প্যানথোসর। তখন পৃথিবীতে এই সব জন্তু-জানোয়ারেরই ছিল রাজত্ব। আর ইহাদের রাজত্বেই মানুষের আবির্ভাব হয়। মানুষ ছিল জন্তুরই সামিল—আকৃতিতে ও প্রকৃতিতে। তখন মানুষের কোন হাতিয়ার ছিল না। পাহাড়ের গুহায় বা গাছের ডালে-ডালে তাহারা লুকাইয়া বেড়াইত, চাষ করিতে জানিত না, আগুনের ব্যবহারও জানিত না। গাছের ফলমূল, শিকড় আর পাতা ছিল তাহাদের খাদ্য। তারপর হঠাৎ পৃথিবীতে দারুণ শীতের প্রাদুর্ভাব হইল। ফলমূল পাওয়া

যায় না, উপায় কি? বাঁচিয়া থাকিবার জন্য নানা ফন্দি-ফিকির করিয়া মানুষ পশুপক্ষী ধরিয়া খাইতে আরম্ভ করিল এবং শিকারের উপযোগী হাতিয়ারও তৈয়ারী করিল গাছের মোটা মোটা ডাল আর মুখ-সরু পাথর দিয়া। পণ্ডিতেরা এই যুগের নাম দিয়াছেন **প্রস্তর যুগ**, এবং এই যুগের মানুষকে বলা হইত প্রস্তর যুগের মানুষ।

প্রস্তরযুগেই মানুষ আবিষ্কার করিল আগুন। এই আগুনের ব্যবহার জানিবার পর হইতেই সভ্যযুগের আরম্ভ। আদিম মানুষের অন্ধকার ঘরবাড়ি। সেই গুহা-গহ্বর সহসা আলোকিত হইল আগুনের আলোতে এবং সঙ্গে সঙ্গে মানুষের মনেও আলোর আবির্ভাব হইল। কাঁচা মাংসের পরিবর্তে মানুষ মাংস পুড়াইয়া খাইতে শিখিল। মানুষের ইতিহাসে দেখা দিল **নূতন প্রস্তর যুগ**। পাথরের অস্ত্র ছাড়িয়া মানুষ তীর-ধনুক তৈয়ারী করিল।

এমন করিয়া মানুষ বুদ্ধির বলে জন্তুদের পিছনে ফেলিয়া অনেকখানি অগ্রসর হইল। মানুষ এই যুগে বনের পশুকে বধ করিতে শিখিল। প্রথমে কুকুর, তারপর গরু, ঘোড়া, গাধা, ছাগল, ভেড়া প্রভৃতি তৃণভোজী জন্তুদের সে বশে আনিল। পশুপালনের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের যাযাবর জীবনের আরম্ভ। মানুষ তখন পশুর চামড়া পরিতে শিখিয়াছে। পশুর লোম হইতে সূতা বাহির করিয়া কাপড় বুনিতে শিখিয়াছে। গুহাবাস ছাড়িয়া সে তখন পশুর চামড়ার তাঁবুতে বসবাস করিতে শিখিয়াছে। নূতন প্রস্তরযুগের মানুষ ক্রমে ক্রমে চাষ-আবাদ করিতে শিখিল। এইভাবে কাটিয়া গেল কত হাজার বৎসর।

চাষের যুগ ক্রমে মানুষকে লইয়া আসিল সভ্যলোকে। তাহার বর্বরতা অনেক পরিমাণে ঘুচিয়া গেল। মানুষ ঘর বাঁধিতে শিখিল। সে আর ঘুড়িয়া বেড়ায় না, এক জায়গায় স্থায়িভাবে বসবাস করিতে শিখিল। বাড়িঘর উঠিয়া, গ্রাম গড়িয়া উঠিল। ক্রমে মানুষের মনের ভাব রূপায়িত হইল নানা রকমের বিচিত্র রেখার ছবির ভিতর দিয়া। তখন মানুষ পাথরেই লিখিত। তাহার পর মানুষ ধাতুর ব্যবহার শিখিল। যখন সে

তাহা দিয়া অস্ত্র তৈয়ারী করিল তখন হইতে সভ্যতার ইতিহাসে শুরু হইল **তাম্রযুগের**। ধাতুর মধ্যে মানুষের প্রথম আবিষ্কার তামা। কিন্তু তামা নরম ধাতু। তামার তৈয়ারি অস্ত্র তেমন ধারালও হইত না। তখন তামার সঙ্গে কিছু পরিমাণ টিন মিশাইয়া তৈরি হইল একরকম কঠিন ধাতু। এই মিশ্রিত ধাতুই ব্রোঞ্জ এবং ইহা আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের ইতিহাসে **ব্রোঞ্জযুগের** আরম্ভ।

প্রস্তরযুগ হইতে ধাতুর যুগে আসিয়া মানুষ অনেকটা উন্নত হইল। সভ্যতার পথে সে আরও অনেকখানি অগ্রসর হইল। কিন্তু যেদিন মানুষ লোহের ব্যবহার শিখিল, সেদিন আসিল প্রকৃত সভ্যতার যুগ। যীশুখ্রীষ্ট জন্মাইবার তিন শত বৎসর পূর্বে **লৌহযুগের** আরম্ভ। আমরা সেই সুদূর অতীতের লৌহযুগের মানুষের ধারা আজও চালাইতেছি।

———

মজার অঙ্ক

১। আছিল দেউল এক বিচিত্র গঠন।
ক্রোধে জলে ফেলে দিল পবননন্দন ॥
অর্ধেক পঙ্কেতে তার তেহাই সলিলে।
দশম ভাগের ভাগ শেওলার দলে ॥
উপরে বাহান্ন গজ দেখ বিদ্যমান।
কহ সুবোধ শিশু দেউল প্রমাণ ॥
উত্তর—৭৮০ গজ।

২। দুই ঘরে দুই ঝাঁক পায়রা আছে। প্রথম ঘরের একটি পায়রা দ্বিতীয় ঘরের পায়রাগুলিকে ডাকিয়া বলিল, "তোমাদের ঘরের একটি পায়রা আমাদের ঘরে আসিলে, আমরা তোমাদের দ্বিগুণ হই।" দ্বিতীয় ঘরের একটি পায়রা প্রথম ঘরের একটি পায়রাকে ডাকিয়া বলিল, "তোমাদের ঘরের একজন আমাদের ঘরে আসিলে আমরা তোমাদের সমান হই।" বলত কোন ঘরে কয়টি পায়রা ছিল ?

উত্তর—প্রথম ঘরে ৭টি এবং দ্বিতীয় ঘরে ৫টি।

৩। একটি গাছে একটি টিয়া বসিয়াছিল, এমন সময় উপর দিয়া এক ঝাঁক পাখি উড়িয়া যাইতেছিল। তখন ঐ টিয়াটি পাখির ঝাঁককে জিজ্ঞাসা করিল, "ভাই, তোদের ঝাঁকে তোরা কয়জন আছিস ?" উত্তরে তাহারা বলিল—

"মোদের আগে যত, মোদের পাছে তত,
তার অর্ধেক তার পাই,
তোকে নিয়ে একশ পুরাই।"

উত্তর—৩৬+৩৬+১৮+৯+১=১০০।

৪। তোমার বন্ধুকে একটি সংখ্যা লিখিতে বল। মনে কর, সে যেন লিখিল ৩২৫। তাহাকে সমান সংখ্যক digit লইয়া আরও তিনটি সংখ্যা লিখিতে বল। তারপর তুমি এই শেষোক্ত তিনটি সংখ্যার প্রত্যেকটি digit-এর নীচে এমন একটি digit বসাও যেন, প্রত্যেক ক্ষেত্রেই যোগফল ৯৯৯ হয়। তারপর তুমি তাহাকে সংখ্যাগুলি যোগ করিতে বল। সে যে-কোন সংখ্যাই ধরিয়া থাকুক না কেন, উত্তর হইবে ৩৩২২।

এই প্রকার যোগের কৌশলটি এইরূপ—তোমার বন্ধু প্রথমে যে সংখ্যাটি ধরিবে তাহার পূর্বে প্রথম সংখ্যাটির পর সে আর যতগুলি সংখ্যা লিখিবে, সেই কয়বার নির্দেশক সংখ্যা বসাও এবং সেই সংখ্যাটি এই নূতন সংখ্যাটি হইতে বাদ দিলে যোগফল পাইবে। (অর্থাৎ ৩২৫ প্রথম সংখ্যা; ৩৩২৫ − ৩ = ৩৩২২ = উঃ)। কিন্তু তোমার বন্ধু সর্বপ্রথম যে সংখ্যাটি বলিবে, তার নীচে তুমি কোন সংখ্যা বসাইবে না। তবে যোগ করিবার সময়ে সেটিকে বাদ দিয়া যোগ করিলে ভুল হইবে।

৫। তোমার এক বন্ধুকে একখানি বই লইয়া যে-কোন পৃষ্ঠা খুলিতে বল এবং সেই পৃষ্ঠার প্রথম নয় পংক্তির মধ্যে যে-কোন পংক্তির প্রথম নয়টি শব্দের একটিকে ধরিতে বল। তারপর সে যত সংখ্যক পৃষ্ঠা খুলিয়াছে সেই পৃষ্ঠার সংখ্যাকে ১০ দিয়া গুণ করিয়া গুণফলের সহিত ২৫ এবং পংক্তির নম্বর যোগ করিতে বল। এই সংখ্যাকে আবার দশ দিয়া গুণ করিয়া গুণফলের সহিত সেই শব্দটি পংক্তিতে যত নম্বরের স্থান অধিকার করিয়া আছে, সেই সংখ্যা যোগ করিতে বল। তারপর সর্বশেষ সংখ্যাটি জানিয়া লও, এবং কিছুক্ষণ চিন্তার পর বইখানি খুলিয়া শব্দটি পড়িয়া বল। এই শব্দ বাহির করা অতি সহজ। তুমি উপরি-উক্ত উপায়ে তাহার নিকট হইতে সে সংখ্যাটি জানিয়া লইলে তাহা হইতে ২৫০ বিয়োগ কর। বিয়োগফলের শেষ সংখ্যাটি শব্দের স্থানাধিকৃত নম্বর, শেষ সংখ্যাটির পূর্ববর্তী সংখ্যাটি পংক্তির নম্বর এবং অবশিষ্ট সংখ্যাগুলি পৃষ্ঠার নম্বর।

৬। কোন পুষ্করিণীতে জলের উপরে এক হাত উচ্চে একটি পদ্ম ফুটিয়াছিল। হঠাৎ দমকা বাতাসে মৃণালটি তিন হাত দূরে সরিয়া যায় এবং পদ্মটি ঠিক জলের উপর ভাসিতে থাকে। পুষ্করিণীটি কত গভীর ছিল?

উত্তর—৫ হাত।

৭। এক বালক তাহার পিতাকে তাহার বয়সের কথা জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন—

"তোর যেদিন জন্ম হল, আমার বয়সখানি,
আজিকার তোর বয়সের দ্বিগুণ ছিল জানি।
আর বলি হোক না ক্রমে চৌদ্দ বছর গত,
বয়সটি তোর হবে আমার সেই বয়সের মত।"

পিতা ও পুত্রের বয়স কত?

উত্তর—যথাক্রমে ৪২ এবং ১৪ বৎসর।

৮। তিন সংখ্যাবিশিষ্ট একটি অঙ্ক ধর। এই সংখ্যাকে উল্টাইয়া প্রথম সংখ্যাটি বিয়োগ কর। বিয়োগফলকে উল্টাও এবং এই নূতন সংখ্যাকে বিয়োগফলের সহিত যোগ কর। উত্তর হইল—১০৮৯। উদারহণ :—৪৮৯ সংখ্যাটি ধর। ইহাকে উল্টাইলে ৯৮৪ হয়। ৯৮৪—৪৮৯=৪৯৫, ৪৯৫+৫৯৪=১০৮৯।

যখন কোন অঙ্কের প্রথম এবং শেষ সংখ্যা একই হয় তখন এই নিয়ম খাটে না এবং প্রথম সংখ্যাটি উল্টাইলে যেন মূল সংখ্যার চেয়ে বড় হয়।

৯। একটি পুকুরে ৪টি ঘাট আছে এবং প্রত্যেক ঘাটের নিকটে একটি করিয়া মন্দির আছে। একজন পুরোহিত প্রথম মন্দিরে প্রবেশ করিয়া আটটি ফুলের অঞ্জলি দিলেন। মন্দির হইতে বাহির হইয়া আসিয়া দেখেন যে, তাঁহার ডালির ফুল দ্বিগুণ হইয়াছে। তিনি তারপর দ্বিতীয় মন্দিরে আবার আটটি ফুল উপহার দিলেন। বাহিরে আসিয়া দেখেন যে, তাঁহার ফুল পুনরায় দ্বিগুণ হইয়াছে। তৃতীয় মন্দিরের নিকটও ঐরূপ হইল এবং চতুর্থ মন্দিরে গিয়া

পুরোহিত আটটি ফুল উপহার দিবার পর আর একটি ফুলও ছিল না। তাঁহার ডালিতে প্রথমে কয়টি ফুল ছিল ?

উত্তর—১৫।

১০। ৪৫ হইতে ৪৫ বিয়োগ করিলে বিয়োগফল ৪৫ হইবে।—প্রথমে ১ হইতে ৯ পর্যন্ত সংখ্যা উল্টা করিয়া লিখ এবং তাহার তলায় ১ হইতে ৯ পর্যন্ত সংখ্যা পর পর বসাও। এখন বিয়োগ কর। দেখিবে বিয়োগফলের মধ্যে ১ হইতে ৯টি রাশি রহিয়াছে। এখন ১ হইতে ৯ রাশির যোগফল ৪৫। তাহা হইলে কি হইল দেখ :

৯৮৭৬৫৪৩২১ = ৪৫

১২৩৪৫৬৭৮৯ = ৪৫

৮৬৪১৯৭৫৩২ = ৪৫

১১। এমন দুইটি সংখ্যা বল যেগুলির গুণফল এবং বিয়োগফল সমান

১৯ − ·৯৫ = ১৮·০৫।

১৯ × ·৯৫ = ১৮·০৫।

১২। ১০৯৮৯-কে ৯ দিয়া গুণ করিলে গুণফল প্রথম সংখ্যাটিকে উল্টাইয়া লিখিলেই হইবে।

১৩। এক মাইল দীর্ঘ রেল লাইনের মধ্যভাগ ২০০ ফিট উর্ধ্বে তুলিলে লাইনের শেষপ্রান্ত দুইটি কতদূর সংকুচিত হইবে ?—ছয় ইঞ্চি অপেক্ষা কম।

"জ্ঞানের আরম্ভ আছে, শেষ নাই
দান আছে, ক্ষয় নাই।"

—রবীন্দ্রনাথ

—ঃ শেষ ঃ—